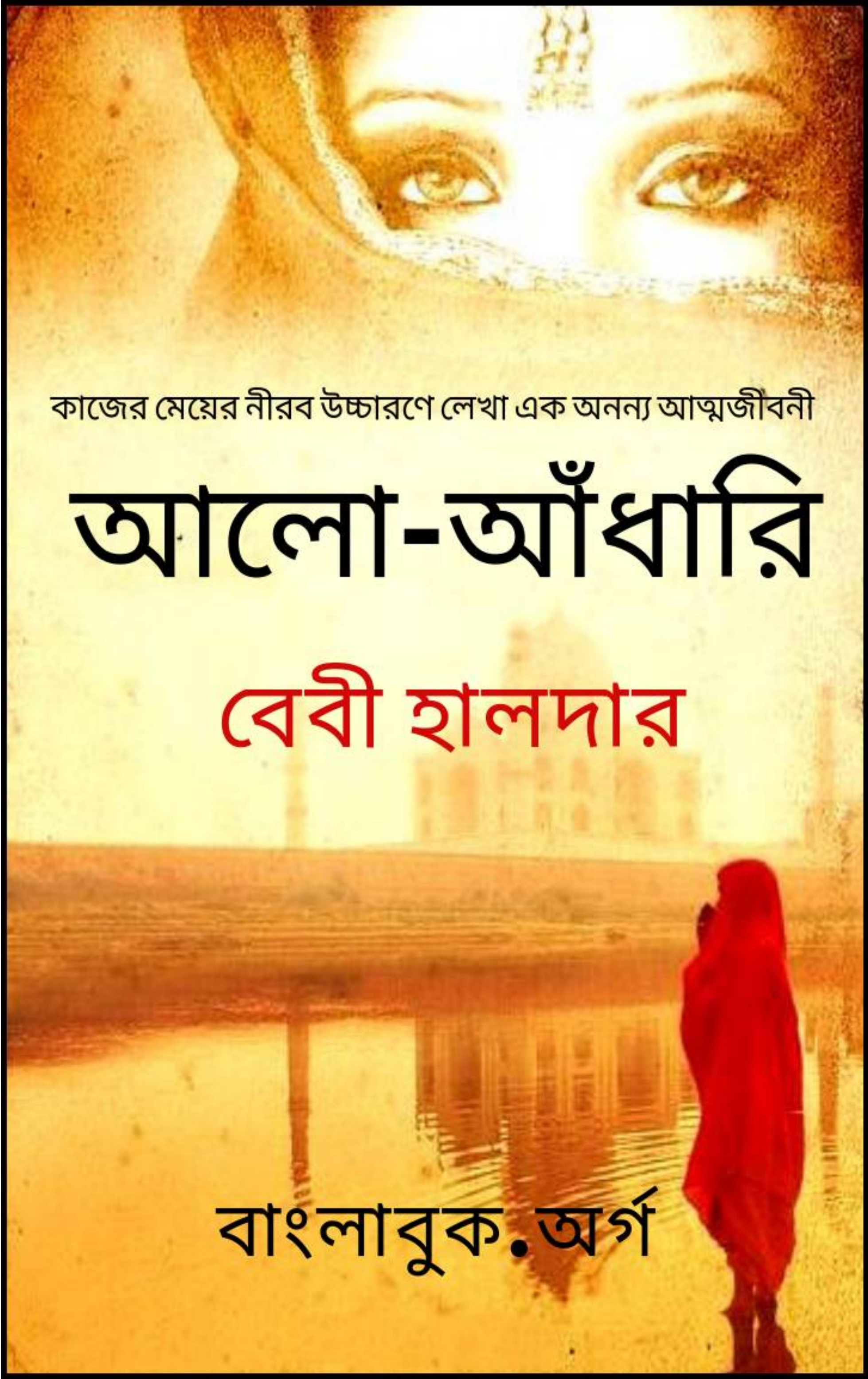
কাজের মেয়ের নীরব উচ্চারণে লেখা এক অনন্য আত্মজীবনী
আলো-আঁধারি
বেবী হালদার
বাংলাবুক.অর্গ

আমাদের রাজনীতিকরা এ বই পড়ে উপকৃত হবেন, কারণ বংশপরম্পরায় যারা দারিদ্রের মধ্যে কাটিয়ে এসেছে, অভাবে পড়ে তারা কাজের মেয়ে হয় এও যেমন পুরো সত্য নয়, তেমনই এ বই স্পষ্টভাবে দেখাতে পেরেছে কেন এবং কীভাবে পারিবারিক পরিবেশ শিক্ষার শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। তার সঙ্গে এ সত্যও ধরা পড়েছে এ বইয়ে যে, প্রতিনিয়ত আমাদের নিম্ন মধ্যবিত্ত অংশে ক্রমাগত কীভাবে দারিদ্রের কবলে পড়ে গিয়ে আমাদের ঘরে ঘরে কাজের মেয়ে পরিবেশন করে চলতে বাধ্য হয়। কারণ বেবী হালদারদের কাজের মেয়ে হওয়ার কথা নয়। তাদের বেবী হালদার হয়ে ওঠারই কথা।

...বইটির আদৌ সম্পাদনা ও সংশোধনের ছোঁয়া না পাওয়ায় পাঠকের প্রাপ্তি বেড়েছে বলেই আমার মনে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয়ে সচেতন না হয়ে উপায় নেই যে, বাংলা সাহিত্য তথা গদ্যের বয়েস তো দেড়শো বছর হয়নি (দুর্গেশনন্দিনী, মার্চ ১৮৬৫), চলিত বাংলা গদ্য তো অর্ধ শতাব্দীর কিছু বেশি, কিন্তু বিস্ময় জাগে যে তা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সাত ক্লাস পড়া একটি মেয়ে কিছু বাংলা বই পড়ে কী অনায়াস গদ্যে নিজের মনের কথাকে মুক্তি দিতে পেরেছে।

... বিশিষ্ট বিখ্যাত মানুষদের আত্মজীবনীতে বেশি আগ্রহ ও কৌতূহল আমাদের, অথচ তার অধিকাংশই কিছুকাল পরে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। সমকালের সামাজিক ইতিহাস পেতে হলে আজও আমাদের কিন্তু ফিরে যেতে হয় রাসসুন্দরী দেবীর কাছে, এমনকী নটী বিনোদিনীর কাছেও। বেবী হালদারের এই আপন কথার মূল্য আজ কতখানি হবে জানি না, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে অদূর ভবিষ্যতে একালের সামাজিক ইতিহাস খুঁজে পেতে হলে গবেষকদের বারবার বেবী হালদারের কাছে, এই 'কাজের মেয়ে'র কাছেই ফিরে আসতে হবে।

—রমাপদ চৌধুরী

দেশ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪

www.BanglaBook.org

যদি তেরো বছর হতে না হতে, ক্লাস সেভেনে পড়া শেষ করতে না করতেই তোমাকে অল্পবুদ্ধি, আনপড় কারও সাথে বেঁধে দেওয়া হয় বিয়ের নামে; এক বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে দ্বিতীয় জন তোমার পেটে এসে যায় এবং দেখতে না দেখতে তুমি তিন সন্তানের মা বনে যাও; পঁচিশ বছর বয়েসেই শরীর মন ক্লান্ত হয়ে ওঠার পর বালবাচ্চা সমেত তোমাকে সুদূর অজানা এক স্থানে চলে যেতে হয়; ভাতের দায়ে তোমায় ঝাড়পোঁছের কাজ নিতে হয়, বাসন মাজতে হয়, রান্না করতে হয়, বাচ্চাদের বাহ্যবমি, সর্দিকাশি, খাওয়াপরা, পড়ালেখার কথা তোমাকে চিন্তা করেই যেতে হয়; আর এসবের মধ্যে তুমি এই ইচ্ছাটাকে জাগিয়ে রেখে যে কোন একদিন তুমি তোমার ক্লাস সেভেনের বিদ্যা নিয়ে, ছেঁড়াখোঁড়া ভাষা দিয়ে তুমি যে পথ পেরিয়ে এলে সেই পথের বিপদের কথা অন্যকে বলবে; তাহলে, সখী, তোমার দ্বিতীয় নামটি হবে বেবী হালদার, যার এই বই মূল বাংলায় লেখা হলেও বিভিন্ন ভারতীয় এবং বিদেশি ভাষায় অনূদিত ও আন্তর্জাতিক ভাবে আলোচিত হয়েছে।

মেহনতী সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী বেবী হালদার এই কাহিনীতে আত্মচিত্রণের মধ্য দিয়ে ভুক্তভোগী শোষিত মানুষের জীবনবেদ চিত্রিত করেছেন। এই কাহিনী শুধু আবেগ বা সাহিত্য জনিত ঋদ্ধ কোন কথন নয়; বরং চলমান রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় যার অবদান অবশ্যই গুরুত্ব পাবে। একজন নারী নিজের সংবেদনশীলতার সাহায্যে নিপীড়নকারী সমাজের আসল রূপটি কত গভীরভাবে ও সরল ভাষায় তুলে ধরতে পারে, বইটি তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

— মেধা পাটকর

I immediately felt that this was one of the best subaltern autobiographies I had read.

– **K. Satchidanandan** *(New Indian Express)*

Ms. Halder never articulates her rage directly and rarely blames her father or her husband for the cruelty she experienced, but the facts stand powerfully for themselves. This is a simple description of a grim existence that has no need of embellishment with literary tricks.

– **Amelia Gentleman** *(The New York Times)*

The most remarkable thing about Baby's unusual memoir is her self-portrait her striking metamorphosis from an unreflecting, passive woman, unquestioningly submitting to what life dealt out to her, into a writer capable of graphically evoking all the searing, suppressed memories that made up her life.

– **Sheela Reddy** *(The Little Magazine)*

70.00 টাকা
রোশনাই প্রকাশন
কাঁচরাপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ

ISBN 81-88742-01-5

আলো-আঁধারি

বেবী হালদার : কমবেশি ২৯ বছর আগে জম্মু-কাশ্মীরের এমন এক স্থানে জন্ম যেখান তার বাবা ফৌজি ছিলেন। বাবা কখন বাড়িতে পয়সা দিতেন কখনো বা দিতেন না। ঘরে হামেশা আর্থিক অনটন ও পারিবারিক কলহের জেরে মা বাড়ি ছেড়ে চলে যান। কিছুদিন পর বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। পরে আরো একবার। ফৌজের চাকরি থেকে অবসর নেবার পর কয়েকটা ছোটখাটো নোকরি করবার পর দুর্গাপুরে আস্তানা গাড়েন। বেবীর তখনো তেরো বছর হয়নি, তার বিয়ে হয়ে যায় দ্বিগুণ বয়সের কোন এক লোকের সঙ্গে। ফলে তার সাত ক্লাসের পড়া ছেড়ে দিতে হয়। বারো-তেরো বছর পর এই ঘরের মানুষের অত্যাচার বরদাস্ত করতে না পেরে তাকে ঘরও ছাড়তে হয়। তত দিনে তার তিনটে ছেলেপিলে হয়ে গিয়েছে। তাদের নিয়ে সে একদিন ফরিদাবাদে যাবার জন্য ট্রেনে উঠে পড়ে। কিছুদিন ওখানে ঠাঁই নিয়ে গুরগাঁও চলে আসে আর একটা 'কাজের মেয়ে' হয়ে যায়। আজ বেবী যখন নিজের ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে দেখে তখন এই ভেবে তার হৃদয়ে সুখের স্রোত বয়ে যায় যে বড় হয়ে তার সন্তানেরা নিজের পরিচয় দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবে না।

অয়নের জন্য

23/12/17

আলো-আঁধারি

বেবী হালদার

ভূমিকা
শঙ্খ ঘোষ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

রোশনাই প্রকাশন
কাঁচরাপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ

ISBN 81-88742-01-5

© বেবী হালদার

মূল্য : 70.00 টাকা
প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী 2004
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারী 2005
তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারী 2007
চতুর্থ মুদ্রণ : আগস্ট 2007

প্রকাশক : রোশনাই প্রকাশন
212/সী.এল/এ, অশোক মিত্র রোড (সার্কাস ময়দানের পাশে)
কাঁচরাপাড়া, উত্তর 24 পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।
পিন : 743145, ফোন : 033-25850249/32598980
E-mail : roshnaiprakashan@sify.com
মুদ্রক : জয়শ্রী প্রেস, 91/1 বী, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা - 700 009
প্রচ্ছদ : চন্দন সেনগুপ্ত

Alo Andhari : An Autobiographical Narrative by baby Halder

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

উৎসর্গ

উৎসর্গের অর্থ জানার জন্য আমাকে অভিধান দেখতে হল, খালি মানে বুঝলে তো হবে না, কাকে কিভাবে করতে হয় সেটাও জানা দরকার, বেশ কিছু বই দেখলাম, কেউ করেছেন বন্ধু বান্ধবকে, কেউ তার বোনকে, কেউ বা হয়ত বাবাকে, আবার দেখলাম এক এক লেখক বেশ কিছু বই লিখেছেন। এক এক খানা বই এক এক জনকে করেছেন। কিন্তু আমি? আমার তো একখানাই বই, আমি কাকে করব। আমিও তো আমার জানাশোনা আত্মীয়স্বজনকে করতে পারি। কিন্তু ওদের মধ্যে যদি একজনকে করি তাহলে অন্যরা আমার উপরে কি ক্ষেপে যাবে না? করার তো ছিল আরো অনেককেই, যেমন আমার পরম গুরুজন রমেশজি, অশোক প্রসূন চ্যাটার্জি, অশোক সেকসরিয়া, প্রবোধ কুমার। আবার ভাবছি এদের যদি করি হয়ত আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করবেন, কেন না বইটা আমার থেকে বেশি তাদের। তাহলে? চিন্তা করতে করতে ভাবলাম যা কিছু এখন আমি লিখছি এসব কি লিখতে পারতাম যদি আমার ইস্কুলের মাষ্টার মহাশয় দিদিমনিরা বাংলা ভাষা আর সাহিত্যের সাথে আমার পরিচয় না করাতেন? এই জন্য আমি ওদেরকেই আলো-আঁধারি উৎসর্গ করলাম। আশা করি এতে ওদের আমার উপর যে ঋণ আছে অল্প কিছু শোধ হবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রকাশ প্রসঙ্গে

এই বইটি প্রসঙ্গে প্রথমেই একথা বললে অতিশয়োক্তি হবে না যে এটি একটি দুর্লভ ঘটনা। কোন বই মূলভাষায় প্রকাশ হবার আগেই অন্য ভাষায় অনূদিত হয়ে পাঠকের কাছে পৌঁছে যায়, এমনটা কমই দেখা যায়। উল্লেখ্য, পরবর্তীতে এই আত্মকাহিনীমূলক বইটির চারটি কিস্তি মূল ভাষায় নবারুণ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'ভাষা-বন্ধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

'আলো আঁধারি' যাঁর লেখা তাঁর নাম বেবী হালদার, বয়স আনুমানিক ৩০। বাবা আর্মিতে ছিলেন, মা সংসারের অশান্তির জেরে ঘর ছাড়েন। তার কিছু পরে, তেরো না পার হতেই বেবীর বিয়ে দেওয়া হয় দ্বিগুণবয়সী একজনের সঙ্গে, যার অত্যাচার বারো বছর সহ্য করে বেবীও একদিন পথে বার হন নিজের পায়ে দাঁড়াতে। সঙ্গে তিনটি সন্তান। দিল্লীতে পৌঁছে নানান লাঞ্ছনা সহ্য করে কোনওরকমে পরিচারিকার কাজ করতে করতে এসে পড়েন গুরগাঁওয়ে। ঘটনাচক্রে সেই গৃহকর্তা প্রবোধ কুমার, বহু পরিচিত লেখক প্রেমচাঁদের নাতি, আবিষ্কার করেন বেবীর লেখাপড়ায় অদম্য উৎসাহ। তাঁর তাগিদেই শুরু হয় বেবীর নিজের কথা নিজের ভাষায় লেখা প্রবোধ কুমার নিজে হিন্দীতে অনুবাদ করেন সেই লেখা। হিন্দী বইটির ভূমিকা থেকে কিছু কথার এখানে পুনরাবৃত্তি হলে ক্ষতি নেই।

> এই বইটি কোনও প্রোডাক্ট নয়, আজকাল বেশির ভাগ বই যেমন হয়ে যাচ্ছে। কোনও সুন্দর লেখা পড়লে যেমন আমরা বন্ধুবান্ধবদের খুব উৎসাহ নিয়ে পড়াই বা শোনাই; অথবা ভাল কিছু খেলে যেমন অন্যদেরও সেটা খাওয়াতে ইচ্ছে হয়, বেবী হালদারের এই বইটি তেমনই ইচ্ছার ফসল। এই কথা লিখতে লিখতে শবরীর সেই অপরূপ গল্পটি মনে পড়ছে, কেমন করে তিনি নিজে চেখে চেখে রামকে (শ্রীরামকে নয়) কুল খাইয়েছিলেন।

অর্থাৎ এই বইটি প্রকাশিত কোনও প্রকাশনা নয়। তেমনই বেবী

> হালদারের লেখাও চলতি ঢঙের লেখা নয়, অর্থাৎ স্রেফ লোককে খুশি করবার জন্যে বা কাঁদাবার জন্যে এই লেখা নয়। এটি এমন এক জীবনকাহিনী যা আমাদের চার পাশে নিয়ত ঘটে চলে, অথচ আমরা না জানি তার মর্ম, না আমারা অনুভব করতে, পারি সেই জীবনসংগ্রাম কেননা 'ভদ্রতা' আমাদের শেখায় রাস্তার ধারে বেহুঁশ কোনও বাচ্চার ধারে কাছে যেও না। কিম্বা আশেপাশের ঝুপড়ি ঘরের হালচাল জানবার ইচ্ছাটিকেও মনে ঠাঁই দিও না। বেবী হালদারের বইটি এমন একটি জানলা যা দিয়ে ওইরকম জীবনেরই এক ঝাঁকিদর্শন হয় আমাদের, যে জীবনযাত্রা আমরা দেখেও দেখি না।

হিন্দী বইটি বার হবার পরে বাংলার বাইরে কিছু পরিচিতি পেয়েছে। ইংরাজি ও হিন্দী ভাষায় বিভিন্ন সর্বভারতীয় পত্র পত্রিকায় বইটি আলোচিত ও প্রশংসিত হয়েছে। আটমাসের মধ্যে হিন্দী বইটির দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে গেছে। হিন্দী পাঠকপাঠিকারা বইটির যেমন সমাদর করেছেন, তাতে বাংলায় লেখা মূল বইটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা জাগে।

লেখার ভাষা ও সামগ্রিক এডিটিং নিয়ে সমস্যা ছিল। আমরা যারা বিভিন্ন সময়ে বইটির ও তার মাধ্যমে বেবী হালদারের আর প্রবোধ কুমারের সংস্পর্শে এসেছি — আমাদের সামনে কতকগুলি প্রশ্ন ছিল। যেমন, বইটির ভাষা আদৌ পরিবর্তন করা উচিত কিনা। বানানের সমতা রাখা, গুরুচণ্ডালী দোষ দূর করা, ইত্যাদি নিয়েও বিতর্ক ছিল। এক হিসাবে কথা সব বেবীর, আমরা উপভোক্তা মাত্র। সুতরাং পরিবর্তনের দায় একমাত্র বেবীর উপরেই বর্তায়। অন্যদিকে, আমরা যদি বেবীর সঙ্গে বইটির মাধ্যমে ও তার ফলে একে অপরের সঙ্গেও কোনও 'ডায়ালগে' জড়িয়ে পড়ছি বলে মনে হয়, তাহলে ভাবের আদান প্রদানের সমস্যা নিরসনে ভাষাগত জটিলতা দূরীকরণ অবশ্য প্রয়োজন। নানান আলোচনা ও অনেক চা কফি সেবনের পর আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে বানান ঠিক রাখা আর সামান্য যতিচিহ্ন দেওয়ানেওয়া ছাড়া অন্য কোনোভাবে আমরা বেবীর লেখাতে হাত দেব না। ফল কি হয়েছে তা পাঠকরাই বিচার করবেন।

বেবীর সম্বন্ধে বইটি সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখার আছে, অনেক লেখা যায় কিন্তু উৎসাহী পাঠক সেটা বেবীর লেখা পড়েই জানুন, এই আমাদের একান্ত বাসনা।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অভিবাদন

একজন তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন তসলিমা নাসরিনের 'আমার মেয়েবেলা'। একজন তাকে বলেছিলেন, মনে রেখো, ঘরের সব কাজকর্ম করে আশাপূর্ণা দেবী চুপি চুপি লিখতেন রাত্রিবেলায়, বাড়ির অন্য সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত। ছ-সাত-ক্লাস-পর্যন্ত-পড়া তার হাতে একটা কলম আর খাতা তুলে দিয়ে একজন তাকে বলেছিলেন, এই খাতাতে তুমি লিখবে তোমার জীবনকাহিনী। শুরু-করে দেওয়া সেই লেখার কিছু অংশ পড়ে একজন তাকে বলেছিলেন, এ তো আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরির মতো! আনা ফ্রাঙ্ক? কে সে? জানে না তা। তবু, একজন তাকে বলেছিলেন, কোনোদিন যেন ভুলো না যে ভগবান তোমাকে লিখতে পাঠিয়েছেন এই পৃথিবীতে।

সে ঠিক বুঝতে পারে না এমন কী আছে তার জীবনে বা সে-জীবন নিয়ে তার লেখায় যে ওঁদের এত ভালো লাগবে। 'আমার হাতের লেখাও ভাল নয়, আমার লেখাতে যে কত ভুল আছে তার ঠিক নেই। তবুও ওনাদের ভাল লেগেছে। আমি তাতুষকে জিজ্ঞাসা করলাম, এর মধ্যে এত ভাল লাগার কারণ কি? তাতুষ বললেন, ও তুমি বুঝবে না। আমি বললাম, সত্যিই আমি বুঝি না, বোঝার ক্ষমতা আমাকে তো ভগবান দেয়নি।'

এই শেষ কথাটা অবশ্য ঠিক নয়। তার লেখা কেন কারো ভালো লাগতে পারে, সেকথা বুঝবার ক্ষমতা তার না-থাকাই সম্ভব, না-থাকাই ভালো, কিন্তু তার স্বচ্ছ সহজ দৃষ্টি দিয়ে চারপাশের জীবনকে সে কত যে ভালো বুঝতে পারে, বিচার করতে পারে, আর সাহস নিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে, বিস্ময়কর এই বইটির পাতায় পাতায় তার চিহ্ন আছে ছড়ানো।

অবহেলিতা মা হাতে একটা দশ পয়সা ধরিয়ে দিয়ে বাবার বাড়ি থেকে হারিয়ে গেল একদিন, বাবা আর সৎ মায়ের লাঞ্ছনা পেতে পেতে বড়ো হতে থাকে

সে। লেখাপড়ার জগৎটাকে বেশ ভালো লাগছে তার, কিন্তু ইস্কুলের সুখ সইল না বেশিদিন, তেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে গেল পটভূমিহীন ছাব্বিশ বছরের এক যুবার সঙ্গে। তারপর বছর না ঘুরতেই অল্প বয়সের সন্তানধারণ, একের পর এক তিনটি ছেলেমেয়ে, আর তার পর – কিংবা বলা যায় তার অনেক আগে থেকেই – প্রত্যাশা-মতো স্বামীর হাতে প্রহৃত আর অপমানিত হতে হতে দিনকাটানো।

কিন্তু কেনই-বা এত অত্যাচার সইতে হবে? কোনো নারীমুক্তির আন্দোলনের কথা জানা হয়নি তার, পড়া হয়নি ইবসেন কিংবা 'স্ত্রীর পত্র', তবু, 'স্বামীর ঘরে থেকে কত যে সুখ সে আমার জানা হয়ে গেছে' বলে একদিন ছেলেমেয়ে-তিনটির হাত ধরে বেরিয়ে পড়ে সে স্বাবলম্বনের খোঁজে। 'আমি একাই ছেলে মানুষ করতে পারি কি না' সেটা সে দেখতে চায় একবার। হিতৈষীরা নানারকম ভয়ের কথা শোনালে সহজভাবেই বলে সে: 'যাদের স্বামী নেই তারা কি বেঁচে নেই?'

কাজটা সহজ হয় না অবশ্য। কী কাজ করবে সে? কোথায় কাজ – কোন্ পথে সে বাঁচাবে তার ছেলেমেয়েদের? অজানা শহরের পথে ঘুরতে ঘুরতে দেখা হয় একজন 'কাজের মেয়ে'র সঙ্গে। 'ঘরের কাজ করো, আমার মতো' বলে সে। পরিচারিকা? এক মুহূর্ত দ্বিধা হয় তার। পারিবারিক সম্মান? ক্ষুণ্ণ হবে না সেটা? না-হয় বাবা তাকে দেখেন না, কিন্তু 'আমার বাবাকে সব হালদারবাবু হালদারদা বলে চেনে, তারা শুনলে কি ভাববে?' শুনে ষষ্ঠীর মা বলেছিল: 'বাপের নাম রাখতে গেলে তোকে না খেয়ে মরতে হবে।'

'আমি কাজ করব।' রাজি হয়ে যায় সেই মেয়ে। তারপর এ-বাড়ি ও-বাড়ির অবমাননা কাটিয়ে হঠাৎ সে এসে পৌঁছল রমণীয় এক আশ্রয়ে, সমবেদনায় মানববোধে ভরপুর এক আত্মীয়তার মণ্ডলে। সাহেব নয়, বাবু নয়, এ-বাড়ির কর্তা তাকে বলে দিয়েছেন তাঁকে 'তাতুষ' নামে ডাকতে, কেননা ওই নামেই তাঁকে ডাকে তাঁর ছেলেরা। তিনি তাকে বলে দিয়েছেন: 'তুমি এ ঘরের মেয়ে। তুমি কখনো ভাববে না যে তুমি এ ঘরের কাজের মেয়ে।'

কাজ করতে করতে অবসর সময়ে লেখা এই সেই ঘরের মেয়ের বই, আমাদের এদেশের আরো অনেকের মতো এক ঘরের মেয়ের। 'কেউ আমাকে দিদি বলেনি' বলে মনে মনে বেদনা জমে থাকে সেই মেয়ের, অত্যাচারী স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়েও কখনো কখনো 'মায়া আসে' তার, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সবারই জন্য ভাবনা রয়ে যায় তার, সেই ঘরের মেয়েটি তার নিরলংকার জীবনের কথা বলে যায় এই একেবারে আপন ভাষায়: 'বুকের হাড়গুলো সব কাঁপছে', 'শরীর তখন জল হয়ে গিয়েছে' 'খুসিতে খসে পড়ছি' 'কত রকম মায়া জাগছে' 'সে আমি বলব না সে ভারি লজ্জার কথা' 'ছেলেপিলে একটু পয়-পরিষ্কার করতে হবে' কিংবা 'তবুও বেবী বেবীর শৈশবকে ভালোবাসে.... বেবী নিজের শৈশবকে চাটে, যেমন নবজাত বাছুরকে ওর মা চাটে।'

হ্যাঁ, এই মেয়েটিরই নাম বেবী, বেবী হালদার। তিন পর্বে ভাগকরা তারই এই জীবনকথা। এ জীবনকথা বলতে বলতে, হালফিল কোনো কলাকৌশল না জেনেও যে-কোনো মুহূর্তে সে চলে যেতে পারে 'আমি' থেকে 'সে'-র দিকে, মুহূর্তমধ্যে নিজেকে সে দেখতে পায় নিজের বাইরে দাঁড়িয়ে, বেবীকে দেখতে চায় দেখতে পায় বেবী।

সেই বেবীর এই আত্মকথা পড়তে পড়তে – তারই ভাষায় বলা যায় – জীবনের জন্য বড়ো মায়া জাগে। আর সেই সঙ্গে মনে হতে থাকে তাতুষের কথা। বেবী হালদারের সৃষ্টি এই বই, আর সন্দেহ নেই যে তাতুষের সৃষ্টি এই নবজাত বেবী হালদার। দুজনেরই প্রতি আমাদের মুগ্ধতা জানাই।

শঙ্খ ঘোষ

৭৮-৭৯ সাল আমরা ছিলাম জম্মু-কাশ্মীরে (কোন এক গ্রামে
যেখানে আমার বাবা চাকরি করত। ওখানকার জায়গাটা কী
সুন্দর, কত বড় বড় পাহাড়। পাহাড়ে কত রকম ফুল, খুব
সুন্দর দেখতে। তখন আমাদের বয়স-চার বছর। ওখান থেকে
বাবা বদলি হয়ে আমাদের নিয়ে এল মুর্শিদাবাদে, ওখানে কিছু
দিন থেকে আবার নিয়ে গেল [illegible]। ওখানকার জায়গা
[illegible] মত, ওখানে অনেক [illegible] মত
উঁচু-উঁচু পাহাড় মাটিতে পড়ে আছে যখন, ওখানে বরফ
পড়ে সাদা দেখা যায় না। ঐ সময় কেউ বাইরে বেরোতে পা-
য়, আমরা জানালা দিয়ে দেখতাম, মনে হত যেন সাদা [illegible]
মধ্যে আমরা বেশ কিছু দিন ছিলাম, খুব ভাল জায়গা, আ-
মরা রোজ বিকেলে ঘুরতে যেতাম, পাহাড়ের ফুল তুলে
নিয়ে এসে খেলতাম, ফুলের মালা তৈরি করে খেলা করতাম।
আকাশের রামধনু, এত সুন্দর পাহাড়ের উপরে পড়ত, দেখতে
খুব সুন্দর লাগত! [illegible] রঙের রামধনু!

১

[illegible] আমাদের জীবনে
জীবনে নেমে এল [illegible] আমার জেঠামশাই
ওখানে বাবা একটা [illegible] আর আমাদের দু-
জনকে [illegible] দিল, ওখানে [illegible] বাবা আবার চাকরি
চলে গেল, ওখান থেকে [illegible] মাসে টাকা পাঠাতে লাগ-
ল বেশ কিছু দিন পরে দেখা গেল যে বাবা আর সেই ভাবে
টাকা পাঠাচ্ছে না, এক মাস পাঠাচ্ছে তো, দু মাস পাঠাচ্ছে
না, আবার হয়ত দু মাস পাঠাচ্ছে তো বেশ কয়েক
মাস পাঠায়নি, এই ভাবে আমাদের মা কিছু করে সংসার
চালাতে। বাবা চিঠি পত্রও ঠিক মত পাঠাত না, মা
পাঠাত তার কোন উত্তর আসত না, তবে তত দূরে বাড়ি,
সেখানে মা একা যেতেও পারত না, মা চিন্তায় পড়ে গে-
এত কষ্টের মধ্যেও আমাদের লেখাপড়া বন্ধ করেনি;
[illegible] এক বছর পর বাবা এল, বাবা যখন
আমাদের সঙ্গে থাকত। এসে একটা মাস আমাদের কাছে
থেকে আবার চলে গেল, এই ভাবে আবার কিছু মাস
ধরে টাকা পাঠাত, আবার সেই অসুখ। মা-আমাদের
[illegible] আমার জেঠামশাইকে বলল, আমার তো

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমি আমার বাবা মা ভাই দাদা দিদি সব আমরা ছিলাম জম্মু-কাশ্মীরে কোন এক জায়গায়। ওখানে আমার বাবা চাকরি করত। ওখানকার জায়গা ভারি সুন্দর, কত বড় বড় পাহাড়! পাহাড়ে কত রকম ফুল! খুব সুন্দর দেখায়। তখন আমার বয়স চার বছর। ওখান থেকে আমার বাবা আমাদের নিয়ে এল মুর্শিদাবাদে। ওখানে কিছু দিন থেকে আবার নিয়ে গেল ডালহৌসি। সেখানকার জায়গাও জম্মু-কাশ্মীরের মত। ওখানে আকাশ থেকে মৌমাছির মত উড়ে-উড়ে বরফ মাটিতে পড়ে জমে যায়। ওখানে বর্ষার সময় রোদ দেখা যায় না। সেই সময় কেউ বাইরে বেরোতে পারে না। আমরা জানলা দিয়ে দেখতাম, ঘরে বসে বসে খেলা করতাম। সেখানে আমরা বেশ কিছুদিন ছিলাম, খুব ভাল জায়গা। আমরা রোজ বিকেলে ঘুরতে যেতাম। পাহাড়ের ফুল দেখতে কত ভাল লাগত। ফুল তুলে তুলে কত খেলা করতাম। আকাশের রামধনু এসে পাহাড়ের উপরে পড়ত, দেখতে খুব সুন্দর লাগত। নীল লাল হলুদ সাত রঙের রামধনু।

আবার বাবার সাথে আমাদের কাঁদতে কাঁদতে যেতে হল মুর্শিদাবাদে। ওখানে আমার জ্যাঠামশাই ছিল, সেখানে বাবা একটা ঘর ভাড়া নিল আর আমাদের ইস্কুলে ভর্তি করে দিল। ওখানে আমাদের রেখে বাবা আবার চাকরিতে চলে গেল। ওখান থেকে বাবা মাসে মাসে টাকা পাঠাতে লাগল। বেশ কিছুদিন পরে দেখা

গেল যে বাবা আর সেই ভাবে টাকা পাঠাচ্ছে না। একমাস পাঠাচ্ছে তো দুমাস পাঠাচ্ছে না। আবার দেখা যাচ্ছে দুমাস পাঠিয়েছে তো বেশ কয়েক মাস পাঠায়নি। এইভাবে আমার মা কি করে সংসার চালাবে! বাবা চিঠিপত্রও ঠিক মত পাঠাত না। মা চিঠি পাঠাত তার কোন উত্তর দিত না, আর অতদূরের রাস্তা, সেখানে মা একা যেতেও পারত না। মা চিন্তায় পড়ে গেল, এত কষ্টের মধ্যেও আমাদের লেখাপড়া বন্ধ করেনি।

কয়েক বছর পর বাবা এল। বাবা যখন এল আমাদের কত আনন্দ! এসে এক-দেড় মাস আমাদের কাছে থেকে আবার চলে গেল। এইভাবে আবার কিছু মাস ভাল করে টাকা পাঠাত, আবার সেই অবস্থা! মা আমাদের উপর বিরক্ত হয়ে যেত। আমার জ্যাঠামশাইকে বলল, আমার জ্যাঠার খুব দরিদ্র অবস্থা। নিজের সংসার চালানো দায় হয়ে যেত ও আমাদের কি করে দেখবে! তখন আমার দিদি বড় হয়ে উঠছে, তার চিন্তা আলাদা, মা বাবার বন্ধু-বান্ধবকে জানাল। তারা কিছুদিন সাহায্য করেছিল। তারা আর কদিন দেখবে, সবাইতো নিজের সংসার আগে দেখবে। তখন মা ভাবছে কিছু একটা করতেই হবে। আবার এটাও ভাবছে যে বাইরে কোনদিন বেরোইনি, লোকে কি বলবে। তাও ভাবছে, লোকের কথা ভাবলে তো আমার পেট চলবে না। কিন্তু বাইরের কাজতো কোনদিন করিনি, কি কাজ করব। এত কষ্ট করতে করতে একদিন বাবা এল। বাবাকে দেখে মায়ের কি কান্না! মায়ের দেখে আমাদেরও কান্না। বাবাকে আমার জ্যাঠা কত কি বলতে লাগল। পাড়ার লোকেও অনেক কিছু বলতে লাগল। তবুও বাবাকে দেখে মনে হল যে, এতে বাবার কিছু যায় আসে না। বাবা মাকে এই অবস্থায় রেখে আবার চলে গেল। কিন্তু মায়ের এই কষ্টের চেয়ে আমার অতটা কষ্ট বলে মনে হত না, কেন না আমার অনেক বান্ধবী ছিল। আমার বান্ধবী অনেক ছিল ঠিকই, কিন্তু খাস বান্ধবী ছিল দু'জন, একজনের নাম ছিল ডলি আর একজনের নাম ছিল তুতুল। ওরা খুব ভাল আর আমাকে খুব ভালবাসত।

একদিন চিঠি এল বাবার। বাবা নাকি রিটায়ার হয়ে বাড়ি আসছে। শুনে আমাদের মন খুব খুশি। বাবা বাড়ি আসার পর দেখলাম বাবার মন যেন কেমন, মনে হল রিটায়ারের পর বাবা খুশি নয়। বাড়িতে থাকতে থাকতে দেখতাম, সে রকম আর মায়ের সাথে ভালভাবে কথা বলত না, আমাদের সাথেও না। একটুতেই রেগে যেত। আমরা তো কোনদিনই বাবার সাথে ভালভাবে কথা বলতাম না। বাবাকে দেখে আমারা খুব ভয় পেতাম। বাবা যেখানে থাকত সেখানে আমরা দাঁড়াতাম না।

তার মধ্যেও মা চিন্তা করত দিদির কথা যে, ও বড় হয়ে উঠছে। দেখতে

দেখতে একদিন একটা চিঠি এল। চিঠিটা পাঠিয়েছে আমার ছোট কাকা করিমপুর থেকে। চিঠিটা লিখেছে বাবাকে আমার দিদির বিয়ের সম্বন্ধের জন্য। চিঠিটা পড়ে বাবা একদিনও দেরি করেনি, সঙ্গে সঙ্গে দিদিকে নিয়ে চলে গেল করিমপুর। মা ভাবছে এই ভাবে আর কত কষ্ট করে থাকব! হে ভগবান আমার কি এতটুকুও শান্তি নেই! পারছি না সহ্য করতে। মা আমার খুব কান্নাকাটি করত। হঠাৎ একদিন মনের দুঃখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল আমার ছোট ভাইকে নিয়ে। কোথায় যে গেল আমরা জানি না। আমাদের বলেছিল বাজারে যাচ্ছি। মা তো কখনো কখনো বাজারে যেত, আমরা সত্যিই ভেবেছিলাম যে মা বাজারেই যাচ্ছে। কিন্তু দেখলাম দুদিন হয়ে যাচ্ছে তিনদিন হয়ে যাচ্ছে তবুও মা আসছে না। আমরা কান্নাকাটি করতে লাগলাম। আমাদের বাড়ির পাশেই আমার জ্যাঠা ছিল, জ্যাঠাকে মায়ের কথা বললাম। জ্যাঠা আমাদের সান্ত্বনা দিচ্ছে, বলছে হয়ত তোর মামার বাড়ি গিয়েছে, চলে আসবে। বাবা এল চারদিন পর। বাবা যেদিন গিয়েছিল তার পরেরদিনই মা চলে গিয়েছে। বাবা এসে আমাদের জিজ্ঞাসা করল তোমাদের কি বলে গিয়েছে, আমরা বললাম বাজারে যাচ্ছি বলে গিয়েছে। বাবা চলে গেল মামার বাড়ি। গিয়ে দেখে সেখানে নেই মা। তারপর আমাদের আত্মীয় স্বজন যে যেখানে ছিল সবার বাড়ি খুঁজে খুঁজে দেখে এল কোথাও নেই। তখন বাবা খুব চিন্তায় পড়ে গেল, আর কোথায় খুঁজব, কোথায় যেতে পারে ও? আর তো এমন কোথাও জায়গা নেই যাওয়ার। একজন বলল বাবাকে, কোন গুণিবৈদ্য দেখাও বাবা, দেখনা কি হয়, অনেক জায়গাতো গেলে। বাবা তার কথা শুনে চলে গেল। এইভাবে যে যেখানে যেতে বলেছে বাবা সেখানেই গেছে, যে যা বলেছে বাবা তাই করেছে, বাবা তো বুঝতেই পারছে সে কেন গিয়েছে বা পাড়ার লোকেও বুঝতে পেরেছে। সবাই বলাবলি করতো যে, সে অল্প জ্বালায় যায়নি, আমরা তো দেখেছি। পাড়ার লোকেদের কথাবার্তা শুনে আমাদের মন খারাপ লাগত, কিন্তু কি করব। এখন দেখছি বাবাও ভেঙ্গে পড়েছে। চিন্তায়-চিন্তায় বাবা যেন কেমন হয়ে গেছে। এদিকে আরো একটি চিন্তা বাবার মনে লেগে আছে বড় মেয়ে ঘরে রাখা যাবে না। তার উপর আবার ওর মা নেই। দিদির বয়স এমন কিছু বেশি ছিল না, মাত্র পনের বছর। যাতে লোকে কোন কথা না বলতে পারে, এই ভেবে বাবা আরো তাড়াতাড়ি দিদির বিয়ে দিয়ে দিল।

যখন দিদির বিয়ে হয়ে গেল তখন আমরা ভাবলাম আর আমাদের কেউ নেই। মা চলে যাওয়ার পর আমরা অতটা কষ্ট বুঝতে পারিনি, দিদির বিয়ের পর বুঝতে পারলাম যে, মা না থাকলে কি হয়। দিদি যখন যাচ্ছে তখন কাঁদছে আর বলছে, আজ আমার মা যদি থাকত তাহলে হয়ত আমার এত কষ্ট হত না। দিদি

বিদায় নেওয়ার সময় বাবাকে বলছে, বাবা, ভাই-বোনদের আর কেউ থাকল না তুমি ছাড়া, তুমিই এদের দেখবে। এই বলে দিদি চলে গেল। তারপর আমাদের আরো কষ্ট শুরু হল। বাবা তো ঘরে থাকত না। কিছু কিছু পয়সা দিয়ে বেরিয়ে যেত আর বলত, যেমন করে পারো রান্না করে খেয়ো আর পড়াশোনাটা যেন হয়।

আমরা কষ্ট করেছি তবুও আমরা ইস্কুলে যেতাম। ইস্কুলে গেলে খুব ভালো থাকতাম। আমার যে এক বান্ধবী সে খুব ভাল ছিল। আমার এই অবস্থা দেখে বান্ধবীর মা আমাকে ডেকে ডেকে খেতে দিত। আমাকে বলত তুই আমার কাছে থাক। আমার ইস্কুলের যে হেডমাষ্টার ছিল সেও আমাকে খুব ভালবাসত। বই খাতার দরকার হলে আমাকে আমার হেডমাষ্টার দিত। আমার পড়াশোনা নাকি ভাল ছিল তাই। মা যে দিন চলে গেল সেদিন থেকে আমাদের টিউশনিও বন্ধ হয়ে গেল। আমাদের হেডমাষ্টারের মেয়ে আমাকে পড়াত, পয়সা নিত না। আমি ইস্কুলে গেলে খুব ভাল থাকতাম। আবার ঘরে এলেই মন খুব খারাপ লাগত। একদিন যদি ছুটি থাকত তাহলে আমি ঘরে বসে বসে কাঁদতাম। ছুটি থাকলেও আমি বিকেলে বান্ধবীদের সাথে দেখা করতে যেতাম। আমার বান্ধবীদের সাথে ইস্কুলে খুব ভাল থাকতাম। ইস্কুল ছুটি হয়ে গেলেও বাড়ি আসতে আমার ইচ্ছে করত না। ইস্কুলের মাষ্টার দিদিমনি সবাই আমাকে খুব ভালবাসত আমার পড়াশোনা ভাল ছিল বলে। আমার খেলাধুলাও ভাল ছিল। কত রকমের সুন্দর সুন্দর খেলা করতাম। কিত-কিত, লুকোচুরি, রুমাল চুরি, ইসকিপিং, আরো কত কি খেলা করতাম। বাড়িতে এলেই দিদির কথা মায়ের কথা মনে পড়ত। ইস্কুল আমি কোনদিন কামাই করতাম না। কাউকে বুঝতে দিতাম না। এমনকি বাবা সব জানত তবুও কিছু বলত না, বাবাকে আমরাও কিছু বলতাম না। বাবাকে আমরা খুব ভয় করতাম। একদিন আমার ইস্কুলের বান্ধবী আমাকে ইস্কুল যাবার জন্য ডাকতে এসেছে। আমিও রেডি হয়ে বলছি চল, আমার বান্ধবী বলছে খেয়ে নে। আমি বলে ফেলেছি খাবার নেই রে। এই কথাটা বাবার কানে গেছে। আমি জানি না যে বাবা ঘরে আছে, জানলে আমি বলতাম না। আমি ইস্কুল থেকে বাড়ি আসার পর বাবা আমাকে এত মার মারল, তিনদিন ওঠার ক্ষমতা হয়নি। চারদিন ইস্কুলে যাইনি। ইস্কুল থেকে মাষ্টার দিদিমনি আমার বান্ধবীরা সবাই আমাকে দেখতে এসেছিল।

আমার দাদা একটু বড় হতেই বাবার কাছে থাকতে পারল না। দাদা চলে গেল আমার পিসিমার বাড়ি। আমার পিসিমারও অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। এখন খালি বাবার কাছে আমার ভাই আর আমি। আমাদের অবস্থা দেখে আমার জ্যাঠা ভাবছে এই ভাবে ওর সংসারটার অবস্থা কি হয়ে গেল। ভেবে দেখল যে

BanglaBook.org

বাবার দ্বিতীয় সংসার করে দেওয়া যায় কি না। বাবাকে জ্যাঠা বলে দেখল, বাবাতো প্রথমে রাজি হয়নি, পরে বাবাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিয়ে দিয়ে দিল।

আমার যে দ্বিতীয় মা, সে বাবার কথা মানত না। টাইমে আমাদের খেতে দিত না, মারধর করত। বাবাকে উল্টোপাল্টা কথা বলে আমাদের মার খাওয়াত। তখন বাবাও আমাদের কথা শুনত না। তার কথা শুনে আমাদের দেখতে পারত না। তখন আমরা কি করব! একদিন আমার জ্যাঠা বাবাকে বুঝিয়ে বলল যে, তুই বুঝে দেখ কার দোষ, তুই না বুঝে সুঝে ছেলে-মেয়েকে মারধর করছিস। সত্যিই বাবা থাকতে থাকতে দেখল মায়ের কিছু মিথ্যে সত্যিও আছে। বাবার কথাও মানত না, এই নিয়ে ঘরে খুব অশান্তি। বাবা দেখল এইভাবে আর পেরে ওঠা যাচ্ছে না, তখন কি করত বাবা? মাকে মামার বাড়ি রেখে আসত। আমার দাদু মামারা সবাই বুঝিয়ে আবার রেখে যেত। তবুও সেই রকমই অবস্থা। ঠিক মত রান্নাবান্না করত না, আমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করত না। এইভাবে বাবা বার-বার রেখে আসত আবার মামারা দিয়ে যেত। আমরা কিন্তু যেমন পারতাম হাত-পা পুড়িয়ে রান্না করে খেতাম, কোন কোন দিন বাবাও রান্না করত। এর মধ্যে বাবা কিছু ব্যবসা শুরু করেছিল, যার জন্য আমাদের রেখে রেখে দু-তিন দিনের জন্য চলে যেত। এসে শুনত বাড়ির এই অবস্থা, বাবা না থাকাতে আমাদের খাওয়া-দাওয়া ঠিক মত হচ্ছে না।

এইভাবে থাকতে থাকতে বাবার একদিন ইন্টারভিউ কল এল, ধানবাদ থেকে গাড়ি চালানোর জন্য। বাবা আমার জ্যাঠাকে বলে চলে গেল। বাবা এল একমাস পরে, এসে কদিন থেকে জ্যাঠার ভরসায় আমাদের ফেলে রেখে আবার চলে গেল। আবার সেই আগের মত বেশ কয়েকমাস হয়ে যাচ্ছে টাকা-পয়সা কিছু পাঠাচ্ছে না। কত কষ্টের দিন গেছে আমাদের। কমাস পর একদিন বাবা এল, এসে আমাদের নিয়ে গেল ধানবাদে ওখানে বাবা কোয়ার্টার পেয়েছিল। সেখানে আবার ইস্কুলে আমাদের ভর্তি করে দিল। বাবা বই খাতা কোন দিনই কিনে দিত না, তবুও আমি এর ওর কাছ থেকে জোগাড় করেই নিতাম। ইস্কুলে আমি মন দিয়ে পড়াশোনা করতাম বলে আমাকে এই ইস্কুলেও সবাই ভালবাসত। বাবা যে চাকরি করত টাকা পয়সা কি যে করত ঠিক মত জানতাম না। কিন্তু এটুকু জানতাম যে, বাবা নেশা করত, মা চলে যাবার পর থেকে বাবার নেশা আরো বেড়ে গিয়েছিল। ধানবাদে থাকতে কিছুদিন পরেই বাবার আবার কল এল দুর্গাপুর থেকে এক ফ্যাক্টরিতে চাকরির জন্য। ধানবাদে বাবা একটি মেয়েকে বোন পাতিয়েছিল। তার কাছে আমাদের রেখে চলে গেল। পিসিমা নিজের নয় তবুও নিজের থেকেও বেশি ভালবাসত। বাবা পয়সা যা দিয়ে গিয়েছিল সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর কি করি! পিসিমা

BanglaBook.org

চিন্তা করছে যে, পিসিমা তার বাপের বাড়িতে রেখে আসবে আমাকে আর আমার ভাইকে। আর মাকে পাঠিয়ে দেবে মামার বাড়িতে। পিসিমা এ সব ভাবতে ভাবতে কালিপূজো এসে গেল। সেই রাতে আমরা দু ভাই বোন দুয়ারে বসে কাঁদছিলাম, কেন না সবাই নতুন জামাকাপড় পরেছে। আর আমাদের মা বাবা থাকতেও নেই। লোকে বলত তোদের নাকি বাবা চাকরি করে তাই তোদের এই অবস্থা। যার মা নেই তার কেউ নেই। এই সব কথা যখন লোকের মুখে শুনতাম তখন বাবার উপর খুব রাগ হত কিন্তু কি করব।

কালিপূজোর কিছুদিন পর একদিন বাবা এল তাও আবার রাতে। তখন আমরা ঘুমোচ্ছিলাম। বাবার গলার আওয়াজ শুনে আমরা ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। বাবা আমাদের ডেকে বলছে, তোমাদের মা ঘুরে এসেছে। শুনে আমার খুব আনন্দ। বাবাকে বারবার জিজ্ঞেস করছি, কোথায় আমার মা — কোথায় বাবু আমার মা? বাবা আমাদের বলছে, চল তবে এক্ষনি বেরিয়ে পড় আমার সাথে। আমার যে দ্বিতীয় মা ছিল তাকে মিথ্যে কথা বলল, ওকে বলল, আমি তোমার বাবার বাড়ি যাচ্ছি, তুমি কাল সকালে গাড়িতে উঠবে। আমি আর দেরি করব না। বেলা হলে এখানে দু একজন টাকা পয়সা পাবে তারা দেখতে পেলে ধরবে। আমার কাছে এখন টাকা পয়সা খুব একটা নেই, তুমি এসো আমি ওখানেই যাচ্ছি। বাবা তাকে ঠকিয়ে আমাদের নিয়ে চলে এল। কিন্তু আমরা দুর্গাপুরে এসে দেখছি বাবা যাকে বলে ছিল আমার মা সে তো নয় এতো আরো অন্য মা। তখন আমি ভাবছি আর আমার ভাইকে বলছি, কিরে ভাই, আমাদের কপালে আরো কত কষ্ট আছে। আমার ভাইত কাঁদছে। ওর কান্না দেখে আমাদের তৃতীয় মা ওকে আদর করছে, আদর করা দেখে আমি ভাবছি এখানে হয়ত একটু ভালবাসা পাওয়া যাবে। কিন্তু ভেবেছিলাম এক আর হয়ে গেল আর এক।

মাকে এমন করে রেখেছে বাবা। ঘরের বাইরে হতে দিত না, এমন কি বাড়ির বাইরে জলের কল থেকে বাবা জলও আনতে দিতো না। সমস্ত জল আমাদের দিয়ে আনাত। আমরা বাবার ভয়ে বাবা যা বলত আমাদের তাই করতে হত। আমাদের কষ্ট দেখে পাড়ার লোকে দুঃখ করত। কিন্তু বাবা এই মাকে কিছু বলত না। এই মায়ের দিদি আমাদের মাসি, খুব ভাল ছিল আর আমাদের খুব ভালবাসত। আমাদের কখনো কখনো সে এসে নিয়ে যেত তার ঘরে আর বাবা রাগ করত। মাসি আমাদের দুঃখ দেখে আমাদের হয়ে মাকে বুঝাতো। মা মাসিকে বলত, আমি কি করব, ওর বাবা যা বলে আমাকে তাই করতে হয়। কিন্তু মাকে দেখেও মনে হত যে, মাসি আমাদের নিয়ে যায় সেটা মাও চায় না।

বাবা আমাদের দুর্গাপুরে নিয়েতো এল, কিন্তু আমাদের পড়াশোনার ব্যাপারে

কিছুই ভাবত না। আমার ইস্কুলে যাবার অভ্যেস ছিল বলে আমি পাড়ার ছেলে-পিলের সাথে ইস্কুলে যেতাম। আমি ঘরের কাজকর্ম সেরেই যেতাম, তবুও দেখতাম বাবা তাতেও খুশি নয়। একদিন আমি ঘরের বাইরে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে খুব কান্নাকাটি করছিলাম। পাড়ার একটি মেয়ে দেখে আমার বাবাকে গিয়ে বলেছিল, আপনার মেয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছে, বাবা গিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে মা, কাঁদছিস কেন? আমি কাঁদছি আর বলছি আমার মায়ের জন্য মন খারাপ করছে, আমার মা কোথায় বাবু? আপনি তো বলেছিলেন তোমার মা ঘুরে এসেছে। আমার মা তো নেই। তখনি বাবা দেখল আমার হাতে পয়সা। বাবা পয়সার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার পর আমি বললাম, আমার মা যাবার সময় আমার হাতে এই দশ পয়সা দিয়ে গিয়েছিল, পয়সাটা যখনি দেখি মায়ের কথা মনে পড়ে।

আমার কথা শুনে বাবার মন খারাপ হয়ে গেল। বাবা নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি চাও? আমি বললাম, আমি স্কুলে পড়ব। কিছুদিন পরে বাবা আমাকে জ্যাঠার বাড়ি কান্দিতে পাঠিয়ে দিল আর বলল, তুমি ওখানে থেকেই পড়াশুনা কর। বাবা আমাকে ওখানে পাঠিয়ে তো দিল, কিন্তু এটা চিন্তা করল না যে জ্যাঠার অবস্থা খুব একটা ভাল না এর মধ্যে আমার লেখাপড়া কি করে হবে। আমি জ্যাঠার ওখানে গিয়ে দেখলাম আমার এখানে পড়াশোনা হবে না আমি আমার বান্ধবীদের সাথে দেখা করতে গেলাম। প্রথমে গেলাম তুতুলের কাছে, গিয়ে দেখি ও ইস্কুল থেকে সবে মাত্র ফিরেছে। আমাকে দেখে ওর খুব আনন্দ হল। কত দিন দেখা হয়নি। আমি দেখলাম ওর চেহারা অনেক বদলে গেছে, ওর মা যাকে আমি কাকিমা বলতাম আমাকে খুব ভালবাসত, সে আমার জন্য তাড়াতাড়ি করে খাবার-দাবার বানিয়ে নিয়ে এল। খেতে বসে আমার মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। খেতে খেতে থেমে গেলাম। কাকিমা বলছে, কি হল মা খেয়ে নে। আমি বললাম, আমার মায়ের কথা ভাবছি। আজ যদি আমার মা থাকত তাহলে ঠিক আমার মাও এইভাবে খাওয়াতো। কাকিমা বলছে কি করবি বাবা বল, তোদের কপালে মা থাকতেও নেই। এইভাবে সান্ত্বনা দিল। খাওয়া দাওয়া করে তুতুলের সঙ্গে লেখাপড়ার ব্যাপারে কথা বলে একটু পরে আবার বললাম, চল্ ডলির সঙ্গে দেখা করে আসি। ডলি ছিল বামুনের মেয়ে, ও দেখতে খুব সুন্দর ওর বাবা আমার বাবার বন্ধু ছিল। আমাকে দেখে আমার বাবার কথা জিজ্ঞেস করল, আমি বাবার কথা আর আমার কথা বললাম। বলার পর ডলির বাবা ইস্কুলের হেডমাষ্টারের সঙ্গে আমার ব্যাপারে কথা বলল। ইস্কুলের হেডমাস্টার আমাকে আগে থেকেই জানত। আমাকে ডেকে বলল তুমি কাল থেকে ইস্কুলে আসবে। আমার তো খুব আনন্দ হচ্ছে! আমি ইস্কুলে যেতে লাগলাম জ্যাঠার কাছে থেকে।

কিন্তু আমি যে চলে এলাম, এদিকে মায়ের ঘরের কাজের জন্য খুবই অসুবিধে হতে লাগল। হঠাৎ একদিন দেখছি মা আর বাবা আমাকে নিতে চলে এল। এদিকে আমার জ্যাঠা আমাকে যেতে দেবে না বাবার কাছে, বলল ও যাবে না তোমরা চলে যাও, এখানেই ও বেশ সুন্দর ইস্কুলে যাওয়া আসা করছে। এই নিয়ে জ্যাঠার সঙ্গে বাবার অশান্তি বেধে গেল। আমার জ্যাঠা আর কি করবে। বাবা যখন বেশি কিছু বলতে লাগল তখন জ্যাঠা বলল, তুমি কোন দিন সুখী হতে পারবে না।

আমাকে বাবা আর মা ওখান থেকে নিয়ে চলে এল। এই ভাবে আমার আর পড়াশোনা হল না। চিন্তায় পড়ে গেলাম। চিন্তা করতে করতে এও ভাবছি, চিন্তা বেশি করলে নাকি মানুষের শরীর খারাপ হয়ে যায়। আর সত্যিই আমি অতটুকু বয়সে এত চিন্তা করতাম যে, কিছু বলার নেই। কিছুই ভাল লাগত না, চিন্তা করতাম পড়াশোনা হল না। আর চিন্তা করতাম মায়ের। এত চিন্তা করতে করতে সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়লাম। বাবা আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিল। ওখানে ডাক্তারে কোন রোগই ধরতে পারল না। বাবাও তখন ভয় পেয়ে গেল। বাইরে থেকে ডাক্তার ডাকা হয়েছিল, ডাক্তার এসে আমাকে সব কিছু জিজ্ঞাসা করছে, আমি ডাক্তারকে সব সত্যি কথাই বলেছিলাম, বলার পর বাবাকে ডেকে খুব বকাবকি করতে লাগল।

বেশ কয়েকদিন পর সুস্থ হয়ে উঠেছি। সুস্থ হবার পর ওই হাসপাতালের বেডে একদিন রাতে শুয়ে সকালে উঠে দেখছি হঠাৎ বেডের উপর রক্তে লাল। দেখে আমি ভয়ে কান্নাকাটি শুরু করেছি। নার্স এসে জিজ্ঞাসা করছে, এই মেয়ে কাঁদছিস কেন? আমি ভয়ে কিছু বলতে পারছি না। হঠাৎ বেডের দিকে তাকিয়ে দেখে রক্তে মাখামাখি। আমাকে জিজ্ঞাসা করছে এর আগে কখনো হয়েছিল কি না। আমি বললাম, না। তখন সে বুঝতে পারল যে, আমি রক্ত দেখেই কান্নাকাটি করছি। ওখানে আরো কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিল তারা সব চাপা হাসি হাসতে লাগল। আমাকে আশেপাশের রুগিরাও সব বলতে লাগল যে কাঁদিস না, মেয়েরা বড় হলে এসব হয়। ডাক্তার এসে ছুটি দিয়ে বলল, তোমার শরীর সুস্থ হয়ে গেছে এবার তুমি বাড়ি যেতে পার। আমি নার্সকে বললাম, আমাকে আরো কদিন থাকতে দিন এখানে। নার্স বলল, কেন? আমি তো তোমাকে সব কিছু দেখিয়ে দিয়েছি কি ভাবে কি করতে হয়? সবই তো শিখিয়ে দিয়েছি, তোমার কোনো অসুবিধা হবে না, বাড়ি যাও।

বাবা এল আমাকে নিয়ে যাবার জন্য আমি বাবার সঙ্গে বাড়ি গেলাম। বাড়ি গিয়ে দেখি মা আমাকে দেখে কি যেন ভাবছে। আমি চান করতে গেলাম চান টান করে জামাকাপড় পড়তে পড়তে দেখি যে মা বাথরুমে ছাড়া রক্তে মাখা জামাকাপড়

BanglaBook.org

গুলো দাঁড়িয়ে দেখছে। মা জিজ্ঞেস করার পর আমি হাসপাতালের ব্যাপারগুলো বললাম। একটু পরে মনে হল মা আমার ব্যাপারে বাবাকে কি যেন বলছে। আমি একটু ভয় পেলাম বাবা হয়ত কিছু বলবে, দেখলাম বাবা কিছু বলল না কিন্তু কি যেন চিন্তা করছে। সেই সময় থেকে আমি যখনই বাবার দিকে তাকাতাম তখনি আমার মনে হত বাবা যেন আমায় নিয়ে কি চিন্তা করছে। আমি ভয়ে কিছু বলতে পারতাম না।

আমি আমার পড়াশোনা নিয়ে আবার চিন্তায় পড়ে গেলাম। বাবা বুঝতে পেরেও কিছু বলত না। কেন বলতো না? মায়ের জন্য। মা চাইতো না যে, বাবা আমাদের নিয়ে ভালমন্দ কিছু বলুক। সময় সময় মাকে দেখে অবাক লাগত। অনেক সময় দেখতাম মা আমাদের খুব ভালবাসছে। আবার দেখতাম আমাদের নিয়ে বাবার সাথে খুব অশান্তি বাধিয়ে দিয়েছে। যদি আমার কোনো কাজে বা কোনো জায়গায় কিছুতে একটু ভুল হতো বাবা আমাকে সেই সময় বলত, তুমি এখন বড় হয়েছ ভুল হবে কেন। আমি তখন নিজে চিন্তা করতাম যে, বাবা আমাকে সব সময় কেন বলে তুমি এখন বড় হয়েছ, তুমি এখন বড় হয়েছ। তাহলে কি আমি সত্যিই বড় হয়েছি। এখন আমি ছোট নেই এর লক্ষণ আমি আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি। একদিন আমি ঘরে চৌকিতে বসে বই পড়ছিলাম, দেখি আমার বই পড়া বাবা খুব মন দিয়ে শুনছে। আমি বুঝতে পারলাম বাবা যেন আমার ব্যাপারে কিছু ভাবছে। বাবা যখন দেখল যে আমি বাবার দিকে তাকাচ্ছি তখন বাবা জিজ্ঞাসা করল, তুমি তোমার পিসিমার বাড়ি যাবে? আমি কিছুই তার জবাব দিইনি। জবাব না দেওয়ার পরও বাবা আমাকে আর কিছু বলল না, কি হয়েছে মা তুমি কথা বলছ না কেন, এসব কিছুই বলল না। বাবার মতই মনে হয় ওই ছেলেটাও আমাকে বড় মনে করত, যে আমাদের বাড়ির পিছনে একটি হোটেল ছিল সেখানে থাকত। আমাকে এমন ভাবে দেখত যেন মনে হত রাস্তা দিয়ে বড় মেয়েরা হেঁটে গেলে যেমন ছেলেরা হাঁ করে তাকিয়ে দেখে, ও ঠিক তেমন ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। আমি কিন্তু আমার কাজই করে যেতাম। আমি যখন ঘরে বই নিয়ে পড়তে বসতাম ও তখন আমাদের ঘরের পিছনে জানলা ছিল, জানলার ধারে এসে দাঁড়িয়ে থাকত। আমি যখন জল আনতে যেতাম ও তখনও কলে যেত। আমি কিছু মনে করতাম না। একদিন দেখছি আমার ভাইকে ডেকে কি যেন বলছে, আমার ভাই কিছু বলল বা কিছু ভাবল বলে মনে হল না। আরো একদিন একটি মেয়েকে আমার ব্যাপারে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করছে। সেই মেয়েটি আবার আমাকে এসে বলছে যে, এই তোর ব্যাপারে ও জানতে চাইছে কেন? সেই মেয়েটি আমার খেলার বান্ধবী, ওরা আমাদের বাড়ির পাশেই থাকত। আমি বললাম ও আমার কথা জানতে চাইছে

কেন তা আমি জানি না। আমি কিন্তু এটাই জানি যে, মানুষ মানুষের কথা জানতে চায়, আমি তাই জানি। তোরা কি জানিস তা জানি না। ও সবের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলবি না। মেয়েটি কিন্তু খালি আমার দিকে তাকাত আর শুধুই হাসত। আমি আবার বললাম, আমার বাবা যদি জানতে পারে তাহলে আমাকে মারবে, আমাকে মার খাওয়াস না।

মেয়েটির নাম ছিল কৃষ্ণা। ও দেখতে ভালই ছিল। গায়ের রঙ ফর্সা, ওর সামনের একটি দাঁত ডান দিকে উঁচু ছিল। দেখতে বেশ ভাল লাগত। ও একটু বেঁটে ছিল, ওর একটি বোন ছিল তার নাম মণি, সেও মন্দ ছিল না। ওরা আমরা বেশ কয়েকমাস একটি মাষ্টারের কাছে টিউশনি পড়তাম। একদিন এক কান্ড হয়েছে। আমার মনে পড়ে আমরা সব পড়তে বসেছি মাষ্টারের কাছে, বিজলি ছিল না, ল্যাম্পের আলোতে। ল্যাম্পটা সরাতে গিয়ে ল্যাম্পের গরম কাঁচটা মাষ্টারের হাঁটুতে ছ্যাঁকা লেগে গেছে। আমার ভয়ে জান শুকিয়ে গেছে। আমি ভাবলাম বাবাকে হয়ত বলে দেবে, যদি বাবাকে বলে তাহলে তো আর রেহাই নেই। দেখলাম বাবাকে বলেনি। যদিও মাষ্টার কিছু বলেনি ও ব্যাপারে বাবাকে, সেই কথা কৃষ্ণা আর মণি আমাকে বার-বার বলত আর হাসত। এখনো আমাকে দেখলেই ওদের ওই কথা মনে পড়ে বলে আর হাসে।

কৃষ্ণা, মণি ওর বাবাকে মনে হয় আমাদের ব্যাপারে কিছু বলেছিল, কেন না একদিন কৃষ্ণার বাবা আমার বাবাকে বলেছিল আমাদের ব্যাপারে যে, তুমি কোনো দিন এদের নিজের মত করে কেন থাকতে দাও না ? সব সময় দেখি তুমি এদের সাথে কেমন যেন দূর-দূর করতে থাক, ওরা যদি খেলতে চায় তুমি ওদের খেলতে দাও না, ওরা যদি কোথাও বেড়াতে যেতে চায় তুমি যেতেই দাও না কেন? ওরা এখন বাচ্চা, তুমি ওদের সব সময় বল ঘরে থাকতে। বাচ্চাদের মন সব সময় ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না। সব সময় ঘরের কাজের দিকে ঠেলে দাও কেন। তোমার মেয়েতো ভয়ে তোমার সাথে কথাই বলে না। যদি শরীর-ঠরীর খারাপ করে, কোনো জ্বর-জ্বালা হয় তাও কিছু বলে না, কিন্তু ওর চোখে-মুখের চেহারা দেখে বোঝা যায়, ও কাউকে কিছু বলে না তাই তুমি তো ওদের সেইভাবে দেখই না। ওদের এত অবহেলা করাটা কি ঠিক?

এই ভাবে কৃষ্ণার বাবা আমার বাবাকে বলল। আমরা তো ভেবে ছিলাম যেদিন আমাদের মা চলে গিয়েছে সেদিন থেকে আমাদের শখ আহ্লাদ সব গেছে। এমন কি বাবা আমাকে কোনো দিন হাতে চুড়ি পর্যন্ত পড়তে দিত না। কোনদিন

কারো সাথে কথা বলতে দিত না, ভালভাবে কোনদিন খেলাধুলা করতে দিত না, কোন দিন বাইরে বেরতে দিত না। তখন আমার বয়স ছিল এগার-বার, ওই বয়সে আমি এত দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করেছি। আমার মত হতভাগি হয়ত আর কেউ নেই। আমরাই জানি মা হারানো কি জ্বালা! মায়ের কথা যখন মনে পড়ে তখন মনে হয় যদি বাবাই চলে যেত তাহলে হয়ত আমাদের এত কষ্ট হত না। আমি মনে করি আমরা যতটা বাবাকে দেখে ভয় পাই অন্য কোন ছেলে মেয়ে হয়ত বাবাকে ভয় পায় না। আমার বাবাকে বাইরের কতগুলো বাচ্চারাও ভয় পেত। বাবার চেহারা খুব মোটাসোটা, বড় বড় গোঁফ, বেশ লম্বা-চওড়া, অনেকে ভাবত বাবা বিহারের লোক।

আমার মন থেকে বাবার ভয় আর পড়াশুনোর চিন্তা যাচ্ছে না, অন্য ছেলেপিলেকে যখন ইস্কুলে যেতে দেখি তখন আরো রাগ হয় দুঃখ হয়। আর মনে হত মায়ের যদি একটু মায়া-মমতা, স্নেহ-সুখ পেতাম তাহলে আমি যতই কষ্ট হত কষ্ট বলে মনে করতাম না। পড়াশুনা যে কত ভাল জিনিস এটা এখন বুঝতে পারছি। যখন আমি ইস্কুলে যেতাম সব পড়াশুনাই আমার ভাল ছিল, কিন্তু সব থেকে আমার ইতিহাস ভাল লাগত। যুদ্ধের বিষয় আমার খুব ভাল লাগত। ঝাঁসিরাণী লক্ষ্মীবাই কি করেছে, নবাব সিরাজদৌল্লা কি করেছে। এসব কথা মনে এলে আমারও ইচ্ছে করে আমিও ওদের মত হই। রাজা মহারাজাদের কথা আমার ভাল লাগত। আমার ইচ্ছে করে তাদের সঙ্গে পরিচয় করি, আমার ইতিহাস খুব ভাল লাগত বলে ইতিহাস মাষ্টার আমাকে ভালবাসত। ইতিহাসে এমন একটা মধু পেয়েছি তা অন্য কোনো পড়াতে আমি পাইনি। ইতিহাসে আমি মায়ের ব্যাপারেও কিছু বুঝতে পেরেছি আর সেই মাকে আমরা ছোটতেই হারিয়ে ফেলেছি। ইতিহাস পড়তে পড়তে মায়ের কথা বেশি মনে পড়ত। জানি না কেন! হতে পারে এর মধ্যে এমন কোন কথা আছে, যেমন আসেপাশের লোক বলছে, একটি মানুষ চলে যাওয়াতে সংসারটা ছাড়খাড় হয়ে গেল। এও হতে পারে রাণী লক্ষ্মীবাঈ যেমন সে তার ছোট বাচ্চাকে নিয়ে যুদ্ধে বেরিয়েছিল, ঠিক তেমনি আমার মাও আমার ছোট ভাইকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু আমি এসব মনে করছি কেন? ইতিহাস পড়ে বা অন্য বাচ্চার মায়েদের দেখে আমার মায়ের কথা মনে পড়ে। তবে এ সবে লোকের কি আসে যায়।

মাকে বাবাও অনেক খোঁজাখুজি করেছে, পায়নি। বাবা যখন কোথাও থেকে আসত তখন আমরা বাবার মুখের দিকে তাকাতাম, ভাবতাম মায়ের হয়ত কোন

BanglaBook.org

খোঁজ পেয়েছে। আমরা জিজ্ঞাসা করতাম বাবা বলত, নারে ব্যাটা! এই নারে ব্যাটা বলে বাবা বড় দেখে একটা শ্বাস ফেলত। তখন আমাদের মন খুব খারাপ হয়ে যেত। আবার ভাবতাম বাবা এখন বুঝতে পারছে, মাকে যদি এত কষ্ট না দিত তাহলে কি মা যেত, না, এখন দেখছি বাবা এই মাকে পেয়ে সুখেই আছে। কিন্তু আমাদের দুঃখ দিয়ে বাবা কি সত্যিই সুখে আছে, তা জানি না।

যেদিন কৃষ্ণর বাবা আমার বাবাকে বলেছিল তার কয়েকদিন পর বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, তোমার পিসিমার বাড়ি যাবে? আমি সেই কথার কোন জবাব দিইনি। না দেওয়ার পরে দেখছি মায়ের সাথে বাবার কথা হচ্ছে। আমি অল্প-অল্প শুনতে পেয়েছি। আমার বিয়ের ব্যাপারে। বিয়ে কাকে বলে জানতাম না। শুধু জানতাম বিয়েতে খুব ধুমধাম হয় অনেক লোকজন আসে। কত বাজনা বাজে কত আনন্দ হয় আমি এই জানতাম।

পিসিমার বাড়ি যাবার জন্য বাবা যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল তখন আমি কিছুই বলেছিলাম না। আমার একটিই পিসিমা ছিল আর আমাকে খুব ভালবাসত। এই জন্য যখন একদিন আমাকে পাঠিয়েই দিল আমার খুব আনন্দই হল। পিসিমার কাছে আমার দাদা আগে থেকেই ছিল। আমার দাদা ওখানে একটা বড় হোটেলে রান্নার কাজ করত। আমার পিসিমার বাড়িতে বেশ কয়েকমাস ছিলাম। সেখানে খুব ভালই ছিলাম রোজ বিকেলে আমাকে আর আমার পিসতুতো দিদিকে নিয়ে পিসিমা বেড়াতে যেত। রোজ রাতে শোবার সময় আমাদের গল্প শোনাত, গল্প শুনতে শুনতে আমার সেই বান্ধবী ডলির কথা মনে পড়ত। একদিন আমি পিসতুতো দিদিকে বলছি এই জানিস তো আমার ইস্কুলের এক বান্ধবী আমাকে একটা গল্প শুনিয়েছিল, গল্পটা আমার একটু একটু মনে আছে। দিদি গল্পটা শুনতে চাইল। আমি বললাম গল্পটা ভারি মজার গল্প, তবে বাচ্চাদের গল্প। শোন তবে।

এক ছিল শিয়াল আর এক ছিল মোড়ল। মোড়লের বেগুন বাগানে বেগুন লাগিয়েছে, একদিন শিয়াল দেখতে পেয়ে, মানে বেগুন দেখে শিয়ালের খুব লোভ হল। এখন শিয়াল বসে চিন্তা করছে কি করা যায়। বেগুন বাড়ি মোড়ল কাঁটা দিয়ে ঘিরে রেখেছে। শিয়াল ভাবছে বেগুন আমাকে খেতেই হবে। ভাবতে ভাবতে মনে এল, আচ্ছা দূর থেকে দৌড়ে লাফ দিয়ে দেখি বেগুনের কাছে পৌঁছতে পারি কিনা। ও লাফ দিতে যাবে সেই সময় মোড়ল জেগে গেছে। শিয়াল ভয়ে দৌড়ে পালাল, পরের দিন আবার এসেছে, এই ভাবে শিয়াল রোজ আসে আর ঘুরে যায়। একদিন মোড়লের বৌ পিঠে বানাচ্ছিল, শিয়াল মোড়লের বাড়ির চারপাশ ঘোরাঘুরি

BanglaBook.org

করে দেখছে, মোড়লের বৌ পিঠে বানাচ্ছে আর মোড়ল খাচ্ছে বসে বসে। শিয়াল দেখে ভাবছে এবার হয়ত মোড়ল ঘুমতে যাবে। আমার গল্প শেষ হয়নি আর পিসিমা বলছে তোমরা শুয়ে পড়ো। আমি দিদিকে বলছি চল্ দিদি শুয়ে পড়ি। দিদি বলছে না তুই বলে শেষ কর। আমি বললাম, শোন তবে। শিয়াল ভাবছে পিঠে খেয়ে মোড়ল খুব ঘুমোবে, সত্যি মোড়ল পিঠে খেয়ে খুব ঘুমিয়ে পড়েছে। মনের আনন্দে নাচতে নাচতে বেগুন বাগানের কাছে এসে দূর থেকে দৌড়ে লাফ দিতে গিয়ে শিয়ালের হাতে, পায়ে, নাকে, কানে সারা শরীরে কাঁটা ফুটে গেছে। সারা শরীর রক্তে মাখামাখি, শিয়ালের আর বেগুন খাওয়া হচ্ছে না। শিয়াল সারা রাত কাঁটা বের করছে। কাঁটা বের করতে করতে রাত ভোর হয়ে গেছে। শিয়াল লুকিয়ে গেল আবার সেই পরের দিন রাতে শিয়াল নিজের শরীরের কাঁটা নিজেই বের করছে। সব কাঁটা বের করেছে খালি একটিই কাঁটা বের করতে পারেনি। সেই কাঁটা হচ্ছে কানের কাঁটা, কানের কাঁটা নিয়ে বসে চিন্তা করছে আবার ব্যথাও করছে কি করা যায়। শিয়াল সেই কাঁটা নিয়ে গেছে মোড়লের কাছে। রাতে গিয়ে দরজা ধাক্কা দিচ্ছে আর বলছে মোড়লভাই মোড়লভাই বাড়িতে আছো? মোড়ল বলছে এত রাতে কে ডাকে? শিয়াল বলছে — আমি শিয়াল। মোড়ল বলছে কেন কি হয়েছে? শিয়াল বলছে একটু বেরিয়ে এসো না ভাই। মোড়ল বেরিয়ে এসে দেখছে শিয়ালের সারা শরীরে রক্তে মাখামাখি, মোড়ল বলছে একি! তোমার কি হয়েছে শিয়াল? আর বোলো না ভাই। আমি চুরি করে তোমার বেগুন খেতে গিয়েছিলাম। যেই বলেছে, অমনি মোড়ল রেগে অস্থির। মোড়ল সে ব্যাপারে তখন কিছু বলল না। কিছু না বলে বলছে, আচ্ছা ঠিক আছে তোমার কি হয়েছে বল। শিয়াল বলছে, ভাই সারা শরীরে কাঁটা ফুটে গিয়েছিল, সব কাঁটাই বের করেছি কিন্তু এই কানের কাঁটাটা বের করতে পারছি না। কি করা যায় বলত ভাই? মোড়ল তখন বলছে, এসো আমি বের করে দিই। মোড়ল ভাবছে ব্যাটাকে কি করে মারা যায়, ওর এত বড় সাহস আমার বাগানে চুরি করে খেতে গেছে। এইবার ব্যাটাকে মওকায় পেয়েছি। মোড়ল বলছে শিয়াল, যদি কাঁটা বের করতে গিয়ে তোমার কানটাই কেটে যায়? শিয়াল বলছে আচ্ছা ঠিক আছে, কান কেটে যায় যাবে, উপকারের জন্যই তো যাবে। তখন মোড়ল ভাবছে এবার আরো আমার সুযোগ হল, মোড়ল কাঁটা বের করতে গিয়ে শিয়ালের কাঁটা বের না করে শিয়ালের একটা কান কেটে দিয়েছে। এবার ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে তবুও শিয়াল কিছু বলেনি মোড়লকে। সেই কাঁটা কান নিয়ে শিয়াল বেরিয়ে যাচ্ছে। যাবার আগে শিয়াল বলল, মোড়ল ভাই, তুমি

BanglaBook.org

আমার কান তো কেটে দিলে তাহলে তুমি আমাকে কিছু একটা দাও। মোড়ল বলছে তোমাকে দেবার মত কিছুইতো নেই। তবে একটা মাটি খোড়ার কোরনি আছে। শিয়াল বলল, তবে তাই দাও। শিয়াল ওই কোরনি নিয়ে যেতে যেতে দেখছে একজন চাষা হাতে করে মাটি খুঁড়ছে। শিয়াল দেখে বলছে ও চাষা ভাই, তুমি কি করছ? তখন চাষি বলছে এই যে ভাই মাটি কাটছি। শিয়াল বলছে, তুমি মাটি হাতে করে কাটছ? তোমার কি কিছুই নেই। চাষা বলছে নারে ভাই মাটি খোঁড়ার কিছু নেই। শিয়াল বলছে তবে আমার কাছে এই কোরনি আছে নেবে? চাষা বলছে তবে দাও। শিয়াল বলছে তবে আমাকে একটা কিছু দিতে হবে। চাষা বলছে ভাই আমার কাছে তো কিছুই নেই তবে একটা লাঠি আছে আমি এই লাঠি নিয়ে গরু তাড়াই, তুমি কি নেবে? শিয়াল বলল, হ্যাঁ কেন নেব না দাও।

গল্পের মাঝখানে হঠাৎ দিদি বলছে, এই অনেক রাত হয়ে গেল চল শুয়ে পড়ি কালকে আবার বলবি। আমি বললাম, মনে রাখবি তো? দিদি বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে থাকবে। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম। পরের দিন সকালে উঠতে দেরি হয়ে গেছে। পিসিমা আমাদের খুব বকাবকি করতে লাগল। আমরা ভয়ে কিছু বলিনি, রাতে শোয়ার সময় পিসিমা বলছে, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো কোন গল্প যেন না হয়। আমরা শুয়ে পড়লাম। দিদি বলছে, এই সেই গল্পটা বল্। তবে আস্তে আস্তে বল মা যেন শুনতে না পায়। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি মনে আছে তো? সেই যে শিয়াল কুরনি দিয়ে লাঠি নিয়ে গেল, ও বলল, হ্যাঁ বল। আমি বললাম ঠিক আছে শোন।

শিয়াল ওই লাঠি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে যাচ্ছে, যেতে যেতে দেখছে একটি রাখাল খালি হাতে গরু তাড়াচ্ছে। শিয়াল বলছে, ও ছেলে তুমি কি করছ? ছেলেটা বলল, আমি গরু তাড়াচ্ছি। গরুতে ধান খেয়ে নিচ্ছে। শিয়াল বলছে, তোমার হাতে কিছুই তো নেই, তুমি কি করে গরু তাড়াচ্ছো? আমার কাছে এই লাঠি আছে তুমি নেবে? রাখাল বলল কেন নেব না, নেব। লাঠিটা শিয়াল দিয়ে দিল। লাঠি দেবার পর শিয়াল বলছে রাখাল ভাই, আচ্ছা বলত আমি কি খালি হাতে যাব? লাঠির বদলে আমাকে কিছু একটা দাও, রাখাল বলছে, তুমি আমাকে লাঠিটা দিলে, লাঠিটা তো যদি ভেঙে যায়? শিয়াল বলছে, যায় যাবে উপকারের জন্যই তো যাবে। রাখাল বলছে, তোমাকে দেবার মত আমার কাছে কিছুই নেই। তবে আমার কাছে একটি কোদাল আছে তুমি নেবে? শিয়াল বলছে দাও যা আছে তাই দাও। রাখালের কাছ থেকে শিয়াল কোদাল নিয়ে যাচ্ছে, যেতে যেতে দেখছে

BanglaBook.org

আবার একটি চাষা খুন্তি দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে, শিয়াল দেখে তাকে বলছে, ও ভাই তুমি কি দিয়ে মাটি কোপাচ্ছ ? ও বলছে, ভাই আমার কাছে তো কিছুই নেই। শিয়াল বলছে, তবে আমার কাছে এই কোদাল আছে নেবে? চাষা বলছে, দাও তবে, যদি তোমার কোদাল ভেঙে যায়? শিয়াল বলছে, যায় যাবে উপকারের জন্যই তো যাবে। চাষা যেই কোদাল দিয়ে মাটি কোপাতে গেছে আর অমনি কোদাল গেছে ভেঙে। শিয়াল বলছে ও চাষা ভাই তুমি আমার কোদাল কেন ভেঙে দিলে? আমার কোদাল দাও। চাষা বলছে, তোমাকে দেবার মত আমার কাছে কিছুই নেই, তবে আমার বৌ রান্না করার একটা খুন্তি আছে তুমি ওটাই নাও। তোমার জিনিস যখন ভেঙে ফেলেছি তুমি এটিই নিয়ে যাও।

শিয়াল ওই খুন্তি নিয়ে যাচ্ছে আর ভাবছে, আমি এই খুন্তি নিয়ে কি করব? খুব খিদেও পেয়েছে, ভাবছে কি খাওয়া যায়। একটু দূরেই একটি ঘর দেখে শিয়াল ভেতরে গেল, গিয়ে দেখে একটি বৌ কাঠি দিয়ে ভাত নাড়া দিচ্ছে। শিয়াল ওই বৌটিকে বলছে, ও গিন্নি, তুমি কি করছ আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমাকে কিছু খেতে দেবে, বৌটা বলছে এই দেখছ না? আমার এখনো রান্না হয়নি। শিয়াল বলছে, তাইতো, কিন্তু আমার যে খুবই খিদে পেয়েছে, বৌটা বলছে তাহলে একটু বসো, এখনি রান্না হয়ে যাবে। রান্না হয়ে গেলে ওরা তিনজনে একসাথে খেতে বসেছে। খেয়ে দেয়ে শিয়াল বলছে বৌটার বরকে, এই বার ভাই আমি চলি, তোমার ঘরে খেয়েতো নিলাম কিন্তু তোমাকে কিছু দিতে পারলাম না? তবে আমার কাছে একটা জিনিস আছে নেবে? বৌটার বর বলছে কি জিনিস? শিয়াল বলছে, এই দেখ, তবে তোমার কোনো কাজে লাগবে না, তোমার বৌটার কাজে লাগবে। নেবে? বৌটা তখন এসে বলছে, কই দেখাও তো দেখি? শিয়াল খুন্তিটা দেখিয়ে বলছে, এই দেখ খুন্তি। বৌটা বলছে, ঠিক আছে দাও, দিলে ভালই হবে। শিয়াল বলছে, আমি কি তবে খালি হাতে যাব? বৌটা বলছে, আমার বরের একটি ঢোল আছে নেবে? শিয়াল বলছে, আচ্ছা ওটাই দাও। শিয়াল ঢোলটা পেয়ে খুবই খুশি, সে ভাবছে, আজকে আমি একটা মনের মত জিনিস পেয়েছি। সে মনের আনন্দেতে রাস্তায়-রাস্তায় বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে আর গান গাইছে, সে বলছে বেগুন খেতে গিয়ে আমি কান দিলাম টাক ডুমা ডুম-ডুডুম ডুডুম ডুম, কান দিয়ে কুরনি পেলাম টাক-ডুমা ডুম-ডুম-ডুডুম-ডুডুম-ডুম, কুরনি দিয়ে লাঠি পেলাম টাক-ডুমা ডুম-ডুম-ডুডুম-ডুডুম-ডুম, লাঠি দিয়ে কোদাল পেলাম টাক-ডুমা ডুম-ডুম-ডুডুম-ডুডুম-ডুম, কোদাল দিয়ে খুন্তি পেলাম টাক ডুমা ডুম ডুডুম ডুডুম ডুম, খুন্তি দিয়ে ঢোল

পেলাম টাক ডুমা ডুম-ডুডুম-ডুডুম-ডুম। শিয়াল গান গাইতে গাইতে নিজের ঘরে চলে গেল।

গল্প শেষ হয়ে গেল; আমরা শুয়ে পড়লাম। এক ঘন্টা পরে আমার আমার ঘুম ভেঙে গেল। হঠাৎ আমার মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। আমার মা আমাকে সেই দশ পয়সা দিয়ে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে, সেই দশ পয়সা আমি আমার কাছে অনেক দিন রেখে ছিলাম। কেন যে আমার হাত থেকে আমার পিসিমা কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল। এই সব চিন্তা করতে করতে একটু ঘুম এসেছিল। হঠাৎ ঘুম আবার ভেঙে গেল, দেখছি আমার পিসতুতো দিদি উঠে বাইরে গিয়েছে। আমি শুয়েই আছি, দিদি মনে করেছিল আমি ঘুমিয়ে আছি, দিদি ঘরের বাইরে বেরিয়ে কার সাথে কথা বলছে, আমি কিছু বলিনি। দেখছি, ও কথা বলতে বলতে সেই ছেলেটির সাথে কোথায় যেন আড়াল হয়ে গেল। তাও আমি শুয়েই আছি। মিনিট পাঁচেক পর দেখলাম এল, ওই ছেলেটি জানলা দিয়ে টর্চ মারছিল। তবুও আমি কিছু বলিনি, শুয়েই ছিলাম। দিদি আস্তে-আস্তে এসে শুয়ে পড়ল। সে রাতে আমার আর ঘুম হলো না। সকালে আমি ভাবছি এই কথা কাউকে বলব কিনা। যদি বলি পিসিমা আমাকে বকাবকি করবে। এই ভেবে আমি কিছু বলিনি। কিন্তু না বললেও আমার মন ছটফট করছে। আমি পিসিমাকে বলিনি, পিসিমাদের বাড়ির পাশেই থাকে দুটো মেয়ে। তাদের মা বাবা দাদা সবাই আছে। একজনের নাম লতিকা আর একজনের নাম সন্ধ্যা। ওরা আমাকে খুব ভালবাসত। আমি ওদের বলেছি, ওরা আমাকে বলল, তুই তোর পিসিকে বলবি না, সে তার মেয়েকে কিছু না বলে তোকেই বকাবকি করবে। তোর এখানে মা নেই বাবা নেই তোর হয়ে কেউ বলার নেই।

আমি আর কাউকে কিছু বলিনি, ওইভাবেই ছিলাম। আমার মন খুব খারাপ করতে লাগল। আমি পিসিমাকে বললাম যে, আমি আমার দিদির বাড়ি থেকে দুদিন ঘুরে আসি। পিসিমা বলল, আর এদিকে যদি তোর বাবা এসে যায়? আমি বললাম, বাবা আসে আসবে আমি যাব। এলে কি হবে, তার বড় মেয়ের বাড়ি যেতে পারবে না? এই পিসিমা পিসিমার ছেলেকে বলল, ওকে রেখে আয়।

আমি তার সঙ্গে দিদির বাড়ি গেলাম। দিদি আমাকে দেখে খুব কান্নাকাটি করতে লাগল। দিদি বলছে, আমার মা নেই তো কেউ নেই, তোমরাও একটু খোঁজ খবর নিতে পার না? আমি ভাবলাম বিয়ের পর কি দিদি শান্তিতে নেই? দিদির ছেলেটাকে আমি কোলে নিলাম। আমার দিদি বলছে এই দেখ তোমার মাসি এসেছে।

BanglaBook.org

দিদির বাচ্চা হবার খবর পেয়ে ছিলাম কিন্তু যেতে পারিনি, বাবা আমাদের যেতে দেয়নি, বাবা নিজেও যায়নি। দিদি ওই কথা ভোলেনি, দিদির মন খুব খারাপ, বলছে আজ যদি আমার মা থাকত তাহলে আমার ছেলের কথা শুনে ছুটে আসত।

আমি আর দিদি কথা বলছিলাম, তখন দিদির স্বামী মানে আমার জামাইবাবু এল। আমাকে দেখে খুশি হয়ে বলল, আরে! আমার শালী যে, আমাকে একেবারে ভুলেই গেছ নাকি? আমাকে নিয়ে দিদির দেওররা সব কত হাসাহাসি করতে লাগল, কত ইয়ারকি, কত আনন্দ।

দিদির বাড়ি প্রায় একমাস ছিলাম, যে কদিনই ছিলাম খুব ভালই ছিলাম। দিদির দেওর রোজ সন্ধ্যার দিকে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেত আর দিদি বকাবকি করত, বলত রোজ রোজ এত বেরোনো কিসের। বাবা এসে যদি শোনে বকাবকি করবে। দিদির কথা আমরা মানতামই না। দিদির দেওর সারাদিনই আমাকে নিয়ে হাসি মজাক করত। যখন আমি দিদির শাশুড়ির কাছে রাতে শুতে যেতাম তখনো আমাকে ছাড়ত না। কোন কোন সময় খুব বেশি করত, তখন আমি বিরক্ত হয়ে কাঁদতে শুরু করতাম, তখন দিদি হেসে আমাকে কাছে ডেকে নিত। দিদির সামনে ও আমাকে কিছু বলতে পারত না, কেন না আমার দিদি আমার বাবার মতো মোটাসোটা গোলগাল চেহারা ছিল, দিদির মাথায় খুব চুলও ছিল। দিদির শরীর-স্বাস্থ্য দেখে আমার জ্যাঠার মেয়েরা হিংসা করে হাতি বলে রাগাত।

দিদির দেওরের সাথে আর জামাইবাবুর সাথে হাসি-মজাক করতে আর দিদির ছেলেকে চান করানো খাওয়ানো আর দিদির সাথে মা যখন ছিল তখনকার কথা বলতে বলতে যখন প্রায় একমাস হতে যাচ্ছিল, তখন একদিন শুনলাম আমার বাবা আর এই মা আর আমার ভাই এসেছে আমার পিসিমার বাড়িতে বেড়াতে আর আমাকে নিয়ে যেতে। দিদি খবর পাঠাল বাবাকে যে, দিদির বাড়িতে যেন বাবা সবাইকে নিয়ে আসে, আর এও বলে পাঠাল, যাকে বাবা মা বলে পরিচয় দিয়েছে তাকে সে মা বলেই জানে। দিদি খবর পাঠাবার কয়েকদিন পরে দিদির বাড়িতে ওরা এল। দিদি জামাইবাবু আরো ঘরের লোক কত আদর করতে লাগল। আমার মাকে দেখে কয়েকজন অনেক কিছু বলাবলি করতে লাগল, তাতে এসব নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না লোকে তো অনেক কিছুই বলে, এই ভেবে এসব কথায় আমরা কান দিইনি।

দু-একদিন পরে আবার আমরা পিসিমার কাছে এলাম। যখন দিদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছি তখন দিদি খুব কান্নাকাটি করতে লাগল, বাবাও কেঁদে ছিল,

BanglaBook.org

আমার তো আগে থেকে কান্না শুরু হয়েছিল। যাবার আগে থেকে দিদির খুব মন খারাপ ছিল। দিদি আমার ব্যাপারে খুব চিন্তা করত মা নেই বলে, বলত আমার যা হবার হয়েছে, আমার বোনের কপালে যে কি আছে তা ভগবানই জানে।

পিসিমার বাড়িতে এসে শুনছি যে, আমার পিসিমার মেয়ের বিয়ে আট-দশ দিন পর। যাকে শিয়াল মোড়লের গল্প শুনিয়ে ছিলাম আর সে রাতেই কিছুক্ষণ পরে উঠে একটি ছেলের সাথে কথা বলছিল! এই সে দিদি। শুনে আমার আনন্দ হল। তারপর শুনছি আমরা বিয়েতে থাকতে পারবো না। বাবা নাকি অত দিনের ছুটি নিয়ে আসেনি, আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। আমার পিসিমা বাবাকে বলল, নারু কদিন থেকে যা ভাই। বাবা পিসিমাকে বলছে, না দিদি আমি থাকতে পারব না, আমাকে থাকতে বলিস না। পিসিমা বলল, তাহলে আমার বেবীকে রেখে যা। বাবা বলছে. না দিদি আমার ওর জন্যই আসা, না হলে এখন আমি আসতাম না। আমি কান্নাকাটি করতে লাগলাম। পিসিমা এত করে বলতে লাগল যে, মা হারানো মেয়েটাকে আর কদিন থাকতে দে ভাই নারু।

বাবা যখন আর মানলই না তখন পিসিমা বলল, ঠিক আছে যাচ্ছিস যা কিন্তু দাদার (আমার জ্যাঠা) সাথে দেখা করে যাস। বাবা বলল, দেখি। কিন্তু মা বলল, দেরি হয়ে যাবে নাতো? এরপর আমাকে আর আমার ভাইকে এই ঘরেই ছেড়ে মা আর বাবা বেরিয়ে গেল।

বেরিয়ে যাবার পর পিসিমা বাবার ব্যাপারে আমাদের সাথে কথা বলতে লাগল। বাবার কথা শুনে পিসিমার একটু রাগ হল। কিন্তু পিসিমা বাবার ব্যাপারে যে সব কথাগুলো বলছে তাতে বোঝা যাচ্ছে পিসিমার রাগ খুব একটা হয়নি, আর বাবার ব্যাপারে এসব কথা এর আগে কখনো শুনিনি। আমার বাবা নাকি ছোট থেকেই খুব মোটাসোটা গোলগাল চেহারা ছিল, সেই জন্য বাবাকে সব নারুগোপাল বলত। বাবার নাম উপেন্দ্র নাথ। বাবা নাকি ছোট থেকে খুব শক্তিশালী ছিল। বাবাদের সব ভাইবোনদের থেকে নাকি বাবাই সব থেকে বেশি খেত। এমন কিছু লেখাপড়া জানে না। বাবা আর জ্যাঠা নাকি মাঠে কাজ করছিল সেই সময় একটা মিলিটারি গাড়ি যাচ্ছিল বাবার শরীর স্বাস্থ্য দেখে ওদের পছন্দ হয়ে গেল বাবাকে ওরা গাড়িতে তুলে নিয়েছিল। পরে জানা গেছে বাবা ফৌজে চাকরি পেয়েছে। জ্যাঠা শুনে খুব কান্নাকাটি করেছিল আর বলেছিল আমার ভাই যায়নি, আমার একটা বাহু চলে গেল। বাবার যখন চাকরি হয় তখন নাকি মিলিটারিদের লোকে খুব ভয় করত। আমরা শুনেছি বাবার চাকরির পর নাকি বাবার বিয়ে হয়। আমার

BanglaBook.org

মাকে যখন দেখতে যায় আমার বাবা আর আমার ঠাকুরদা আর পাড়ার এক মুরুব্বি। আমার মাকে দেখে খুব পছন্দ হয়েছিল, আমার দিদিমা যখন শুনল ছেলে মিলিটারির চাকরি করে, তখন দিদিমা খুব কান্নাকাটি করেছিল আর বলেছিল আমি মেয়ের বিয়ে দেব না। দিদিমা রেগে গিয়েছিল, বলেছিল চলে যাও। তাই কি হয়? আমার মা, মানে গঙ্গার যদি কপালে না থাকে তাহলে কেন হবে উপেন্দ্রের সাথে বিয়ে।

গঙ্গাকে দেখে উপেন্দ্রেরও খুব পছন্দ হয়েছিল। সে একদিন এসেছিল গঙ্গাকে দেখতে। গিয়ে দেখে গঙ্গা বাড়িতে নেই, গঙ্গা গেছে পুকুর ঘাটে চান করতে। উপেন্দ্র ভাবল, কোন দিকে পুকুর দেখি, বলে যেতে চাইছিল। যেতে গিয়ে দেখে গঙ্গা চান করে বাড়ি ফিরছে। উপেন্দ্রকে গঙ্গা দেখে ভয়ে মারল দৌড় আর কোথায় যে লুকিয়ে গেল। তার আগেই গঙ্গা শুনেছিল যে মিলিটারিরা নাকি মেয়ে মানুষদের খুব মারধোর করে। উপেন্দ্র তাকে দেখার জন্য এত চেষ্টা করত সে কিছুতেই দেখতে পেত না। গঙ্গার মা খুব রাগারাগি করত আর বলত এ শালার ব্যাটা আমার মেয়েকে না নিয়েই ছাড়বে না। দিদিমার কথাই ঠিক হল। তাড়াতাড়ি দিনখন ঠিক করে গঙ্গার সাথে উপেন্দ্রর বিয়ে হয়ে গেল। উপেন্দ্র বিয়ে করে দু তিন মাস থেকে চাকরিতে চলে গেল। ওখান থেকে বাবা চিঠি পাঠাত প্রতি মাসে, এদিকে মাও পাঠাত। তারপর আমার দিদির জন্ম হল, মা চিঠি পাঠাল। বাবা চিঠি পেয়েই এসেছিল। আসার পর দিদিমা আমার দিদিকে বাবার কোলে দিয়ে বলছে দেখ বাবা তোমার মেয়ে তোমার মতই হয়েছে। বাবা হাসছে মা মুখবাঁকা করে বলছে, আ হা-হা-হা হাসি দেখ গালভরা! মেয়ের খবর শুনে ছুটে এসেছে ঘরের কথা এখন মনে পড়েছে! দিদিমা ধমক দিয়ে বলছে এই চুপ কর, এতদিন পরে এল জামাই আমার তুমি জলটল না দিয়েই ঝগড়া করতে বসেছ। দিদিমাকে বাবা বলছে ওমা আপনি চুপ করুন, ওকে বলতে দিন। আবার মা বলছে মুখবাঁকা করে বলব নাতো কি, বিয়ের পর সেই যে গেছে আর এই এল কেন। এমন চাকরি করা মানুষের বিয়ে করতে কে বলেছিল? দিদিমা, মামারা, বাবা, বাড়ি ভর্তি লোকের কি হাসি। তবুও বাবার মুখে মিচকি-মিচকি হাসি যায় না। বাবার হাসি দেখে মায়েরও তখন মুখে একটু মিচকি মিচকি হাসি এল। আমার বড় মামি বলছে হেসে, এই দেখ গঙ্গার হাসি। যাও-যাও উপেন ভাই ওকে এবার মানাও গিয়ে।

পিসিমা মনে হয় আরো কিছু বলত এর মধ্যে বাবা চলে এল। বাবা মনে হয় অন্য ঘরে জামা-কাপড় গোছাগুছি করছিল। পিসিমাকে বাবা বলল দাদার সাথে দেখা করে ওই পথেই চলে যাব। এই বলে পিসিমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

BanglaBook.org

জ্যাঠার বাড়িতে একদিন ছিলাম, বাবাকে জ্যাঠা বলেছিল, ভাই একটাকে তো দিলি পরের ঘরে, তার কোন খোঁজ খবর কিছুই তো নিস না, সব কিছু আমাকেই দেখতে হয়। সে মেয়েটাই বা কি মনে করে। ও বলে আমার মা নেই তো কেউ নেই, মেয়েটা কত কান্নাকাটি করে। আর বলে বাবাও আমার পর হয়ে গেছে। আবার বলছে বাবাকে জ্যাঠা, যা ভাই একটু গিয়ে দেখে আয়। বাবা বলছে, দাদা, আমি গিয়েছিলাম। জ্যাঠা বলছে আমার ব্যাপারে। এবার এই মেয়েটাকে একটু দেখে শুনে ভালভাবে দিস যেন। সেই কথা আমার মনে আছে তবে জ্যাঠার কথা বাবা মেনেছে বলে আমার মনে হয় না।

জ্যাঠার বাড়িতে যেদিন ছিলাম সেদিন রাতে আমার জ্যাঠার বড় মেয়ে বাবাকে বলছে, কাকা একটা গল্প শোনাও না। বাবা অনেক ভাল ভাল গল্প জানত বাবার একটা গল্পতেই অর্ধেক রাত। গল্প শুনতে শুনতে আমার ঘুম জ্যাঠার মেয়েগুলোর দিকে চলে যেত। আমার জ্যাঠার হতভাগা কপাল। জ্যাঠার ছেলে-ছেলে করে পর পর পাঁচ মেয়ে। তবুও জ্যাঠা কোনদিন মেয়েদের অভালাবাসা দেয়নি। জ্যাঠা আমাদেরও খুব ভালবাসত। পাঁচ মেয়ের পর কত মানত করে জ্যাঠার একটি ছেলে, ছেলেটা একদম জ্যাঠার মত দেখতে হয়েছে, আর আমার জ্যাঠাও নাকি আমার ঠাকুরদার মত দেখতে ছিল। জ্যাঠা ফর্সা লম্বা চওড়া, আমার ঠাকুরদাও নাকি ওই রকমই ছিল। আমার ঠাকুরদার কথা মনে পড়ে না. তখন আমি অনেক ছোট ছিলাম।

BanglaBook.org

আমরা যখন আসি তখন জ্যাঠার শরীর ভালই ছিল। আমরা চলে আসার পনের দিন পরে খবর এল জ্যাঠার শরীর খুব খারাপ। খবর শুনে বাবা আর মা চলে গেল। গিয়ে দেখে জ্যাঠা শুয়ে আছেন বাবার তখন মনে হল জ্যাঠাকে দেখে যেন ঠাকুরদা শুয়ে আছে। বাবা দেখে কান্নাকাটি করতে লাগল। জ্যাঠা উঠে বসে বলছে, চুপ কর ভাই এসেছিস ভাল করেছিস, আর হয়ত বাঁচব না, এই ছোট ছোট ছেলে মেয়ে থাকল একটু দেখিস। বড় মেয়েটা তো যেমন তেমন করে বিয়ে দিলাম, এই ছোটগুলো থাকল। বাবা বলছে, কিছু হবে না দাদা, তুমি আমার সঙ্গে চলো। জ্যাঠাকে বাবা দুর্গাপুরে নিয়ে এল। বাবার কোম্পানীর হাসপাতালে দেখানো হল। দেখানোর পর জ্যাঠা একটু সুস্থ হয়ে উঠেছিল, কদিন পরে জ্যাঠার ছেলে এল, নাম শিব, শিব জিজ্ঞেস করছে জ্যাঠাকে, শরীর কেমন বাবা? জ্যাঠা বলেছিল, এখন তো একটু ভালই আছি, পরে কি হবে জানি না। শিব বলল, তাহলে বাড়ি চল, তখন বাবা বলছে, কেন, বাড়ি যাবে কেন? এখনো তো শরীর ঠিক হয়নি। এবার জ্যাঠা ভাবছে

আমার একটিই ছেলে, ছেলের মনে কোন দুঃখ দিতে আমি চাইনা, জানি না হঠাৎ কেন বাড়ি যাবার কথা বলছে। নিশ্চয় কোন কথা হয়েছে, তা না হলে হঠাৎ কেন একথা বলবে? অনেক পরে জ্যাঠা বুঝতে পারল যে মায়ের সাথে বাবার রান্না ঘরে বসে জ্যাঠার পিছনে যে সব খরচা হয়েছে সেই ব্যাপারে কথা হচ্ছিল, তাতে শিবের মন খারাপ হয়েছে। জ্যাঠার মন খারাপ হয়ে গেল, শিবকে বলল, চল বাবা বাড়ি যাব। বাবা বলছে, কেন দাদা, এখনো তো তোমার শরীর ভাল হয়নি আর ঔষধ চলছে, আরো কদিন থেকে যাও। এসব কথা শুনে কি কারোর থাকতে ইচ্ছা করে।

জেঠু যাবার কয়েক দিন পর, একদিন রাতে তখন রাত বারোটা হবে, আমি বাইরে বাথরুমে গেছি বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি বাবা বাইরে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছে। আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হল বাবু? কই কিছু না। বাবা তখন আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে। বাবার চোখে জল ছিল, অন্ধকারে বাবার চোখে জল মা দেখেনি কিন্তু আমাকে আর বাবাকে ঠিকই চিনেছে। অত রাতে মার জেগে থাকার কারণটা কি আর উঠে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখারই বা কারণ কি সে মাই জানে। তারপর থেকে বাবার সঙ্গে আমাকে নিয়ে যখন-তখন সব সময় ঝগড়া অশান্তি করত। তখন থেকে শুরু হল আমাকে কিভাবে যত তাড়াতাড়ি পারে ঘর থেকে বের করবে। বাবা অশান্তির ভয়ে আমার ধারে পাসে দাঁড়াত না। বাবা যেখানে থাকত সেখানে আমিও দাঁড়াতাম না, তখন থেকেই আমাকে আরো বেশি করে পড়াশোনার কথা ভুলে যেতে হল, এই অশান্তির মধ্যে কি করে থাকা যায়। এগার-বার বছরের মেয়ের জন্মদাতা বাবার সাথে কি খারাপ ব্যবহার করতে পারে! এই হচ্ছে সৎ মায়ের ব্যবহার, মেয়ে তারপর থেকে বাবার সঙ্গে ভালভাবে কথা বলত না? ভয়ে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেলো কথা বলা। এতটুকু বয়সে বাইরের লোকের কাছে মুখ দেখাবার লায়েক থাকল না।

তখন থেকে আমারও মনে হত আমিও মায়ের মত কোন দিকে বেরিয়ে যাব। কিন্তু কোথায় যাব, কোন জায়গাও জানা নেই আমার, ঘরের থেকে বেরতে ভয় করত, কি করব। দিনের পর দিন এইভাবে কেটে যাচ্ছে। দেখছি বাবাও কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। বাবা আমাকে দেখলেই যেন চোখের বিষের মত করত, সব সময় খিচ্ খিচ্ করত, তখন আমি ভাবতাম একি! আমি কি সবার চোখেই খারাপ হয়ে গেলাম? এর পরে কপালে যে কি আছে জানি না। ভাবতাম বাবা কি সৎ

মায়ের মত হয়ে গেল। আমি কিন্তু কোন ঝগড়া অশান্তিতে কান দিতাম না, আমার যখন মন খারাপ লাগত কষ্ট পেতাম বাইরে গিয়ে কাঁদতাম।

মায়ের সাথে সব সময় কথা হত, কি করে আমাকে ঘর থেকে বের করবে। আমি একদিন বাবাকে বললাম, আমি আবার পিসিমার বাড়ি যাব। বাবা বলল, এই তো সেদিন ঘুরে এলি আবার এখন, ওরা কি মনে করবে? আমি বললাম যা মনে করবে করুক। আমি যাব, বাবা আর মা এক হয়ে গেল, আর আমি হয়ে গেলাম এ ঘরের কাল। বাবাও চিন্তা করছে যাবে না তো কি করবে, একে নিয়েই তো যত অশান্তি। বাবা বলল যা গিয়ে তোর পিসিকে বলবি তোর ব্যাপারে, যেন একটা কোন ব্যবস্থা করে দেয়।

পরের দিন আমাকে একা টিকিট কেটে গাড়িতে তুলে দিল। আমি বেশ কয়েক ঘন্টার পর বাস থেকে নাবলাম। বাসস্ট্যান্ডের মোড়েই পিসিমার ছেলের দোকান ছিল। আমি আগে পিসতুতো দাদার দোকানে গেলাম। গিয়ে দাদাকে বললাম দাদারে আমার খুব খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দেনা, দাদা আমার কথা শুনে বা আমাকে এইভাবে দেখে ভয় পেয়ে গেল। আমাকে জিজ্ঞেসা করল, কেনরে এইভাবে কেন? বাড়িতে কি কিছু হয়েছে? একা কেন তুই? আমি বললাম আগে কিছু খেতে দে বলছি। দাদা আমাকে মিষ্টির দোকানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে পেট ভরে মিষ্টি খাওয়াল। তারপর আমাকে নিয়ে বাড়ি গেল। গিয়ে দেখলাম দিদির বিয়ে হয়নি, যাকে আমি শিয়াল মোড়লের গল্প শুনিয়ে ছিলাম আর তারই বিয়ের কথা চলছিল। এই কথা আমাকে ওই দিদিই শোনাল। পিসিমাও আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, কি হলে রে! আমি পিসিমাকে সব বললাম বাবার কথা মায়ের কথা আর আমার কথা। পিসিমা শুনে দুঃখ করে বলল, এসেছিস ভাল করেছিস, এবার এখানেই থাক। দুদিন পরে তোর দিদিকে আবার বিয়ের জন্য দেখতে আসবে। তোর বৌদি রান্না বান্না করবে আর তুই তোর বৌদির সাথে যোগাড় করে দিস।

সেদিন রাতে শুয়ে আমরা গল্প করছি আমি দিদিকে বলছি, এই দিদি তোর বর খুব ভাল হবে জানিস? দিদি বলছে তুই কি করে জানলি? আমি বললাম পিসি আর সন্ধ্যার মা গল্প করছিল, বলছিল ছেলে খুব ভাল। মেয়ে আর ছেলে ভাই বোনের মত মানাবে বেশ ভাল। দিদি মিচকি হেসে বলল, আচ্ছা বেশ শুয়ে পড়।

কেউ যদি রাতে দেরি করে ঘুমোই তাহলে তো সে সকালে দেরিতেই উঠবে। কিন্তু এ কথা পিসিকে কে বোঝাবে! পিসিমা রোজ সকালে মুড়ি ভাজত। আমি আর দিদি মুড়ি ভাজার যোগাড় করে দিয়ে আবার গিয়ে শুয়ে পড়তাম। আর

BanglaBook.org

পিসি খুব চেঁচাত। বলত এই মেয়িডা আবার শুয়ি প'ল। উঠ। আমরা শুয়েই থাকতাম। যখন খুব জোরে রেগে চেঁচাত তখন আমরা ধড়ফড় করে উঠে পড়তাম।

পিসিমা সকালে বকে ধকে আমাদের তুলে তো দিত, কিন্তু সারা দিন আমরা করবোটা কি সেটা বলে দিত না। দিদির এইভাবে থাকার অভ্যেস ছিল কিন্তু আমার ইস্কুলে যাবার অভ্যেস ছিল বলে এইভাবে আমার থাকতে অসুবিধে হত। আমাকে দেখে পিসির বাড়িতে এসে যে সে জিজ্ঞেস করত, বলত এডি কে? পিসি বলত, ক্যান, নারুর মেয়ি! সে বলত উমা-এডি ছোটডা উমা এত বড় হয়েছে। ওখানকার ভাষা আমার শুনতে ভাল লাগত। ওরা কথা বলত, আমি ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। দিদিকে যেদিন দেখতে এসেছিল চারজন ওরাও ওখানকারই ভাষা বলছিল। তাই আমার ভাল লেগেছে। আর ভাল লেগেছে বলে আমিও ওদের বেশ ভালভাবে দেখা শোনা আদর যত্ন করেছি। তাদের দেখা শোনা জল দেওয়া চা বানিয়ে দেওয়া, এগুলো সব আমিই করেছি। আমার পিসির ছেলের বৌ আমার বৌদি, সে রান্নাবান্না করেছিল। আমি খেতে দিয়েছিলাম। আমি ফ্রক পড়ে দৌড়ে দৌড়ে কাজ করছিলাম ওরা দেখে আমার ব্যাপারে জানতে চেয়েছিল। আমার পিসিমা বলেছিল, বাবা, ওর বাপে করে চাকরি, ওর বাপে কি আর যে সে ছেলের হাতে দেবে।

ওরা চলে যাবার পর আমি বুঝতে পারলাম যে আমার শরীর কত ক্লান্ত। আমি ঘরের বারান্দায় এসে দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসলাম। এইভাবে বসে আমার খুব ভাল লাগল। এটাও শুনে আমার ভাল লেগেছে, ওদের আমার কাজ দেখে ভাল লেগেছে। যদি ওরা জানত যে আমাকে ছোট থেকেই বাধ্য হয়ে কাজ করতে হয়েছে, তাহলেও কি ওরা এমনিই ভাবত?

বেচারী বেবী। বেচারী না তো কি! আর কার হবে এই টুকু শৈশব যে এতটুকু সময়ে বাইরে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে চিন্তা করল আর এরই মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল। তবুও বেবী বেবীর শৈশবকে ভালবাসে। মনে হয় যে জিনিসটা সবার কাছে অল্পটুকু হয় ওকে সবাই ভালবাসে। বেবী নিজের শৈশবকে চাটে, যেমন নবজাত বাছুরকে ওর মা চাটে। নবজাত বাছুরের কথা মনে পড়তেই বাবা বা মায়ের মুখে শোনা আরো একটি কথা মনে পড়ল বেবীর। জম্মু-কাশ্মীরের কোন সুন্দর জায়গায় যখন ও জন্মেছিল তখন ওর চোখ দুটো ফুটে ছিল না, কেন না ও নাকি সাত মাসে গর্ভতেই হয়েছিল। বেবী হওয়ার আগের দিন বাবা মাকে একটা হাসপাতালে ভর্তি করে রেখে সেই বাবাকে যেতে হয়েছিল যুদ্ধে। বাবার নাকি

BanglaBook.org

সেই সময়েই গুলি লেগেছিল। কেন লাগবে না। এদিকে মাকে হাসপাতালে রেখে গিয়েছিল। বাবার তো চিন্তা এ দিকেই ছিল, সামলাতে পারেনি।

কাশ্মীরের কথা বেবীর তেমন বেশি কিছু মনে পড়ে না, কেন না কাশ্মীরে বেবী খুব ছোট ছিল। যেমন ডালহৌসির কথা মনে পড়ে। কোন দিন বাবার সাথে সন্ধ্যা বেলায় বেড়াতে যেতাম। বাইরেত কিছু দেখা যেত না। সামনে যদি গাড়িও আসত কোনও আওয়াজ শোনা যেত না। গাড়ির সামনে যে লাইট পড়ত সেই লাইট দেখে বেবীরা বুঝতে পারত যে গাড়ি আসছে। চারিদিকে অন্ধকার লাগত। বেবীরা যখন বাড়ি আসত বেবীদের হাত পা ঠান্ডাতে একদম অবশ হয়ে যেত। ঘরে আগুন পোয়ানোর আলাদা হিটার ছিল। বেবীরা তাড়াতাড়ি এসে হিটার জ্বেলে বসে পড়ত। মা বলত রাতে শোয়ার আগে হাতে পায়ে সর্ষের তেল লাগিয়ে শোবে, মা বেবীদের হাতে পায়ে তেল মাখিয়ে দিত, ওরা শুয়ে পড়ত। সকালে উঠতে কত যে বেলা হত কিছু বোঝা যেত না।

বেবীদের ঘর ছিল পাহাড়ের উপরে, কতদূর থেকে দেখা যেত, বেবীরা কত উপরে ছিল, তারও উঁচু কত বড় বড় পাহাড়। পাহাড়ের উপরে পাকা রাস্তা। রাস্তাগুলো কত ছোট দেখাত। দূর থেকে রাস্তার গাড়ি খেলনা গাড়ির মত দেখাত। এত সুন্দর জায়গা ছেড়ে কারোর আসতে ইচ্ছে করে না। বেবীর ভাগ্যে কি আর ওখানে যাওয়া হবে।

কিন্তু বেবীর ভাগ্যে যে কি তা আমি খুব ভাল করেই জানি। বেবীকে বেবীর বাবা বলেছিল যে পিসিকে গিয়ে বলবি তোর কোন ব্যবস্থা করে দিতে। পরে আবার মনে হয় বেবীর মা আর বাবা ভেবে ছিল যে বেবীকে এখানে আনতেই হবে, কেন না ঘরের কাজের জন্য অসুবিধা হচ্ছে। বেবী ভাবছে ঘরের এমন কি কাজ আছে যে বেবীকে ছাড়া ওদের চলছে না। হঠাৎ বেবীর একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেল। তাতেই বেবীর হাসি এসে গেল। ওর মায়ের অভ্যেস ছিল, যেকোন ঋতুতেই হোক না কেন ঠান্ডা বা গরম, খুব ভোরে অন্ধকারে উঠে বাথরুমে যাওয়া, আর বাবা ওকে যেতে দিত না, বেবীকে রোজ জোর করে তুলে সঙ্গে পাঠিয়ে দিত, আর কেন বেবীকে সঙ্গে পাঠিয়ে দিত সে আমি বলব না সে ভারি লজ্জার কথা। এই রকমই কোন বড় কাজ না হলে হঠাৎ কেন আবার পিসিমার বাড়ি পৌঁছে যাবে, আর কেনই বা বলবে পিসিকে বেবীর হয়ত আর আসা হবে না। এই বলে বেবীকে নিয়ে চলে এল।

পিসিমার বাড়ি থেকে এসে দু একমাস পরে হঠাৎ একদিন আমার সৎ

BanglaBook.org

মায়ের ভাই একটি ছেলেকে নিয়েছে। মা আমাকে বলল চা বানাতে আমি চা বানিয়েছি, মা বলল চা দিয়ে আয়, আমি চা দিতে গেছি আমার মামা বলল এখানে বসো। আমি মামার পাশেই বসলাম। আমাকে আমার নাম আমার বাবার নাম হাতের কাজ জানি কিনা লেখাপড়া রান্নাবান্না সব জিজ্ঞাসা করতে লাগল। আমি সব কথার জবাব দিতে গিয়েও দিচ্ছিনা। ভয়ে আমি ভাবছি এসব আবার কেন জিজ্ঞাসা করছে, হয়ত এমনি জানতে চাইছে।

তখন আমি ভাবতে পারিনি যে আমার এই বয়সে আর এই ধরনের একটি ছেলের সাথে আমার বিয়ে হয়ে যাবে। তখন তার বয়স ছিল ছাব্বিশ আর আমার বয়স ছিল বার বছর দশ মাস।

খাওয়া দাওয়া করে মামা ছেলেটিকে নিয়ে চলে গেল। তার কিছুক্ষণ পরে আমার এক খেলার বান্ধবী এসে হাসতে হাসতে আমাকে বলছে, কিরে তোকে নাকি বিয়ের জন্য দেখতে এসেছিল? আমি অবাক হয়ে হাসছি আর বলছি, বিয়ে! আমার বিয়ে হলেত ভালই হয় একটা ভোজ খেতে পাব। ও আমার কথা শুনে খুব হাসতে লাগল, আমি ওকে জিজ্ঞাসা করছি কি রে এত হাসছিস যে? ও বলছে তোর বিয়ে আর তুই ভোজ খাবি? আমি বলছি কেন বিয়েতে তো সবাই কত সুন্দর একসাথে বসে খায়। তুই দেখিস না।

BanglaBook.org

আমার সেই বান্ধবীটা হেসেই যাচ্ছিল আর আমার দিকে এমন তাকাচ্ছিল যেন আমি একটা বোকা। সত্যি এ কোন নতুন কথা নয়। আমি ছোটতে ছিলামই বোকা। আমার সাথে কেউ কথা বলতে চাইতো না। আমিও সবার সাথে কথা খুব কমই বলতাম, আমি ছিলামই ন্যাকা ধরনের।

কদিন পরে দেখছি মামা যে ছেলেটিকে এনেছিল সেই ছেলেটির সাথে আরো দুজন এসে হাজির। আমি ফ্রক পরে খেলা করছি বাইরে। আমাকে মা ডেকে বলছে ঘরে আয়। আমি ভাবছি এরা আবার কারা। আমার ভাই একজনকে দেখিয়ে বলছে এটা আমাদের জামাইবাবু হবে। আমি ভাবছি তাহলে আমারও জামাইবাবু হবে। আমি মাকে বলছি মা, এটা আমাদের জামাইবাবু হবে? বাবা আর মা বা আরো যারা ছিল তারা সবাই হাসাহাসি করতে লাগল। বাবা বলছে পাগলি মেয়ে আমার, জানি না তোর কপালে কি আছে, এখনো তোর বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছুই হল না, কবে যে কি হবে। আমার মনে হল বাবা আমাকে নিয়ে কি যেন দুঃখ করছে। বাবার কান্না দেখে আমার কোনদিন সহ্য হত না, আমিও কেঁদে ফেলতাম। আমার মনে পড়ে আমার দিদি একবার আমার ভাইকে মেরেছিল। বাবা বলেছিল দিদিকে, মা,

ওদের মারিস না ব্যাটা তুই এখন ওদের সব কিছু। এই বলে বাবা একবার কেঁদেছিল। বাবার কান্না দেখে আমার আর দিদির কান্না শুরু হয়েছিল।

ওদের সামনে তো বাবা আমাকে বোকা পাগলি অনেক কিছুই বলল। ঠিকই বলেছে। কেন না আমিতো ভয়ে লজ্জায় কোন কথাই বলিনি, আমার হয়ে বাবাকে বলতে হয়েছে। ওরা চলে যাবার পর আমি ভাবছি যে বাবা কিভাবে কথাগুলো বলল। ঠিকভাবে বলেনি, কিছু বলেছে, কিছু বলেনি, অল্পের মধ্যে খালাস পেয়ে গেল। ভাই বোনের ব্যাপারে যখন জিজ্ঞাসা করল তখন বাবা আমার আরো একটি ভাইয়ের কথাতো বললই না, যাকে আমার মা কোলে নিয়ে চলে গিয়েছে। বাবার যখন ভাইয়ের কথা মনে নেই তখন আর ভাইয়ের মাথার ঘায়ের দাগ কি করে মনে থাকবে। এই ঘা আমার ভাইয়ের তখন লেগেছিল যখন আমি ক্লাস টুতে পড়ি। আমার ভাই আমার সাথে স্কুলে যাবার জন্য কাঁদছিল। একথা আমার মা যখন ছিল তখনকার। মা বলেছিল নিয়ে যা। আমি ভাইকে নিয়ে ইস্কুলে যাচ্ছি, রাস্তার ধারে জলের কল ছিল। কল দেখে ভাই বলল, দিদি জল খাব। আমি ভাইকে জল খাওয়াতে নিয়ে গেছি। ভাই আমার জল খেতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল। ভাইয়ের রক্ত দেখে আমি কি জোরে কেঁদেছিলাম। ভাইয়ের মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি এসেছিলাম। বাবা ছিল না বাড়িতে, মা ভাইকে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে হাসপাতালে ছুটেছিল। আমার হাতে রক্ত মাখা মাখি ছিল আমি তাই নিয়েই ইস্কুলে গিয়েছিলাম। আমার স্কুলের ছেলেরা আমার হাতে রক্ত দেখে মাষ্টারকে বলেছিল। যখন বাড়ি ফিরে আসছি তখন ধনঞ্জয় কাকু বাবার বন্ধু, রাস্তায় আমাকে দেখে ডেকে জিজ্ঞেস করল, এই শোন, আমি বললাম, কি বলছ কাকু? কাকু বলছে, কি হয়েছে তোমার ভাইয়ের? ধনঞ্জয় কাকু ভাইকে নিয়ে যেতে মাকে হয়ত দেখেছে। আমি বললাম, কলের পাড়ে পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে গিয়েছে। ধনঞ্জয় কাকু খুব ভাল, আমার বাবা যখন না থাকত তখন বার-বার এসে আমাদের খোঁজ নিয়ে যেত, ওরা জাতে কুমোর ছিল। ধনঞ্জয় কাকুর বাবা মাটির বাসন বানাত। আমাদের ইস্কুলের পাশেই ওদের বাড়ি ছিল, ইস্কুলে যখন টিফিন হত তখন আমরা গিয়ে ওই চাক ঘোরানো দেখতাম। ভাল লাগত কত আশ্চর্য হয়ে যেতাম অল্প অল্প মাটি নিয়ে কত বড় বড় আর কত রকমের বাসন বানানো দেখে।

আমার জন্য যারা আমাদের বাড়ি এসেছিল তারা আমার দিদির কথা অনেক কিছু জানতে চেয়েছিল আমার কাছে। কিন্তু আমার হয়ে বাবা এতটুকু বলেই মুক্তি পেয়েছিল যে, আমার বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে এখন শ্বশুর বাড়িতে সুখে আছে।

BanglaBook.org

কিন্তু আমার যদি ভয় লজ্জা কিছুই না থাকত তাহলে আমি দিদির ব্যাপারে অনেক কিছু বলতাম। আমার দিদির বিয়েতে আমার দুই বান্ধবীকে ডেকেছিলাম। আমরা তিনজনে এক সঙ্গে একটি টেবিলে খেতে বসেছিলাম। খাওয়া দাওয়া করতে একটু রাত হয়েছিল বলে ডলির দাদু ডলিকে নিতে এসেছিল। ডলির বাবা আমার বাবার বন্ধু ছিল বলে ডলির দাদুকে আমার বাবা ডেকে নিয়ে ঘরে বসিয়ে মিষ্টি জল খাইয়ে পাঠিয়েছিল। ডলির দাদুর সাথে ডলি আর তুতুল বাড়ি গেল। ডলির আর তুতুলদের বাড়ি পাশাপাশিই ছিল।

আমার দিদির বিয়েতে ব্যান্ডপার্টি বাজনাও হয়েছিল। আমার জামাইবাবু যখন বিয়ে করতে এসেছিল, বরের সঙ্গে বরযাত্রীও এসেছিল একশোর থেকে বেশি। এত লোক আসার কথা ছিল না, তবুও বাবা সামলে ছিল। কেন না তখন বাবার কাছে টাকা ছিল বিয়ের কয়েকমাস আগেই বাবা চাকরি থেকে রিটায়ার হয়ে বাড়ি এসেছিল। টাকাগুলো সব দিদির বিয়েতে, মায়ের খোঁজে আর নেশাতে শেষ করেছে। দিদির বিয়েতে বাবা যখন দিদির গয়না বানাতে যায় তখন দিদি বলে ছিল বাবাকে, আমি এত গয়না পরব আর আমার বোন দেখবে? ওর জন্যও অল্পের মধ্যে কিছু না এনে দিলে আমি ও গয়না পরবই না। তখন বাবা দিদির কথা মেনে দিদির গয়নার সাথে আমার জন্যও ছোট ছোট কানের বালি আর নাকের নথ এনে দিল। দিদির বিয়ের এক সপ্তাহ আগে আমাকে দিদি পরিয়ে দিল, নাকেতে নথের জন্য সবাই বলত, মুখ খানা কত সুন্দর লাগছে।

BanglaBook.org

দিদির বিয়ের পর যখন আমি পিসিমার বাড়িতে গিয়েছিলাম, তখন আমার মাথার চুল আঁচড়াতে গিয়ে একটা কানের বালি ভেঙে গিয়েছিল। আমার এই মা বলেছিল, সব খুলে দে ভাল করে বানিয়ে এনে দেব, এ কথা বাবাও বলেছিল। আমি সব খুলে মাকে দিয়েছিলাম। কিন্তু দিন চলে যায় আমার ওই জিনিসের কথা কেউ বলে না। আমি বললে কিছু কানেই নেয় না। কয়েকদিন পরে দেখলাম মা নিজের জন্য সোনার কানের বানিয়ে নিয়ে এল। কিন্তু আমার গুলো আর এল না। মাকে আমি বলতাম, আমার কানেরগুলো আর নাকে নথ কি হল মা? মা বলত, দোকানে পড়ে আছে আনা হচ্ছে না। আমাকে সেগুলোর কথা আর কিছু বলে না। আমিও আর কিছু বলতাম না।

আমার এই মায়ের সাথে বাবার প্রেম ভালবাসা করে বিয়ে হয়েছে, তাও আবার কালি মন্দিরে। মা আর বাবা দু জনেই নেশা করত। প্রথমে আমাদের লুকিয়ে খেত পরে এমন হল যে আমাদের দেখে আর লুকোয় না, নিজেরা হাসাহাসি

করতে করতে খেত। আমরা লজ্জা দেবার জন্য কত কি বলতাম কিন্তু ওদের এমন হয়েছে কাউকে মানামানি নেই। একমাত্র বাইরের লোকছাড়া ছেলে মেয়েদের এমন কি ছেলের বৌদেরও মানে না। যখন ওরা ঘরে বসে খায় তখন আমরা কেউ ঘরে থাকি না। আমরা নিজেরা লজ্জা পাই, কিন্তু কি করব! এত বলেও যখন পারি না তখন আমরা আর কি করব।

ওদের যেমন ভাবে বিয়ে হয়েছে ঠিক তেমনিই এখনো আছে। খেতে বসলে ওদের রোজ অশান্তি হয়। মা না খেলে বাবা খায় না বাবা না খেলে মা খাবে না। ওদের মধ্যে আবার দুজন দুজনের নামও রেখেছিল। ও বলবে মনা তুমি আগে খাও এ বলবে না রাণী তুমি আগে খাও। প্রথমে আমরা বুঝতে পারতাম না তখন আমরা ছোট ছিলাম, এখন আমরা বড় হয়েছি। কতদিন বাবা রাগারাগি করে ডিউটি চলে গেছে, খেতে বসে বাবা ভাতের থালা রাগ করে সামনের দিকে ঠেলে রেখে উঠে পড়েছে তখন মাও খেত না।

এইসব দেখতে দেখতে আমার বয়স বার বছর এগার মাস হতে যাচ্ছে। একদিন দেখছি বাবা মা আর আমার মামি বাজার করে এনেছে কত কি শাকসব্জি। আমি দেখছি এত তরকারি। আমি সব ঘরে গুছিয়ে রাখছি। আবার দেখছি বাবার হাতে একটা বড় স্যুট কেস। আমি বাবাকে বলছি, এটা কি বাবু ? বাবা বলছে, এতে আমার মায়ের বিয়ের জিনিস আছে। মা আর মামি সুটকেস খুলে আমাকে ডেকে দেখাচ্ছে, বলছে এই দেখ তোর জন্য কি এনেছি। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। আমি হাসছি, দেখলাম পরের দিন বাবা নতুন লেপ তোষক বালিশ এনেছে। আমি দেখছি আর খুশিতে খসে পড়ছি। কত লোকজন, বাড়ির বাইরে ত্রিপল টাঙিয়েছে। তার নিচে ইট দিয়ে বড় উনুন পেতেছে। বড় বক্স বাজছে, আমি আর কয়েকটি ছেলে -মেয়ে বাইরে খেলা করছি, আমাকে আমার মামি ডেকে বলছে, এই পিঁড়েতে বস। আমি ওই ফ্রক পড়েই বসে পড়লাম। অগে মা আমার গায়ে হলুদ মাখিয়ে দিল তারপর মামি তারপর পাড়ার দু তিনটে কাকিমা আমার গায়ে হলুদ মাখিয়ে দিল। আমাকে সবাই বলছে, আজ তুই খাবি না কিছু আজ তোর উপোস। আমি ভাবছি উপোস তো ঠাকুরের হয়, তাহলে পুজোঠুজো হবে নাকি!

এত দুঃখের দিন বেবী কত হাসিখুশিতে পার করে দিল? কিছুই সে বুঝতে পারল না যে, তার কি হয়ে গেল। অঘ্রান মাসে সতেরো তারিখে বুধবার বেবীর বিয়ে হয়ে গেল।

BanglaBook.org

দুপুরে খেয়ে শুয়ে থাকতেন, সে সময় তখন অনেক কথা বলতেন এবং শান্ত
ভাবেই আমি তাদের পাশে এক কাঁথার মধ্যে গুটিসুটি হয়ে কাটিয়ে
দিলাম, তারা অনেক দিন ঘুরে-ফিরে, সব বলতে, " তোমার ঘুমপাড়ানি
দিয়ে তোমার মেয়ে [illegible] কেউ নাই " জানি সে তখনই [illegible]
করে আমাকে কাঁদিয়ে [illegible] কথার কোনো অর্থ নেই, আমারও
নেই, বরং তোমায় [illegible] দেখেছি মনে-মনে তোমার মেয়ে, সে
খুলে আমাকে বলছি, দুপুরবেলা চলে গেলে তোমায় আমার পর্যন্ত পড়তে
পারিনি, তোমার জামা খুলে খুব [illegible] কাছে পাইনি
তার বদলে " [illegible] পরে, নিজের মতো তোমাকে ওই প্রথম কথা
মনে হয়েছিল তোমার বাটিতে বললাম " তুমি আমায় [illegible] — আমি
[illegible] দিন [illegible], তোমাকে তোমার পায়ের এক কাঁথায়
কোনো খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দিল, নিজের হাতেও ওই সাজিয়ে
দিল তোমাকে [illegible] বুকের [illegible] তোমার পর তোমাকে

তার তোমার বুকে [illegible] ছিল, তোমাদের মধ্যে
তোমার আমি, আমার [illegible] মধ্যে বলল, আমি তোর
বুঝতে পারিনি যে, [illegible] তোমায়
তোমার আমি তোমার [illegible] তখন তোর কিছু পড়ে
গিয়েছিল তখন তোমাকে [illegible] তোর [illegible],
না, এতদিন তোমাদের [illegible] আমি কোনো [illegible]
আমি এই [illegible], এই [illegible] বুঝতে [illegible] যে তোমার
বাবা [illegible]। বাবার [illegible] আমিও খুব জোরে [illegible]
[illegible] তোমায় জোরে [illegible] তার তোমাকে বলেন হাত ধরে বলেছিলেন
" তারা তোমার হাতে দিলাম তুমি যেন ওদের দেখো, ওর আর নেই "

তখনই [illegible] হয়েছিল, তোমাদের বাড়ি থেকে তোমার বাবার
বাড়ি বেশি দূর নয়, বাড়ি গেলে দিন চারেক পাঁচ, তার আগে এমন
[illegible] একটি বউ তোমাকে হাত ধরে পাশে [illegible]
ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল, তোমাকে খুব মিষ্টি [illegible] বেশ করে
কিন্তু আমি ভয়ে কিছু খাইনি, তোমার [illegible] খুব জোর করে
দিল তবুও যে দিন আমি কিছু খাইনি, সে দিন বিকেলে তোমাকে একটি
বউ তোমায় বেশ ভাল করে কাপড়চোপড় পরিয়ে দিয়েছিল, বেশ
[illegible] সিঁদুর পরিয়েছিল, আমি চুপচাপ, কারো সাথে কথা বলছি
না, [illegible] তোমাকে নতুন বউ বেশ হলে, তোমাকে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বুধবার রাতে বিয়ে হয়ে গেল। সে রাতে আমি দুই বান্ধবী, আমার মামি আর পাড়ার এক কাকিমা গল্পতেই কাটিয়ে দিলাম। তারপরের দিন বৃহস্পতিবার। মা বলছে, আজ বৃহস্পতিবারের দিনে আমি মেয়ে বিদায় দেব না। আমি সেরকমই ঘরের কাজকর্ম সবই করছি। তখনও কারোর চোখে জল নেই, আমারও নেই। বরং আমি দিব্যি হাসছি খেলছি ঘরে-ঘরে ঘোরাফেরা, খেলাধুলো সবই করছি। দুপুরবেলা চান করে আমি জামাপ্যান্ট পরতে যাচ্ছিলাম। আমার মামি দেখে খুব হাসাহাসি করতে লাগল আর বলল কাপড় পর। বিয়ের রাতে আমাকে ওই প্রথম কাপড় পরতে হয়েছিল। আমি মামিকে বললাম তুমি পরিয়ে দাও না — মামি। তারপরের দিন শুক্রবার। আমাকে আবার পাড়ার এক কাকিমার বোন খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দিল। বিয়ের রাতেও ওই সাজিয়ে ছিল আমাকে আর আমার বরকেও। ট্যাক্সি আসার পর আমাকে আর আমার বরকে গাড়ির মধ্যে বসান হয়েছিল। আমাদের সঙ্গে আমার মামি, মামা আর আমার ভাই গাড়ির মধ্যে বসল। আমি তখনও বুঝতে পারিনি যে, আমি কোথায় যাচ্ছি। গাড়িতে বসার আগে আমার মামি আমার কাপড়ের আঁচলে কিছু চাল আর কিছু পয়সা দিয়েছিল আর আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল, বলবি তোর মাকে যে, মা, এতদিন তোমাদের যা খেয়েছিলাম সব আমি শোধ করে দিলাম। আমি তাই করলাম, এই কথাটা বলার সময় দেখলাম যে আমার বাবা কাঁদছে। বাবার কান্না দেখে আমিও

খুব কেঁদেছিলাম। বাবা তখন আরো জোরে কেঁদেছিল আর আমার বরের হাত ধরে বলেছিল, বাবা তোমার হাতে দিলাম। তুমি দেখ আমার মেয়েকে, ওর মা নেই।

তখনি গাড়ি ছেড়ে দিল। আমাদের বাড়ি থেকে আমার বরের বাড়ি বেশি দূর নয়, বাসে গেলে তিন টাকা ভাড়া। ঘরের সামনে যখন গাড়ি থামল ওখানকার একটি বউ আমাকে হাত ধরে নামাল আর ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল। আমাকে মুখ মিষ্টি করানোর চেষ্টা করল কিন্তু আমি ভয়ে কিছু খাইনি। আমার মামা-মামীও খুব জোর করেছিল তবুও সেদিন আমি কিছু খাইনি। সেদিন বিকেলে আরো একটি বউ আমায় বেশ ভাল করে কাপড় চোপড় পরিয়ে দিয়েছিল, বেশ বড় করে সিঁদুর পরিয়েছিল। আমি চুপ চাপ, কারো সাথে কথা বলছি না। পাড়ার কত লোকজন আসছে নতুন বউ দেখবে বলে। আমাকে আমার মামি বলছে, মাথার কাপড় খুলবি না। আমি চুপচাপ বসে আছি। আমাকে লোকজন দেখছে আর আমার হাতে পয়সা, কত বাসনপত্র দিচ্ছে। তারপর এবার লোকজন সব খেতে বসেছে। খাওয়া শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন বাইরের থেকে কে যেন বলল নতুন বউকে ডাক। একটি বউ আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল খাবারের কাছে, বলল এই মিষ্টির হাঁড়িটা এক হাতে ধরো আর সবার পাতে-পাতে দুটো করে মিষ্টি দাও। আমারত ভয়ে হাত কাঁপছিল। আমি মিষ্টি দিচ্ছি, কিন্তু মিষ্টি অন্য দিকে চলে যাচ্ছে। আমি কাপড় সামলাব — না মিষ্টি দেব! একদিকে কাপড় খুলে যাচ্ছে আবার মনে পড়ছে মামি বলেছে, মাথার কাপড় যেন না খোলে। আমি মাথার কাপড় সামলাচ্ছি মিষ্টির হাঁড়ি মাটিতে রেখে আর সবাই কত হাসাহাসি করছে। লজ্জায় ভয়ে আমার মাথা মাটির দিকে ঢুকে যাচ্ছে। আমি মিষ্টির হাঁড়ি ওখানেই রেখে দৌড়ে ঘরে ঢুকে ভয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। সবাই বলাবলি করছে, এই শঙ্কর—তুই এত ছোট বউকে নিয়ে কি করে চালাবি রে? আমার বরের নাম শঙ্কর। ওর বন্ধু বান্ধবরা সব হাসাহাসি করছে। আবার ওই বউটা আমার হাত ধরে বলছে, চলো, আজ বউ ভাত আজ নতুন বউকে পরিবেশন করতে হয়। সে কোনরকমে মিষ্টি পরিবেশন করে আমার মনে হল যেন বুকের হাড়গুলো সব কাঁপছে। সবার খাওয়া হয়ে গেল এবার আমার বর খেতে বসেছে। ওর খাওয়া হয়ে গেলে আমাকে আমার মামি বলছে, তুই জামাইয়ের থালায় খেতে বস। আমি বলছি, আমি তোমাদের সাথে বসব আমি জিদ করতে লাগলাম। তখন মামা বলছে, এই, আমরা কি সব দিন থাকব? তোমাকেই তো থাকতে হবে। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল। মামা-মামি সব বাড়ি চলে গেল। আমার ভাইও মামার সাথে চলে গেল।

BanglaBook.org

এবার আমি একা। আমি আমার বরের মুখের দিকে তাকাচ্ছি আর ভাবছি এবার কি বলবে কি জানি। দেখছি ও নিজেই সব ঘরের কাজ করছে। আমি চুপচাপ বসে দেখছি। ও নিজেই বিছানা পেতে আমাকে বলল, শুয়ে পড়ো। আমি চৌকিতে উঠে শুয়ে পড়লাম। আমি শুয়ে পড়ার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখছি আমার পাশেই আমার বর শুয়ে আছে। আমি তখনি ভয়ে উঠে চৌকি থেকে নেমে নিচে এসে একটা ছোট বিছানা পেতে শুয়েছিলাম। এই করেই সকাল হয়ে গেল। সকালে উঠে আমি দেখিছি পাকা রাস্তার ধারে ঘর, একটা ছোট্ট ঝুপড়ি ঘরের মত। ইটের গাঁথনি টালির ছাউনি। সেই ঘরের আবার একশ টাকা ভাড়া। এটা জানলাম ওই বউটার কাছে যে প্রথম আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়েছিল। ওই বউটার বরকে আমার বর দাদা বলে। বউটা আমাকে বোন বলত, আমি ওকে দিদি বলতাম। ওদের ঘর রোডের ওপারে আর আমাদের এইপারে। ওদের বাড়িতে জলের কল। ওখানে আমাকে জল আনতে যেতে হত। আমাদের বাড়িতে একটা বাথরুমও নেই, বাথরুমে যেতে হলে ওদের ওখানে যেতে হয়। ওই বউটার নাম ছিল সন্ধ্যা, আমি সন্ধ্যাদি বলে ডাকতাম। সন্ধ্যাদি ওর বরকে দেখিয়ে দিল। বলল, এই দেখ এটা তোমার ভাসুর হয়, তোমার বর ওকে দাদা বলে, ওকে দেখে তুমি মাথায় কাপড় দেবে। সন্ধ্যাদি আমাকে সব শিখিয়ে দিয়েছিল। ওদের বাড়িতে খড় কাটা মেশিন ছিল। ওরা খড় কিনে কেটে কেটে বিক্রি করত। ওর বর আমাকে খুব মানত। আমি যেখানে থাকতাম ও সেখানে থাকত না। সন্ধ্যাদির কাছে গল্পতেই আর চারা কাটাকাটি দেখতে দিনটা কেটে যেত কোন রকম। কিন্তু সন্ধ্যে হলেই যেন আমার বুকের ভেতরটা ভয়ে ধক ধক করতে থাকত। এক বিছানায় শুই কিন্তু আমি বেমুখ করে। এইভাবে দুদিন তিনদিন চারদিন কেটে যাচ্ছে, তারপর একদিন আমাকে ও নিজেই জোর করে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল। আমার গায়ে হাত রেখে আমার সাথে কথা বলছে খুব নরম গলায়, এইভাবে আর ভাল লাগে না। এই বলে হঠাৎ ওর শরীরের সাথে আমার শরীর মিলাতে চেয়েছে। আমি ভয়ে চিৎকার করেছিলাম। আবার ভাবছি এইভাবে যদি চিৎকার করি তাহলে এত রাতে সবাই জেগে যাবে, তখন আমি সব চোখ মুখ বন্ধ করে ও যা করছে সব সহ্য করে গেলাম।

পরদিন সকালে উঠে আমি সন্ধ্যাদির কাছে গেছি। ও আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করছে, কি রে কি হয়েছে? আমার মুখে কোন কথা নেই। আমি ওর দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলেছি। আমি বলছি, আমি বাবার কাছে যাব। এই বলে আমি ঘরে এসে উনুন ধরাচ্ছি তখন দেখছি আমার ভাই এল। আমি ভাইকে বললাম, আমি তোর

BanglaBook.org

সাথে যাব। ভাই বলছে, কেন? আর জামাইবাবু কই? আমি বলছি ঘরে, ভাই ভিতরে গিয়ে ওকে বলছে, ও জামাইবাবু কি হয়েছে? ও হেসে বলছে, কই কিছু না তোমার দিদি মনে করে এখনো ছোটই আছে। এই কথা শুনে ভাই বাড়ি চলে গেল। বাড়ি গিয়ে বাবা জিজ্ঞাসা করেছে, তোর দিদির ওখানে গেছিলি কিনা, ভাই বলেছে, গিয়েছিলাম, ও কাঁদছিল। সেই কথা শুনে সেই দিনই মা আর বাবা বিকেলে এসে হাজির। মা জিজ্ঞাসা করছে, কি হল জামাই, বেবী নাকি কাঁদছিল? ও কি কিছু বলতে পারছে না। আমি বললাম, আমি এখানে থাকব না। বাবা বলছে, ঠিক আছে, তোমারা চল দুদিন ওখানে থাকবে। আমাদের নিয়ে গেল ওখানে। ওখানেও দেখছি এত আদর করছে নতুন জামাই বলে। ভাল মন্দ তরকারি রান্না করছে। এই ভাবে মা, মামি, বাবা আমাকে সব বুঝাচ্ছে, এখন তুমি বড় হয়েছো।

এইভাবে দুদিন কেটে গেল। আমি কান্নাকাটি করছি ওখানে থাকব না বলে। দেখছি মা আমার উপরে রাগ করতে লাগল। আবার দেখছি এখানে থাকার থেকে ওখানেই থাকা ভাল। এখানে এত সব সময় কাজ করি তবুও কারোর মন ভাল দেখি না। একটুও ভালোবাসা পাওয়া যায় না। ওখানে তা নয়। আমার বর আমাকে যা খুশি করুক, ওখানে তো আর কেউ খিট খিট করার নেই। আমার ইচ্ছে মত আমি রান্না বান্না করি। সংসারে যা দরকার হয় বল্লেই এনে দেয়। যখনি ফাঁক পেতাম তখনি সন্ধ্যাদির কাছে গিয়ে বসে থাকতাম। সন্ধ্যাদির তিনটে ছেলে। ওর ছেলেরা যখন খেলা করত তখন আমিও ওদের সাথে খেলা করতে চাইতাম। কখনো কখনো আমি আগের বেবী হয়ে ওদের সাথে খেলা করতাম। সন্ধ্যাদি আর ওর বর দেখে হাসত। আমি কিছু বুঝতে পারতাম না যে ওরা হাসছে কেন। আমি সন্ধ্যাদিকে জিজ্ঞাসা করতাম, কিরে দিদি হাসছিস কেন? তখন ও আমাকে বলত, তুই তোর খেলার স্বভাব ছাড়। এই জন্যই সবাই হাসছে। আমি তখন লজ্জায় দৌড়ে ঘরে ঢুকতাম। কিন্তু আবার এও ভাবি যে সত্যি তো আমি তো এখন বউ হয়েছি আর আমাদের মত বৌরা তো দেখছি খেলাধুলো করে না।

এইভাবে প্রায় দুমাস কেটে গেল। একদিন দেখছি হঠাৎ আমার শরীর কেমন লাগছে। কিছুক্ষণ পরে দেখছি বমি-বমি ভাব লাগছে। দু তিনদিন হয়ে গেল কিছু খেতে পারছি না। একদিন সন্ধ্যাদি জিজ্ঞাসা করল, কি রে তোর এ মাসে মাইনা হয়েছে? আমি বললাম, তা আমি জানি না, কিন্তু আমি জানি আমার বিয়ের পর একবারই হয়েছে, তারপরে আর হয়নি। তখন সন্ধ্যাদি আমার বরকে বলল। ও কোন কথা কানে নিল না। তখন সন্ধ্যাদি নিজেই আমাকে সরকারি হাসপাতালে

BanglaBook.org

নিয়ে গেল। যে দিন নিয়ে গিয়েছিল সে দিন হাসপাতাল থেকে ঘুরে এলাম, কেন না ওরা বলল, ওই সব দেখে শুক্রবার আর মঙ্গলবার। আমাকে আবার শুক্রবারে নিয়ে গেল। গিয়ে আগে টিকিট কাটলাম, কেটে লেডি ডাক্তারের কাছে গেলাম। গিয়ে আমি বোবার মত দাঁড়িয়ে আছি। আমাকে জিজ্ঞাসা করছে, আমার মুখে কোনো কথা নেই। আবার জিজ্ঞাসা করছে, তোমার সাথে কে এসেছে? আমি বললাম আমার দিদি এসেছে। ডাক্তার বলল, তাকে ডাক। ওকে ডেকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল। সন্ধ্যাদি আমার ব্যাপারে বলল। ওর বলার পর আমাকে ডাক্তার বলছে, এই বেডে শুয়ে পড়ো। আমি শুয়ে পড়লাম তো ডাক্তার আমার দু জাঙ্গের মাঝখানে হাত ঢুকিয়ে দিল আর বলছে, এর পেটে তো বাচ্চা আছে। আমি শুনে হঠাৎ আচমকা উঠে বসলাম আর ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি। সন্ধ্যাদি শুনে হাসছে। এবার বাড়ি এলাম। বাড়ি এসে আমি আমার বরের দিকে খালি তাকাচ্ছি আর সন্ধ্যাদি ওকে বলল, দেখ আমি যা ভেবেছি তাই হয়েছে। কি হল? সন্ধ্যাদি বলছে, মিষ্টি খাওয়াও। সন্ধ্যাদির বরকেও বলেছে। এ সব নিয়ে কত হাসাহাসি। ওদেরকে দেখে মনে হচ্ছে খুব খুশি। তারপর একদিন বাবা আর মা আমাকে দেখতে এল। মাকে সন্ধ্যাদি বলল, আমার এই অবস্থা। মা শুনে হাসল। বাবাকে বলল, এই দেখ আমাদের নাতি সাহেব আসছে। দেখে মনে হল না যে বাবা শুনে খুশি। একটু চুপ করে থেকে বাবা মাকে বলছে, দেখ রাণী, এই বয়সে বাচ্চা হলে কিছু হবে না তো? মার কোনদিন ছেলে-পিলে হয়নি, তবুও মায়ের সব দেখেশুনে জানা ছিল। মা বাবাকে বলছে, না গো না। কিছুক্ষণ পরে মা বাবা চলে গেল। আমি জল আনতে যাচ্ছি সন্ধ্যাদির বর আমার সামনে আমি খেয়াল করতে পারিনি। সন্ধ্যাদি আমাকে আওয়াজ দিচ্ছে আর হাত বাড়িয়ে দেখাচ্ছে, বলছে ওই দ্যাখ, মাথার কাপড় নে। আমি মাথায় কাপড় নিচ্ছি কাঁখের কলসি মাটিতে নামিয়ে। রাস্তা দিয়ে সব বাবার বন্ধুরা কেউ সাইকেলে, কেউ গাড়িতে, কেউ মোটরসাইকেলে ডিউটি যাচ্ছে। ভালই হল যে আমার মাথায় কাপড় ছিল, নয়ত চিনে ফেলত, আর আবার ওইসব বলাবলি করত। আবার এও শুনতে পেতাম সব বলাবলি করত যে, ওই দেখুন হালদারদার মেয়ে। কেউ বলত, হালদার মেয়ের বিয়ে এখানে দিয়েছেনাকি? কেউ বলত, আরে, হালদারদা দেখেনি নাকি? এইসব বলত। যদি দেখতে পেতাম যে কোন কাকু ডিউটি যাচ্ছে, তাহলে আমি ঘরে ঢুকে যেতাম, খুব লজ্জা পেতাম। কোন কাকু আবার নিজে ডেকে জিজ্ঞাসা করত, কি রে শোন, তুই এখানে থাকিস না কি? আমি মুখ ঘুরিয়ে কিছু বলতে পারতাম না লজ্জায়। বাবার বন্ধুরা বাবাকে বলত, হালদারদা আপনার মেয়েকে দেখলাম। বাবার মনে কিছু হত কিনা জানি না,

BanglaBook.org

কিন্তু বাবাও আমার কাছে বেশি আসত না। বাবাও ওই রাস্তা দিয়ে ডিউটি যেত আমাকে দেখেও দেখত না। বাবার সাথে যদি কেউ থাকতো তাহলে সে বলত, ওই দেখুন আপনার মেয়ে। তবুও বাবা মুখ ঘুরিয়ে দেখত না। আমি দেখতাম বুঝতে পারতাম যে, বাবা আমাকে দেখল তবুও একবার বাবা আমাকে দেখল না। দেখেশুনে ঘরে বসে বসে কাঁদতাম। মন বেশি খারাপ হলে সন্ধ্যাদির কাছে গিয়ে বসে থাকতাম। আস্তে আস্তে আমি বুঝতে পাচ্ছি যে পরের ঘরে পাঠিয়ে বাবা ওর বেবীর কাছে মুক্তি পেয়েছে। এবার বেবীকেই চিন্তা করতে হবে যে এরপরে তার কি হবে।

বার-বার সন্ধ্যাদির কাছে গিয়ে বসার আরো একটি কারণ ছিল। আমরা যে ঘরে ছিলাম ওর পিছনে একটি বড় বাড়ি ছিল আর ডান দিকে একটি হোটেল ছিল। ঘরের সামনে চওড়া রাস্তা ছিল। সব সময় লোকজন চলাফেরা করত আর ঘরের দিকে তাকাত। খেতে বসতাম তাও দেখত, কাপড়-চোপড় ছাড়া-ছাড়ি করতাম তাও দেখত। এমন জায়গায় ঘর, আমি লজ্জায় ঘরের বাইরে হতাম না। আমার বর যখন ঘরে না থাকত তখন আমি সব সময় সন্ধ্যাদির কাছে গিয়ে বসে থাকতাম। একদিন আমি সন্ধ্যাদিকে বললাম, সন্ধ্যাদি চল আমরা সিনেমা দেখে আসি।

তাকেও তার বর কোথাও বেরোতে দেয় না, তবুও আমার কথা শুনে ওর বরকে বলল, ওর বর আমাকে খুব মানতো। ছোট ভাইয়ের বৌকে যেমন মানে ঠিক তেমনিই মানতো। ও আমার কথা শুনে সন্ধ্যাদির হাতে পয়সা দিয়ে বলল, যাও। আমিও আমার বরকে বললাম। সে আমার সাথে ভালভাবে কোনও কথাও বলে না। সকালে উঠে সব্জি চা রুটি বানিয়ে দিতাম, ও খেয়ে বেরিয়ে যেত। দুপুর বেলায় আসত, এসে কল থেকে কোনো রকম চান করে এসে চুপচুপ বসে থাকত বা শুয়ে পড়ত। আমি যদি কোনো কথা বলতাম তারও কোনো জবাব দিত না। সব সময় যেন মনে হত ঘরে কেউ নেই। আমি যখন ওকে বললাম, আমি আর সন্ধ্যাদি সিনেমা দেখতে যাব। সে কিছু বলল না। শুধু একবার শুনে হেসেছিল। তার কিছুক্ষণ পরে আমি আবার বললাম, কিছু পয়সা দাও। ও পয়সা দিতে চায় না তবু আমি জোর করে নেবার মত অনেকবার চাইতে ও কিছু পয়সা দিয়েছিল। আমি ভাবছি সে কোনোদিন কোথাও নিয়েও যাবে না, কোথাও যেতেও দেবে না। সিনেমা দেখে এসে দেখছি ওর মুখ যেন হাঁড়ির মত হয়ে আছে। ভালভাবে কথা বলছে না, খেতে দিলাম খেয়ে উঠে পড়ল। ওর এই ব্যবহার দেখে আমি কি করে ওর উপর ভরসা করব যে ও আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। আস্তে আস্তে আমার পেট

বড় হচ্ছে আর আমার চিন্তাও বাড়ছে। সন্ধ্যাদিকে বললাম, সন্ধ্যাদি বলল, তুই আর একবার হাসপাতালে যা। আমি বললাম একা যাব না। সন্ধ্যাদি বলল তাহলে শঙ্করকে নিয়ে যা। আমি বললাম, বলে দেখেছি ও যাবে না। সবাই বলতে লাগল আগে থেকে ডাক্তার দেখানো ভাল, কেউ যখন গেল না তখন আমি একাই গেলাম। আগে আমাকে দেখে কেউ মনে করত না যে আমি গর্ভবতী। যখন আমাকে ডাক্তার চেক করে জানাল যে সত্যি এর পেটে সাত মাসের বাচ্চা আছে তখন আমাকে নার্স ইনজেকশন দিল। তারপর আমি বাড়ি এলাম। এখন আমার আর অতটা চিন্তা হয় না, কেন না আমি এখন বুঝতে পারছি যে সব মেয়েদেরই এই রকম হয়। আমি সাত মাসের গর্ভবতী বলে বাবার জানাশোনা সবাই বলেছে, হালদারদা মেয়েকে সাধ খাওয়াবেন না? একদিন মা আর বাবা এসে বলল, চল তোকে সাধ খাওয়াব। এই বলে আমাদের সাথে করে নিয়ে গেল। আমি জানি না যে সাধ কাকে বলে, কি করে খায়, তবুও আমি খুশি ছিলাম, কেন না সেই দিন মা আর বাবা বিকেলে বাজারে গিয়েছিল। বাজার করে আনল অনেক রকমের শাক সব্জি, মাছ মাংস আর আমার জন্য শাড়ি সায়া ব্লাউজ। আমার এই অনুষ্ঠানে মায়ের দিদি, আমরা বড়মা বলতাম, বড়মায়ের বড় মেয়ে মেজ মেয়ে তিন মেয়েই এসেছিল। সাধের সাত রান্না-বান্না করেছিল, মা ক্ষীর বানিয়েছিল। মা আর বড়মা বলাবলি করছিল ক্ষীর একটি বাটিতে করে ঢেকে রাখলে নাকি বোঝা যায় ছেলে হয়, না মেয়ে হয়। তাও আবার ঝুড়িতে করে ঢেকে রাখতে হবে। বড়মা বলল তরকারির ঝুড়িতে করে ঢেকে রাখ। মা সব তরকারি ঘরের মেঝেতে ঢেলে রেখে এক বাটি ক্ষীর ঝুড়িতে করে ঢেকে রাখল।

মা বাবাকে বলল, কি গো তুমি চান করে এসো। বাবা বলছে, আগে বেবীর কাজ সেরে নাও। মা সাত রকমের তরকারি ক্ষীর সব আমার জন্য সাজিয়েছে আর বলল, যা তুই নতুন শাড়ি পর। আমি নতুন শাড়ি পরে বাবাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছি বাবা পিছে হেটে যাচ্ছে। আমি বোকার মত দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাবা মাকে বলল, মেয়েদের পেটে যখন বাচ্চা-কাচ্চা থাকে তখন সেই মেয়েদের প্রণাম নিতে নেই, কেননা কেউ জানে না তার পেটে কি থাকে সাপ না ব্যাঙ না ভগবান। বাবার কথা শুনে বড়মাও প্রণাম নিল না, বড়মা বলল, যা, আজ তুই আগে খাবি তারপর সব খাবে। পাশের কাকিমারাও এসেছিল আমাকে আশীর্বাদ দিতে। ওদের আশীর্বাদ নিয়ে আমি খেতে বসেছি তখন মা ঝুড়ি উদলো করে দেখাচ্ছে ক্ষীর ফেটেছে কি না। ক্ষীর যদি ফেটে যায় তবে হবে মেয়ে, আর না ফাটলে হবে ছেলে। মা দেখে সবাইকে বলল, ক্ষীর ফাটেনি। সবাই খুব খুশি। মা তো বার বার

ছেলে হবে ছেলে হবে করে বাবাকে মুখ ভ্যাংচাতে লাগল। বাবার মুখেও খুব হাসি ছিল। মা বলছে, এবার নাতির সাথে বিয়ে করব। পাশেকার কাকিমারাও সব বাবাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে, বলছে, এবার হালদারদার মরণ।

আমি খেয়ে নিয়েছি। তারপর মা, বাবা, বড়মা, বড়মায়ের মেয়েরা সব এক সাথে খেতে বসেছে। বাবা বড়মাকে বলছে, দিদি আমার খুব ভয় করছে এই বয়সে বাচ্চা হতে গিয়ে কিছু হবে না তো? বড়মা বলছে, আরে না কিছু হবে না, হঠাৎ আমার বর বাড়ি যাওয়ার জন্য জিদ করতে লাগল। এটা কি কোন কথা হল, এত হাসি ফুর্তির দিন আর আজই যেতে হবে! বাবা, মা, বড়মা সব বলছে ওকে বাবা আজকের দিন ছেড়ে দাও, আজ যেতে হবে না, আজ ও সাধ খেল আর আজই যাবে! তাদের কথাটা মেনে নিল, কিন্তু বলল, তাহলে আমি চলে যাচ্ছি ওকে রেখে আসবে।

তার মুখে কোনদিন 'নেন-দেন' করে কথা শুনতাম না। সে জানত না যে বড়দের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয়। আমি যদি বলতাম যে এইভাবে কেন বলছ সে আমার উপরে খুব চোখ গরমি দেখাতো আর বলত, থাক ঠিক আছে। তখন আমি চুপ হয়ে যেতাম।

সাধের পরদিন আমাকে আমার বরের ঘরে মা আর বড়মা রেখে এল। বড় মা যাওয়ার সময় বলে গেল, সন্ধ্যার পরে ঘরের বাইরে বেরবি না, রাতে বাইরে বেরলে জামাইকে ডেকে বেরবি। মা বড়মা চলে যাওয়ার পরে আমি ঘরে ঢুকে দেখছি এত নোংরা করে রেখেছে ঘরে ঢোকা যাচ্ছে না। আমি একদিন ঘরে নেই বলে এত নোংরা! ও নিজেও খুব নোংরা ছিল। দাঁত তো কোনোদিন ভাল করে মাজতো না বা মুখও ধুতো না। আমার ওর পাতে খেতে খুব খারাপ লাগত। আমি অনেক বলেছি দাঁত মাজার জন্য, সে কোন দিনও শুনত না। আমি যদি কোনদিন ঘরে না থাকতাম তাহলে এতটুকু ঘরে ঝাড়ুও লাগাত না বা ও রান্না করত আমি যেকদিন না থাকতাম ততদিন সব থালা এঁঠো করে রেখে দিত। ঘরের দিকে তাকান যেত না। আমার এমন মনে হত যে আমি এখনি ঘরের থেকে আবার বেরিয়ে যাব। কিন্তু কি করব সব মেনে নিতে হত। কেন, পুরুষ মানুষ বলে কি একেবারেই এই রকম থাকতে হয়? আমি যদি বেশি কিছু বলতে যেতাম তাহলে তেড়ে তেড়ে মারতে আসতো।

রোজ এইসব দেখতে দেখতে এক সময় মন যখন খারাপ হল তখন আট মাস গর্ভ নিয়ে আবার বাবার কাছে গেলাম। ভেবেছিলাম ওখানে গেলে হয়ত

BanglaBook.org

একটু ভাল থাকব, কিন্তু গেলাম আর শুনলাম মামার নাকি খুব শরীর খারাপ। ডাক্তার দেখিয়ে বলেছে মামার টিবি রোগ হয়েছে। শুনে মা কাঁদছে। আমার দিদিমা মায়ের কাছে ছিল। দিদিমা শুনে মামিকে গালাগালি দিচ্ছে বলছে, ওই মেরে ফেলবে আমার ছেলেকে। মা বাবা দিদিমা মামাকে দেখতে গেল। দেখছে মামি ঘরে চা বানাচ্ছে আর মামা বারান্দায় বসে আছে। বাবাও অনেক চেষ্টা করেছে মামাকে বাঁচাবার জন্য। দুর্গাপুরে ভাল ভাল ডাক্তার দেখিয়ে যা ওষুধ লিখে দিত, মামি বাপের বাড়ি থেকে ওষুধ কিনে আনত। মামার দুই বিয়ে। প্রথমকার মামির একটি মেয়ে ছিল। যে কোন কারণে মামি বাপের বাড়ির চলে যায় আর আসে না। মামা আবার বিয়ে করেছিল। এই মামির অনেক দিন বিয়ে হয়েছিল কোনো ছেলে পুলে কিছু হয়নি। মামার প্রথম পক্ষের যে মেয়ে ছিল সেই মেয়েকে বেশ কিছুদিন এনে রেখেছিল। মেয়ে জিদ ধরে ছিল মা ছাড়া থাকব না। এই মামি ওর মায়ের কাছে ওকে রেখে এসেছিল। ওকে রেখে আসার পর মামার আরো মন খারাপ হয়েছিল।

রাতে আমি আর আমার ভাই খেয়ে শুয়ে পড়েছি। মা বাবা আমাদের খাইয়ে দাইয়ে তারপর ওরা খায়। বাবা মা খেতে বসেছে। বাবা মাকে বলছে, বেবীকে ডাক না, আর দুটো যদি খায়। মা বলছে, তুমি ডাক। বাবা আমাকে ডাকছে আমি শুয়ে আছি, বলছি আমি আর খাব না, আমার পেট ভরা আছে। তাও বলছে, আয় মা, আমার সাথে দুটো খা, আয় মা আয়।

যখন আমি বাবার কাছে যেতাম দুদিন তিনদিন চারদিন ওরা খুব ভাল করে রাখত। ভাল করে খাওয়াতো, সেকদিন আমিও বেশ ভালই থাকতাম। বাবা নিজে না খেয়ে আমার জন্য রেঁধে দিত। আমি খাব না বললেও মানত না, মাও তখন মাছ মাংস যা থাকত, অল্প হলেও রেখে দিত আমার থালায় তুলে তুলে দিত। একদিন খেতে বসে মা বলছে, জামাই কোনোদিন মাছ মাংস আনে? আমি বলছি, বললে আনে তবু এমন আনে দুজনের বেশি তিনজন পাবে না। মা গাল দিচ্ছে, ওরে শালার ব্যাটা কিপ্টে, খা মা খা, আরো একটা মাছের টুকরো তুলে দিল, "খা যা খেতে মন চাইবে বলবি"।

এত ভাল বাসত তার মধ্যেই ছোট ছোট কথা নিয়ে আমাকে নিয়ে বাবার সাথে মায়ের লেগে যেত অশান্তি। তখনই মায়ের মুখে কুকথা বের হত সেই কথা শুনে আমার আর ওখানে থাকতে ইচ্ছে করত না। এই অশান্তির থেকে ওই ঘরই ভাল, চাই না মাছ মাংস খেতে। মাকে এই বলে আমি তারপরে চলে আসার জন্য রেডি হচ্ছি, মা নরম গলায় বলল, এখন যেতে হবে না বিকেলে যাবি। আমি

BanglaBook.org

বললাম, না বাবা, আমি আর থাকব না আর আমি আসব না, আমি এলেই তোমাদের বেশি অশান্তি হয়। মা বলল, তোমার বাবা বাঁধায় অশান্তি। আমি বললাম, বাবা ভাল, তুমিও ভাল, সব ভালো। আসি এক দুদিনের জন্য। তোমরা তার মধ্যে এই অশান্তি কর। আমার ভাল লাগে না। এই জন্য আমি চলে যাচ্ছি। মা ফের বলল, এই তোর বাবাকে বলে যা। আমি বলছি, বাবু কোথায়? মা বলল, তোর বাবা ওই পুকুর ধারে। আসুক তারপর যাবি। আমি বলছি, বেলা হয়ে যাবে। গিয়ে আবার আমাকে রান্নাবান্না করতে হবে। এই বলতে বলতেই বাবা এল। মা বলছে, বেবীকে বল, রান্না হোক দুটো খেয়ে দেয়ে যাবে। বাবা বলছে, তোর মা এত করে বলছে এই বেলাটা থেকে যা। আমি বলছি, হ্যাঁ দিয়ে আবার আপনারা দুপুরে খেতে বসে অশান্তি বাঁধান। ভগবানই জানেন এই অশান্তি কবে শেষ হবে।

আমি আরো কিছু বলতাম। এর মধ্যেই বড় মায়ের বড় ছেলে এসে খবর দিল, মাকে দেখে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, "মাসি মামা নেই"। একি শুনালি, বলে মা কাঁদতে লাগল। দিদিমা শুনে বেহুঁশ হয়ে গেল, বাবা এ বার মাকে সামলাবে না দিদিমাকে! শুনে মা আর বাবা ছুটল। আমি দিদিমার কাছে। পাশেকার কাকিমারা সব চুপ করাতে লাগল। আমি মাথায় জল দিয়ে দিদিমাকে উঠিয়ে বসালাম। দিদিমা সুর করে কাঁদছে।

BanglaBook.org

মামার ওখানে কি হয়েছে না হয়েছে এ খবর আমি ঘরে থেকে পেয়েছি। মা বাবা গিয়ে দেখে মামাকে বাইরে শুয়ে রেখেছে। মা মামার পায়ের কাছে গিয়ে কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। মামির সে রকম কান্না নেই। মামির ততটা মামার উপর মন ছিল না বলে মামিকে নিয়ে সবাই কি সব বলাবলি করত। আমি তাদের কথায় কান দিতাম না।

পাড়ার লোকে মামাকে নিয়ে যাবার জন্য সব ব্যবস্থা করছে। দিদিমাকে আনার জন্য বাবা মাকে বাড়ি পাঠিয়েছিল। বড় মায়ের ছোট ছেলে মামার মুখে আগুন দিয়েছিল তার ছেলে ছিল না বলে। মামার জন্য তাকে মাথা ন্যাড়া করতে হয়েছিল। মা আবার দিদিমাকে নিয়ে এল মামার মরা মুখ শেষ বারের মত দেখাতে। মা কখনো ছেলের ওই অবস্থা দেখতে পারে না বলে সবাই বলতে লাগল ওকে নিয়ে যেও না সামনে। মা নিয়ে যায়নি, দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখিয়ে মা মামার ঘরে ঢুকিয়ে দিল। দিদিমা আছাড় দিয়ে দিয়ে কাঁদতে লাগল। মা আমাকেও বলে ছিল, যা তোর মামাকে একবার দেখে আয়। আমাকে পাড়ার কাকিমারা মানা করল। বলল, পোয়াতি মানুষ, মরা মুখ দেখতে নেই। আমাকে কেউ আর যেতে দেয়নি।

মামার সৎ কাজের দিনও আমি যাইনি। মা বাবা সবাই গিয়েছিল। মামার কাজের দিন অব্দি আমাকে ওখানে থাকতে হয়েছিল। বাবা বলেছিল, তোর মা, দিদিমা সব এইভাবে কান্নাকাটি করলে আমি কাকে সামলাব, তোকে এখন যেতে হবে না।

মামার কাজ যে দিন পার হয়ে গেল তারপরের দিনই আমি চলে এসেছিলাম। এসে দেখছি ঘরে তালা মারা। আমি গেলাম সন্ধ্যাদির কাছে। আমাকে দেখেই সন্ধ্যাদি বলছে, কিরে এত তাড়াতাড়ি! আমরা তো ভেবেছিলাম তুই বুঝি আঁতুর ফাঁতুর সব ঝামেলা চুকিয়ে আসবি। আমি বলছি ওদের অশান্তির মধ্যে কি কেউ থাকতে পারে মামা মারা গেল বলে তাই এত দেরি হয়ে গেল। সন্ধ্যাদি বলল, যা ঘরে দেখ। আমি বললাম, আমি কি করে ঢুকব? ঘরে তো তালা মারা। সন্ধ্যাদি বলল, তাহলে কি করবি, শঙ্কর না আসা অব্দি এখানেই থাক। আমি বলছি, ভগীরথকে পাঠিয়ে দেখ না যদি ডেকরেটার্সের দোকানে থাকে। সন্ধ্যাদি ওর বড় ছেলেকে পাঠিয়েছিল। ওরা আবার বিহারের মানুষ। সন্ধ্যাদি বাঙালী, ওর বর বিহারী। সন্ধ্যাদি ওর বরের ভাষা শিখেছিল ও ওদের সাথে ওদের ভাষা বলত, আমার সাথে বাংলা ভাষায় কথা বলত। ওর ছেলে গিয়ে বলেছে চাচা, চাচি আয়া। ওর হাতে চাবি দিয়ে দিয়েছে। ভগীরথ আমাকে চাবি এনে দিল। ঘর খুলে দেখেই তো আমার মাথায় হাত, আমি চিন্তা করছি এই ঘর আমি কখন গুছাব, এতো চৌকির তলায় ইন্দুরে মাটি তুলে রেখেছে। আমি এখন রান্নাবান্না করব, না ঘর গুছাব, না ইন্দুরের গর্ত বোজাব। আর রান্না করবই বা কিসে। ঘরের সব বাসনপত্র হাড়ি কড়াই যা ছিল একেবারে গুলগুলিয়াদের মত করে রেখে দিয়েছে। ওরাও মনে হয় এর থেকে ভাল থাকে। আমি ছি-ছি করতে করতে সন্ধ্যাদির কাছে মাথায় হাত নিয়ে বসে পড়লাম। সন্ধ্যাদি জিজ্ঞাসা করছে, কিরে কি হল? আমি বলছি, তুই দিদি একবার ঘরে গিয়ে দেখ। সন্ধ্যাদি বলছে, কি করবি, ঘরে মেয়েমানুষ না থাকলে কি আর ঘর ঠিক থাকে? আমি তো দেখতাম কোন কোন দিন চানই করত না যেমন তেমন করে একটু হাঁড়ি কড়াই ধুয়ে রান্না বসিয়ে দিত। খেয়ে আবার চলে গেল কাজে। আমি বলছি, ঘরে মেয়ে মানুষ না থাকলে কি একেবারেই গুয়েমুতে খেতে হবে। যেখানে বসে খায় মানুষ সে জায়গাটা তো পরিস্কার করে খায়, ও যে তাও না। বড়মা আসত মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে। আমি বলতাম, দেখ আমি ঘরে না থাকলে ঘরের এই অবস্থা। বড়মা বলত, দেখ মা সব তোমার হাতে, তুমিই বুঝিয়ে নিতে পার। আমি বলতাম, আমি কি বলি না! বল্লেও কোন কথা শোনে না, বেশি কিছু বলতে গেলে আমার উপরে রুখে আসবে, কি করব।

BanglaBook.org

মাঝে মাঝে আমার মন খারাপ লাগত। পাড়ার ছেলেরা সব মাঠে খেলা করত। আমি গিয়ে তাদের খেলা দেখতাম। ওই রকমই একদিন বাচ্চারা মাঠে ডাংগুলি খেলা করছে আর আমি দাঁড়িয়ে দেখছি। খেলতে খেলতে গুলি এসে আমার পায়ের কাছে পড়েছে। গুলিটা হাতে নিয়ে ওদের দিকে ছুড়ে দেব কি! মন চাইল আমিই যাই ওদের সাথে খেলতে। আমি গুলি নিয়ে ওদের কাছে গিয়ে ওদের সাথে ডাংগুলি খেলছি। আমি হয়তো আরও কিছুক্ষণ খেলতাম যদি বাচ্চা ছেলেটা হাত ধরে টেনে না বলত যে, দিদি তোমাকে ওই বউটা ডাকছে। এদিকে পাড়ার কয়েকটা বৌ রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে দেখছে। ওদের মধ্যে একজনকে আমি মাসিমা বলতাম। সেই মাসিমা বলছে, তুমি একি করছ পেটে লেগে যাবে যে! নিজের পেট নিয়ে নড়তে পারে না, হাড়ির মতো পেট নিয়ে মাঠে খেলতে এসেছে, যাও ঘরে যাও। আমি লজ্জাতে দৌড়ে ঘরে ঢুকে পড়লাম। পাড়ার ছেলে মেয়েরা হাসাহাসি করছে, বলছে, বৌদি নিজেই নড়তে পারে না সে কিনা খেলবে। আমি মাথা নিচু করে খালি হাসছি। আমার তবুও মনে হতো আমি খুব ভালোই আছি। তার কারণ বাপের বাড়িতে ছিলাম কোনদিন সুখে ভাত খাইনি। রোজ রোজ ওই আমাকে নিয়ে অশান্তি। তার থেকে এখানে আমি ভাল আছি। এখানে মাত্র আমরাই দুজন। আমি আর আমার বর। তার মধ্যে ও আবার ঘরে খুব কমই থাকত। ও ঝগড়া ঝাটি করে বেরিয়ে যেত আর আমি পাড়ার বাচ্চাদের সাথে বেশ হাসিখুশিতে থাকতাম। তা ছাড়া সন্ধ্যাদিতো ছিলই। ও আমার সাহায্যের জন্য তৈরি থাকত। আর সেই সন্ধ্যাদিই আমার বরকে আমার ব্যাপারে সব জানিয়ে বলেছিল, ও যা খেতে চায় ওকে খেতে দিও। না হলে তোমার ছেলের জিভ দিয়ে লাল পড়বে। আমি ভাবছি আমি না খেলে আমার ছেলের জিভ থেকে লাল পড়বে, তাহলে আমার এখন কি খেতে মন চাইছে। বিকেলে ইচ্ছে হল চপ মুড়ি খাব। এবার আমার খালি মনে হচ্ছে কখন বিকেল হবে আর বলব, চপ মুড়ি খাব। ভাবতে ভাবতে দেখছি আস্তে আস্তে বেলা গড়িয়ে আসছে আর আমার মন খুশিতে নাচছে। আমি যা খেতে চাইব খেতে পাব বলে। আবার ভাবছি বিকেলে ও তো ঘরে থাকবে না তাহলে কি করি, আমি এখনি বলে রাখি। কিন্তু কি করে বলি, ও তো আমার সাথে কথাই বলে না ভালভাবে। না আমাকে কথা বলতেই হবে, একবার বলেই দেখি। ও চৌকিতে ঘরে বসে বিড়ি খাচ্ছিল, আমি গিয়ে ওর সামনে ঘুরঘুর করছি, আমি ওর দিকে তাকাচ্ছি ও আমার দিকে তাকাচ্ছে। ভাবছি না বললে তো চপ মুড়ি খেতে পাব না, হাসতে হাসতে বলেই ফেললাম। আমি চপ মুড়ি খাব। আমাকে তিনটে টাকা দিয়ে যাও। ও কিছু বলছে না। আবার বললাম, কি

BanglaBook.org

হল দাও। তারপর দু'তিনবার বলার পর যাবার সময় লুঙ্গির খুঁট থেকে পয়সা বের করে, যেন মনে হচ্ছে ও পয়সা দেবে না আমি জোর করে নিচ্ছি। ওর পয়সা বের করতে যেন কত কষ্ট হচ্ছে।

ও পয়সা কোনদিন আমার হাতে দিত না। আমার কোন জিনিস দরকার হত, আমি শাঁখা পরতে চাইতাম তাও পয়সা দিত না। সিঁদুর আমার দরকার তাও দিতে চাইতো না। পাড়াতেই আসত সব জিনিস বিক্রি করতে। পাড়ার মেয়েরা-বৌরা সবাই কিনত দেখে আমার মন খারাপ লাগত। বাজার হাট তো সব আমার বরই করত। পয়সার জন্য যখন মুস্কিল হতে লাগল তখন আমি এক কাজ করলাম, ভাতের জন্য যে চাল রান্না করতাম, সেই চালের থেকে আমি রোজ এক মুষ্ঠি করে রেখে দিতাম। চাল রেখে রেখে যখন বুঝলাম আমার বর হাতে ব্যাগ নিয়ে চাল আনতে যাচ্ছে, তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি চাল আনতে যাচ্ছো? ও বলল, হ্যাঁ। তখন আমি বললাম, আমার কাছে চাল আছে, নিবে? ও হেসে বলল, কই দেখাও কদিন চলবে? আমি বললাম, দুতিনদিন চলবে। যেই বলেছি দু'তিন দিন চলবে তখনি ব্যাগ রেখে হাঁটা ধরল কাজে, কোন কথা না বলে। আমি ভাবছি না বললেই ভাল হত, ভাবলাম হাতে দু চার পয়সা হবে।

পরের দিন সকালে চা খাচ্ছে, আমি বলছি, চাল এনে দাও রান্না হবে কি? ও বলল, কেন তুমি যে কাল বললে চাল আছে? আমি বললাম, পয়সা দাও তবে আমি ওই চাল রান্না করব। ও হাসছে কিছু বলছে না। আমি বলছি, আমার হাত খরচা নেই কি? তুমি কিছু কিনে দেবে না হাতে দুটো পয়সাও দেবে না তাহলে আমার কি করে চলে বলত? আমার কিছু নেবার ইচ্ছে করলে নিতে পারি না। পাড়ার সবাই সব কিছু নিচ্ছে আর আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে দেখি। ও বলল, এই নাও, বলে দশ টাকা আমার সামনে ফেলে দিল। আমি বললাম, আমার দু তিন কিলো চাল আর এই মাত্র দশ টাকা, আমি দেব না। ও হাসছে, আমি বললাম, হেসো না আমি নিজে পেটে কম খেয়ে এতগুলো চাল করেছি আর তুমি এ রকম করলে আমি আর চাল রাখব না। ও বলল, না, তুমি কিছুই পাও না। তোমার বাপে খাওয়াচ্ছে। আমি কিছুই দিই না। আমি বললাম, তুমি কি দাও? শুধু দুটো পেটেই খেতে দাও আর কি দাও? আমার শখ-সাধ বলে কি কিছু নেই? সকাল বেলায় কাজে যাবার আগে এই চাল আর এই তরকারি দিয়ে তুমি বেরিয়ে পড় আর এটা চিন্তা কর না যে এই তরকারিতে কি করে হয়, আর এও জিজ্ঞাসা কর না আমি খেয়েছি কি না। তুমি এও দেখতে চাও না আমি কি দিয়ে ভাত খাই না খাই। তুমি নিজে খেয়ে উঠে পড়। এ কথা বলার পরেও সে খালি হাসতেই থাকে।

এই বলতে বলতে মা এসেছে। এসে বলছে, কি হল, কেমন আছিস, আর হাসপাতালে গিয়েছিলি, কিনা। এদিকে আমার দিন হয়ে এসেছে, আবার মা বলছে, ওখানে চল বাচ্চা কাচ্চা যা হবে ওখানেই হবে। আমি সাথে সাথে রেডি হয়ে গেলাম। আমার বর চুপচাপ শুনল একবারো কোন কথা বলল না। আমি কাপড় চোপড় গুছিয়ে নিয়ে মায়ের সাথে চলে গেলাম।

ওখানে সেই অশান্তি। একদুদিন ভাল থাকলাম আবার সে রকম। ঝগড়ার মধ্যে বাবা মাকে বলছে, মেয়েটাকে নিয়ে এলে ওকে একটু শান্তি দেবে বলে। তা না করে তুমি ওকে এনে আমার সাথে এ রকম করতে লেগেছ। বাবার এই কথার পর মা যা না তাই বলতে লাগল। বাবা আরো রেগে অস্থির। মাকে বাবা বার বার মারতে যাচ্ছে, আমি আর কত আটকাব, বাবাকে বলছি, বাবু চুপ করুন, বাবা কিছুতেই চুপ হচ্ছে না, মাকে বলছি মাও চুপ করছে না। মা বাবার ঝগড়া যখন খুব বেড়ে যেত তখন আমি পাশেকার কাকিমার কাছে গিয়ে বসে থাকতাম। কিন্তু একদিন আমার সহ্য হল না। সেদিন আমার খুব রাগ হয়ে গেল। আমি ভাবছি এদের কি একটা দিনও ভাল যায় না। আমি এসে কি এখানে ভুল করি, আমি মাকে বলছি, তোমাদের যদি আমাকে নিয়ে এত অশান্তি হয় তাহলে তোমরা আমাকে এখানে আসার কথা বল কেন? আর তুমি আমাকে নিয়েই বা এলে কেন? হে ভগবান আমার কি কোথাও একটু সুখ নেই, আমি ভগবানের কাছে কি পাপ করেছি আমার কি কোন দিনও সুখ হবে না? এই বলে খুব মাটিতে আছড়ে কাছড়ে কাঁদছি। বাবা আমাকে চুপ করানোর জন্য আমার কাছে আসতে চাইছে দূর থেকে বলছে, মা চুপ কর মা। বাবা দেখেছে আমার পেটে যেন আঘাত না পায়! আমার কান্না কিছুতেই থামছে না, কান্না যেন আরও বেড়েই যাচ্ছে আর রাগও বেড়ে যাচ্ছে। বাবা তখন মাকে বলছে ও রানী ধরো। মরে যাবে যে, হে ভগবান, আমি কি করলাম আমার মেয়ের কি হল! পাশের কাকুকে ডেকে বাবা বলছে, ও দাদা কি হল আমার মেয়ের এই রকম করছে কেন? কাকুও আমাকে বলছে দু হাত দূর থেকে, এই বেবী কি হয়েছে? তত যেন আমার রাগ বেশি হচ্ছে রাগে আমার চুল এলোমেলো, চোখ মাথার উপরে উঠে গেছে। কাপড় চোপড় খুলে আধ ন্যাংটো। আমার নিজের কোন হুশ নেই। মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল এত রাগ উঠেছিল। যে খাটের তলায় বড় বটি ছিল হাতে নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। বলছি, আমার সামনে যেন কেউ না আসে এলেই আমি কেটে ফেলব। কেউ এগোবে না। বাবা আমার পায়ের কাছে টান টান করে শুয়ে পড়েছে। বলছে, মা তুই ঠান্ডা হ মা, তোর পায়ে পড়ি। মা তুই ঠান্ডা হ। দিদিমা আমার পিছনে গিয়ে বলছে, এই তোর হাতের

BanglaBook.org

থেকে বটি রাখবি? আমার তখন আস্তে আস্তে হাত থেকে বটি পড়ে গেল। তার সাথে সাথেই আমিও ধপ করে পড়ে গেলাম। বাবা তখন মাকে বলছে, রাণী ওকে মাথায় একটু তেল জল দাও। মা আমার মাথায় তেল জল ঘষে ঘষে দিচ্ছে। বাবা আমাকে নরম গলায় বলছে, ও মা উঠে বস মা। আমি উঠে কাপড় চোপড় ঠিক করে পরে বলছি আমি কাল সকালে চলে যাব। বাবা বলছে, ঠিক আছে। যাবি এখন তো ঠান্ডা হয়ে বস। বাবা কাঁদছে আর বলছে, যখনি তুই আসিস তখনি এই ঘরে আগুন লেগে যায়। তোকে এনে একটু শান্তি দিতে পারি না। আমি এত পয়সা রোজগার করি, তোকে এই সময় দুটো ভালভাবে খেতে দিতে পারি না। কেমন বাপ আমি। তুই চলে যাস মা, তুই এখানে থাকতে পারবি না। যা আছে তোর কপালে তুই ওখানেই থাক। সেই রাতে আমি কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়েছিলাম। অনেক রাতে মা উঠে বাবাকে ডেকে বলছে, চল খেয়ে নেবে। মা বাবা সে রাতে কেউ খায়নি। বাবা আমাকে ডাকছে, উঠ মা খেয়ে নে আমি বলছি, আমার শরীর ভাল লাগছে না। আমি কিছু খাব না। মা বাবা দুজনে হাত ধরে টেনে উঠিয়ে আমাকে খাওয়াল। পরের দিন সকালে আমি চলে এলাম দিদিমার সাথে। আমাকে রেখে দিদিমা মামার বাড়ি চলে গেল। মামীর সাথে দেখা করে দিদিমা আবার মায়ের কাছে চলে এলো।

যেদিন এখানে আমি এলাম তার তিন দিন পরে আমার পেটে ব্যথা শুরু হল। সে দিন আমার ভাইকে বাবা বাজার করতে পাঠিয়েছিল। বাজার করতে এসে আমার সাথে ভাই দেখা করে যেত। সে দিন এসে দেখছে আমি শুয়ে আছি। ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে দিদি? আমি বললাম আমার শরীর ভাল নেই। তখন আমার বর ঘরেই ছিল। ভাইকে আমার বর বলছে, তোমার মা নিয়ে গেল ওখানে রাখতে পারল না। ভাই বলছে, ভাল করেছে, ওখানে থাকতে পারত না। আর পারবেও না, আমিও চলে যাব। এখান থেকে আমি বলছি, কোথায় যাবি ভাই? ভাই বলল, ওখানে কি মানুষ থাকতে পারে? আমার বর বলল, তাহলে নিয়েই বা গেল কেন, নাকি ওটা দেখাল যে আমি মেয়েকে খুব ভালবাসি।

আমার ব্যথা বাড়ছে আস্তে আস্তে। ভাই চলে গেল। গিয়ে মা বাবাকে বলল, দিদির শরীর খারাপ শুয়েছিল। সেইদিনই মা আর বাবা এসে বলেছে ওকে, বাবা, হাসপাতালে নিয়ে যাও। সে একেবারে বাবার উপর রেগে অস্থির, বলেছে, নিয়ে তো গেলে, বললে ওখানেই হবে। কই রাখতে পারলে নাতো। বাবা বলল, কি করব বাবা, ওর কপালই খারাপ। বাবা আর কিছু না বলে মাকে নিয়ে চলে গেল।

সন্ধ্যাদি আমার কাছে বার বার যাওয়া আসা করছে। তিনদিন পরে সন্ধ্যাদি আমার বরকে বলল, শঙ্কর যাও, দাইমাকে ডেকে আনো। আজ তিন দিন হয়ে গেল কিছু হচ্ছে না বা ব্যথাও বাড়ছে না। আমার বর কান মাথা কিছুই নাড়ছে না। তবুও সন্ধ্যাদি বার বার বলার পর ও গেল, দাইমাকে ডেকে নিয়ে এল। দাইমা এসে দেখছে আমি শুয়ে আছি। সবাইকে ঘর থেকে বের করে দিল। দাইমা ডাক্তারের মত আমাকে দেখে পেটে তেল মালিশ করে বলছে, এখনও বাচ্চা হতে তিন দিন দেরি আছে। এখন তোমাকে এইভাবেই থাকতে হবে। আরো তিন দিন! আমি ভয়ে অস্থির। দাইমা আবার বলল, উঠে বস। আমাকে দাইমা কাপড় ঠিক করে পরিয়ে দিল। বলল, কোথাও যদি কাপড়ের আঁচলে গিঁট বা কোন দড়িতে গিঁট দিয়ে থাকিস তাহলে সব খুলে দে। দাইমা সব মশলার কৌটোর ঢাকনা আমাকে দিয়ে খোলাল, তারপর নিজেই সব কৌটোর ঢাকনা লাগাল। আমার তখন খুব খারাপ লাগছে। ভাবছি এ আমি কি করছি। খুব কান্নাকাটি করছি। দাইমা আমার কাছে কিছুক্ষণ বসে থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে সন্ধ্যাদির সাথে আর আমার বরের সাথে কথা বলে চলে গেল।

পাঁচ দিন হয়ে যাচ্ছে পেটের ব্যথা একই রকম আছে। মাঝে মাঝে ব্যথা একবার করে আসছে আবার কমে যাচ্ছে। যখন ব্যথা বাড়ছে তখন আমি কি করব নিজেই ঠিক পাচ্ছি না। যখন ব্যথা কমে যাচ্ছে তখন আমার মনে হচ্ছে আমি বাইরে ঘুরব সবার থাকে কথাবার্তা বলব। দিনের বেলায় সন্ধ্যাদি আমার কাছে থাকত আর খাবার জন্য সব সময় জিজ্ঞাসা করত। সন্ধ্যাদি আমাকে গরম দুধ, গরম চা, গরম জল জোর করে করে খাওয়াত আর আমাকে বলত, কোন কিছু খাওয়ার ইচ্ছে থাকে তো বল, এই জন্যও বাচ্চা হতে কষ্ট হয়। আর রাতে আমার পাশে কেউ ছিল না। আমি একা ব্যথায় চিৎকার করতাম আর ও আরামে ঘুমচ্ছে, কোন ব্যবস্থাও করছে না। ছদিনের দিন সকালে দাইমা এসেছে, এসে আবার পেটে তেল মালিশ করে আবার ডাক্তারের মত দেখে বলছে, এখনো দেরি আছে। ব্যথা আস্তে আস্তে বাড়ছে, আমার চিৎকারও বাড়ছে। সে দিন দাইমা সারা দিন আমার কাছে ছিল। ছদিন ধরে আমার খাওয়া নেই, ঘুম নেই। মনে হচ্ছে আমি আর বাঁচব না।

ছদিন পার হয়ে যাচ্ছে ঘরে আর কিছু হচ্ছে না তখন সন্ধ্যাদির বর আমার বরকে বলছে, তুমি কি করছ শঙ্কর এতদিন হয়ে গেল কিছু ব্যবস্থা করছ না! তুমি হাসপাতালে নিয়ে যাও। রাত নটার সময় আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি হল সন্ধ্যাদি, ওর বর আর আমার বর, আর দাইমা। সন্ধ্যাদি আমার হাত ধরে

BanglaBook.org

আছে, আমার চলার ক্ষমতা নেই, আমি আর হাঁটতে পারছি না এই বলে কাঁদাকাটি করছি। তবুও আমাকে যেতেই হবে বলে সবাই ধরে গাড়িতে তুলে দিয়েছিল। আর ওই গাড়িতে সন্ধ্যাদির বর খড় আনত। এনে কেটে কেটে বিক্রি করত। সেই গাড়িতে আমার মাঝে মাঝে চড়ে ঘুরতে ইচ্ছে করত। হাসপাতালে আমাকে ওরা ভর্তি করে দিয়ে সেই গাড়িতেই চলে এল।

হাসপাতালে তখন আমি মানে চৌদ্দ বছরের থেকেও কম সেই বেবী, একলা পড়ে পড়ে চেঁচাবে না, কাঁদবে না তো কি করবে? বেবীর কাছে তখন কেউ নেই। ব্যথায় বেবীর চেঁচানোতে পাশের রুগিদের অসুবিধে হচ্ছে বলে বেবীকে যেখানে বাচ্চা হয় সেই ঘরে ট্রলিতে শুইয়ে হাত পা বেঁধে ফেলে রেখেছিল। আর মাঝে মাঝে আয়া নার্সরা গিয়ে গিয়ে দেখে আসত। বেবী খুব চেঁচাচ্ছে বলে আয়া ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এল। ডাক্তার বেবীকে দেখে স্যালাইন চালিয়ে ছিল আর আয়াকে নার্সকে বলল, এর কাছ থেকে কোথাও যাবে না। এর অবস্থা খুব খারাপ। চেঁচাতে-চেঁচাতে রাত তখন দশটা, বেবীর তখন মনে হল কি যেন একটা ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। তখন বেবী আয়াকে জিজ্ঞাসা করল, হয়ে গেছে মাসি? আয়া নার্স বেবীর কথা শুনে খুব হাসাহাসি করল। বেবীর ব্যথা তখন আরো বেড়ে গেছে। মনে হচ্ছে বেবী যদি এখন খোলা পায় তাহলে বেবী সব তছনছ করে দেবে। আয়া বলছে, আহারে মেয়েটা এত কষ্ট পাচ্ছে কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, তুমি ভগবানকে ডাকো, মা কালীকে ডাকো সব ঠিক হয়ে যাবে। বেবী কি জানে ভগবানকে মাকালীকে ডাকলে সব ঠিক হয়ে যায়! তখন বেবী খালি ভগবানকে ডাকছে, মা কালীকে জয় মা কালী, তোমার বেবীকে ভাল করে দাও, আর তা না হলে বেবীকে নিয়ে নাও। বেবীর পায়ের দিকে আয়া নার্স দাঁড়িয়েছিল। দেখতে দেখতে নার্স বলছে আয়াকে মাসি দেখ মাথা দেখা যাচ্ছে তবুও কিছুতেই কিছু হচ্ছে না! তারপর নার্স দৌড়ে ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এল। ডাক্তার এসে বেবীর উপর পেটে বেল্ট দিয়ে বেঁধে দিল আবার হাত দিয়ে দেখে বলছে, বাচ্চা উল্টে গেছে। নার্স গিয়ে আরো একটি ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এল। বেবী আর বেবী নেই। যন্ত্রণায় হাত পা ছোড়াছুড়ি করছে পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে গেল। বেবীকে আবার চারজন মিলে বেঁধে দিল। তখন বেবী আরো চেঁচাতে লাগল মা গো! ও মা! আমি মরে যাচ্ছি আমাকে বাঁচাও মা! তুমি কোথায় মা!

তখনি ডাক্তার বাচ্চার মাথা ধরে টান দিল। বেবীর তখন আর কোন আওয়াজ নেই শরীর তখন জল হয়ে গেছে। বাচ্চার দুয়ার ফেটে গেছে। ডাক্তার সেলাই করবে বলে নার্স বড় বড় কাঁচি ছুরি চাকু নিয়ে এল। এসব দেখে বেবী আয়াকে

BanglaBook.org

জিজ্ঞাসা করল, ও মাসি আবার কি করবে, আমি তো ভাল হয়ে গেছি। আয়া বলল, কিছু করবে না, তুমি চুপচাপ শুয়ে থাকো। বেবী শুনতে পাচ্ছে ছেলে কাঁদছে উয়া উয়া করে। আয়া বলছে, তোমার ছেলে হয়েছে খুব ভাল দিনে জন্মাষ্টমীর দিনে। রাত দশটা দশে, ছেলের ওজনও কম না, তিন কিলো দশ গ্রাম। আয়া সেইভাবে এটা সেটা বলে ভুলিয়ে রেখেছিল বেবীকে, আর ডাক্তার ছুরি চাকু নিয়ে কাজ সেরে নিল, কাজ সারার পর আয়াকে বলছে, এইগুলো সাফ কর মাসি, বাবা এত রক্ত কোথায় ছিল! এত বড় বড় বালতি, বালতি ভরতি রক্ত! এত রক্ত গেলে যে শরীরে কিছুই থাকবে না, ক্ষতি হতে পারে। ওকে পরিষ্কার করে দাও। এই বলে ডাক্তার চলে গেল।

বেবীকে ধরে তুলে দাঁড় করিয়েছে আর বেবী সাথে সাথে ধপ করে পড়ে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল। আয়া দৌড়ে গেল ডাক্তারকে ডাকতে। ডাক্তার এসে বলছে, জানতাম কিছু একটা হতে পারে। সবাই হাত পা ধরে বেবীকে ট্রলিতে তুলে বেডে দিয়ে গেল। বেবী সব যেন অল্প অল্প কানে শুনতে পাচ্ছিল, কিন্তু চোখ খুলতে পারছিল না বা মুখে কিছু বলতে পারছিল না। বেবীকে স্যালাইন দেবার জন্য তিনচার জন মিলে হাতে ছুঁচ ফুটাচ্ছে কোথাও আর জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। এর মধ্যে আরো একটি ডাক্তার এসে বলল, কই দেখি, হাত এপাশ ওপাশ করে কুনোর মাঝখানে ছুঁচ ফুটিয়ে স্যালাইন চালিয়ে চলে গেল। আর নার্সকে বলে গেল এটা শেষ হলে আরো দেবে। এই করে করে তিন বোতল স্যালাইন শেষ হয়েছে তখন আর দেয়নি। স্যালাইন খুলে নার্স চলে গেল। পাশেকার রুগিদের বলে গেল, এযদি রাতে উঠে জল চায় তাহলে কেউ যেন জল দেবেন না। রাত দুটোর সময় হঠাৎ বেবীর জ্ঞান ফিরেছে বেবী ভাবছে আমি ভাল হয়ে গিয়েছি। বেবী উঠতে যাচ্ছিল। উঠতে পারছে না। বেবী মনে করছে, একি পেট একেবারেই খালি! কিছুই নেই, বিছানার সাথে মিশে গেছে। তখন বেবীর খুব হালকা লাগছে। বেবীর খুব জল পিপাসা পেয়েছে। বেবী আশে পাশে সবাইকে বলছে, আমাকে একটু জল দাও, আমাকে একটু জল দাও। কেউ দিচ্ছে না। সব বলছে, তোমাকে এখন জল খেতে মানা করেছে ডাক্তার। আমরা জল দিতে পারব না বেবী। বেডের পাশেই টেবিল, টেবিলে জলের বোতল। জলের জন্য বেবীর জীবন ছটফট করছে, বেবী আর থাকতে পারলো না। শুয়ে শুয়ে হাত বাড়িয়ে জলের বোতল নিয়ে ঢক ঢক করে একবোতল জল বেবী খেয়ে ফেলল জল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে উঠে বেবী দেখে চোখ মুখ ফুলে গেছে। ডাক্তার শুনে খুব বকাবকি করল, তুমি কি মরতে চাও, জল খেয়েছ কেন? বেবীর মুখে কোন কথা নেই।

তারপর দেখছে আয়া মাসি বেবীর ছেলেকে এনে দিল আর বলছে, মিষ্টি খেতে পয়সা চাই। ভাল দিনে প্রথম ছেলে হয়েছে। বুধবার কৃষ্ণের জন্মের দিনে ছেলে হয়েছে। ছেলের বাবা কখন আসবে? আমরা খুব খেটেছি। সারা রাত আমাদের চোখে ঘুম নেই। তুমিও খুব কষ্ট পেয়েছ। বেবী বলল, মাসি আমার খুব খিদে পেয়েছে। আয়া মাসি চা আর পাউরুটি এনে দিল। দিয়ে বলছে, ছেলেকে দুধ দাও। বেবীর যেন আরো খিদে, খিদে কিছুতেই মিটছে না। বেবী বলল, মাসি আরো আমার খিদে আছে খিদে মিটছে না। আয়া মাসি বলল, খিদে মিটবে কি করে তোমার শরীরে যা ছিল সব বেরিয়ে গেছে। আয়া মাসি নরম হয়ে আবার বলল, এখন বাড়ি থেকে কেউ আসবে না? বলতে বলতে বেবীর বর এল। আয়া মাসি বলল আবার একটু উঁচু গলায় দেখ বাবা! সারা রাত আমরা খুব কষ্ট করেছি। আমাদের পাওনাটা আগে দাও।

আমার বর ছেলে হয়েছে শুনে ওর মুখে হাসি যেন উথলে উঠছে। নার্স এসে বলল, আহা! ছেলের বাপের মুখে হাসি দেখ। বলি বাড়িতে কি কেউ ছিল না, একটা রাতও কি ওর কাছে কেউ থাকতে পারল না? যদি ও কাল মরে যেত তাহলে তোমার এই টিফিনের খাবার কে খেত? তোমার কপাল ভাল যে বেঁচে গেছে। ওর বাঁচার আশা ছিল না। তোমরা কেমন মানুষ গো মেয়েটা এতদিন কষ্ট পেয়েছে আর তোমরা চুপচাপ কি করছিলে বাপু? বেবীর বরের মুখে কোন কথা নেই। বেবী বলল ওর বরকে, কি এনেছ? কই দেখি দাও খেতে পারি কি না। উঠতেই পারছে না বেবী। আয়া মাসি বলছে, ওকে ধরো ওর শরীর এখন ঠিক নেই। ওকে এখন ভাল মন্দ খাওয়াতে হবে। খালি ছেলেকে দেখলে হবে? ছেলের মাকেও দেখতে হবে। পাশ থেকে একজন বলছ, আগে আগে ছেলের মাকে তারপরে ছেলেকে। বেবীর বর ভাত ডাল রান্না করে হোটেল থেকে মাছ নিয়ে গিয়েছিল। ছেলে কাঁদছে, দুধ নেই বুকে। আয়া মাসি বলছে, এবার হবে। তুমি পেট ভরে খেলেই বুকে দুধ হবে। ততক্ষণ ছেলেকে মিছরির জল দাও, দাঁড়াও আমি গরম জল এনে দি।

দুদিন পরে বুকের দুধ পেয়েছে ছেলে। ডাক্তার এসেছে বেবীকে দেখতে, বেবী তখন বাচ্চা নিয়ে বসে ছিল। ডাক্তারকে দেখে বেবী তাড়াতাড়ি বাচ্চাকে শুয়ে দিল, পাঁচ হাত দুর থেকে ডাক্তার বলল কিগো কেমন আছো? ভাল আছো? খুব কষ্ট পেয়েছ বাবা, তোমার বয়স কত? এত অল্প বয়সে পেটে বাচ্চা নিয়েছ কেন? এই বলে ডাক্তার চলে গেল। ডাক্তার কথা শুনে আয়া নার্স পাশের রুগিরা সব হাসছে, বেবীর কিন্তু মুখে কোন কথা নেই। বেবী খালি সবার মুখের দিকে

BanglaBook.org

তাকাচ্ছিল। ছেলে একধারে পড়ে কাঁদছে। ছেলেকে তুলে কোলে নি, সে সব বেবীর কোন চেষ্টাই নেই। আয়া মাসি বলছে বেবীকে, কি গো মেয়ে! তোমার ছেলে কাঁদছে। ধরে তোল। তোমার যে দেখছি কিছুই চেষ্টা নেই। তুমি কি করে ছেলে মানুষ করবে বল দেখি। আবার নরম হয়ে বলল, তোমাকে আজ বোধ হয় ছুটি দেবে। বাড়ি যাবার আগে আমাদের পাওনাটা মিটিয়ে যাবে বাপু। আমি না থাকলেও আমার পরে যে থাকবে তার হাতে দিয়ে যাবে। দেখ বাপু ফাঁকি দিয়ে চলে যেও না যেন। আর তোমাদের এত নোংরা ঘাটি আমাদের পাওনা কেউ মিটাতে পারবে না তবুও বলছি আমাদের যেটুকু সেটা দিয়ে যেও।

পরদিন ডাক্তার বেলা এগারটার সময় এসেছে, এসে বলছে, কি ভালতো? আজ তোমার ছুটি। বিকেলে যদি কেউ আসে চলে যেও। ওষুধ লিখে দিচ্ছি, ঠিক মত কিনে খাবে আর এখন বেশি জলঠল ঘাঁটাঘাঁটি করবে না। বেলা বারটার সময় বেবীকে দেখতে এসেছে। বেবীর মা বাবা এসে খুঁজে বেড়াচ্ছে সারা ডেলিভারি রুম, বেবী এক কোনার বেডে। মাকে দেখে ডাকছে, মা! ও মা! এই যে আমি কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছো। মা বলল, বাবা! হয়রাণি হয়ে গেলাম খুঁজেখুঁজে। তোর বাবা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। পাশেকার সব বেবীকে জিজ্ঞাসা করল, কে গো এটা? বেবী বলল, আমার মা। ওরা আবার বলল, বাবা! দেখে মনেই হচ্ছে না যে এটা তোমার মা বলে! মা বেবীকে বলল, ছেলে হয়েছে না! আমি ঠিকই বলেছি ছেলেই হবে। যা তোর বাবাকে দেখিয়ে নিয়ে আয়। বেবী বাচ্চাকে নিয়ে যাচ্ছে তখন আর একজন জিজ্ঞাসা করল, এসেছে গো তোমার মা নাকি? মাকে বলল, "কি গো দিদি। এবার নাতির সাথে বিয়ে করবেন নাকি? মা বলল, "হ্যাঁ।

ছেলে নিয়ে বাবার কাছে যাচ্ছি, বাবা পাঁচ হাত দূর থেকে বলল, আনিস না। বেবী মানছে না চলেই যাচ্ছিল, বাবা বলল, দেখ তো মেয়ের কান্ড! যা মা, বাড়িতে গিয়ে দেখব। বেবীর বেডের কাছে ছিল মা, মাকে এসে বলল, বাবা আমার ছেলেকে দেখল না। বলল বাড়িতে গিয়ে দেখব।

মা বাবা চলে যাবার পর এল বেবীর বর। বেবী বলল, ছুটি দিয়েছে, বেবীর বর বলল, ছুটি দিয়েছে, তাহলে চলো বাড়ি। দাঁড়াও আমি রিক্সা ডেকে আনি। তুমি ততক্ষণ ছেলেকে শুয়ে রেখে সব গুছিয়ে নাও। বেবীর বর যেতে গিয়ে ঘুরে এসে বলল, টিফিনে খাবার আছে তুমি খেয়ে নাও। বেবীর ছোট পিসিমার মেয়ে সাধনা এসেছিল বেবীর বাবার কাছে। বাবা বলেছিল বেবীর ব্যাপারে, তোর দিদির ছেলে হয়েছে ওখানে কদিন গিয়ে থাক। সাধনাও এসেছিল মায়ের সাথে, ও বেবীর কাছে ছিল। বেবীর বর রিক্সা ডেকে নিয়ে এল। এক রিক্সায় বেবীরা ছেলেকে নিয়ে চারজন বাড়ি এল।

BanglaBook.org

রিক্সা এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল। আমি রিক্সা থেকে নেমেই ঘরের অবস্থা দেখে ঘরে আর ঢুকতে ইচ্ছে করল না। সাধনা বলল, তুই একটু বাইরে বস। আমি ঘর দুয়োর আগে পরিষ্কার করি। আমি ছেলেকে নিয়ে বাইরে বসলাম। তখন সন্ধ্যাদি এল। আমাকে দেখে হাসছে আর বলছে, কেমন আছিস? শরীর কেমন আছে? আমি বললাম, এখন তো ভাল আছি। কিন্তু শরীর খুব দুর্বল লাগছে। সন্ধ্যাদি বলল তা তো লাগবে, খুব কষ্ট পেয়েছিস, আমরা হলে মরেই যেতাম, এবার সন্ধ্যাদি আমার বরকে বললে, ও শঙ্কর, শুধু তোমার ছেলেকে দেখলে হবে না, ছেলের মাকে এখন একটু ভাল মন্দ খাওয়াতে হবে। সাধনাকে সন্ধ্যাদি বলল, তাড়াতাড়ি উনুন ধরিয়ে তোমার দিদিকে আগে চা টা বানিয়ে দাও।

এদিকে ছেলে আমার কোলের মধ্যে পায়খানা করেছে। আমার কাপড়-চোপড় লেপ্টে গেছে। আমি একদিকে মুছে দিচ্ছি তো আরো অন্য দিকে লেগে যাচ্ছে, হাতে টাতে লেগে যাচ্ছে। সাধনা টান টান গলায় বলল, এ মা কি করছিস রে। দে দে আমাকে দে। ছেলেকে নিয়ে খালি এদিক ওদিক করছে। আমি সন্ধ্যাদির মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় মুখ নামিয়ে একটু হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। সাধনার এসব ব্যাপার বেশ জানা ছিল। কেন না ও বড় হওয়া অব্দি ওর ছোট ছোট ভাই বোন হয়েছে। সে সব ভাই বোনকে ও দেখাশোনা করত। সন্ধ্যাদি বলল, আর ক'দিন দেখবে? ও চলে গেলে তো তোকেই ছেলে মানুষ করতে হবে। সাধনা ছেলে পরিষ্কার করে আমার কাছে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে আমাকে চা আর পাউরুটি এনে দিল। আমি বাইরে বসে খাচ্ছি। আমাকে ঘরেই এক কোনো জায়গা করে দিল। আমি ছেলে নিয়ে ছ'দিন একধারে পড়ে থাকতাম। রাতে আমার পাশে সাধনা শুয়ে থাকত। একদিন রাতে সাধনা বলছে, আমাদের বাড়িতে হলে এক ঘরে ছোঁয়া নাড়া করতে দিত না। আমি বললাম, কি করব একটাই তো ঘর।

একদিন হঠাৎ মা এসে বলছে, এই সাধনা বাড়ি চল। আমি বললাম, মা আর ক'দিন থাকুক আমার ছেলে একমাসের হয়ে যাক, তারপরে তোমার জামাই গিয়ে রেখে আসবে, না হয় আমিই ওকে রেখে আসব। মা গম্ভীর গলায় বলল, না, তোর বাবা আর আমি যাচ্ছি ওকে রেখে আসব। মা মানল না। সাধনার যাবার ইচ্ছে ছিল না। তবুও কি করবে, ও মামার বাড়ি এসেছে যেহেতু, ওকে যা বলবে তাই শুনতে হবে। সাধনা চলে যাবার পর ওই ছোট কচি বাচ্চা নিয়েই আমাকে ঘরের সব রান্না বান্না সব কাজ করতে হত। পাড়ার লোকে সব জিজ্ঞাসা করত, কি গো বউমা, তোমার বোন চলে গেছে, আমি বলতাম, হ্যাঁ। ওরা আবার বলত, কেন আর ক'দিন থাকতে পারত না? আর দিন সাতেক থাকলেই ভাল হত। আমি

বলতাম, কি করব, যাদের কাছে এসেছিল তারা যদি না রাখে তাহলে কোনো জোর আছে? পাড়ার কেউ কেউ বলত, সাবধানে থেকো বাবা, জল টল বেশি ঘাঁটাঘাটি কর না, এখন কাঁচা নাড়ি। পাড়ার লোকে আমাকে উপকার কিছু না করুক ওরা মুখে বলে যতটা সাহস দিত ততটা আমার মা বাবা দিত না। হাসপাতাল থেকে আসার পর একবার খালি রুক্ষ মেজাজ নিয়ে এসে সাধনাকে নিয়ে চলে গেল। একবারও বলেনি যে তোর ছেলে কেমন আছে, কি তোর শরীর কেমন আছে।

এইভাবে থাকতে থাকতে আমার ছেলে যখন একমাসের তখন বুকের দুধ কমে গেল। ছেলে খালি কাঁদত খিদেতে, আমি বুঝতে পারতাম না। পাড়ার একজন বলল, তোমার ছেলে এত কাঁদে কেন? ওর বোধহয় পেট ভরে না, ওকে তোলা দুধ খাইয়ে দেখ। আমি ওর বাবাকে বলতাম। ও কিছু কানে নিত না। যেদিন পরে কি বুঝেছে জানি না, একদিন এক কৌটো দুধ এনে দিয়েছিল। ছেলেকে আমার বুকের দুধ দিয়েও যখন গরম জল করে দুধ গুলে খাওয়াতাম তখন ছেলে আর কাঁদত না। এরপর থেকে প্রতিমাসে তিনটে করে দুধের কৌটো লাগত। নিজেরা না খেলেও ছেলেটাকে তো খাওয়াতে হবে। ঐভাবে দিন যায়। সংসারের ব্যাপারে কিছু বলতে গেলেই রাগারাগি করত ও।

একদিন আমি ছেলে নিয়ে শুয়ে আছি। হঠাৎ আমার ভাই আমার জ্যাঠাকে আর কাকুকে নিয়ে এল। আমার সামনে দাঁড়িয়ে, মুখে কোন কথা নেই। আমি ধড়ফড় করে উঠে বসতে জায়গা দিলাম। জ্যাঠা বললে, আমি, বস না ব্যাটা। আমি বললাম, কেন জ্যাঠা কি হয়েছে? চোখ মুখ এত শুকনো লাগছে কেন? জ্যাঠার মুখে কোন কথা নেই। কাকুকে বললাম, কি হয়েছে কাকু? কাকুর মুখেও কথা নেই, তখন আমি ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন কি হয়েছে রে ভাই? ভাই বলল, আমাদের বড় দিদি নেই, বলে কাঁদতে লাগল। আমি বললাম কোন দিদি? ভাই বলল, সুশীলা দিদি আমি শুনে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার শরীর আস্তে আস্তে জলের মত ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। আমি স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, কাকু বলতে লাগল বার বার, তোর দিদি নেই, তোর দিদি নেই। এইভাবে বারবার বলার পর আমার চোখ থেকে জল বেরিয়েছে তখন একটু জোরে কেঁদে আমি বাবার কাছে ছুটলাম। বাবার কাছে গিয়ে দেখলাম বাবার চোখে একফোঁটাও জল নেই। আমার দেখে মনে হল দিদি চলে গেল বলে বাবার একটুও কষ্ট বলে কিছু হয়নি। আমি বাবার পা ধরে দাপড়ে দাপড়ে কাঁদছি আর বলছি, বাবু দিদিকেও হারিয়ে ফেল্লেন, মা আমাদের থেকেও নেই। কোথায় আছে তাও জানি না। দিদি ছিল তাও হারিয়ে ফেল্লাম আমরা। জানতাম মা নেই। আমাদের বড় দিদিতো আছে। আজ সেও

হারিয়ে গেল। তখন বাবা আমাকে দু হাতে দুই বাজুতে ধরে তুলে বলল, চুপ কর মা। কি হয়েছে, কিছু হয়নি। এই তো আমি যাচ্ছি গিয়ে দেখি কি হয়েছে। আমি বললাম, কি আবার হবে তার কেউ কোন দিন খোঁজ খবর নিত না, দিদির কাছে যখন যেতাম তখন দেখতাম লোকের কাছে বলত বা লোকেও বলত, কি গো বৌমা তোমার বাবা তোমাকে একেবারেই কি ভুলে গেল নাকি! তোমার বাবা নতুন মাকে পেয়ে তোমাকে একবার দেখতেও আসে না। বাবা কেমন মানুষ! এখন বয়স রয়েছে! এখন না বিয়ে করলে হতো না? আমি বাবাকে বললাম, আপনি জানেন না যে লোকে কত দুঃখ করে করে বলত দিদি আমার ততই কাঁদত। আপনি কখনো ভাবতেন না যে আমার আরো একটা বড় মেয়ে আছে। এই বলে আমি কাঁদতে লাগলাম।

আমি যখন বাবার কাছে ছুটেছিলাম তখন জ্যাঠা আমার দাদার কাছে গিয়েছিল খবর দিতে, জ্যাঠা গিয়ে দেখে দাদা সবে মাত্র খেতে বসেছে। দাদা জ্যাঠাকে দেখে ভাতের থালা রেখে উঠতে যাচ্ছিল। জ্যাঠা বলল, উঠিস না ব্যাটা, খেয়ে নে আগে। বৌদি আবার উনুন ধরিয়ে রান্না বসাতে যাচ্ছিল। কাকু বলল, বৌমা রান্না করতে হবে না। জ্যাঠাকে আর কাকুকে দাদার কাছে রেখে ভাই বড়মার কাছে খবর দিতে গিয়েছিল। দাদা খাচ্ছিল হঠাৎ বড়মা এসে বলল, কি রে অজয়, তোর দিদি নাকি মারা গেছে? শুনে দাদার চোখ মাথার উপর। কাকু নরম হয়ে বলল, এই দেখুন আমরা এসে বসে আছি! ও খেতে বসেছে বলে কিছু বলতে পারছি না। আর আপনি এসে বলে ফেল্লেন! দাদার ভাতের থালা যেমন, তেমনই পড়ে রইল, দাদা ছুটল বাবার কাছে। দাদা এসে বাবার উপর রুখে উঠল। দাদার চোখ দিয়ে যেন রক্ত ফুটে বেরিয়ে আসছে। দেখে মনে হচ্ছে এখনি যেন কাউকে খুন করবে। দাদা কাঁদতে পারছে না। অনেক পরে দাদার চোখ দিয়ে জল এসেছিল। অনেকক্ষণ দম ধরে বসে দেখছিল বাবাকে। বড় মেয়ে যার মারা গেছে তার চোখে এক ফোঁটা জল নেই বা দুঃখ বলতে কিছুই নেই। দাদা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মেয়েদের মত হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। কাকু দাদাকে ধরে বুঝাতে লাগল। দাদার কান্না দেখে আমার কান্না তখন আরো বাড়ল। দাদা যখন বাবার কাছে ছুটেছিল তখন বড়মাও দাদার পিছনে ছুটেছিল। বড়মাও মাঝে মাঝে কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখের জল মুচ্ছিল আর বলছিল, তোর বাবাকে তো কোনদিন তোর দিদির কথা মনে আনতে দেখিনি যদি আমরা কোনো কোনো দিন কথায় কথায় তোর দিদির কথা তুলতাম তাহলে বলতো, নয়ত না। দাদা বলল, আমরা কোনদিন দিদির খোঁজ খবর নিতাম না বলে আমার জামাই বাবু সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল, শালা মনে করত ওর কেউ

কোথাও নেই। দাদা আমার জ্যেঠুকে জিজ্ঞসা করল। কি হয়েছিল আমার দিদির? জ্যেঠু বলল, মঙ্গল আমার কাছে গিয়ে বলল আপনার মেয়ের খুব শরীর খারাপ, আপনাদের দেখতে চাইছে।

মঙ্গল মানে আমার জামাই বাবু, জ্যেঠুকে এই খবর দিয়ে আর দাঁড়ায়নি। জেঠিমা বলেছিল, বাবা বসো তোমার ছেলেরা কেমন আছে? সে এক মিনিটও দাঁড়ায়নি। চলে যাবার সময় জামাইবাবুকে জ্যেঠু জিজ্ঞাসা করেছিল, কি হয়েছে মেয়ের? জামাইবাবু বলেছিল, ওর গক্স হয়েছে, মানে মায়ের দয়া। জ্যেঠু না খেয়ে দেয়ে ছুটেছিল দিদিকে দেখতে। গিয়ে দেখে দিদিকে আমার উঠোনে শুয়ে রেখেছে সাদা মারকিন দিয়ে ঢাকা কাপড়, জ্যেঠু দেখে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। একি দেখলাম! বলে উঠল জ্যেঠু। জ্যেঠুর হাতে ছিল কতগুলো ফল। দিদিকে দেখে সব হাতের জিনিস পড়ে গিয়ে ছতরছন্ন ছন্নছাড়া হয়ে গেল। দিদিকে ডাবের জলে চান করাবে বলে জ্যেঠু ডাবও নিয়ে গিয়েছিল সেই ডাবও ফলের সব এদিক ওদিক হয়ে গেল। ওখানে গিয়ে দেখে জামাইবাবু নেই। জ্যেঠুকে বলে কোথায় পালিয়েছে। এই কথা শুনে আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে কিন্তু বাবার চোখে তখনও এক ফোঁটা জল নেই। খালি থেকে থেকে একবার করে করে জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে, কবে নাকি দিদি বলেছে বাবাকে রাগের মাথায় আমি বাবার শ্রাদ্ধ করে ফেলেছি এ তুমি আবার বাবা নাকি। সেই কথা বাবা এখন বলল, দেখ কার শ্রাদ্ধ কে করে বড়মা বলল হাঁ তোমার এখন এই সময়ে এই কথা মনে পড়ল নাকি। তোমার মেয়ে গেছে তোমার যে দেখছি এক ফোঁটাও মনে দুঃখ নেই। বাবা বলল, না দিদি আমি তা বলছি না। বড়মা বলল, "তা বলছ না তো কি বলছো তুমি? তোমার মেয়ে মারা গেছে দৌড়ে সেখানে যাবে কোথায় সে না, কবে মেয়ে কি বলেছে এখন সে সব কথা তুমি মনে আনছ। জ্যেঠু বলছে, নে, যাবি তো চল আর যদি না যাস তাও বলে দে, আমি যাই। বাবা বলল, না দাদা যাব কেন, তবে আমার মেয়েকে কি এখনো রেখে দিয়েছে? জ্যেঠু বলল, আমি রাজুকে ওর কাছে রেখে এসেছি আর বলে এসেছি আমি যতক্ষণ না আসব ততক্ষণ তুই মেয়েকে ছাড়বি না। রাজু আমার বড় পিসিমার নাম। বাবা বলল ওঃ তাহলে গিয়ে আমার মেয়েকে দেখতে পাব।

আমার পিসিমাকে ওরা জোর করেছে, বলেছে, আমরা আর কতক্ষণ মড়া বাড়িতে ফেলে রাখব? পিসিমাও অনেক বলেছে, না আমি মেয়ে নিয়ে যেতে দেব না, আমার দাদা আমার ভাইকে আনতে গেছে ওরা আসুক, ওরা এলে বিচার হবে। তারপরে তোমরা যা খুশি তাই করবে। ওরা বলেছে, না ওরা কখন আসবে তার ঠিক নেই। আমরা এইভাবে বাড়িতে মড়া ফেলে রাখব না। পিসিমাকে অনেক

BanglaBook.org

ধমকি-টমকি দেখিয়ে মড়া জোর করে নিয়ে তার কাজ সেরে ফেলেছে। আমার পিসিমা ওখানেই বসে বসে কাঁদছিল। বলছে, আমি দাদাকে কি করে মুখ দেখাব? আমাকে যে দাদা বলে গেল, আমি যতক্ষণ না আসি তুই মেয়েকে নিয়ে যেতে দিবি না, আমাকে যে ছেড়ে দিতে হল আমি এখন কি করব। এই বলে পিসিমা কাঁদতে লাগল।

ওখানে বাবাদের পৌঁছতে রাত হয়েছিল। গাড়ি থেকে নেমে তিন মাইল রাস্তা হাঁটতে হয় বলে, ওখানে গিয়ে দেখে পিসিমা বাবাদের আসার খবর শুনে কাঁদতে কাঁদতে ছুটছে, ছুটে গিয়ে আমার জ্যেঠুর পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল আর কাঁদতে কাঁদতে বললে, দাদা তোমার কথা আমি রাখতে পারলাম না, দাদা, খানিক বাবার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে, খানিক আমার মার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে, আর বলছে আমার মাকে, ও বৌ আমি মেয়েকে রাখতে অনেক চেষ্টা করেছিলাম বৌ, পারলাম না বৌ। সুর দিয়ে দিয়ে কাঁদতে লাগল। বাবা পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কি হয়েছিল রে দিদি আমার মেয়ের? আমি এসব কথা পরে গিয়ে শুনলাম যখন মা বাবা ওখান থেকে চলে এসেছিল তারপরে।

আমি দিদির এই খবর শুনে কচি বাচ্চা ফেলে রেখে ছুটেছিলাম। বাড়িতে এসে দেখলাম ছেলেকে নিয়ে ওর বাবা চৌকিতে বসে আছে। আমাকে দেখে বলল, তোমার কি কোন কান্ড জ্ঞান আছে? এতটুকু বাচ্চাকে ফেলে রেখে দৌড়ালে, আমি বলেছিলাম, আমি জানি তুমি ত আছো, সন্ধ্যাদি আমাকে দেখে আমার কাছে তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞেস করল, এই কি হয়েছে রে? আমি বললাম, "আমার একটিই দিদি ছিল, সে আজ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল। আর আমার এমনই অবস্থা যে তার যে দুটো ছেলে আছে তাদের একটু দেখাশোনা করতে পারব না! ছেলে দুটোর খুব কষ্ট হবে। মা হারানোর যে কষ্ট তা আমরা জানি! আমাদের মা থেকেও নেই। আমাদের মতই ওদের অবস্থা হবে। সন্ধ্যাদি বলল, তোর বাবা এনে রাখতে পারবে না? আমি বললাম, আরে ওদের কাছে ছেলেপিলে মানুষ হবে? না। দেখি, ওরা আসুক ওদের মনের ব্যাপারটা জানা যাবে। সন্ধ্যাদি বলল, নে ছেলেকে দুধ দে। আমি একবার এসে দেখে গেছি তখন ছেলে খেলা করছিল।

আমি ছেলেকে কোলে নিয়ে দুধ দিচ্ছি আর দিদির কথা মনে পড়ছে। আজ যদি আমার মা থাকত তাহলে কত কাঁদত আর এই মায়ের চোখে এক ফোঁটাও জল নেই! আমার মনে হচ্ছে এখন যদি যেতে পারতাম গিয়ে দেখতাম হয়ত তার ছেলেপিলে কত কাঁদছে! হয়ত কখন কোন সময় তাদের মায়ের দরকার পড়বে। তখন হয়ত তারা কত কাঁদবে! যখন ওদের খিদে পাবে তখন হয়ত কাউকে বলতে

BanglaBoi.org

পারবে না, তখন কাঁদবে আর যখন কাঁদবে তখন হয়ত ওর বাবা কত মারধোর করবে। খিদে পাবে, হয়ত পাশের ঘরে কেউ খাবে, ওরা কিছু বলতে পারবে না। দুয়োরে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাবে। তারা হয়তো কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়াবে, হয়ত বলবে, এই খেতে পাস না, আমাদের মুখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছিস, যা এখান থেকে। ওরা হয়ত মুখ নিচু করে কান্নার মত মুখ নিয়ে ফিরে আসবে, কে দেবে ওদের খাইয়ে, কে ওদের একটু আদর যত্ন করবে! আমি তো আর কাছে নেই যে দৌড়ে দৌড়ে যাব দেখতে। ইস্ আমাদের জীবনে যা হল তাই ওদের জীবনেও হবে। খালি এই চিন্তা করি আবার ভাবি আমারো একটা ছেলে হয়েছে। জানি না তার কপালে যে কি আছে।

এই ভাবতে ভাবতে ছেলে যখন কেঁদে উঠল তখন আমি জোরে একটা শ্বাস ফেলে ছেলেকে চুপ করিয়ে আবার ছেলেকে এপাশ থেকে আর এক পাশে ছেলেকে দুধ দিলাম। এই ভাবে দু'তিনদিন কেটে গেল। আমার বরকে বললাম আমি বাড়ি যাব, ও বলল, বাড়িতে কার কাছে যাবে? কে আছে বাড়ি? তুমি যে বললে মা বাবা দিদির জন্য গেছে। আমি বললাম, ঘরে বড়মা আছে। আমি যাই দেখি মা, বাবা এল কি না। আমি যেদিন গেছি তার পরেরদিন মা বাবা এল। এসেই মা গেল চান করতে। বাবা কাপড়ের ব্যাগটা দুয়োরে রেখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। বাবার চোখে থেকে জল ঝরছে। আমি বাবাকে দেখেই হাউ হাউ করে কেঁদে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছি আর বলছি, আমার দিদির কি হল আমাকে বল তোমরা আমার দিদির কি হল। বাবা আমাকে টেনে তুলল। বাবাও তখন কাঁদছে আর বলছে, ও মা চুপ কর মা। আমার মা গেছে, অল্প দুঃখ পেয়ে সে যায়নি, সে অনেক কষ্ট পেয়েছে তবে গেছে। শালার ব্যাটা মঙ্গল অন্য মেয়ের প্রেমে পড়েছিল। সেই নিয়ে আমার মেয়ে কিছু বলতে যেত তখনি আমার মাকে মারধর করত। কেউ বলছে বিষ খেয়েছিল, কেউ বলছে না, শরীর খারাপ হয়েছিল, নানান লোকে নানান কথা বলছে, বাবা বলতে বলতে চোখ মুছছে, বড়মা বলল, হু, তারপর, বাবা বলল, তারপর আমি ওর বড়ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, বলত দাদুভাই তোমার মায়ের কি হয়েছিল।

এরপর বাবা বলেছিল ছেলে নাকি প্রথমে কি বলব, বলে ভয় ভয় করছিল। তার ছোটভাইকে কোলে করে নিয়ে বাড়ির বাইরে গেল। তখন আমার দিদির বড় ছেলের বয়স মাত্র পাঁচ বছর। ওকে বাবা অনেক করে বুঝিয়ে জিজ্ঞেস করল, বলত দাদুভাই মায়ের কি হয়েছিল? মায়ের কি শরীর খারাপ হয়েছিল? ছেলে বলে ফেলল না দাদু মায়ের কিছুই হয়নি। বাবা বলল, তাহলে তোমার মা আজ এই

দুনিয়া ছেড়ে গেল কেন? আর কাকে মা বলব আমরা! মা চলে গেল কেন? বল ভাই বল মায়ের কি হয়েছিল? তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যাব তুমি আমার কাছে থাকবে। তুমি যাবে না, আমাদের বাড়ি? ছেলে বলল, হ্যাঁ যাব তোমরা আমাকে নিয়ে যাবে? বাবা বলল হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি দেখ তুমি ওই দিদার কাছে থাকবে, তুমি বলত ভাই মায়ের কি হয়েছিল। ছেলে বলল, আমি বলব, তোমরা আমার বাবাকে বলে দেবে না তো? বাবা বলল, না ভাই বলব না তুমি বল তোমার কোন ভয় নেই আমি আছি। তুমি বল। ছেলে বলতে শুরু করলো, জানো দাদু তিন চারদিন ধরে মায়ের সাথে বাবা ঝগড়া করেছিল আর মাকে মারধোর করেছিল। কাল সকাল বেলায় মাকে মেরেছিল খুব দরজা বন্ধ করে। আমিও ঘরের ভিতরে ছিলাম, মাকে মারছে মা খুব চেঁচাচ্ছে। যখন খুব চেঁচাচ্ছিল ও মাগো, মেরে ফেল্ল! আমাকে বাঁচাও বাঁচাও করছিল তখন বাবা মায়ের গলায় হাত দিয়ে রেখেছে, মায়ের যখন জিভ বেরিয়ে গিয়েছিল তখন আমি বাবাকে বলছিলাম ও বাবা মা মরে যাবে ছেড়ে দাও, মা মরে যাবে, ছেড়ে দাও। আমি খুব কাঁদছিলাম আর বাবার পিছনে খুব কিল মারছিলাম, তবুও বাবা ছাড়ছে না। যখন একেবারে মায়ের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল তখন বাবা ছেড়েছে, বাবা যখন ছেড়ে দিল মা তখন ধপ্ করে পড়ে গেল, বাবা ডাকছে মাকে। মায়ের কোন আওয়াজ নেই। আমার বাবা আবার জিজ্ঞাসা করল, তারপর কি হয়েছে বল দাদুভাই? এই কথা শুনে বাবার মনে হচ্ছিল দিদি তখনো বেঁচে আছে হয়ত বেহুঁস হয়ে গিয়েছিল, বাবা ছেলেকে আবার জিজ্ঞেস করেছিল, হ্যাঁ দাদুভাই তারপর কি হল? ছেলে বলল, তারপর আমাকে ঘর থেকে বের করে বাবা বেরিয়ে গেল। এই বলতে বলতে ছেলে ভয়ে কেঁদে ফেল্লে আর বলতে পারল না। বাবা দিদির বাড়ির আশে পাশের লোকেদের জিজ্ঞাসা করতে করতে বোঝা গেল দিদিকে মারতে মারতে গলা টিপে মেরে ফেলেছে।

তখন বাবার চোখে থেকে জল ঝরছে অনেক কষ্ট হচ্ছে বলতে। মাকে বলল, ও রাণী! গলা টিপে মেরে ফেলেছে আমার মাকে! আমি এখন কি করব! এই শালার ব্যাটাকে থানায় নিয়ে যাব। ওখানে বাবার কতগুলো জানাশোনা বন্ধুবান্ধব ছিল। বাবা তাদের কাছ থেকে জেনেছিল যে বাবার কথা শুনে জামাইবাবু বলেছিল। থানায় যাবে যাক, আমাকে যদি জেলে ঢুকতে হয় তাহলে ওর মেয়ের কোন চিহ্নই রাখব না। জামাইবাবুর কথা শুনে সবাই বুঝতে পারল সে জেল থেকে বেরিয়ে এসে তার যে ছেলে দুটো আছে তাদেরও শেষ করবে। এই নিয়ে বাবার সাথে খুব ঝামেলা বেঁধে গিয়েছিল। বাবার অভিযোগ ছিল আমার মেয়েকে আমি না আসা পর্যন্ত কেন রাখা হয়নি। আমি নিয়ে যেতাম পোস্টমর্টেমের জন্য। ওখানে

বাবার বেশির ভাগ বন্ধু মুসলিম ছিল। ওরা বাবাকে বলেছিল, হালদারদা আপনি বলুন আমরা কিছু করতে পারি কিনা? আপনি চান তো ওর দুটো হাত কেটে বাদ দিয়ে দেব, সে এমন হয়ে যাবে যে নিজে হাতে এক গ্লাস জলও খেতে পারবে না।

এসব কথাবার্তা শুনে কাকিমাদের চোখে থেকে জল ঝরছে, তারাও আঁচল দিয়ে চোখের জল মুচছে। বাবার চোখ লাল হয়ে আসছিল, যেন বাবার বলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছে বাবার বুকে কিছু আটকে আসছে। মনে হচ্ছে দিদির আমার জীবনটা বেরতে না জানি কত কষ্ট হয়েছে। আমি বাবার কথা শুনছি আর আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। বাবার মুখে শুনলাম, খালি ছেলে দুটোর মুখের দিকে তাকিয়ে বাবা ছেড়ে দিল। ছেলেদের বাবা আনতে চেয়েছিল কিন্তু দিদির শাশুড়ি আনতে দিল না। তখন বাবা কি করবে! দিদির শাশুড়ির কাছে হার মেনে বাবা বলে এল, ভগবান যদি থাকে এর বিচার করবে। আমি কিন্তু ভাবছি ভগবান যেতই যা বিচার করুক না কেন আমার দিদিকে তো আর পাব না।

এইভাবে দিন যাচ্ছে কিন্তু এখন বাবা কোন দিনও মনে করে না যে তার আরো দুটো নাতি আছে, তাদের কিভাবে দিন যাচ্ছে। তাদের কোন খোঁজ খবর কিছুই নেয়না। আর আমি যেতে পারি কিন্তু কি করে যাব। আমি যে অসহায়। আমি একজনের বন্দিতে পড়ে আছি, আমাকে সে যা বলবে তাই আমাকে শুনতে হবে, কিন্তু কেন? জীবনটা ত আমার না কি তার? দুটো পেটে খাচ্ছি বলে! তার কাছে আছি বলে তার কথা অনুসারে আমাকে চলতে হবে, কিন্তু ও আমাকে কিভাবে রেখেছে, এই ভাবে তো কুকুর বিড়ালকেও রাখা যায়। আমি ত কিছু ভেবে পাই না, আমাকে এইভাবে কেন থাকতে হবে, আমি ত ওর কাছে এমন কিছু সুখশান্তি পাইনা। তাহলে আমাকে তার কাছে এইভাবে মরে পড়ে থাকতে হবে কেন!

এই ভেবেই আমি বাবার কাছে আছি। কিন্তু বাবার কাছেও সেই রকম, আমি শান্তি পাই না। এখানেও অল্প বসে থাকা মা বাবা দেখতে পারে না। বাবার চোখে মা বসে থাকুক বাবা এটা কিছু মনে করে না, কিছু যদি আমরা বসে আছি, কোন কাজ না করি তাহলে বাবার রাগ হয়। বাপের বাড়ি এসে যদি কোন দিন আমার শরীর খারাপ হয়েছে তাহলে বাবা খুব বেশি একটা মন দিয়ে দেখেনি। বেশিক্ষণ যদি বিছানায় শুয়ে থাকি তাহলে বাবার সহ্য হয় না, যে ক'দিন থাকি ঘরের কাজ করতেই হবে। বেশিদিন হয়ে গেলে আবার অশান্তি শুরু হয়। তখন আবার আমাকে ওখান থেকে চলে আসতে হয়। সে বারও তাই হল।

ছেলে আমার যখন তিনমাসের তখন একদিন দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে

BanglaBook.org

আমি ঘরের বাইরে উনুন লেপছিলাম। আর আমার বর বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ আমার বর বলল, বাবা আসছে, আমি শুনে চমকে উঠলাম। বললাম, বাবা, কোন বাবা? আমি মনে করলাম আমার বাবা আসছে, এই ভেবে উঠে দাঁড়ালাম বললাম — কই? আমার বর আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে বলছে ওই তো, আমি দেখলাম সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরা এক বুড়ো মানুষ এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। একবার ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে একবার আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমার বর যখন ওনাকে বলল, ঘরে বস আমি তাড়াতাড়ি পা ধুতে জল দিলাম। উনি তার ছেলের সাথে কথা বলছেন, আমি বাইরে থেকে শুনতে পাচ্ছি। বলছেন, তুই বিয়ে করলি, কেউ এক ফোঁটা জানতে পারল নারে কি ব্যাপার? তুই কাউকে না জানিয়ে বিয়ে করলি, তুই আজ তিন বছর হয়ে গেল ঘরে যাসনি কেন? আর তোর মা সব সময় বলে আমার শঙ্কর কেমন আছে কে জানে! আমরা কত আশায় ছিলাম যে তোর বিয়ে দেব, বৌমা ঘরে থাকবে, আর এদিকে তুই কবে বিয়ে করে ফেলেছিস। একটা ছেলেও হয়েছে, তাও জানাস নি! নাকি তুই মনে করিস আমার কেউ নেই? আমার শ্বশুর আবার জোর গলায় বলছেন, যদি তাই মনে করিস তাহলে বলে দে আমরা কোনদিন আসব না। আমরা মনে করব আমাদের একটি ছেলে নেই, আমার বর মিন মিন করে কি বলল কিছু বোঝা গেল না, আমি তাড়াতাড়ি উনান ধরিয়ে চা বানিয়ে চা আর বিস্কুট নিয়ে আমার শ্বশুরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম চা নিন, আমার শ্বশুর রেগে অস্থির হয়ে গেছে আমার উপর। আমি ভাবছি আমি কি করলাম, আমি তো কিছুই জানি না যে ওর মা বাবা আছে কি নেই! আমার শ্বশুর বললেন, আমি চা টা খাব না, আমার মাথায় ঘোমটা, অবাক হয়ে ভাবছি সত্যি ত ও বিয়ে করল আর মা বাবা কেউ জানল না, তাহলে তো ছেলের বাবার রাগ হবেই।

বাপ ব্যাটায় কথা হচ্ছে আমি চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলাম, তখন আমি আমার ছেলেকে তুলে ছেলের দাদুর কাছে দিতে চেয়েছি, আবার ভাবছি হ্যাঁচকা ঠেলে সরিয়ে দেবে না ত? আবার ভাবছি একবার দিয়েই দেখি না কি বলে। ভাবতে ভাবতে ছেলেকে তুলে নিয়ে মাথায় কাপড়টা ভাল করে টেনে জোর করে তার দাদুর কোলে দিলাম। আর বললাম, আপনার ছেলে না হয় অন্যায় করেছে কিন্তু আমার ছেলে কি করেছে, আমার ছেলেকে একটু কোলে নিন। তখন আমার শ্বশুরের মুখে একটা মিচকি হাসি এল। তখন মনে হল একটু রাগটা কমেছে। আমার শ্বশুরের কোলে ছেলে দিয়ে আমি রান্নাবান্নার দিকে গেলাম। ভাত বসিয়ে আমার বরকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি রান্না হবে? আমার বর বলল, দাঁড়াও মাছ এনে দি।

আমার শ্বশুর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি গো বৌমা তোমাদের যখন বিয়ে হল তখন আমার ছেলেকে কেউ জিজ্ঞাসা করেনি তোমার বাবা মা আছে কি নেই? তোমার বাবা আমার ছেলেকে একা পেয়ে তোমাদের বিয়ে দিয়ে দিল। আমি বললাম, আমি কিছুই জানি না বাবা, ও সবের ব্যাপারে। আমার শ্বশুর আবার বললেন, এখন কোথায় তোমার বাবা, তোমার বাপের বাড়ি কোথায়? আমি বললাম, বেশি দূরে নয়, কাল সকালে আপনার ছেলেকে নিয়ে যাবেন। আমার শ্বশুর বললেন, আমার নাতি কত দিন হল, ওর নাম কি দিয়েছ। আমি বললাম, আমার ছেলে তিন মাসের হয়ে গেল, ও ত ভাদ্র মাসে অষ্ঠমীতে হয়েছে, ওর নাম ত এখনো কিছুই রাখা হয়নি। আমার শ্বশুর বললেন, ওর নাম থাকল সুবল। আবার বললেন, আমার ছ'টা ছেলে, বড় ছেলের খালি বিয়ে হয়েছে। তাও ওর আবার কপাল খারাপ। ওর একটিও ছেলে নেই পর পর চারটে মেয়ে। তোমারই প্রথম ছেলে হল। আমার মেজ ছেলের বিয়ে এখনো হয়নি, তারপরে আমার এই ছেলে। তুমি ত আর আমাদের কাজ জানোনা, আমাদের কাজ হচ্ছে মাটির কাজ। আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাবার নাম কি? আমি বললাম উপেন্দ্র নাথ হালদার। আমার শ্বশুর বললেন, আচ্ছা। তোমার বাবারা হালদার? আমি বললাম, হ্যাঁ। আবার বললেন, তোমার বাবা এখানে আসে? তোমার ছেলেকে দেখতে আসে-টাসে না? আমি বললাম, আসে খুব কম। আমার শ্বশুর যা বলছে সব আমি মাথার কাপড় টেনে মাথা নিচু করে সব চুপচাপ শুনে যাচ্ছি। কোন কোন কথার উত্তর দিচ্ছি আবার সময় সময় হুঁ হাঁ করে যাচ্ছি। সেই রাতে খাবার খেয়ে আমার শ্বশুর তার ছেলেকে বললেন, না, — বৌমা রান্না খুব ভাল জানে। তবে ঝাল একটু বেশি হয়েছে, আমরা এত ঝাল খাই না। তার মানে শ্বশুরের রাগ আর নেই, আমি ভাবলাম।

পরদিন সকালে আমার ভাই এসেছে, এসে দেখছে ওটা আবার কে। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ওটা কেরে দিদি? আমি বললাম, আমার শ্বশুর। আমি ঘরে গিয়ে আমার শ্বশুরকে বললাম, আমার ভাই এসেছে। আমার শ্বশুর বললেন, কই ডাকো দেখি তোমার ভাইকে। আমার শ্বশুর নিজেই ডাকলেন, এসো বাবা, ঘরে বসো। ভাই বলল, আমি বসব না, বাজারে এসেছিলাম। ভাই বাড়ি গিয়ে হয়ত বাবাকে বলেছিল। জামাইবাবুর বাবা এসেছে বাবা ত শুনে অবাক। মাকে বাবা বলেছিল, কিগো রাণী। তাহলে শঙ্কর আমাদের মিথ্যে কথা বলেছিল। মা বলল, নাও, এখন আর কি করবে, এখন শুনেছ যখন চলো দেখা করে আসি, না হলে আবার কি ভাববে? বলবে শুনেও একবার দেখা করতে এল না। শুনে বাবা আর মা বিকেলে এসে হাজির। আমাকে বাইরে থেকেই ডাকছে, কইরে বেবী তোর শ্বশুর এসেছে

BanglaBook.org

বলে, কই ? আমি ঘরে রান্নার জোগাড় করছিলাম। আমার শ্বশুর ঘরে চৌকিতে বসে চা খাচ্ছিল। আমি বললাম, ঘরে আসবেন তো। নাকি বাইরে থেকেই চেঁচাবেন। আমার শ্বশুরকে বললাম, আমার বাবা এসেছে। আমার শ্বশুর বললেন, কই ঘরে আসুন ও-বেয়াই মশায়। কই দেখি আসুন। বসুন, বৌমা তোমার মা-বাবাকে চা বানিয়ে দাও। বাবা বলল, না, থাক মা চা বানাস না আমরা চা খেয়েই বেরিয়েছি। আমি জানি চা বানালেও বাবা চা খাবে না। সেই জন্য আমি যেন শুনেও শুনতে পাইনি। আমার বাবা সব জিজ্ঞাসা করতে লাগল, ঘরে সব ভালতো। শ্বশুর বললেন, হ্যাঁ, আচ্ছা বলুন তো আপনারা মেয়ের বিয়ে দিলেন আমাদের একটু জানালেন না কেন ? বাবা বলল, আমরা তো জানি না যে শঙ্করের মা বাবা আছে কি নেই, ওতো আমাদের মিথ্যে বলেছিল। যদি জানতাম আমরা মেয়ের বিয়ে এইভাবে দিতাম না, শঙ্কর আমাদের বলেছিল আমার কেউ নেই। বাবা আমার ঠান্ডা হয়ে বলল, তাহলে আপনার বৌমাকে এখন নিয়ে যাবেন ? আমার শ্বশুর বললেন, দাঁড়ান এখনি নিয়ে যাব ? এখন নিয়ে যাব না ! আমি বাড়ি যাই, বাড়ি গিয়ে সবাইকে বলি, ওর মা কত আশা করেছিল ছেলের বিয়ে দেব বলে, বাড়িতে বৌ থাকবে আর ছেলে আমার একা-একা বিয়ে সেরে ফেলেছে। মা বলল, এখন আর কি করবেন বেয়াই মশাই। যা ওদের ভাগ্যে ছিল তাই হয়েছে, এবার ওদের আশীর্বাদ দিন এরা যেন সুখে থাকে। বাবা বলল, আমরা এখন যাই, কাল সকালে আমার ছেলেকে পাঠিয়ে দেব ছেলের সাথে চলে যাবেন আমার ওখানে, এই বলে মা বাবা চলে গেল। পরদিন সকালে আমার ভাই এল, ভাইয়ের সাথে আমার শ্বশুর বাবার ওখানে চলে গেল। ওখান থেকে এসে আমার শ্বশুর বলেছিলেন, তোমার মায়ের রান্না খুব ভাল লেগেছে, আমার আর তোমার বাবার অবস্থা মোটামুটি ভালই। তোমার ব্যবহারও আমার ভাল লেগেছে। আমার শ্বশুর বিকেলে বাড়ি চলে গেলেন, যাবার সময় বলে গেলেন তার ছেলেকে, আমি অঘ্রান মাসে বৌমাকে নিয়ে যাব।

আমার ছেলের জন্য কোন নামই আমার ভাল লাগেনি। আমার শ্বশুর নাম দিয়েছিলেন সুবল, আর ওর বাবা নাম দিয়েছিল বুধোন। আমার কোন নামই পছন্দ হয়নি, আমার এক দেওর যে নাম দিয়েছিল গৌতম। গৌতম নামটি আমার একটু ভাল লেগেছিল। যাইহোক, আমিই মনে মনে নাম ঠিক করলাম ওর ডাক নাম থাকবে বাবু, আর একটি ভাল নাম থাকবে সুব্রত।

একমাস পরে আবার আমার শ্বশুর এলেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। এসেই বললেন তার ছেলেকে, কই বৌমা যাবেত ? আমার বর বলল, এত তাড়াতাড়ি কি করে যাবে, কাপড় চোপড় কিনতে হবে। আমার শ্বশুর বললেন, আমি বেশি দেরি করব না। মাঠে ধানটান কাটাকাটি করতে হবে, বৌমাকে নিয়ে গেলে ঘরে

BanglaBook.org

বসে রান্নাবান্নাতো করতে পারবে। তোর মা তাহলে আমার সাথে কাজ করতে পারবে। বৌমাতো আর মাঠের কাজ করতে পারবে না। ঘরের কাজতো করতে পারবে। আমার বর বলল, হ্যাঁ, সেতো বুঝলাম কিন্তু দু'দিন দাঁড়াতে হবে, আমি টাকা পয়সা লোকের কাছে পাব। সব দেবে, তারপরে দেখি।

আমি ভাবছি আমার শ্বশুর এত তাড়াতাড়ি করছেন, কেন না বাড়ির সবাই তো কাজে ব্যস্ত। মাঠে ধান কাটাকাটি হচ্ছে, সব ছেড়ে আমাকে নিতে এসেছেন এই জন্য যে আমি গেলে বাড়ির সবাই যাবে মাঠের কাজে আর আমি ঘরে রান্না বান্না করব। এই সব ভেবে আমি মনে করছি আমি যাবই। কিন্তু আমি যে শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছি, শ্বশুর বাড়ি গেলে যে কি ভাবে থাকতে হয় সেতো আমার হুঁশ নেই। কোথাও বেড়াতে যাবার মতো আনন্দে আমি ফেটে পড়ছি। আবার ভাবছি আমি একা যাব! আমারও ত ওখানে জানাশোনা কেউ নেই, আমাকে যদি গোপন কথা কাউকে বলতে হয় তাহলে আমি কাকে বলব! আবার কোলে ছোট বাচ্চা থাকবে, একেই বা কে দেখবে। ওখানে কত দিন থাকতে হবে তাও ত জানি না! এই ভেবে আমি দৌড়ে চলে গেলাম বড়মার কাছে। গিয়ে বললাম, আমি শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছি। আমার সাথে কাউকে পাঠাবে? বড়মা বলল কাকে? আমি বললাম মেজবুড়িকে। বড়মার মেজ মেয়েকে পাড়ার সবাই মেজ বুড়ি বলেই জানত। বড় মা বলল, নিয়ে যা। আমি গেলাম মেজ বুড়ির কাছে আর বললাম, এবুড়ি চল যাবি আমার সাথে? বুড়ি বলল, কোথায়? বল না কোথায়? আমি বললাম, আমার শ্বশুর বাড়ি, বুড়ি বলল, মা যেতে দেবে তো? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি বলেছি বড়মাকে। রেডি হয়ে থাকবি। কাল সকালে আমি এসে নিয়ে যাব। আবার বলছি, হাঁটতে পারবি তো?

আমি তো কোনদিন যাইনি, আমার শ্বশুর বলেছিলেন, আমাদের বাড়ি যেতে তিন মাইল রাস্তা। আমার তো শুনে মন একটু খারাপ হয়ে গেল। আবার আমার শ্বশুর বলেছিলেন, না, আমি জানি তুমি হাঁটতে পারবে না। তোমার দেওরকে বলেছি ও গরুর গাড়ি নিয়ে আসবে। যাবার আগে আমি সন্ধ্যাদির সাথে দেখা করে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যাদি আমাকে সব কিছু বলে দিয়েছে। বাঙালি মেয়েদের কি ভাবে শ্বশুর বাড়িতে থাকতে হয়। সকালে আমি রেডি হয়ে মেজ বুড়ির কাছে গেছি, গিয়ে দেখছি ও আসছে। আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম। বাস থেকে নেমে দেখছি একজন গরুর গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে মেজবুড়ি বলল, এই মাথায় কাপড় নে। আমি ও কথা শুনে তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় নিলাম। গরুর গাড়িতে কোনদিন চাপিনি আমরা, আমার বোন হেসে লুটে পড়ে যাচ্ছে আর আমি লজ্জায়

BanglaBook.org

মুখ লুকিয়ে হাসছি। আমার শ্বশুর পিছনে পিছনে সাইকেলে আসছে, কাঁচা রাস্তার ধারে ধারে বড় বড় পাথর। গাড়ি যখন উঁচু নিচু হচ্ছে তখন আমার বোন হি হি করে হেসে উঠছে আর আমি ওকে চুপ করতে বলছি, বোন বলল এই দিদি পড়ে যাব নাকি? গরুর গাড়ি চলেই যাচ্ছে। রাস্তা আর শেষ হচ্ছে না। মাঝে মাঝে আমার দেওরকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, আর কত দূর। মাঝে মাঝে একটা করে গ্রাম আসছে আর ভাবছি এই বুঝি এসে গেছি।

গরুর গাড়ি থেকে যখন নামলাম তখন আমার দেওর বলল, ওই দেখ আমার জেঠিমা। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। তিনি বললেন, ঘরে চল, ঘরে চল, আমার শাশুড়ি বাইরে খাট বের করে দিল। আমি বসার আগে সবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। দেখছি আমার শাশুড়ি কাঠের জালে রান্না করছেন। আমি ভাবছি এইভাবে আমি রান্না করতে পারব কিনা! তারপর আমার বড় জা পুকুরে নিয়ে গেল চান করার জন্য। আমার পুকুরের জল দেখে খুব আনন্দ লাগছে। আমি ভাবছি একবার জলে নেমে সাঁতার কাটি! আবার ভাবলাম লোকে দেখে যদি কিছু মনে করে, ভাববে দেখ নতুন বৌ এসে পুকুরে নেমে সাঁতার কাটছে।

পুকুরের জলটা খুব সুন্দর। একেবারে কাঁচের মতো। তখন গরমের দিন ছিল। আমি বার বার কোন ছুতোনাতা কোন বাহানা করে পুকুরে যেতাম। পুকুরে নেমে খালি বাচ্চাদের মত জল নিয়ে খেলা করতাম। আমার কান্ড দেখে পাড়ার লোকে বলত, তোমার বাবার ওখানে পুকুর নেই নাকি? আমি বলতাম, হ্যাঁ। আছে তবে আমরা কোনদিন পুকুরে যাই না। আর ওখানকার পুকুরের জল এত ভাল নয়, ঘোলাটে কাদা কাদা। আমরা বাড়িতে কলে চান করি।

একদিন আমার ছোট দেওর অনিল বলল, বৌদি তুমি সাঁতার জানো? আমি বললাম, হ্যাঁ, জানি। অনিল বলল, তাহলে চল কে আগে এপার থেকে ওপার হতে পারে তুমি না আমি? আমি এক পায়ে রেডি, বললাম চল। পুকুরটা বেশ বড়সড়ই ছিল। এক সঙ্গে জলে নামলাম। ও পুকুরের মাঝখানে গিয়ে হাঁপিয়ে গেছে আর আমি একটানে এপার থেকে ওপার। পুকুর ঘাটে যারা চান করছিল তারা দেখে বলেছিল, বাব্বা! শহরের মেয়েরা নাকি কিছু জানে না। কেউ কেউ বলল, আজ অব্দি এই পুকুরে এইভাবে সাঁতার কাটতে দেখিনি। এই আজ দেখলাম। যারা যারা আমাকে পুকুরে দেখেছে তারা আবার বাড়িতে এসে আমার সাথে আলাপ করেছিল। পাড়ার লোকে আমার কাজকর্ম দেখে আমার শ্বশুরকে বলত কি গো এটা কি তোমার ছেলের বৌ, না তোমার মেয়ে। আমার শ্বশুর বলতেন, কেন কি হয়েছে। ওরা বলত শ্বশুর সামনে বসে আর বৌমা মাথার কাপড় ফেলে দিয়ে

BanglaBook.org

খোলা মাথায় শ্বশুরের সামনে কেমন ঘরের কাজ করছে। আমার শ্বশুর বলতেন তাতে কি। এটা আমার বৌমা না, এটা আমার মেয়ে, আমিই মানা করেছি। বলেছি আমাকে দেখে মাথায় কাপড় নেবে না। আমার শ্বশুর বলতেন, শুধু ভাসুরকে দেখে তুমি মাথায় কাপড় নেবে আর পাড়ার লোক দেখেও নিতে পার। কেন না এটা পাড়া গ্রাম, গ্রামের লোকেদের বিচার বেশি। আমাকে পাড়ার লোকে সব দল বেঁধে দেখতে আসত। ওরা জানতে চাইতো শহরের মেয়েরা কোন কাজ জানে কিনা। তখন আমার শ্বশুর বলতেন, না আমার বৌমা রান্না ভাল রান্না জানে, আমার শাশুড়ি বলতেন, ঘরের কাজও ভাল জানে। এসে অব্দি ঘরের কাজ বৌমাই করছে, আমার জ্যেঠি-শাশুড়ি বলতেন, না বৌমার স্বভাবও ভাল। শ্বশুর বাড়ির লোকে আমাকে খুব শ্রদ্ধা করেন, ভাল বাসেন।

আমার শ্বশুরের বাড়ি ঘরও ভাল। মাটির দুতলা ঘর, বেশ বড়সড় উঠোন। কিছু মাঠান জমিও আছে, যতটা আছে বছরের চাল কিনে খেতে হয় না। সারা বছর ওতেই চলে যায়। সকালে আমি সবার আগে উঠে বাসি কাজ সেরে চা বানাতে যাই। আমি যখন চা বানাতে যাই তখন ঘরের সব মুখ ধুতে যায়। আমার দেওরগুলো বলত, তুমি আসার আগে এতো সকালে আমরা কোনদিন চা পাইনি। ওরা বলত, বৌদি, তুমি এখানেই থেকে যাও। আমি ওদের কথা শুনে ভাবি এ রকম জায়গাতে থাকতে পারব কি না? কিন্তু আমার আসাতো বেশ কিছুদিন হয়েও গেল আবার সে সব কিছু বলে মনে হচ্ছে না যে এখানে আমি থাকতে পারব না, কিন্তু আমার বোনের ওখানে মন লাগত না। ও খালি বলত, এ দিদি কখন বাড়ি যাবি? চল আমার মন ভাল লাগছে না এখানে। আমি খালি ওকে এটা সেটা বলে হাসি ফুরতিতে দিন কাটাতাম।

আমার ছেলে তখন ওখানে খুব আদুরে। আমার শ্বাশুড়ি ওকে মাটিতে খেলতে দিত না। আমার ছেলে হয়েছে আমার আদর একটু বেশি। ঘরে তো আরো একটি বড় বৌ ছিল তার দিকে ততটা ছিল না। ওরা ভাল ভাবে আমার ভাসুরের সাথে আর আমার বড় জায়ের সাথে কথাই বলত না। ওদের সাথে নাকি কয়েকবার অশান্তিও হয়েছে। ওরা একই বাড়িতে আলাদা রান্না করে আলাদা ঘরে ছিল। আমার কিন্তু ভাবনা অন্য রকম। আমার কাছে সবাই সমান। আমি সবার সাথে কথা বলব, সবার সাথে মিলে মিশে থাকব। আমি ওদের সাথে কথা বলতাম বলে আমার শাশুড়ি আমার দেওর এরা সব আমার উপর কেমন একটা রাগ রাগ হত। আমি শুনেছি ব্যবহারটা কেউ কারোর সাথে ঠিক করেনি। আমি শুনে চুপ করে ছিলাম কাউকে কিছু বলিনি। ওদের বেশিরভাগ জমি জায়গা নিয়ে অশান্তি হত।

আমার বড় ভাসুরের চাষবাস ছাড়া আর অন্য কোনো কাজ ছিল না। ওর কথা হল যে আমি যখন আলাদাই থাকি তখন আমার জমিও আমাকে ভাগ করে দাও। আমার শ্বশুর বলতেন, না, আমি এখনো বেঁচে আছি, এখন কোনো জিনিসের ভাগ হবে না। এখন সব আমার। আর আমার ভাসুর কিছুতেই মানত না। আমার বড় জা সংসার চালানোর জন্য ঘরে বসে মুড়ি ভেজে বিক্রি করত। এসব দেখে আমার ভাল লাগত না। একদিন আমার সামনে তখন আমি ওখানেই ছিলাম, আমার শ্বশুর আর আমার ভাসুর দু বাপ ব্যাটায় খুব অশান্তি বেঁধে গিয়েছিল, এমন কি আমার ভাসুর আমার শ্বশুরের গায়ে হাতও তুলেছিল। আমি খালি দাঁড়িয়ে দেখলাম, কিছু বললাম না। এসব কান্ড দেখে আমার আর ভাল লাগত না। আমার আর ইচ্ছে করত না ওখানে থাকতে। এক দুদিন পরে আমার শ্বশুরকে বললাম, আমাকে রেখে আসুন। আমার বোনও আর থাকতে চাইছে না। আমার জ্যেঠি-শ্বাশুড়িও বলেছিলেন, এবার রেখে আসাই উচিত। কেন না সেও তো ওখানে একাই আছে। ওকে কে রান্নাবান্না করে দেবে। এখন বৌমার যাওয়া উচিৎ। আমার শ্বশুর বলেছিলেন, দাঁড়াও আমি নতুন বৌকে নিয়ে এসেছি এমনি কি পাঠাব! তাকে কাপড় চোপড় দেবনা? তার মা-বাবা কি বলবে? আমি বলেছিলাম, ওঃ আমার মা বাবার সে সব নেই। ওরা তো দেখতে আসছে না। ছাড়ুন এসব।

এই আজ যাব কাল যাব করে আমার একমাস হয়ে গেল। ওদের তো ভালই হচ্ছিল, বেশ আমি ঘরের কাজ করতাম। রান্নাবান্না করতাম আর ঘরের সবাই যেত মাঠের কাজে, আর দিনের শেষে সব বাড়ি এসে রান্না পেত। চানটান করে এসে খেতে বসত। একদিন আমার বোন আমার দেওর অনিলকে বলল, অনিলদা চল না পাহাড় দেখে আসি। অনিল বলেছিল, তুমি ওই পাহাড়ে উঠতে পারবে? ও বলল, চল না দেখে আসি। আমাকেও অনিল বলল, চল বৌদি। আমি বললাম, অতো দূরে হাঁটতে পারব? অনিল বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ পারবে, চল না। পাহাড়টা দেখে মনে হয় খুব কাছে কিন্তু হেঁটেই যাচ্ছি, পাহাড়ের আর নাগাল পাচ্ছি না। পাহাড়টা এত উঁচু প্রায় এক মাইল উপরে উঠতে হবে। আমার কোলে ছেলে ছিল অনিল আমার কোল থেকে নিজের কোলে নিল। অনিল ভাবছে আমি বা আমার বোন পাহাড়ে উঠতে পারব না। কিন্তু আমরা তড়বড় করে উঠে পড়লাম। উঠে অনিল জানি না কি যেন দেখেছে পাহাড়ের উপরে আমাদের বলল বৌদি তাড়াতাড়ি নেমে চল, তাড়াতাড়ি চল। ওর কথা শুনেই আমার ও মনে হয় কিছু দেখে ভয় পেয়েছে। ওর অবস্থা দেখে আমারো একটু ভয় ভয় লাগলো। আমি আমার বোনকে বললাম, এই তাড়াতাড়ি নেমে চল! শিগগির চল। আমরা অতো উঁচু থেকে পড়ব

BanglaBook.org

না মরব বলে নেমে এলাম। রাস্তায় এসে দেখছি অনিল খুব হাসছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি হল এত হাসছো যে? অনিল বলল, তোমরা হনুমান দেখে ভয় পাও? আমি বললাম, আচ্ছা তুমি বুঝি হনুমান দেখেছ পাহাড়ের উপর? ও বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, হায় ভগবান! হনুমান দেখে তোমার ভয়ে এই অবস্থা! আমাকে ঠিক মত দাঁড়িয়ে কিছু দেখতেও দিলে না, উপর থেকে নিচের ঘরগুলো কেমন লাগে দেখতে! ছোট বেলায় যখন বাবার সাথে ডালহৌসিতে ছিলাম তখন আমাদের দুয়োরে কত হনুমান আসত, আমরা তো কোনো দিন ভয় পাইনি।

বাড়িতে এসে সব জিজ্ঞাসা করছে, কিগো বৌমা পাহাড়ে উঠতে পেরেছিলে? অনিল বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও ভেবেছিলাম ওরা উঠতে পারবে না। দেখলাম বৌদি আমার আগে আগে উঠে পড়ল। বাড়ির লোকেদের অবাক লাগল যে শহরের মেয়েরা নাকি কিছু জানে না এ যে আবার দেখছি গ্রামের মেয়েদের থেকেও অভিজ্ঞ। আমার জেঠি শাশুড়িও বলত, যেন মনে হচ্ছে মনোহরের মেয়ে। আমার শ্বশুরের নাম মনোহর।

আমি ভাবছি এই রকম জায়গা এই প্রথম দেখলাম। এত ফাঁকা জায়গা, যদি সামান্য নুনের দরকার হয় তাহলে দোকানে যেতে হবে প্রায় আধ মাইল রাস্তা হেঁটে। গ্রাম দেখেছি অনেক কিন্তু এই রকম গ্রাম এর আগে কখনো দেখিনি। আমার দিদির শ্বশুর বাড়িও ছিল গ্রামে কিন্তু এত অজ নয়। ওই রকম জায়গাতে আমি একমাস কাটিয়ে দিলাম। এটা হয়ত ভাবতে অবাক লাগবে। প্রথমে আমিও ভেবেছিলাম যে আমি হয়ত এখানে থাকতে পারব না। কিন্তু সব কিছুই পেরে গেলাম। ওখানে থাকতেও পারলাম, এমনকি কাঠের উনুনে রান্নাও করলাম, সব কিছুই পারলাম। পারলাম না শুধু মাঠের কাজ আর মুড়ি ভাজা, এই দুটি কাজ যদি জানতাম তাহলে হয়ত আমার শ্বশুর শাশুড়ি আরো খুশি হতেন। কিন্তু সে সুযোগ আমি পেলাম না। আজ কাল করতে করতে আমাকে একদিন চলে আসতে হল। আমাকে রাখতে শ্বশুর আর এল না। আমাকে রাখতে এসেছিল অনিল। এসে দেখলাম আমাদের ঘর আর রাস্তার ধারে নেই, সন্ধ্যাদিদের ঘরও আর ওখানে নেই, নতুন ঘর বানিয়েছে। রোড ছিল আগে ঘরের সামনে, এখন রোড হয়েছে ঘরের পিছনে, প্রায় বিশ হাত দূর, এখন সন্ধ্যাদির ঘর আর আমাদের ঘর একদম লাগালাগি, একটিই উঠোন একটিই বারান্দা শুধু মাঝখানে পার্টিশন। উঠোনও বেশি বড় নয়, একেবারে ছোট তবুও আগের থেকে অনেক ভাল। এখন আবার ষষ্ঠীদের ঘর আমাদের ঘর থেকেই সব দেখা যায়। ষষ্ঠীরা তিন বোন, বড়টির নাম শীতলা, শীতলারও তিন মেয়ে, ষষ্ঠীরা সব ওর দিদির কাছেই থাকে। ষষ্ঠীর ভাল নাম

BanglaBook.org

প্রতিমা আর মেজটির নাম টুসু, আমার সাথে বেশি ভাবছিল ষষ্ঠীর। ওরা আমাকে সবাই ভালবাসে, আমি ওদের বাড়ি যেতাম বলে আমার স্বামীর পছন্দ হত না। তাও আমি মানতাম না, আমি খালি ভাবতাম আমাকে ওদের বাড়ি কেন যেতে দেয় না। আমি ওদের দেখে তো খারাপ কিছু বুঝি না। ওদের তিন বোনেরই বিয়ে হয়েছে কিন্তু ওরা শ্বশুড় বাড়ি কেউ থাকে না, আগে দেখতাম ষষ্ঠীর বর ষষ্ঠীকে নিয়ে আসত আবার নিয়ে যেত। ওকে এখানে রাখত না, ওর বড় জামাইবাবু ডি. এস. পি.তে চাকরি করত। ষষ্ঠীর একটা ছেলে ছিল, ওর ছেলে আর আমার বড় ছেলে এক মাসের ছোট বড়, আমার ছেলে একমাসের ছোট। ওদের বাড়ির সব থেকে বেশি ভাল লাগত ষষ্ঠীকে আর ওর মাকে। ষষ্ঠীর বাবা ওদের কাছে থাকত না। ষষ্ঠীর একটি চোখ নষ্ট, আমি অবাক হয়ে ভাবতাম যে, এত সুন্দর মেয়ে এত সুন্দর চেহারা এত সুন্দর ফর্সা গায়ের রঙ, খালি ওর একটি চোখের এই অবস্থা। ওদের কথাবার্তা আমার খুবই ভাল লাগত। বাড়িতে কেউ গেলে বসতে বলত, ভাল মন্দ খবর নিত। আমার কিন্তু ওদের সবই ভাল লাগত। একদিন আমি সন্ধ্যাদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই সন্ধ্যাদি! বলতো আমাকে ওদের বাড়ি কেন যেতে দেয় না? ও বলল, ও তুই বুঝবি না, আমি বললাম, বল না আমি তো বোঝার জন্যই জিজ্ঞাসা করছি। ও বলল, তুই দেখিস না, ওদের সব বোনদের বিয়ে হয়েছে। ওদের মধ্যে একজনও কি শ্বশুর বাড়িতে আছে? আমি বললাম, ও সেই জন্যই ওরা খারাপ। সন্ধ্যাদি বলল, শোন তবে, বড় বোনের বিয়ে হয়েছিল, বড় জামাইটা এখানে চাকরি-বাকরি করে। ওর বড় বোন ভেবেছিল মাকে এনে নিজের কাছে রাখবে। একদিন বড় জামাই শাশুড়িকে গিয়ে নিয়ে এল। দিন কতেক পরে মেজ মেয়ে আর ছোট মেয়ে বেড়াতে এসে আর যায়নি। বড় জামাই ভাবত এটা আমার মা এগুলো আমারই বোন। এই ভেবে দুটো শালিরই বিয়ে দিল। মেজ বোনেরও বিয়ে এমন ঘরে দিল যে সেও স্বামীর কাছে থাকতে পারল না। তার বড় ভাসুর মারা যাবার পর তারও পরিবার মেজ জামাইকেই দেখতে হত। দুটো সংসারই তাকেই দেখতে হত। এবার দেওরের সাথে বৌদির যে কোনো কারণে খুব অশান্তি হবার পর মেজ বোন এখানে এসে আর যায়নি। সেই থেকে এখানেই আছে। আর ছোট বোন ষষ্ঠীর বিয়ে দিল ওই রকমই এক ঘরে। তার আবার আগে সতীন ছিল, সতীনের একটি ছেলেও ছিল, সতীন মারা যাবার পর সেই ছেলেকে দেখাশোনা কে করবে বলে ষষ্ঠীর সাথে তার বিয়ে হয়। এবার ষষ্ঠীকে বিয়ে করার পর ষষ্ঠীকে রেখে ছোট জামাই চলে যায় অনেক দূরে, কোনো কাজে। ষষ্ঠী চিঠিপত্র দিত চিঠির জবাব খুব কমই আসত। এইভাবে ষষ্ঠীও তার ঘরে তার ছেলেকে নিয়েই ছিল। থাকতে থাকতে কয়েক মাস পরে ছোট জামাই এসে বছর খানিক ছিল। থাকার পর একদিন

BanglaBook.org

হঠাৎ ষষ্ঠীকে তার মায়ের কাছে রেখে কয়েকদিনের কথা বলে চলে গিয়েছিল। তারই মধ্যে ষষ্ঠী মা হতে যাচ্ছিল। ওই অবস্থায় ষষ্ঠীকে রেখে চলে গেল আর ছোট জামাই আজ অব্দি আসেনি। ওর কথা শুনে আমি ভাবলাম এর মধ্যে এদের কি দোষ!

আমি জানতাম যে, আমাকে ওদের বাড়ি যেতে দেবে না, তবুও আমার বর বাড়ি না থাকলে লুকিয়ে যেতাম তার চোখে যেন না পড়ে। কেন যাব না? আমি তো ওদের কিছু খারাপ দেখতে পাই না। ওরা আমাকে এত ভালবাসে, আমার ছেলেকেও ওরা খুব ভালবাসে। ষষ্ঠী আর ওর মা খুব ঠাকুর ভক্ত ছিল। আর এখন ষষ্ঠীর গায়ে নাকি মা মনসা দেবী আসে। ওরা যদি খারাপই হত তাহলে কি ওদের কাছে মনসা দেবী আসত!

একদিন দুপুর বেলায় আমি ওদের বাড়ি গেছি আর আমার বর এসে গেছে। ষষ্ঠীর মা বলল, ওই দেখ শঙ্কর এসেছে, যা বাড়ি যা। আমি বুঝতেই পেরেছি যে বাড়ি গেলে কিছু না কিছু বলবে, 'আমাকে দেখে ফেলেছে, আমি ভয়ে ভয়ে যাচ্ছি। আমার কোলে ছেলে ছিল। কোনো কথা না বলেই চুলের মুটি ধরে মারতে শুরু করেছে। বলছে, এই শালী! আমি ওখানে যেতে বারণ করেছি না তবুও যাস। এই বলে কিল লাথি শুরু করে দিল। ও আমাকে মারছে আর রাস্তা দিয়ে লোক যেতে যেতে দাঁড়িয়ে দেখছে অথচ কারুর মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না যে আর মেরো না। সব দাঁড়িয়ে মজা দেখছে, আমি পড়ে পড়ে মার খাচ্ছি আর আমার ছেলে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করছে। আমি যে এত মার খেলাম তবুও ওদের বাড়ি যেতে ছাড়তাম না।

আমি দেখেছি পাড়ার লোকে ওদের অনেকে অনেক কিছু বলে। কিন্তু কেন? ওদের সাথে পাড়ার লোকে কথা বলতে চায়না মেলামেশা করতে চায় না। লোকে বলে ওদের ঘরে পরপুরুষ ঢোকে। কিন্তু আমি ভাবতাম, লোকে তো অনেক কিছু বলতে পারে। লোকে দেখে ওদের ঘরে মানুষ যায়। শুধু মাত্র যে পুরুষ মানুষই যায় তাতো নয়, ওদের ঘরে মেয়ে মানুষও তো যায়। লোকে শুধুমাত্র ওদের ঘরে মানুষ যেতে দেখে। তাতেই পাড়ার লোকেরা নিজেরা মনে মনে আগেই খারাপ ভেবে বসে থাকে, কিন্তু আমি ওদের খারাপ ভাবি না, যেহেতু তারাও মেয়ে আমিও মেয়ে। নিজে মেয়ে হয়ে কেউ কি অন্য মেয়েদের খারাপ ভাবতে পারে? আমি ত পারি না বা পারবও না। আমি দেখেছি পাড়ার একজন কমিটির লিডার তার নাম প্রদীপ, সে কিন্তু তাদের বাড়ি যায়। তাকে কিন্তু পাড়ার লোকে সম্মান দেয়, তাকে যদি মানতে পারে তাহলে ওদের কেন মানবে না? ওই মেয়েগুলো

BanglaBook.org

খারাপ হল আর তোমাদের পাড়ার যে নেতা সে খারাপ মেয়েটির কাছে যায় তাহলে সেই লোকটি খারাপ হল না? সে তোমাদের কাছে কি করে লিডার হল! আমার মনের চিন্তা মনেই রয়ে যায়। আমি ওদের সাথে কথা বলতাম বলে পাড়ার লোকে আমাকেও ভাবে আমিও নাকি ওদের মত। পাড়ার এমন অবস্থা লোকেদের মুখে খালি এর ওর নিয়ে বিচার, কার বৌ কার সাথে কথা বলে, কার সাথে কার ইয়ে হল, কে কাকে ভালবাসে। কার মেয়ে কার সাথে বেরিয়ে গেল. পাড়ার লোকের খালি এই নিয়ে আলোচনা। নিজের ঘরে লোকটা যে কি করছে সেটা দেখবে না, খালি বাইরের লোকেদের বিচার। আমার মনে সে সব নেই, আমি ভাবি যার যা ভাল লাগছে সে তাই করছে। আমি এও দেখেছি পাড়াতে কেউ যদি ভাল খায়, ভাল পরে তাহলে কেউ কারোর দেখে সহ্য হয় না। দেখে নিজের মধ্যে হিংসা হিংসি করে, এইগুলো আমার খুব খারাপ লাগত।

এই রকম পাড়ায় থাকতে থাকতে কখনো না কখনো অজিতের মত ছেলের সাথে আমার পরিচয় হতই হত। আমার বাড়ির সামনে একটি বাড়ি ছিল, সেই বাড়ির একটি ছেলের নাম অজিত, সে কিন্তু পাড়ার ছেলে হিসাবে আমাকে বৌদি বলত। আমাদের সাথে বেশ ভালভাবে মেলামেশা করত। কথাবার্তা বেশ ভালই বলত, কথার মাধ্যমে বেশ হাসাহাসিও হত। আমার ছেলেকে ভালবেসে আদর করে কোলে নিত। দোকানে নিয়ে গিয়ে এটা সেটা কিনে দিত, আমি তাতে কিছু মনে করতাম না, আমি এই ভাবতাম যে বাচ্চাদের সবাই ভালবাসে। বেশ কিছুদিন পরে দেখলাম এ খুব বাড়াবাড়ি করতে লেগেছে। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে ওর মনে কি আছে। তখন আমি ওকে বলতাম, দেখ! তুমি আমার ছেলেকে এত এ রকম করবে না, এতে লোকে খারাপ ভাবে। তখন ও বলত কে কি ভাবছে তাতে আমার কিছু আসে যায় না, আমি যাকে ভালবাসি তাকে আমি ভালবাসবই। আমি বলতাম দেখ! আমার স্বামী আমাকে বকাবকি করে, এইভাবে তুমি আমার সাথে কথা বলবে না। ও কিছুতেই মানত না। তারপর থেকে যেন ও আরো বেশি বাড়াবাড়ি করতে লাগল। আমি ওকে এড়িয়ে এড়িয়ে থাকতাম। আমি কথা বলব না তবুও সে গায়ে পেতে পেতে কথা বলতে আসত। আমি যখন দেখতাম ওর বাড়ি আসার সময় হয়েছে তখন আমি পাশের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকতাম। তবুও সে এদিক ওদিক করে ঘুরে ঘুরে দেখত, যখন ও বুঝতে পারত যে আমি ওদের বাড়িতে সে ওখানে পৌঁছে যেত। তখন আমার স্বামী ওকে নিয়ে আমার পিছনে উঠে পড়ে লেগেছিল। ওর জন্য বিনাদোষে আমি অনেক মারধোর খেয়েছি। আমি জানতাম যে ও আমার পিছনে কেন এত লেগেছে। আমার স্বামীকে আমি বলতাম, আগে

তুমি ওকে কেন কিছু বলনি। আগে তো তোমার কাছেই সে আসত! তখন তো তুমি কিছু বলনি!

আমি ওর জন্য পাড়ার লোকের কাছেও খারাপ, ঘরের লোকের কাছেও খারাপ। না বুঝে সুঝে খালি মারধোর আর কিছু নয়। এই সব হয়েছে অজিতের জন্য! আমি যখন বিনা দোষে মারধোর খেতাম তখন আমি মুখ চালাতাম। এমন কি রাতে উঠেও আমাকে খারাপ খারাপ ভাষা বলত। ও আমাকে এমন কুৎসিত ভাষায় কথা বলতো যে ওর কথার জবাব দিতে বাধ্য হতাম। ওর মুখের ভাষা শুনে আমার খুব খারাপ লাগত, আমার মনে হত আমি এখনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। সকাল হলে আমি বলতাম, আমি আর এখানে থাকবো না। আমি চলে যেতাম বাবার কাছে। বাবা দু একদিন পরে আবার রেখে যেত। সে অজিত আবার ঘরের দিয়ে ঘুর ঘুর করতে লাগত। একদিন আমার বাবা এসে ওকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, ব্যাটা শোনো তুমি এই ঘরের ধারে পাশে আসবে না। দেখ তোমার জন্য একটি মেয়ে মার খেয়ে মরে যাবে। তোমার কি এটা ভাল হচ্ছে? অজিত মাথা নিচের দিকে করে বলল, কাকু বেবী তো এর আগেও মার খেত। সে আমি জানি ব্যাটা, তোমারো দোষ নেই। তারও দোষ নেই। জানি না বাবা তার কপালে কি আছে। আগে জানতাম না যে শালার ব্যাটা এই রকম হবে। তখন দেখে তো মনে হত যে কিছু জানে না। একদম সাদাসিধা। তবুও বাবা তোমাকে বলছি, তুমি বেবীর আসে পাশে থাকবে না। আমি ভাবছি বাবা ওর সাথে কথা বলে আমার সাথে না দেখা করেই চলে গেল!

পাড়ার লোকে অজিতের বাবাকেও বলেছে যে আপনার ছেলে যেন ওর বাড়ি না যায় বা ওর ছেলেকে নেওয়া টেওয়া না করে। তারপর অজিতের বাবা অজিতকে খুব বকাবকি করেছিল। ও বাবার কথাও মানত না। একদিন কি দুদিন ঠিক থাকে আবার সেই আগের মত। আমি কিন্তু ওর ছায়াও মাড়াতাম না। ও যেখানে থাকত আমার যদি সেখানে কোনো দরকারও থাকত তাহলেও আমি যেতাম না, তবুও সে খালি সুযোগ খুঁজে বেড়াত কি ভাবে সে আমার সাথে কথা বলবে। আমি কিছুতেই সে সুযোগ দিতাম না। আমি যদি কোথাও যাওয়ার জন্য রেডি হতাম তাহলে দেখতাম ও আমার আগেই রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ আমি জানতাম ও না যে ও এই রাস্তায় আসবে। আমি ওকে দেখে অন্য রাস্তা দিয়ে যাবার চেষ্টা করতাম, সে রাস্তাতেও দেখতাম ও আগে। তখন আমার খুব রাগ হত। পাড়ার লোকে যদি কেউ দেখে ফেলত তাহলে এর মধ্যে আমাকেই খারাপ ভাবতো, কিন্তু এর মধ্যে আমার কিছুই দোষ নেই। যখন দেখতাম ও কিছুতেই মানবে না

BanglaBook.org

তখন আমিও ওকে মুখে যা আসত তাই বলতাম। আমি ওকে কত গালাগালিও দিয়েছি, ওর মা বাবাকে নিয়েও অনেক রকম কথা বলেছি। তবুও সে কুকুরের মতো আমার পিছু ছাড়ত না।

একদিন ষষ্ঠী আর ষষ্ঠীর মা অজিতকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, এই তুই ওর পিছনে এত লাগিস কেন? দেখিস না তোর জন্য ও কত মার খায়! ও তোর সাথে কথাও বলতে চায় না। তাহলে তুই ওর ধারে পাশে থাকিস কেন? অজিত ষষ্ঠীকে বলেছিল, জানো ষষ্ঠী, আমি ওকে কত ভালবাসি বলতে পারব না। ষষ্ঠী ওকে বলেছিল, তুই কি করে ওকে ভালবাসিস। ওতো একজনের স্ত্রী। ওর একটি ছেলেও আছে। ও বলেছিল, ছেলে আছে তো কি হয়েছে। তবুও আমি ওকে ভালোবাসি। ওর কথাবার্তা আমার খুব ভাল লাগে। ওকে আমার খুব ভাল লাগে।

পরদিন ষষ্ঠী আমাকে ডেকে বলল, দেখ অজিত কাল এই এই বলল, আমি বললাম, ও আমাকে ভালবাসে। ও যদি আমাকে ভালবাসে তাহলে ওর ভালবাসার মানুষ যখন বিনা দোষে মার খায় আর ও দাঁড়িয়ে দেখে! এই ওর ভালবাসা! ভালবাসা কাকে বলে ও তা জানে! ও আমাকে কোন হিসাবে ভালবাসে, প্রেমিকা হিসাবে না কোনো লোভে? যদিও কোনো লোভেই ভালবাসে তাহলে আমি ওকে ঘৃণা করি আর ওর মুখে সাতবার থুথু ফেলি। আমি চাই না ওই রকম ভালবাসা। ওকে বলে দিও ষষ্ঠী আমার পিছনে যেন না লাগে, আমি কিন্তু ওর ছায়াও ডিঙোব না।

এইভাবেই দিন যায় আর অজিতের সেই স্বভাব কিছুতেই কমে না। আরো যেন বেশি বাড়াবাড়ি করছে। একদিন পাড়ার লোকে ওকে ডেকে শাসিয়েছিল, ও কারোর কথা মানে না। পাড়ার লোকেদের রাগ হত, বারবার বলত। তবুও কাউকে মানত না। তখন পাড়ার লোকে ওকে মারধোর শুরু করল। এই নিয়ে লোকে যখন আলোচনা করত বা ওকে ডেকে আমার ব্যাপারে বলত তখন একে একে পাড়াতে কি হয়েছে, কি হয়েছে বলে অনেক লোক জড়ো হয়ে যেত। যে জানত না, সেও জেনে যেত কেউ বলত, শুধু ছেলেটিরই দোষ, মেয়েটির দোষ নেই? কেউ বলত মেয়েটিকেও নিয়ে এসো, কেউ বলত আমিও দেখেছি ওদের দুজনকে, কেউ বলত, না না মেয়েটি ওই ধরনের নয়, আবার কেউ বলত, ওই ধরনের না তুমি কি করে জানলে?

পাড়াতে আমাকে নিয়ে এইসব হত আর আমি ঘর বন্ধ করে খালি কাঁদতাম। আমার খুবই খারাপ লাগত। আমি নিজেকেই খুব খারাপ ভাবতাম। সন্ধ্যাবেলায় এসব বিচার হত আর আমি ভাবতাম সকাল হলে কি করে মুখ দেখাব। সকাল

BanglaBook.org

হলেই তো আমাকে কলে যেতে হবে, আর কলে পাড়ার বৌরা মেয়েরা সব থাকে, কলে গেলেই সব মুখের দিকে তাকিয়ে কি খারাপ না ভাবে। তখন আমার খুব লজ্জা লাগত। আমার বাইরে বেরোতে ইচ্ছে করত না। কি করব আমাকে বেরতেই হত। নিজেকে খুব ধিক্কার দিতাম। ভাবতাম ধুর আমি এখানেই থাকব না। এই নিয়ে খালি লোক লজ্জা আর আমার ভাললাগে না। এইভাবে দিন যেতে যেতে একবার আমার ছেলে তখন তিন বছরের হবে, আবার আমি গর্ভধারিণী চার মাসের। তখন আমি আরো চিন্তায় পড়ে গেলাম। ভাবতাম আমি একটি ছেলে নিয়ে পারছি না। দিন রাত খালি অশান্তি মারধোর আবার আর একটি হলে আমি কি করব কোথায় যাব কি করব?

একদিন পাড়ার ভিতরে পাড়ার ছেলেরা সব ঘরে ঘরে একটাকা দুটাকা করে নিয়ে পাড়াতে ভিডিও এনেছিল সিনেমা দেখাবে বলে, সবাই দিয়েছিল বলে আমিও দিয়েছিলাম। তখন আমার সিনেমাতে যাত্রাতে খুব ঝোঁক ছিল। আমি ভিডিও দেখব বলে সন্ধ্যাবেলায় তাড়াতাড়ি ঘরের কাজ সেরে নিয়েছি, আমার বর এল। আমি বললাম, খেতে দেব? ও বলল, এখন না। না না করে অনেক রাত করে দিল, তারপর আমি বললাম, খেয়ে নাও, আমি একটু ভিডিও দেখতে যাব। ও বলল, না যেতে হবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন, গেলে কি হবে পাড়ার সবাইতো দেখছে, আমিও একটু দেখে চলে আসব। সে কিছুতেই মানল না। আমার তখন খুব রাগ হল, আমি দুটো কথা বলে চুপ করে গেলাম। সকালে সব মেয়েরা বলাবলি করছিল খুব ভাল বই এনেছিল। পাড়াতে থাকে নিশা বলে একটি মেয়ে সে আমাকে বলল, বৌদি, তুমি যাওনি এত সুন্দর বই। সবাই যখন এসব বলাবলি করল তখন আমার রাগ হতো। মনে মনে দুঃখ ভোগ করলাম। ভাবলাম হে ভগবান আমার জীবনে কি সুখ শান্তি বলে কি কিছুই নেই। লোকের দেখি স্বামী স্ত্রী কত মিল। কত সুন্দর ওরা সংসার করছে, ওরা কত সুখী, আর আমার জীবন কি এইভাবেই যাবে! ভগবান আমার কথা শুনল না। আবার একদিন অজিত ঘরের আশপাশ দিয়ে ঘুর ঘুর করছিল আমি দেখে ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম। আবার একদিন আমি কলে বালতি নিয়ে জল আনতে গেছিলাম, জল নিয়ে ঘরে আসছি তখন অজিত রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। একেবারে মুখোমুখি হয়ে গেছি, আমার বর দেখেছে, আমি ঘরে গিয়ে সবে বালতি নামিয়েছি আর আমার বর বলল তুমি ওর সাথে কথা বললে? আমি বললাম, রাস্তা দিয়ে লোক আসাযাওয়া করবে না? রাস্তায় ও যাচ্ছে না কে যাচ্ছে আমার অত দেখার কি দরকার? আর তুমি হচ্ছো ঘরের লোক তুমিই যদি এত সন্দেহ করবে এত খারাপ ভাববে তাহলে তো পাড়ার লোকে বাইরের লোকে খারাপ তো ভাবতেই পারে।

BanglaBook.org

তারপর আরো একদিন আমাকে ষষ্ঠীর মা ডেকেছিল। আমি কেবল গিয়ে দাঁড়িয়েছি আর সঙ্গে সঙ্গে আমার বর বাড়ি এসে গেছে। ডাকাডাকি কিছু নেই সে গিয়ে সামনেই নিচে একটি পাথর পড়েছিল সেটা তুলে আমার মাথায় বসিয়ে দিল আর সাথে সাথে রক্ত ঝর ঝর করে কপাল বেয়ে পড়তে লাগল। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলাম আমার মুখে কোনো কথা নেই। ষষ্ঠীর মা ওকে কত গালাগালি দিতে লাগল, ষষ্ঠীর মা ওকে বলল, এখানে কি কোনো ব্যাটা ছেলে আছে? তাই তুই ওকে এইভাবে মারলি! আমরাও মেয়ে সেও মেয়ে, এসেছে তো কি হয়েছে, আর এসে খালি দাঁড়িয়েছে আর তুই এসে মেরে দিলি? এবার ষষ্ঠীর মা আমাকে বলল, বাবা তুই বলে ওর সংসার করছিস, আর কেউ হলে কবেই পালাত। আমার কোলে ছেলে। ঘরে এসে খালি একটাই কথা বলেছি, আমি কি অন্যায় করেছি, তুমি আমাকে এইভাবে মারলে যে! এই কথা বলার পর আবার সাথে সাথে মোটা একটা বাঁশ দিয়ে পিছনে কোমরে মারলো। তার পরক্ষণেই আমার পেটে দারুন ব্যথা শুরু হল। সারাদিন ব্যথা। সন্ধ্যার পর থেকে আর সহ্য করতে পারছি না। খুব চিৎকার মা গো! বাবা গো! বলে, বসতেও পারছি না কিছু খেতেও ইচ্ছে করছে না। সারা রাত ওই ভাবে চিৎকার করছি আর আমার বর কত সুন্দর ঘুমোচ্ছে, আমি এত ডাকছি কোনো সাড়া শব্দ নেই, অনেক ডাকাতে "উঃ" করে আওয়াজ। আমি বললাম, আমি যে মরে যাব। কাউকে ডাকো না, আমি যে আর পারছি না এত পেটের ব্যথা, কাউকে ডাকো। আমি আমার বাচ্চা হবার সময়ও এত ব্যথা পাইনি। ও বলছে, এত রাতে কাউকে ডাকাডাকি করতে পারব না।

BanglaBook.org

তারপর আমিই পেটের তলায় হাত দিয়ে মাগো! বাবাগো! করতে করতে সামনে একজন থাকত তার নাম ছিল মহাদেব তাকেই গিয়ে বললাম, দাদা একটু আমার দাদার বাড়ি যেতে পারবে। দেখ না এইভাবে আমি মরে যাব যে, আমার পেটে খুব ব্যথা, আর পারছি না সহ্য করতে। একটু যাও না দাদা। মহাদেবদা বলল, আমি যে জানি না তোমার দাদা কোন পাড়ায় থাকে? আমি বললাম, আমার ছেলেকে নিয়ে যাও দেখিয়ে দেবে, ও বেচারা আমার অবস্থা দেখে আমার ছেলেকে হাত ধরে নিয়ে গেল, ও গিয়ে আমার দাদাকে বলেছে, তোমার বোনের নাকি খুব পেটের ব্যথা। চল তাড়াতাড়ি, দাদা বলেছে, শঙ্কর কি করছে? মহাদেবদা বলল, ওতো শুয়ে আছে, ওর কোনো চেষ্টাই নেই। আমার দাদা তাড়াতাড়ি এসে আমাকে ভ্যানে করে তুলে নিয়ে গেল। তখন রাত দুটো, অতো রাতে কোনো ডাক্তারখানা খোলা ছিল না, সারা বাজার ঘুরে ডাক্তার পেল না। তখন আমাকে নিয়ে দাদা, দাদার বাড়ি গেল, আমাকে বিছানায় শুয়ে দিল, বৌদি তেল নিয়ে মালিশ করতে লাগল। ব্যথা

কিন্তু কমছে না, এত ব্যথা, ব্যথায় যেন আমি বৌদিকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলছি। বৌদি অতো রাতে তখন এক পাড়া ছেড়ে আর এক পাড়ায় গেল কার কাছে জল পড়া আনতে। ওই জল খেয়েও কিছু হল না। তখন দাদা এক বন্ধুকে ডেকে নিয়ে এল। তার নাম ছিল শচীন। সে এসে আমার পেটে এ পাশ ও পাশ হাত দিয়ে দেখল। দেখে দাদাকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল, দাদার সাথে কথা কি যেন হল। দাদা আবার বৌদিকে ডেকে কি যেন বলল, বৌদি এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার মায়না কমাস হয়নি, আমি বললাম, চার মাস। বৌদি আবার বলল, কোথাও পড়ে টড়ে যাওনি তো? আমি বললাম, না। বৌদি বলল, তাহলে পেটে আঘাত লাগল কি করে? আমি বললাম, "কালকে তোমার ঠাকুরজামাই আমার কোমরের উপর মেরেছিল সেই সময় থেকে ব্যথা শুরু হয়েছে। বৌদি বলল, তোমার পেটে বাচ্চা আছে সেই বাচ্চা থাকবে না, নষ্ট হয়ে যাবে, সেই মারে বাচ্চার আঘাত লেগেছে।

শচীনদা যে ওষুধ দেয় সেই ওষুধ চোখে দুফোটা করে দেওয়া হল। আর সেই ওষুধ কাজ করে পাঁচ মিনিটের মধ্যে। সেই সময় আমাকে যে ওষুধ দিল চোখে পনের মিনিট হয়ে যাচ্ছে, শচীনদা ভয় পেয়ে গেল। আমার দাদাকে বলল, এই শিগগিরি হাসপাতালে নিয়ে চল, না হলে বাঁচাতে পারবি না। ওর অবস্থা খুব খারাপ। দাদাও ভয় পেয়ে গেল। দাদা তাড়াতাড়ি আমাকে নিয়ে যাবার জন্য ব্যবস্থা করতে লাগল। বৌদি আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে ধরে তুলতে গেছে। আমাকে বসাতে যাচ্ছে তখন আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না যে আমার শরীরের ভেতর থেকে কি যে একটা বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যাবার সাথে সাথে আমার মাথা ঘুরে গেল। আমি তখন শুয়ে পড়লাম। তখন আমার মনে হচ্ছিল যে আমার গায়ে বল শক্তি কিছুই নেই। আমার আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমাকে চুপচাপ দেখে দাদার ভয়ে চোখ উপরে উঠে গেছিল, আমি যেন সব শুনতে পাচ্ছি কিন্তু আমার মুখে কোনো আওয়াজ নেই। আমাকে ডাকছে। অনেক পরে "উঃ" করেছি। দাদা বৌদি আমার দুপাশে দাঁড়িয়ে। শচীনদা বলল, ওকে আলাদা বিছানা করে শুয়ে দাও, যা হবার হয়ে গেছে। বৌদিকে শচীনদা আবার বলল, এবার একটু ওকে গরম চা করে দাও। চা বানিয়ে শচীনদা আমাকে ডাকছে বলছে, এই দেখ এবার কেমন লাগছে? আমার তখন চোখ খুলে তাকাতে ইচ্ছা করছে না আর ইচ্ছেও করছে না যে কারোর সাথে কথা বলি। তবুও অনেক কষ্টে চোখ খুলে "উঃ" করে আওয়াজ দিলাম। ওরা আমাকে অন্য বিছানায় ধরে শুইয়ে দিল। তারপর ওই নোংরা জিনিসটা দাদা আর শচীনদা নিয়ে কিছু দূরে জঙ্গলে দিয়ে এল। অনেক ভোরে উঠে আমি আস্তে আস্তে বৌদিদের কুয়ো পাড়ে গেলাম ওই নোংরা বিছানা ধুতে। তখন আমার শরীরে বল পাচ্ছি না। বৌদি জল তুলে দিল আমি আস্তে আস্তে ধুয়ে নিলাম।

সারাদিন গেল কোনো খোঁজ খবর কিছু নিল না আমার বর! বিকেল পাঁচটার সময় আমার ছেলেকে পাঠিয়েছে। আমি ঘরে শুয়ে ছিলাম। এসে বলল, মা ঘরে চল, দাদু এসেছে। আমার ছেলে তখন বেশ এক পাড়া ছেড়ে আর এক পাড়ায় ওর মামার বাড়ি আসতে পারে। আশে পাশের লোক শুনে বলছে, এখন পাঠিয়েছে ছেলেকে, যদি কাল রাতে মরেই যেত তাহলে? বৌদি আমাকে বলল, যাও দেখ তোমার শ্বশুর এসেছে। আমি বাড়ি গেলাম, আমার ভাসুরের মেয়ের বিয়ে। তাই নিতে এসেছে আমার শ্বশুর। ভাবছি, আমি যাব। ওখানে গেলে আমি খুব ভাল থাকি। ওখানকার খাওয়া দাওয়া যেমনিই হোক, তবুও ওখানে শান্তিতে থাকি। আমাকে নিয়ে গেল, সেই আগের মত। আমি গেলে পাড়ার লোকে আমাকে দল বেঁধে দেখতে আসে। যেন মনে হয় সব নতুন বৌ দেখতে আসছে। এসে বেশ জমিয়ে গল্প করতে শুরু করে আমার সাথে। আমার কথা শুনতে ওদের খুবই ভাল লাগত, আমার ভাষার সাথে ওদের ভাষা মিল খায় না। ওদের ভাষা একটু অন্য রকম। আমরা বলি খেলাম, ওখানকার লোকে বলে খালুম। আমরা বলি গেছি আর ওরা বলে গেলুম। আমরা বাচ্চা ছেলেকে বাচ্চা বা শিশু বলি বা কচি বাচ্চা বলি, আর ওখানে বাচ্চা ছেলেকে নুনু আর বাচ্চা মেয়েকে নুনি বলে। ওদের ভাষা আর ওখানকার পরিবেশ আমার খুবই ভাল লাগত।

কিন্তু এক দুমাসের বেশি ওখানে থাকতে পেতাম না। যে কোনো কারণেই আমাকে ওখান থেকে চলে আসতে হত। আমার শ্বশুরই বা আর কত বড়লোক। ওখানে তো ছেলে থেকে মেয়ে থেকে সবাই খেটে খায়। আমিই বা ঘরে বসে খাব কেন? সব মেয়েদেরই বাপের বাড়ি ছেড়ে আসতে কষ্ট হয় আর আমার শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে আসতে কষ্ট হত। আমি যখন ওখান থেকে আসতাম তখন আমার মনে হত আমি বাপের বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। আমার আসার সময় শ্বশুর বাড়ির লোকেদের চোখে জল ঝরত। আমার শ্বশুরের এখন সব ছেলেদেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। কোনো অনুষ্ঠানে বা কারোর বিয়েতে গেলে আমরা সব এক জায়গায় হতাম। সেই সময় দেখা যেত সব বৌদের থেকে যেন আমারই আদর বেশি। আমার শ্বশুর জানতেন যে আমি রাতে রুটি খেয়ে থাকতে পারি না। সব বৌদের বলে দিতেন যে রাতে যদি রুটি হয় তাহলে মেজ বৌমার যেন ভাত হয়। ওকে যদি দিনে তিনবারই ভাত দাও তবুও ওর ভাল। এত ভালবাসা এত শান্তি ছেড়েও আমাকে এই অশান্তির সংসারে দিন কাটাতে হত।

শ্বশুরবাড়ি থেকে আসার পর একদিন বাবা আর মা এসেছে দুর্গাপূজোতে আমাকে নিতে। এলেই কি আর সাথে সাথে যাওয়া যায়! কতদূরেই বা বাপের

BanglaBook.org

বাড়ি। পায়ে হেঁটেও যাওয়া যায়, বাসে গেলে তিন টাকা বাস ভাড়া। মা আর বাবা বলে গেল, চলে যাবি আর যেন আমাদের আসতে না হয়, আর এও বলে গেল, তোদের জন্য জামাকাপড় নেওয়া আছে। প্রতি বছর আমাকে আর আমার ছেলেকে জামাকাপড় দিত।

বাবা পূজোতে আমার বৌদিকেও নিয়ে গিয়েছিল। সেই সময় বৌদি আমার ব্যাপারে সব বলেছিল যে ওর পেটে বাচ্চা ছিল, ওকে কি ভাবে মেরেছিল সেই মারে ওর বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে। এই কথা শুনে মা আর বাবা খুব রাগারাগি করতে লাগল। আমি যাবার পরে বাবা আমাকে বলল, আর যেতে হবে না থাক। কিন্তু কদিন? দাদা বৌদি ওদের কাছে কেউ বেশিদিন থাকতে পারে না। বেশি হলে ছয় থেকে সাতদিন তার বেশি আর না। তারপর সেই অশান্তি শুরু হয়ে যায়, তখন আর থাকতে না পেরে চলে আসতে হত। কিন্তু সেবার আর আমি আসতে চাইছি না, আমি বাবাকে বললাম, আমি আর ওখানে যাব না।

ওই অশান্তির মধ্যেই আছি। এক মাসেরও বেশি হয়ে যাচ্ছে। সেও কোনো খোঁজখবর নিল না। আমি ভাবছি আর এখানেও ভাল লাগছে না। তার কাছেও যাব না। আর এইভাবে কত কষ্ট করা যায়? একদিন আমি বাবাকে বললাম, আমি বড় পিসিমার বাড়ি যাব। বাবা একবার বলাতেই রাজি হয়ে গেল। দু দিন পরে বাবা মাইনে পেল। আমাকে টিকিট কেটে বাসে তুলে দিল। আমি ছেলে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লাম। দুর্গাপুর থেকে আমাকে জনাই যেতে হবে। আমার হাতে বাবা মাত্র একশ টাকা দিয়েছিল আর আমার কাছে ছিল তার থেকেও কিছু কম। বাস থেকে নেমে আগে গেলাম বড় পিসিমার বাড়ি। বড় পিসি আর আগের মত নেই। মাথায় একগাদা জট বেঁধে গেছে। পিসির ছেলেরা সব আলাদা হয়ে গেছে। পিসি থাকে ছোট ছেলের কাছে। বড় পিসির পাঁচটি ছেলে। সব ছেলেদেরই বিয়ে হয়ে গেছে। থাকে সব একটিই বাড়িতে। বাড়িও ছিল বিশাল বড়, সব আলাদা করে নিজের নিজের ঘর বানিয়ে আছে। পিসিমা কিন্তু সবাইকে সমান দেখে, যার ঘরে আগে রান্না হয় পিসিমা তার ঘরে খেয়ে নেয়। আমি গেছি আমাকে সবাই ভালবাসে। সব জিজ্ঞেস করতে লাগল, তুই এলি আর জামাই? তুই একাই এলি? তোকে একা আসতে দিল? আমি বললাম, কেন একা বুঝি আসা যায় না! আমি তো এসেছি বাবার কাছ থেকে, ওর বাবা জানেই না। পিসির এক ছেলের বৌ, আমার বৌদি বলল, ও জানলে কিছু বলবে না? আমি বললাম, কি আর করবে জানলে? চ্যাচাবে। চেঁচিয়ে লোক জড়ো করবে। সুযোগ পেলে মারবেও, আর কি করবে, ওর কাছে আমার থাকতে ইচ্ছা করে না। পিসির এক ছেলে বলল, তাহলে মামা কি দেখে শুনে দেয়নি? আমি বললাম, হ্যাঁ ওই রকমই বাবাতো, সে রকম হয়েই ছিল।

BanglaBook.org

বাবাতো বলত যে যাকে পাব তার হাতেই দেব, আর আমাকে বাবা সেই করল। দেখা নেই শোনা নেই, মামা হুট করে এসে বলল একটা ছেলে আছে। বাবা তাতেই রাজি হয়ে গেল। পিসির বড় ছেলে বলল, তাহলে তুই এখন কি করবি। আমি বললাম, আমি আর ওর কাছে যাব না। ওর কাছে থেকে যদি এত অশান্তি ভোগ করতে হয় তাহলে আমার একা থাকাই ভাল। একটি ছেলে আছে, ছেলেটিকে নিয়ে আমি কোথাও কাজ টাজ করে খাব। পিসির পাশের বাড়ির মধ্যবয়সি এক মহিলা এসে দাঁড়িয়ে ছিল, সে বলল, এত কম বয়সে এত বড় ছেলের মাও হয়ে গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ ঘর থেকে কিভাবে বিদায় করা যায় সেই ভেবে বিয়ে দিয়েছে। কি করবি কপালে যা ছিল তাই হয়েছে। পিসিমা বলল, আমি কিন্তু ভাবি সবাইতো বলে যে কপালের দোষ কপালের দোষ, কপালেরই যদি দোষ থাকবে তাহলে ভগবান হাত পা চোখ দিয়েছে কেন, এসব না দিলেওতো পারত।

বড় পিসিমার বাড়ি আমার পনের বিশ দিন হয়ে যাচ্ছিল। দিন বেশ ভালই যাচ্ছিল। আমার ছেলেকেও সবাই ভালবাসত। এর মধ্যে বৌদির সাথে দুতিনবার সিনেমাও দেখা হয়েছে। বেশ আনন্দতেই গেল এতটা দিন। আমার বড় পিসিমার বাড়ি থেকে ছোট পিসিমার বাড়ি দু তিন মাইল হবে রাস্তা। এরপর আমি ছোট পিসিমার বাড়ি যাব। আমি বড় পিসিকে বললাম, পিসি, চল একটু আমাকে ছোট পিসির কাছে রেখে আসবে। বড় পিসিই গেল আমাকে রাখতে, বড় পিসির থেকে আমাকে ছোট পিসিই বেশি ভালবাসে। আমাকে দেখে ছোট পিসি খুশিতে উপচে পড়ছে, মুখে হাসি। আমার ছেলেকে টেনে কোলে তুলে দুগালে চুমু খেয়ে কথা বলল। আমাকে বলল, আয় মা আয়, তোদের খোঁজখবর কিছুই যে পাই না, কি ব্যাপার, তোর বিয়ে দিল কবে তাও কোনো খবর নেই। বিয়ে হয়ে একটি ছেলেও হয়ে গেল, ছেলে মানুষও হয়ে গেল, এসব আমরা কিছুই জানলাম না।

আমি ভাবছি এত আদর ছেড়ে কি যেতে ইচ্ছে করে? কিন্তু কি করব! আমাকে কে কতদিন বসিয়ে খেতে দেবে! আমার মনে পড়ে আমার ছেলেকে পিসি যেমন আদর করছে ঠিক তেমনই আমরা যখন ছোট ছিলাম আমাদেরও এইভাবে আদর করত। আমার দুই পিসিই পান খায়, কিন্তু আমার মনে হয় ছোট পিসিই পান একটু বেশি খায়, সব সময় মুখ লাল হয়ে থাকে। দাঁতের ধারে ধারে কালো দাগ পড়ে গেছে। ঠোঁটের দু কোন থেকে পানের পিক নেমে আসে। বার বার কাপড়ের আঁচল দিয়ে না হয় রুমাল দিয়ে পোঁছে। সারা মুখে পক্সের দাগ, কিন্তু গায়ের রঙ ফর্সা। পিসির সংসারের অবস্থা মোটামুটি, পিসেমশায়ের মাছের ব্যবসা। তবুও আমি ছোট পিসির কাছে যে ভালবাসা পাই এ রকম আমি আর কারোর কাছে পাইনি, মায়ের মত ভালবাসা।

BanglaBook.org

ওখানে সাতদিন ছিলাম, সাতদিন পর আমি করিমপুর যাব ছোটো কাকার বাড়ি। পিসি আমাকে বাসে তুলে দিয়ে এল। ছোটো কাকার অবস্থা বেশ ভালই। বড় হোটেল আছে, মিষ্টির দোকানও আছে। ছোট কাকার বড় ছেলের টেপ রেডিওর দোকান আছে। ওদের পয়সা আছে, ওদের ভাল বাড়ি ঘর আছে, থাকলে কি হবে! ওদের কাছে আমার জন্য ভালবাসা নেই। আমি ওখানে দু চারদিন থাকার পর বাবা এল আমাকে নিয়ে যেতে। বাবা কাকার সাথে কথা বলল, আমার ব্যাপারে। কাকা বলল, কেন মেয়ের কতই বা বয়স হয়েছিল, ওকে এখন বিয়ে না দিলে চলত না? আর বিয়ের সময় আমাদের জানাও নি। বিয়েটা পুতুল খেলা নয়। পাঁচঘর দেখে শুনে আত্মীয়স্বজন ডেকে তারপর বিয়ে হয় আর তুমি তোমার কাউকে জানাওনি। কাউকে ডাকনি, তুমি যা বুঝেছ তাই করেছ, তুমি যা পাপ করেছো তার ফল ভোগ করতে হবে মেয়েকে। কাকার কথা শুনে বাবার মুখে একটাও জবাব নেই। পরের দিন সকালে বাবার সাথে চলে আসতে হল। কাকার বাড়ি থেকে আসার পরদিন বাবা আমাকে নিয়ে গেল বরের কাছে, সেই পাড়াতে যেখানে কমিটি বসে। সেখানে আমার বরকেও ডাকল আরো পাঁচজনকে বাবা ডেকে বলে এল, যে আমার মেয়ে যেন ঘর থেকে না বের হয়। সংসারের সব জিনিসটি তোমাকে এনে দিতে হবে। এই বলে বাবা চলে গেল। করিমপুর থেকে এসে বাবাকে বলেছিলাম যে আমি ওখানে যাব না। অনেক করে আমাকে বুঝাতে লাগল, তারপর আমি ভাবলাম এতগুলো লোকের কথা না মেনেও পারা যাচ্ছে না। সেই চিন্তা করে আমাকে আবার আসতে হল।

BanglaBook.org

আমার বরের সাথে ঘরে গেলাম। গিয়ে দেখি এ ঘর সে ঘর নয়, যে ঘরে আগে ছিলাম। সেই ঘর সন্ধ্যাদির কাছে অল্প পয়সা নিয়ে দিয়ে দিয়েছে আর আমাদের ঘর নিয়েছে আরো পাড়ার ভেতরে, আমি যাতে ভয় করি। আমি ভেবেছিলাম, আমি এই পাড়াতেই থাকব না। অন্য কোথাও ঘর নিলে ভাল হত। এই পাড়াতে এসে কেউ কথা বলে, কেউ বলে না, তাতে আমার কোনো আসে যায় না, যে বলবে তার সাথে বলব যে না বলবে তার সাথে বলব না। পাড়ার কংসর বৌ আমাকে দেখে মুখ বাঁকা করে ঘাড় ঘুরিয়ে নেয়। কংস যখন বাইরে বের হয় তখন ওর বৌ পিছনে পিছনে বের হয়, কংস যখন ডিউটি যেত ওর বৌ তখন রাস্তায় রোড অব্দি ওকে ছেড়ে আসত। যখন ওর আসার সময় হত তখন ওর বৌ রোডের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। কথা বলাতো দূরের কথা আমি ওর মুখের দিকেও তাকাতাম না।

পাড়ার বাপির মা আমাকেও সেই নজরে দেখত না, যে নজরে কংসের বৌ

দেখত। বাপির মা আবার কংসের বৌয়ের সাথে ফুল পাতিয়েছিল। বাপির মাকে আমি কাকিমা বলতাম। বাপির মা আমার সাথে বেশ ভালভাবেই কথা বলত। আর ও কথা বলত বলে কংসর বৌ বাপির মাকে অনেক রকম কথা শুনাতো। বাপির মাও আমাকে নিয়ে বলত যে শঙ্করের বৌকে তোমরা যতটা খারাপ ভাব ও ততটা নয়, অজিতের জন্য বৌটাকে তোমরা সব খারাপ ভাব। আমার হয়ে ওই কাকিমা বলেছিল বলে ওকেও অনেক কথা শুনতে হয়েছে।

এইভাবে দিন যেতে যেতে আবার আমি মা হতে যাচ্ছি। তখন আমার চিন্তাও বাড়ছে। ছেলেকে স্কুলে দেবার জন্য একে তাকে বলতে লাগলাম। বলতে বলতে ছেলেকে স্কুলেও দিলাম। ছেলেকে ছোট থেকে আদতে খারাপ করে দিয়েছে ওর বাবা পঁচিশ পয়সা, পঞ্চাশ পয়সা হাতে দিয়ে দিয়ে। পয়সা পেলেই দৌড়ে চলে যেত দোকানে। ঘরের দুয়োরেই ছিল দোকান। ছেলের হাতে পয়সা দেওয়া নিয়ে আমার সাথে অনেক অশান্তি হয়েছে। কেন না হাতে পয়সা পেলেই আর স্কুলের কথা মনে থাকত না। এই ছেলে নিয়ে আমাকে কত কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে আমিই জানি। আমার মনে পড়ে, আমার ছেলে যখন তিন বছরের তখন একবার আমি রাগারাগি করে বাবার কাছে চলে গিয়েছিলাম। আমার কাছ থেকে ছেলেকে নিয়ে বলেছিল যে তুই আর আমার ঘরে ঢুকবি না। ছেলে নিয়ে আমার এক দেওর থাকে অল্প কিছু দুরে, সেখানে আমার ছেলেকে রেখে এসেছিল। তখনও আমার ছেলে বুকের দুধ খেত। ছেলে ছেড়ে আমিও একদম থাকতে পারতাম না, ছেলের জন্য মন আমার খারাপ হয়ে থাকত। বাবা ঠিক বুঝতে পারত যে ছেলে ছেড়ে কি মা কখনো থাকতে পারে! তখন দাদার বড় মেয়ে বাবার কাছে সব সময় থাকত। বাবা আমার মন বুঝাবার জন্য দাদার মেয়েকে আমার কোলে বার বার দিচ্ছিল আর বলছিল, এটা তো তোরই মেয়ে। আমি না থাকতে পেরে ছেলে আনতে চলে গিয়েছিলাম। আমি গিয়ে দেখি ছেলে বাইরে খেলা করছে।

আমি 'বাবু' বলে ডাকলাম। ছেলে আমাকে দেখে পাখির মত ছুটে এসে কোলে উঠে আমার ব্লাউজের নিচে হাত দিয়ে দুধ খাওয়ার জন্য খুসখুস করছে। ওদের ঘরের সামনে একটা মন্দির ছিল। সেই মন্দিরের বারান্দায় বসে ছেলেকে কিছুক্ষণ দুধ দিলাম। তারপর পনের ষোল বছরের একটি মেয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, এটা তোমার ছেলে? আমার মুখে কোনো কথা নেই। তার সাথে আমি কথা বললাম না, কেন না এক কথা যদি বলি তাহলে ওরা সংসারের ব্যাপারে জানতে চাইবে। দেখলাম একদুই করে করে বেশ কিছু মেয়ে ওখানে জড়ো হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখছি আমার জা এসে বলল, দিদি ছেলে নিয়ে যেও না। ওর বাবা আমাদের কাছে রেখে গিয়েছে। আর আমাদের মানা করে গেছে যে ওর মা এলেও

BanglaBook.org

যেন ছেলে না দেওয়া হয়। ওর বাবা না এলে ছেলে এখান থেকে যাবে না। আমি তখন রাগে বললাম, বাঃ! ছেলেটা কি ওর একার? এখন ছেলে সে রকম বড়ও হয়নি, ছেলে এখনো দুধ খায় আর এই দুধের বাচ্চাকে মায়ের কাছে থেকে কেড়ে রাখতে কি তোদের লাভ হবে? আমি যে কি ভাবে আছি একমাত্র ভগবানই জানে? সে কিছুতেই মানছে না, ছেলে তো আমার কাছে থেকে যাবে না, ও জোর করে নিয়ে গেল, আমি সেইখানেই বসেছিলাম। ছেলেকে তো কোন রকম ঘরে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর ছেলে আবার বাইরে বেরিয়ে এসেছে। মেয়েদের মধ্যে একটি মেয়ে বলল, দিয়ে দাও না ছেলে, ছেলে ছেড়ে কি মা থাকতে পারে? ছেলে আবার আমাকে দেখে আমার কাছে এল, আমি কোলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। কিছুদুর এসে দেখছি ওর কাকা দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে। আমিও তখন জোরে হাঁটছি যদি সাথে সাথে বাস পেতাম তাহলে তখন ও আমাকে পেত না। তখন ওখানে কোন বাস ছিল না। দৌড়ে এসে আমার কাছ থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে চলে গেল। ছেলে জোরে চিৎকার করে কাঁদছিল, আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। আমার ছেলে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেল। আমি চোখের জল মুছতে মুছতে বাড়ি এলাম। বাবা বলল, ছেলে দিল না? মা বাবাকে বলল ও ছেলে ছেড়ে থাকতেও পারবে না। সত্যিই আমার ছেলে ছেড়ে থাকতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। ওই ছেলের জন্য আবার আমাকে তার কাছে যেতে হয়েছিল।

আমি ভাবছি একটি ছেলেতেই এতো ভোগ করতে হয়েছে আর একটি হতে যাচ্ছে! এরপর কি হবে জানি না। আবার তিনদিন হয়ে গেল পেটের ব্যাথায় কষ্ট পাচ্ছি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কারুরই চেষ্টা নেই। মা বাবা শুনে রাগের সুরে ওকে এসে বলল, মেয়েটাকে কি তুমি মেরে ফেলবে? বাবার সাথে তখন খুব অশান্তি বেঁধে গেল। বাবাকে লুঙি গুটিয়ে মারতে গিয়েছিল। বাবাকে তখন ও বলল, আমার ঘরের ব্যাপার আমি বুঝব, মা বাবা এই কথা শুনে তখন চলে গিয়েছিল। পরের দিন বাবা আবার এসেছিল, এসে দেখেছিল সেই রকমই ঘরে পরে আছি ব্যথায়। চার পাঁচ দিনে আমার চেহারা খুবই খারাপ হয়ে গেছিল। পাড়ার পদ্মার মা আমার কাছে বসেছিল। তাকে আমি মাসি বলতাম, সে আমার বাবাকে বলেছিল, আপনি নিয়ে যান মেয়েকে। চার পাঁচ দিন থেকে খুবই কষ্ট পাচ্ছে। বাবা সাথে সাথে বাড়ি গিয়ে মাকে নিয়ে এল। এসে আমাকে রিক্সায় করে বাবার কোম্পানীর হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডি. পি. এল. হাসপাতালে, একদম ভেতরে নিয়ে গেল। আমি চোখের জল মুছতে মুছতে বাবাকে বললাম, বাবু আমি ঘুরে আসব তো? তখন আমার মনে পড়ল ষষ্ঠীর জামাইবাবুর কথা। একবার হাসপাতালে গিয়ে আর বাড়ি ফিরে আসেনি। অসুখ করেছিল। বাবা আমার কান্না দেখে বলল, কিছু হবে না

BanglaBook.org

মা, ভগবান আছে, কিছু হবে না। মা বাবা চলে যাবার পর আমাকে ডেলিভারি রুমে নিয়ে গেল। দেখছি কাটাকাটির সব যন্ত্র। আমার ভয় পাচ্ছে। ডাক্তারকে বললাম, আমাকে কাটবেন? আমার কথা শুনে সব ডাক্তাররা হাসাহাসি করতে লাগল। আবার দেখলাম সেই আগের মত এখানেও আমার হাত পা বাঁধাবাধি করল। ব্যথাতে আমি চিৎকার করছি। চিৎকার করতে করতে আমি যেন বেহুশ হয়ে গেছি।

রাত দশটায় আমার ছেলে জন্ম নিয়েছে। আমি রাত বারোটার সময় চোখ খুলে দেখি আমি অন্য ঘরের বেডে। আমার পাশে ছোট একটি বেডে আমার ছেলে শুয়ানো। তখন আমি জানিও না যে আমার এটা ছেলে না মেয়ে। অত রাতে আমি আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে দেখি ছেলেই, আবার আমার ছেলেই হয়েছে। আমি ভেবে ছিলাম এবার একটি মেয়ে হলেই হত। ভগবান আমাকে আবার ছেলেই দিয়েছে! সকাল হয়েছে আশেপাশের রুগিরা সব বলাবলি করছিল যে তোমার ছেলে খুব বড়-সড় হয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে ছ মাসের ছেলে। পরে ডাক্তার এসে বলল, তোমার বাবা বলেছে অপারেশন করতে কিন্তু তোমার শরীরের অবস্থা খুব খারাপ, এখন তোমার অপারেশন হবে না। ডাক্তার জানতো যে আমার ছেলে খুব বড় সড় হয়েছে। তিন কিলো দশ গ্রাম ওজন।

পরদিন মা আর বাবা এসে দেখছে আমার আবার ছেলে হয়েছে। ছেলে দেখে মা বাবা খুব খুশি। আমার ছেলে নিয়ে শালা শালা করে হাসাহাসি করে কথা বলতে লাগল। আমার জন্য বাবা খাবার এনেছিল। আমি খাচ্ছিলাম। সেই সময় এক আয়া এসে বলল বাবাকে, আপনাকে ডাক্তার ডেকেছে। বাবা ডাক্তারের কাছে দেখা করতে গিয়েছিল। ডাক্তার বলেছে, আপনার মেয়ের এখন অপারেশন হবে না। ওকে বাড়ি নিয়ে একটু ভাল মন্দ খাইয়ে ছমাস পরে নিয়ে আসবেন। আমি অপারেশন করে দেব। এখন ওর গায়ে রক্ত কম শরীর দুর্বল। আমি বাড়ি যাবার পর এসব জানলাম।

বাবার কাছে আমি পাঁচ দিন ছিলাম। পাঁচ দিনেই বেশ শরীর সুস্থ হয়ে গেল। পাঁচদিনে চানটান করে আর থাকিনি। সেইদিনই আবার বিশ্বকর্মা পুজো ছিল। আমি সেই দিনই চলে এসেছিলাম। আমি এলাম বড়ছেলের ইস্কুলের জন্য। আমি অনেক কষ্টে স্কুলে ভর্তি করেছি। আমার খুব ইচ্ছে যে আমি ছেলেদের স্কুলে পড়াব। আমার ছোট ছেলেকে নিয়ে যখন বাড়ি এলাম পাড়ার লোকে আমার ছেলে দেখতে এসেছিল। পাড়ার শিবুর মা, আমি তাকেও কাকিমা বলতাম, সে আমার ছেলেকে দেখে যেন চোখ মাথার উপর করে বলল, বাঃ বা কত বড় ছেলে! ছ'মাসের ছেলের মত। তখন আমি ভাবলাম আমার পিছনে এমনই সব সময় লোক লেগে থাকে আবার আমার ছেলেদের যেন কিছু না হয়। এই ভেবে আমি

BanglaBook.org

শিবুর মায়ের ওই কথা শুনে তাড়াতাড়ি করে ছেলের বাঁ হাতের কড়ে আঙুল দাঁতে নিয়ে ছেলের গায়ে থু থু করে থুতকুড়ি দিলাম, যাতে নজর না লাগে, কিন্তু এসব করার পরেও ওই পাড়াতে থেকে আমার ছেলেদের কিছু না কিছু হতেই থাকত। পাড়ার সীতারাম দাদা আমাকে বোনের মত ভালবাসত। ও একটু ফুঁ দিয়ে ঝাড়া জলপড়া এসব জানত। আমার ছেলের কিছু হলেই সীতারামদাদাকে ডাকতাম। ও এসে ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে দিত। একটু ভাল বুঝতাম। তারপরে দেখতাম বেশি কিছু জ্বর-টর হলে কিছুতেই ছাড়ত না। আমি ওর বাবাকে বলতাম। ও কিছু কানে নিত না। সে ব্যবস্থা আমাকেই করতে হত। কি করব চিন্তা করি মা বাবা যখন দিয়েছে যার হাতে তখন মরি বাঁচি তার কাছেই থাকতে হবে! কিন্তু ছেলেদের ও খুব ভালবাসত। ও কোনদিন ছেলেদের গায়ে হাত দিত না, বরং আমি যদি ওর সামনে ছেলেদের মারতাম তাহলে আমাকেই তার জন্য কত মার খেতে হয়েছে।

দুটো ছেলে হবার পর ঘরের খরচা বেড়ে গেল। আমি ভাবলাম আমার কিছু একটা করলে ভাল হত। এই ভাবে আর কত দিন চলবে? ভাবলাম যে কোনো কাজ একটা করলে ছেলেদের স্কুলের খরচটা চালাতে পারতাম। তাছাড়া হাতে দুটো পয়সা থাকলে ভালই হয়। তখন আমি পাড়ার ছোট ছোট বাচ্চার মাদের বললাম আমার কাছে তারা যেন বই নিয়ে পড়তে আসে, তাহলে ভালই হবে তাদের সাথে সাথে আমার ছেলেদেরও পড়াটা হবে। এখন আমি ওয়ান টুয়ের ছেলে পড়াতে পারব, আর পারবই যখন তাহলে এখন থেকে আমি আমার ছেলেদের জন্য টিউশনির পয়সা দিতে যাব কেন! দু চারটে ছেলের সাথে আমার ছেলেরাও ভাল পড়বে। এইভেবে ঘরে বসে কয়েকটা ছেলে জোগাড় করলাম। তারা বেশ আমার কথা মানতে লাগল। এক-দুই, এক-দুই করতে করতে বেশ কিছু ছেলে মেয়ে হয়ে গেল। মাসে মাসে তারা বেশ দশ বিশ টাকা করে দিতেও লাগল। এই করে মাসে আমার দু থেকে তিনশ টাকা হত। যখন আমি ঘরে বসে এই করতে লাগলাম তখন আমার বর দেখল এখন ওর হাতে পয়সা হচ্ছে ও তখন সংসারের খরচার জন্য পয়সা দিতে কম করে দিল। তখন আমি ভাবতাম দুটো পয়সার জন্য আমি এই করতে লাগলাম আমার তাই যদি না হয় তাহলে আমার এত কষ্ট করার লাভ কি! আমি যে সব ছেলে-মেয়েদের পড়াতাম তারা আমাকে কত ভালবাসত আমি যা বলতাম ওরা তাই মানত। আমি ভাবতাম ওরা যদি পয়সা নাও দেয় তবুও আমি ওদের ছাড়ব না। কেউ বলে বৌদি, কেউ বলে কাকিমা, কেউ বলে দিদি, ওদের এই আওয়াজটা শুনলে যেন আমার মনে হত ওরা আমাকে একদম নিজের ভাবে।

BanglaBook.org

এইভাবে বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। আমার বড় ছেলে তখন ফোর-

ফাইভে পড়ে। তখন এক আধবার আমার বড়মার মেয়েরা আমার কাছে বেড়াতে আসত। একদিন ওদের সাথে একটি ছেলে এসেছে। ছেলেটির নাম ছিল দুলাল। হঠাৎ এসেছে। প্রথমে আমি চিনতে পারিনি। তারপর বড়মার মেয়ে লক্ষ্মী বলল, এই দেখ দুলাল এসেছে, আমি বললাম, দুলাল? লক্ষ্মী বলল, সেই যে তোরা মণিদের বাড়ি ভাড়া ছিলি আর ওদের বাড়ির পাশেই দুলালদের বাড়ি ছিল। তোরা একসাথে কত খেলেছিস। আমি বললাম, ও আচ্ছা-আচ্ছা! সেই যে প্যান্টের ফিতে বা বোতাম কিছুই থাকত না, প্যান্টে গিট দিয়ে পড়ত, আর মণি জামাই জামাই বলে রাগাত সেই দুলাল, আমরা তো কত খেলা করেছি। তখন আমার মনে পড়ল বাবা যখন ডিউটি চলে যেত ফাঁক পেলেই একটু খেলে আসতাম। খেলতে খেলতে মনে পড়ত এখনি যদি বাবা এসে যায় তাহলে দেখে ফেলবে, এমনি খেলতে দেয় না আর যদি এসে দেখে ছেলেদের সাথে খেলছে তাহলে তো আর রেহাই থাকবে না। তখন দুলালও বেশি মেয়েদের সাথে খেলত।

এখন দুলালরা বড়মাদের বাড়ির কাছে ঘর করে আছে। ওর বাবা নেই, ওরা খালি দুই ভাই আর ওর মা। আগেও বড় মায়ের মেয়েদের সাথে আসত। এরপর বড়মায়ের মেয়েরা না এলেও ও একাই আসতে শুরু করল। আমি কিছু মনে করতাম না, আসছে আসুক। আমিও ও এলেই চা টা করে দিতাম। ও এসে বসে আমার ছেলেদের নিয়ে আদর করে। ও আসত আমার ছেলেরা ওর ভালবাসা পেয়ে খুব গায়ে ওঠা হয়ে যেত, ও যখন আসে তখন আমার ছেলেদের খুব আনন্দ হত, ও যদি একদিন না আসত তাহলে আমার ছেলেরা ওর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করত যে কেন এল না। বারবার জিজ্ঞাসা করাতে আমারো বিরক্ত লাগত। যেমন ছোট বেলায় হত। আমরা লুকোচুরি খেলতাম, আমি লুকিয়ে থাকতাম আর ও আমাকে খুঁজে বেড়াত। এরই মধ্যে ওর মা ওকে ডাকাডাকি করত তখনো এই রকমই আমার বিরক্ত লাগত। কিন্তু আমার স্বামী চায় না যে ও আসুক। দুলালকে যদি বাড়িতে দেখত তাহলে ওর রাগ হত। মুখে কিছু বলত না, ওর হাব ভাব দেখে বোঝা যেত বা দুলালও বুঝতে পারত। একদিন দুলাল আমাকে বলল, দেখ আমি আসি বলে শঙ্করদা তোর সাথে এই রকম ব্যবহার করছে। তখন আমি বললাম, না না ও এই রকমই। দুলাল আবার বলল, দেখ আমার জন্য তোদের ঘরে অশান্তি হয় তা আমি চাই না। তখন আমি জোর গলায় বললাম, কিছু হবে না, আর হলেই বা তাতে কি? আমি কি ছোটবেলার বন্ধুর সাথে ভাল করে দুটো কথাও বলতে পারব না? আর কি হবে, আর এই হবে, মারবে, তাতে কি? ও মারবে আর কতগুলো পাড়ার লোক এসে জড়ো হবে, তখন আমার মুখ মাটির নিচের দিকে যাবে। তাতে আমার কিছু আসে যায় না, এসব অনেক হয়ে গেছে। এখন আর আমি ভয় করি না।

BanglaBook.org

আমি এ কথা বলার পর ও রোজ আসতো, ও আসা বন্ধ করেনি। আর আমি জানতাম, ও যে কাজ করে তাতে ওর চলত না। সেই জন্য ওকে আমি কিছু না খাইয়ে যেতে দিতাম না। আমি দু ছেলের মা হয়েও আমার স্বামীর রাগের কথা না ভেবে এ রকম একটা ছেলের উপরে খেয়াল রাখতাম। বেবী এতটুকুই জানত যে বেবীর সাথে দুলাল যখন তুই করে কথা বলত তখন ওর ছোট বেলার খেলাধুলার কথা মনে পড়ত আর বেবী এও জানত যে দুলালের জন্য ওর মনে যদিও কিছু ছিল তবে ওই রকম না যেমন পাড়ার বেলার মনে ছিল তারককে নিয়ে। বেলা বেবীর কাছে থেকে প্রেমপত্র লিখিয়ে নিয়ে গেছে তারককে দেবার জন্য; যদি দুলাল বেবীকে নিয়ে কেউ জিজ্ঞাসা করত বা ওর ছেলে পিলের দিব্যি দিয়ে সত্যি সত্যি বলার চেষ্টা করত তবে বেবী হয়ত এও স্বীকার করে নিত যদি দুলাল লেখাপড়া জানত তবে বেলার মত বেবীও দুলালকে ওই রকম কিছু লিখে পাঠাত।

ছেলেটি যখন বেলাকে চিঠি দিত ও আমার কাছে দৌড়ে আসত এসে বলত, এটা আমাকে পড়ে শুনাও। ছেলেটি নাকি পাড়ার তাপসীর মার কোন এক সম্পর্কের দেওর হয়। ও নাকি তাপসীর মাকে জোর করে একটা কাগজে কি যেন লিখে ওর গায়ে ফেলে দিল। ওই কাগজটা ও লুকিয়ে রেখে এক সময় ফাঁক পেয়ে আমার কাছে এসেছিল, এসে বলেছিল, এতে কি লেখা আছে বল। ওরা যে আমার কাছে আসত যখন পড়ে শুনাতাম তখন ওদের দেখে মনে হত যত আনন্দ যত ভালবাসা সব ওই কাগজে, ওদের মুখ থেকে যেন ফুল ঝরে আসত। ওদের জন্য আমাকে কয়েকটি প্রেমপত্র লিখতে হয়েছিল। আমি ওদের বলতাম, দেখ আমি চিঠি-ফিটি লিখতে জানি না, তবুও ওরা মানত না। লিখে দিতাম যেমন তেমন করে বড় বড় করে, তাই ওরা আনন্দতে নিয়ে ছুটতো।

বেলা আর তাপসীর মায়ের ব্যাপার তো আমার জানাই ছিল, কিন্তু পাড়ার নিশা আর বিভুদার প্রেমও আমার জানা ছিল বা এদের আমি অনেক রকমভাবে সাহায্যও করেছিলাম। পাড়ার বিভুদা পাড়ার নিশাকে ভালবাসত। বিভুদার বিয়েও হয়েছিল। ঘরে বৌ ছিল। তবুও ঘরে বৌ থাকলে কি হবে, যাকে যার ভাল লাগে। প্রথমে নিশার সাথে বিভুদার বৌয়ের খুবই ভাব ছিল। এক জায়গায় ওঠাবসা খাওয়া দাওয়া সবই ছিল। যখন বিভুদার বৌ জানতে পারল যে বিভুদার অন্য রকম ভাব চলছে তখন থেকে আর নিশাকে দেখতে পারত না, নিশা দু চোখের বিষ হয়ে গেল। তারপর থেকে নিশাকে যেখানে দেখত সেখানেই গালাগালি শুরু করত। বিভুদার বৌয়ের একটি পা ছোট ছিল, ডানদিকের পা ছোট। তবে ও দেখতে খুব

সুন্দর ছিল। ওকে দেখে সব সময় নতুন বৌয়ের মত লাগত। ও যখন ঘরের বাইরে হত তখনই মাথায় ঘোমটা দিত। সিঁথির সিঁদুর দেখা যেত না। কপালে সিঁদুরের টিপ পরত বেশ বড় করে। দেখতে খুব সুন্দর লাগত। ওর গায়ের রঙও খুব ফর্সা ছিল। ওর মাথার চুলও বেশি ছিল। বিভুদা যেদিন ঘরে থাকত সেদিন বিভুদাকে অনেক কিছু বানিয়ে খাওয়াত। স্বামীর উপর খুব ভালবাসা ভক্তি ছিল। আর নিশার গায়ের রঙ কালো হলেও দেখতে মন্দ ছিল না। ওর মাথায় চুলও বেশ ভালই ছিল। আমার দুজনকেই ভাল লাগত। বিভুদা যদি পাড়ায় ঘুরতে বেড়াত কিছুক্ষণ পরে বিভুদার বৌও বেরিয়ে পড়ত। ও দেখতে চাইতো বিভুদা নিশার সাথে কথা বলে কি না, পাড়াতে একে তাকে জিজ্ঞাসা করত বিভুদা নিশার সাথে কথা বলেছে কিনা। আমি যখন সন্ধ্যাদিদের পাশে ছিলাম তখন একবার আমাকেও জিজ্ঞাসা করেছিল আবার বলেছিল, দেখবে তো তোমার দাদা ওই মেয়েটির সাথে কথা বলে কিনা, যদি বলে আমাকে বলবে। আমার কাছে আসত। নিশা আসত বিভুদার জন্য আর বিভুদা আসত নিশার জন্য। নিশা যে আমার কাছে আসত সেটা বিভুদা জানত না। আমি দেখতাম বিভুদা নিশার সাথে কথা বলার জন্য নিশাদের বাড়ির আশে পাশে খালি ঘোরাঘুরি করত। আমার কাছে এসে ওরা কথা বলার সুযোগ পেত, ওরা যখন আমার কাছে আসত তখন আমার ভয় ভয় করত। ভাবতাম বিভুদার বৌ এসে যদি দেখে ফেলে তাহলে যে কি হবে! নিশা আর বিভুদা কয়েকবার সিনেমাও গেছে। দু একবার আমাকেও নিয়ে গেছে। একদিন আমি নিশা বিভুদা আরো কয়েকজন স্বপনদের বাড়িতে বসে টিভি দেখছিলাম, হঠাৎ বিভুদার বৌ এসে বিভুদাকে ডাকল। এতো লোক থাকলে কি হবে! ওর মনের ভাব যতই লোক থাকুক না কেন যেখানে নিশা আছে সেখানে বিভুদা থাকবে কেন! ও এসেছিল বিভুদাকে কোনো দরকারের জন্য ডাকতে। আর এসে দেখে দুজন একই জায়গাতে। তখন বেলা দশটা এগারোটা হবে। ডাকার পরও বিভুদা ওখান থেকে ওঠেনি তখন বিভুদার বৌয়ের খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। ও ঘরে গিয়ে উনুনে ভাত বসিয়ে জানিনা কি খেয়েছিল সেই সময়ই মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল। নিজেকে সামলাতে পারেনি শুয়ে পড়েছিল। বিভুদা ঘরে গিয়ে শুয়ে আছে। বিভুদার বৌ কিছুক্ষণ পরে উঠে উনুন থেকে ভাত নামাতে গিয়েও খুব কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে আর ভাত নামাতে পারল না ধপ করে পরে গেল আর সাথে সাথে মুখ দিয়ে ফ্যানা উঠতে লাগল। বিভুদা বাড়ির সবাইকে ডেকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেল। কিন্তু নিয়ে গিয়েও কোনো লাভ হলনা। সেইদিনই রাত দুটোর সময় বিভুদার বৌ মারা গেল। শুনে পাড়ার লোকেদের অবাক লাগল। তারপর যত মুখ তত কথা, কেউ বলছে,

BanglaBook.org

দিনের বেলায় বৌটা দেখলাম ঘুরে বেড়াচ্ছে আর এখন একি শুনলাম। কেউ বলল, হায় হায় বৌটা এত ভালছিল গো। কেউ কেউ বলল, ওই নিশার জন্য বৌটা গেল। বিভুদার বৌ যেকোনো কারণেই হোক চলে গেছে, কিন্তু বিভুদা তবুও নিশাকে ছাড়েনি। নিশা অনেক সময় রাগ করে বিভুদাকে বলেছে, দেখ লোকে আমার দোষ দিচ্ছে। নিশার কথা বিভুদা কোনো সময় কানে নিত না। লুকিয়ে ছুপিয়ে ওদের মেলামেশা চলত। এভাবে থাকতে থাকতে পরে বিভুদার দাদা-বৌদিরা বিভুদাকে আবার বিয়ে দিল, কেন না বিভুদার আগের বৌয়ের মেয়ে বা ছেলে কিছুই ছিল না, বিয়ে অনেক দিন হয়েছিল।

বিভুদা নিশাকেও বলেছিল বিয়ে করার জন্য, নিশা রাজি হয়নি। একবার আমিও জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখন নিশা বলেছিল, আমার সাথে ওর বিয়ে চলবে না। আমি এক জাত আর ও অন্য এক জাত। তাহলে আমার বাবাকে জাতে নেবে না, এক ঘরে করে দেবে। সে যাক, বিভুদা আবার বিয়ে করল। এই বৌও দেখতে মন্দ নয়, মোটামুটি। বিয়ে করার পরেও বিভুদা নিশাকে ছাড়েনি, তবুও ওদের লুকিয়ে মেলামেশা সিনেমা দেখাদেখি চলত। একদিকে বিভুদাকে নিশার ভুত চেপে ধরত আর অন্য দিকে বিভুদার আগের বৌয়ের ভুত ওর নতুন বৌকে বারবার এসে ধরত। কিন্তু নিশার ভুতের কোনো ওষুধ ছিল না আর ওর এই বৌয়ের গায়ের থেকে ভুত তাড়াবার জন্য ওঝাকে ডাকতে হত। ওঝা এসে ঝাড়াঝাড়ি করত, জিজ্ঞেস করত, মুখে জলের ছিটে দিত, আগুনের ছেঁকা দিত আর ভূতকে ধমক দিয়ে বলত, বল তুই কে? বার বার জিজ্ঞাসা করার পর ও বিভুদার আগের বৌয়ের নাম বলত। ওঝা আবার জিজ্ঞাসা করত, 'তুই এর কাছে কেন এসেছিস? ও বলত, আমার স্বামীকে আমি কাউকে ভোগ করতে দেব না আর ওর পেটে বাচ্চা আছে আমি হতে দেব না। আমার কোনোদিন ছেলে পিলে হয়নি তারও হবে না। এই কথা শুনে আবার আগুনের মশাল নিয়ে মুখে চেপে ধরত, তখন বলত, আচ্ছা আমি চলে যাচ্ছি। ওঝা জিজ্ঞাসা করত, আর আসবি নাতো? ও বলত, না। ওঝা বলত, কোন দিক দিয়ে যাবি? ও বলত, ঘরের পিছন দিয়ে যাব। ও দৌড়ে ঘরের পিছনে ধপ করে পড়ে যেত। এইভাবে অনেকবারই কষ্ট পেয়েছে, এর মধ্যেই ওর এক মেয়ে হয়। বিভুদার মেয়ে খুব আদরের মেয়ে, বাড়ির সবার ভালবাসা পায়। বিভুদারও চোখের মণি হয়ে গেছে।

বিভুদার মেয়ে হয়েছে তাতে কি? ওরতো হবারই ছিল, নইলে সে আবার বিয়ে করত কেন? আর এই মেয়েইতো এখন প্রথম! এই পাড়াতে আর কিছু হোক বা না হোক এক এক ঘরে তিনটে চারটে করে বাচ্চা ঠিক হয়েইে যাচ্ছে, আর আমারও। পাড়ার রীতি ঠিকই আছে। আমারও তিনটে হতে যাচ্ছে, তবে আমি

BanglaBook.org

ভাবি এবার একটা মেয়ে হলেই ভালই হয়। আর আমি নিজে ঠিক করেছি এই লাস্ট এরপরে আর বাচ্চা হতে দেব না। এবার আমি অপারেশন না করে বাড়ি আসব না। আমার মনের এই কথা ষষ্ঠী আর দুলাল ছাড়া আর কেউ জানে না। আমি বাবাকেও বলিনি, কেন না আমার এই অবস্থা সে একবারও দেখতে এল না। আমি অপারেশন এই জন্য করাতে চেয়েছি যে আমার সংসার আর যেন না বাড়ে। আমার এই পয়সাতে সংসার চালান যে কত মুস্কিল হচ্ছে সে আমিই জানি। এদিকে আমার টিউশনিতে আর সেইভাবে কেউ পয়সা দেয় না। কেউ দেয়, কেউ দেয় না, সে যাক, এখন তো আমাকে হাসপাতালে যাবার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। আমি ভাবলাম আগে থেকেই যাওয়া ভাল। কেন না আমাকে এবার অপারেশন করেই বাড়ি আসতে হবে। আমি সব কাপড় চোপড় রেডি করেই রেখেছিলাম। একমাস আগে থেকেই। আমি দুলালকে বলে রেখেছিলাম আমি হাসপাতাল থাকলে আমার ছেলেদের একটু যেমন আসছ তেমনি এসে দেখে দেখে যাবে। এবার হাসপাতালে যাবার আগে দু্দিন ব্যথা। আমি নিজেই মুখ টিপে সহ্য করে থেকেছিলাম। যখন আর সহ্য করতে পারলাম না তখন আমি আবার বড় ছেলেকে বললাম, যাতো বাবা, সীতারামদাকে ডেকে নিয়ে আয়। সেদিন দুলাল বুঝতেই পেরেছিল, ও আর সেদিন তাড়াতাড়ি বাড়ি যায়নি, বসেই ছিল। আমি আবার আমার স্বামীকে দিয়ে আমার শাশুড়িকে আনিয়ে ছিলাম, বলেছিলাম, আমি হাসপাতালে থাকলে আমার এই ছেলেদের কে দেখবে, তুমি বরং মাকে গিয়ে নিয়ে এসো। আমার এই কথা মেনেও ছিল, ও গিয়ে আমার শাশুড়িকে এনে ছিল।

ওই রাতে দুলাল আর বাড়ি গেল না। বিভুদা, সীতারামদা, দুলাল আর আমার স্বামী রাত তখন বারোটা, আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে রেখে এল। পরের দিন আমাকে অন্য রুমে দিয়েছে, সেদিন দুলাল গিয়ে আমাকে খুঁজে পায়নি। ও আর কাউকে জিজ্ঞাসাও করেনি, বোকার মত বাড়ি গিয়ে সবাইকে বলেছে যে বেবী হাসপাতালে নেই! পাড়ার লোকে ভেবেছিল বেবী হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গেছে। দুদিন আর খোঁজ খবর কেউ নেয়নি। দুদিন পরে তিনদিনের দিন বেলা তিনটের সময় বিশ্বকর্মা পূজোর দিন আমার মেয়ে হল। তারপরই দুলালই আবার খোঁজ নিয়ে গেছে। আমাকে এসে দেখে আমি মেয়ে নিয়ে বসে আছি, আমি ওকে দেখে বললাম, তোমরা আমাকে রেখে চলে গেলে আর এলে না, তুমিই বা কেন এলে না? ও বলল, আমি এসেছিলাম তোকে পাইনি। তখন আমি ওকে বললাম যে, ডাক্তারে কি ভেবেছিল জান? ডাক্তারে ভেবেছিল এতদিন যখন কেউ এল না হয়ত ওর বাড়িতে কেউ নেই। ও বাড়ি গিয়ে বলেছিল যে বেবীর মেয়ে হয়েছে, ওকে অন্য রুমে রেখেছিল।

BanglaBook.org

মেয়ে হবার পরদিন আমি ডাক্তারকে বলেছিলাম যে, আমি অপারেশন করাতে চাই। ডাক্তারে কিছুতেই মানতে চাইছিল না, বলেছিল, তোমার বাড়ির কেউ না এলে আমি অপারেশন করতে পারব না। তোমার স্বামীর হাতের সই চাই। আমি বলেছিলাম, সই আমি করে দিচ্ছি। বাড়ির কেউ না এলে কি করব, কতদিন বসে থাকব হাসপাতালে? ডাক্তারে আমার হাতের সই নিয়ে গেল আর বলে গেল, কাল সকালে কিছু খাবে না রেডি হয়ে থাকবে। আমি চিন্তা করলাম, আমার মেয়েকে কে দেখবে তিন চারদিন? ভাগ্যে আমি কিছু পয়সা লুকিয়ে রেখেছিলাম তাই আমি পয়সা দিয়ে আয়া রাখতে পেরেছিলাম আমার মেয়েকে দেখার জন্য।

আমাদের একসাথে সাত জন মেয়ে একই দিনে একই সময়ে অপারেশন হয়েছিল। আমার জ্ঞান ফিরেছিল সবার আগে। আমিই চলাফেরা করতে পেরেছিলাম। অপারেশনের পর আরো পনের দিন আমাকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। অপারেশনের পর আমার স্বামী প্রায় রোজই খাবার নিয়ে আসত। দুলালও অনেকবার গিয়ে দেখাশুনা করেছে। হাসপাতাল থেকে যখন বাড়ি এলাম পাড়ার লোকে সব কিছু জেনে শুনেও আবার জিজ্ঞাসা করে, বেবী তুই নাকি হাসপাতাল থেকে পালিয়েছিলি? তুই নাকি ওখানেই ছিলি না? আমি বলেছিলাম যে, আমাকে অন্য রুমে দিয়েছিল। তাই ওরা গিয়ে খুঁজে পায়নি। সবাই বলাবলি করতে লাগল, দুই ছেলের পর একটি মেয়ে তোমার কপাল খুব ভাল। আমি ভাবছি আমার কপাল যে কত ভাল সে ভাল করেই জানি।

আমার কপাল ভালমন্দ যেমনিই হোক কিন্তু আমার মেয়ের কপাল মনে হয় ভাল। আমার মেয়ে সবার আদরের ছিল। সব থেকে দুলালের একটু বেশি ছিল। ও রোজ আসত, মেয়ের জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসত। মেয়ের একটু কিছু হলেই সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেত। আমাকে বলতেও হত না বা আমাকে যেতেও হত না, ও নিজেই নিয়ে যেত। এবার আমার ছোট ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করার সময় হয়েছে, আমি তার জন্য এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছি আর মেয়ের জন্য অত চিন্তা করতে হত না, মেয়েকে দেখাশুনা সব ওই করত। অনেক অনেক দিন ওদের বাড়ি নিয়েও রাখত। দুলালের মাও তখন আমার মেয়েকে খুব ভালবাসত। চান করানো খাওয়ানো - ওর মাও অনেক করেছে। এরপর মেয়ে এমন হয়ে গেল মেয়ে আর ওদের বাড়ি গেলে আসতে চাইত না।

হাসপাতাল থেকে বাড়ি এসে একটু আরাম পাব কোথায় তা নয় এ ঘরের ঝামেলা, ছেলেপিলের ঝামেলা লেগেই আছে। মন চাইছে কোথাও থেকে একটু বেড়িয়ে আসি। সেই সময় এক সুযোগ পেয়ে গেলাম। আমার ছোট দেওর এসেছিল,

BanglaBook.org

ও থাকে ধানবাদে। কথায় কথায় বলল, চল বৌদি আমি যেখানে থাকি সে জায়গা দেখে আসবে, এখন ওখানে খুব বড় মেলা বসেছে, চল দেখে আসবে। আমি বললাম, ভালই হল চল। ওখানে ঘোরা ফেরা, মেলা দেখা খুব ভালই হল।

ওখান থেকে যেদিন এসেছি সেই দিনই পাড়াতে এক দৃশ্য, এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। পাড়ার পান্নার বৌ একদম পুতুলের মত দেখতে, গায়ের রঙও ফর্সা, মাথার চুলগুলো কোঁচকানো, শরীরটা বেশ পাতলা, আর সেই বৌকে পান্না গায়ে অ্যাসিড ঢেলে জ্বালিয়ে মারল। সেদিন রবিবার, পাশের বাড়িতে বসে বৌটা টিভিতে সিনেমা দেখছিল। সেদিন পান্না নেশা করেছিল। এমনিই বৌটাকে খুব মারত। পান্না রাগে জোর গলায় ডেকে নিয়ে গেল বাড়িতে। বৌটার সাথে দু এক কথা হতে হতে ওর গায়ে অ্যাসিড ঢেলে দিয়ে দেশলাই খুঁজে বেড়াচ্ছিল। বৌটা তখন দেশলাই নিজেই পান্নার হাতে দিয়েছিল আর বলেছিল, তোমার যদি আমাকে মেরেই শান্তি হয় তবে এই নাও দেশলাই আর জ্বালিয়ে দাও। বৌটাও রেগে গিয়েছে আর পান্নাত নেশায় ছিল। সেই ওর হাতে দেশলাই দিয়েছে আর অমনি একটি কাঠি জ্বেলে বৌটার গায়ে ছুঁড়ে ফেলেছে, আর সাথে সাথে সারা শরীর জ্বলে গেল, শরীরের চামড়া মাংস সাদা হয়ে গেল। উলঙ্গ অবস্থায় তবুও বৌটার জীবন ছিল। পাশের বাড়ির একটি মেয়ে লতা বেরিয়ে দেখেছে বৌটা দেওয়াল ধরে নিচু হয়ে দাঁড়িয়ে, মুখে স্রেফ উঃ উঃ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। লতা বেরিয়ে দেখে চমকে খুব জোরে চেঁচিয়ে বলল, পান্না বৌদিকে মেরে ফেলেছে! ও চেঁচাবার সাথে সাথে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল। শুনে আমরাও গিয়েছিলাম, আমরা গিয়ে দেখলাম বৌটা সেইভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের চামড়া সব কেটে কেটে ঝুলছে। দেখে আমার মনে হয়েছিল ওর জীবনটাই খালি বেরতে কষ্ট হচ্ছে।

সাথে সাথে পাড়ার লোকে থানায় ফোন করল, পাড়ার লোকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেল। পান্নাকে পাড়ার লোকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল যাতে পালাতে না পারে। ঘন্টা দু-একের পর পুলিশ এসে আশে পাশের লোকের কাছে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে পান্নাকে ধরে নিয়ে গেল। বৌটা আর ফিরে আসেনি। বৌটার যতক্ষণ জীবন ছিল ততক্ষণ পুলিশে আর ডাক্তারে ওর সাথে কথা বলে গেছে। ও বলেছে যে, না আমার স্বামীর কোনো দোষ নেই, আমি নিজেই গায়ে আগুন নিয়েছি। এই কথার জন্য পান্নার বেশি সাজা হয়নি, স্রেফ তিনমাস জেল খেটে ফিরে এসেছিল। কষ্ট পাচ্ছে খালি ওর বাচ্চাগুলো। ওর একটি মেয়ে সাত বছরের আর একটি ছেলে দশ বছরের। বৌটার মুখ খানা আমার এখনো মনে পড়ে। ছেলে-মেয়েকে যখন স্কুলে দিতে যেত দুই ছেলেমেয়ের দুই হাত ধরে খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে যেত, আর

বেশিরভাগ আমার দুয়োর পেরিয়েই যেত। সময় থাকলে আমার সাথে দু এক কথা না বলে যেত না। বৌটা মরে যাবার পর বৌটাকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে আনা হয়েছিল। আমরা দেখতে গিয়েছিলাম ওর মুখের শেষ চেহারাটা দেখতে। দেখলাম ওর মুখখানা সাদা দুধের মত হয়ে গেছে, কপালের টিপখানা কিছুই হয়নি সেই রকমই ছিল। তার চোখ দুটো দেখে মনে হয়েছিল যেন তাকাচ্ছে, হয়ত এখনি ও কিছু বলতে চাইছে, ওর কথা যখন আমার মনে পড়ত তখন এই চেহারা আমার চোখে ভেসে উঠত। পান্না গ্যাস কারখানায় কাজ করত, ও কারখানা থেকেই অ্যাসিড এনে রেখেছিল ঘরে। এখন ওর ছেলে মেয়ে ওর শাশুড়ির কাছে থাকে, শ্বশুরবাড়ির লোকে দেখাশুনো করে। ছেলেমেয়েকে পান্নার কাছে যেতে দেয় না। ও যে বাড়িতে ছিল, সে বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছে। এখন ও সময়ে ডিউটিতে যায় সময়ে যায় না। মাসে যে পয়সা পায় সব নেশা করেই শেষ করে দেয়। একদিন ষষ্ঠী আর আমি পান্নার বৌয়ের গল্প করছিলাম। ষষ্ঠী বলছিল, রাতে আমার ভয় হয় যদি ওর কথা মনে পড়ে ওই তাকানো চোখগুলো যেন এই বুঝি আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। এসব কথা হতে হতে আমি উঠে চলে যাচ্ছিলাম, তখন ষষ্ঠী বলল, মনে আছে তো তোমার কাল থেকে আমার ঘরে পূজো। তুমি আসবে তো? আমি বললাম, হ্যাঁ, কেন আসবো না? পুজো বলে কথা, আসব না! ষষ্ঠীর ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে ভাবছিলাম পান্নার বৌয়ের তো যা হবার হয়েই গেল কিন্তু মা মনসাকে বলব তার ছোট-ছোট ছেলেমেয়েগুলো যেন কষ্ট না পায়।

এখন ষষ্ঠীর ঘরে প্রতিমা এনে পূজো হয়, দশহরা ধরে ওরা পূজো করে। একবার ওদের পূজোতে আমি উপোস করে পূজো দেব বলে ভেবেছিলাম, সেদিন আমি উপোসও ছিলাম। রাতে পূজো হয়। সন্ধেবেলাই ওরা ঢাক বাজিয়ে পুকুর ঘাটে জল ভরতে যাচ্ছিল। আমিও ওদের সাথে যাব বলে রেডি হয়েছিলাম। সবাই রাস্তায় বেরিয়ে গেছে, আমাকে আমার স্বামী সেখান থেকে গালাগাল দিয়ে নিয়ে এল। আমি ঘরে এসে দুটো কথা বলেছিলাম সেই নিয়ে গোটা পাড়া তাড়িয়ে বেরিয়ে ছিল আমাকে মারার জন্য। আমি পূজো দেব বলে উপোসই ছিলাম। বাজার থেকে ঠাকুরের জন্য কিছু ফলও এনেছিলাম। রাতে পূজো হয়ে গেল আমি যেতে পারিনি। আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেছিল। পরদিন সকালবেলায় শেষ পূজোর সময় ঠাকুরের পায়ে ফুল দেব বলে গেছি। পাড়ার অনেক মেয়েরাও সব ফুল হাতে নিয়ে ঠাকুর মশায়ের সাথে সাথে মন্ত্র বলছিল, আমিও হাতে ফুল নিয়ে হাত জোর করে ঠাকুরের দিকে ধ্যান করে ওদের সাথে মন্ত্র বলছিলাম ঘরের ভিতরে। আমি ছিলাম সবার মাঝে, আর সেই সময় পিছন থেকে খুব শক্ত করে চুলের মুঠি

BanglaBook.org

ধরে কে যেন টান দিল। একবার টান দিল তাতে ওতটা খেয়াল করিনি। দুবারের বেলায় আমার চুলের মুঠি ধরে যখন টান দিয়েছে তখন আমি শুয়ে পড়েছিলাম। ঘুরে তাকিয়ে দেখি আমার স্বামী। ওই অতো লোকের মাঝে আমাকে এই রকম করল। ও আবার চুলের মুঠি ধরে টেনে বলল, আয় শালি, ঘরে তোর মজা দেখাচ্ছি। তখন সবাই বুঝতে পারল যে আমাকে ঘরে গেলে আরো মারবে। সাথে সাথে ঘরে যাইনি, পূজো শেষ হয়েছে তারপর গেছি। গিয়ে আমার ঘরের ভিতরে যাইনি ঘরের দুয়োরে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

কিছুক্ষণ পরে দেখলাম ষষ্ঠী খুব রেগে হাল্লা করতে করতে আসছে। ও এসে বলল, তুমি তোমার বৌকে কি করবে না করবে তা আমরা জানি না, কিন্তু তুমি আমার বাড়িতে গিয়ে অতো লোকের সামনে পূজোর মধ্যে এই রকম কেন করলে? এতে আমার অপমান, আমার পূজোর অপমান হল। ষষ্ঠী এ সব কথা আমার বরকে শুনিয়ে আমাকে আবার বলল, আর তোমারই বা কি দোষ যে তোমাকে এভাবে চুলের মুঠি ধরে মারল! পূজোর ভেতরে তো পাড়ার আরো বৌরা গেছে তাহলে তারা কি সবাই খারাপ? কই তাদের স্বামীরা তাদের ধরে মারল না কিছু বলল না আর তুমি গেছ বলে কি আমরা তোমাকে খারাপ করে দিয়েছি। একটু পরে ষষ্ঠী আবার বলল, তুমি বলে কিছু বললে না, সব গা পেতে সয়ে যাচ্ছ, পড়ত আমাদের পাল্লায় সব বুঝিয়ে দিতাম। এইভাবে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ষষ্ঠী চলে তো গেল, কিন্তু ষষ্ঠীর রাগটা আমার উপর ঝাড়বে, আমি দাঁড়িয়ে এ সব ভাবছিলাম। আমি মনে করলাম কখন ও কাজে যাবে, আমি এই ভেবে কিছুক্ষণের জন্য এড়িয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম ও কাজে বেরিয়ে গেল। ভাবছি এখন তো সুযোগ পেল না কিন্তু রাতে এসে তো ছাড়বে না। এই ভেবে আমি ছেলে-মেয়েদের তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া করিয়ে শুইয়ে দিয়েছিলাম। সন্ধ্যা বেলায় দুলাল এসে শুনে আমাকেই বকাবকি করতে লাগল। সেও বলল, ওখানে আমিও যেতে মানা করি তুই আমার কথা শুনিস না। আমি বললাম, কেন গিয়েছি তো কি হয়েছে আর আমি তো একা যাইনি। আর একা গেলামই বা, তাতে কি হল।

তখন আমি ভাবছি এইভাবে আর কত দিন কাটাব, আর ছেলেপিলেও এখন বড় হচ্ছে। এখন আমার বড় ছেলের এক ইস্কুল পাস করে অন্য ইস্কুলে যাবারও সময় হচ্ছে। সেই ইস্কুলেও খরচা আছে, টিউশনির খরচা আছে। এখন আমার ছোট ছেলেও স্কুলে যাচ্ছে। এইভাবে আর চলছে না। আর এসব ব্যাপারে আমার স্বামী মাথা ঘামাত না, এসব ব্যাপারে যখন আমি বলতাম বা পয়সা চাইতাম তখন ও এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করত। যদি বা দিত দশবার চাইতে চাইতে দিত।

তখন আমি পাড়ায় একে ওকে বলতে লাগলাম যে আমার একটা কাজের জন্য। আমি আমার কাজের ব্যাপারে যাকেই বলি সেই উল্টে বলে তোমার আবার কাজের কি দরকার? আমার কথা সব হেসেই উড়িয়ে দেয়। কেউ আর মানতেই চায় না যে অমি কাজ করব। কেউ কেউ বলে, তুমি পারবে না বাইরের কাজ করতে। আর তাছাড়া শঙ্কর রোজগার কম করে না। তোমার সংসার ভালভাবে চলা উচিত আর ও যা কামায়, আমরা তো জানি। হঠাৎ আবার তুমি এই মনোভাব নিয়ে বসলে কেন? আমি বলতাম, লোকে তো বলে তুমি নাকি রোজগার ভালই করো তাহলে সংসারে ঠিক মত খরচা দাও না কেন?

এই নিয়ে রোজ আমার সাথে অশান্তি বাধে। তবুও আমি মনে করি আমার কষ্ট যতই হোক আমি ছেলে মেয়েকে পড়াব, বাপের মত নিরক্ষর রাখব না। আমার এই জন্য খারাপ লাগত। ওর বাবা ছেলেকে কাজে নিয়ে যেতে ধরেছে, চল আমার সঙ্গে একটু পিছনে ভ্যান ঠেলে দিবি। শুনে আমার খুব রাগ হত, ছেলেকে আমি এত কষ্ট করে পড়াচ্ছি ওর বাপে ওকে পয়সার লোভ দেখিয়ে ওকে নিয়ে যেত কাজে, আর ছেলেও চলে যেত। রাস্তায় কিছু কিনে খাইয়ে দিত, সেই লোভে ছেলেও চলে যেত। এই করে ওর হাতে পয়সাও দিতে লাগল। এই নিয়ে আমার সাথে রোজ অশান্তি লেগেই থাকত। এই করে ছেলের স্বভাবও খারাপ হয়ে গেল। ছেলে স্কুলে যাওয়ার নাম করে ঘুরে ঘুরে বেড়াত, পড়াশুনা ঠিক মত করত না। ছেলেকে আমি কিছু বলতে যেতাম আমাকে ও ছেলের সামনে মারতে আসত। ছেলেকে কিছু বলতে দিত না, আর নিজেও কিছু বলত না। ছেলে এসব দেখে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত। দু একদিন ছেলে নিপাত্তা হয়ে যেত আর আমি চোখের জল নিয়ে গোটা পাড়া, ওর কাকুর বাড়ি আমার বাপের বাড়ি খুঁজে খুঁজে বেড়াতাম। ওর বাপকে বলতে যেতাম উল্টে আমাকেই দোষ দিত। ছেলে বাড়ির থেকে বেরিয়ে কোথায় যাচ্ছে, ছেলে স্কুলে যাচ্ছে কিনা ছেলে ঠিকমত পড়াশুনো করছে কিনা সে সব দেখাশুনা কিছু নেই সব আমাকে দেখতে হত, যেমন খুশি পয়সা ফেলে দিত তাতেই আমাকে সামলাতে হত। আমি দেখলাম এইভাবে আর কত দিন পারব। ছেলে পিলের খরচা বাড়ছে। বড় ছেলে এখন হাই-ইস্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়ছে, তার জন্য টিউশনি লাগে। ছোট ছেলেও টিউশনি পড়ে তারও খরচা আছে। ওর বাবা শুধু বড় ছেলের জন্য দিত তাও আবার দু মাস দিত একমাস দিত না, আমি মাষ্টার ছেড়ে যাবার ভয় পেতাম, আর ছোট ছেলের তো দিতই না।

এত বছর ধরে এই সব দেখেশুনে ভেবে চিন্তে আমি অন্তত একদিন ষষ্ঠীর মাকে বললাম, এইভাবে আর পারা যাচ্ছে না। হঠাৎ একদিন ষষ্ঠীর মা বলল, আমি

BanglaBook.org

যা কাজ করছি তুই পারবি? আমি ভাবলাম ষষ্ঠীর মা তো লোকের ঘরে কাজ করে, আমি কি সেই কাজ করব। বাবা যদি শোনে কি ভাববে! বাবার বন্ধুরাই যদি দেখে বা শোনে তাহলে কি মনে করবে? আমার বাবাকে সব হালদার বাবু, হালদারদা বলে চেনে তারা শুনলে কি ভাববে! ষষ্ঠীর মাকে এইভাবে আমি বলেছিলাম, ষষ্ঠীর মা বলেছিল, বাপের নাম রাখতে গেলে তোকে না খেয়ে মরতে হবে। আমি ভাবছি সেও তো ঠিক, বাবার মান-সম্মানের দিকে তাকাচ্ছি, আর বাবাতো ঘুরেও দেখে না যে মেয়ে কি খায় বা না খায়, বাবা তো আর দেখতেও আসে না। আমরা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে এসব কথা বলছিলাম হঠাৎ বাবার বয়সের এক ভদ্রলোক এসে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল আর ষষ্ঠীর মাকে এসে বলল, ও মাসি, আমাকে একটা কাজের মেয়ে ঠিক করে দাও। ষষ্ঠীর মা আমার দিকে তাকিয়ে তাকে বলল, হ্যাঁ, বাবা দেখি। তাকে আবার বলল, তুমি এখানে দাঁড়াও। ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে রাস্তায়, আমাকে চোখের ইসারায় ডেকে নিয়ে ভেতরে গিয়ে বলল, বল তুই কাজ করবি? আমি বললাম, কাজটা কি আগে জিজ্ঞাসা কর, আমি কাজ করব। ষষ্ঠীর মা আমাকে নিয়ে তার সাথে তার ছেলের বাড়ি গেল। তার ছেলের নাম আশিস। আশিসের বাড়ির কাজ আমাকে করতে হবে। ঘর সাফ করা, রান্নার জোগাড়, বাসন ধোয়া, কাপড় কাচা, মশলা বাটা, সবজি কাটা, সব কাজ। আমি তাতেই রাজি হয়ে গেলাম। তখন আমি নতুন কাজের মেয়ে। আশিস যে পয়সার কথা বলেছিল আমি তাতেও রাজি ছিলাম। তখন আমি জানতাম না যে কতটা কাজ করলে কতটা পয়সা নিতে হয়।

আমার কাজ দেখে ওদের খুবই ভাল লাগল। ওরা জাতে ছিল বামুন, ওদের ছোয়াছুয়ির বাছবিচার ছিল। কিন্তু আমার ছোঁয়া নিত, না নিলে যে উপায় ছিল না। আশিসের বৌ একটু অন্য রকম। কাজ নিয়ে বেশি পিছনে লেগে থাকত, কিন্তু আমার পিছনে বেশি লাগতে পারত না। কেন না বাড়িতে সব ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ছেড়ে আমি কাজে আসতাম, আর অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কাজ করে আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে হত।

ভাল কাজের জন্য আমাকে নিয়ে প্রতি ঘরে চর্চা হত। এক এক করে সব কাজেই আমাকে ডাকত। কিন্তু আমি আর কত ঘরের কাজ করতে পারব। কাজের মেয়েরা যে কাজ বলে ঢোকে তারা সেই কাজ ছাড়া আর একটি কাজও বেশি করবে না। আমার মনে সে সব নেই, আমি মনে করি এই কাজটা করে দিলে কি হবে? করেই দিই। সেই জন্য আমাকে বেশি ভালবাসত তারা। এক এক করতে করতে আমার কাজের বাড়ি চার পাঁচ হয়েছিল। আমাকেও তারা তখন আর কাজের

মেয়ে বলে ভাবত না, তাদের আমি কাকিমা, কাকু বলতাম, তাদের ছেলেমেয়েরা সব আমাকে কেউ বলত দিদি, কেউ বলত বোন, কেউ বলত পিসি। আমাকে সবাই ভালবাসত। সকাল হতে কেউ না উঠার আগে আমি কাজে যেতাম। তিন চার ঘরে সকালের কিছু কিছু কাজ সেরে আটটার মধ্যে এসে আমি ছেলেপিলেকে খাইয়ে রান্না করতাম। রান্না করতে করতে ছেলেপিলের পিছনে পড়াশুনা নিয়ে চেঁচাতাম। আমি রান্না করতাম আর ওরা লেখাপড়া করত। এক দু ঘন্টার মধ্যে রান্না সেরে ওদের ইস্কুলে পাঠিয়ে আবার কাজে যেতাম। আমাকে বারটার মধ্যে বাড়ি আসতে হত। ছেলেরা কোন কোন দিন টিফিনে খেতে আসত, কোন কোন দিন টিফিন দিয়ে দিতাম। আমার চান খাওয়া সারতে সারতে ওরা স্কুল থেকে এসে যেত। ওদের কিছু খাইয়ে দিতাম, ওরা খেলা করত। আমি আবার যেতাম বিকেলের কাজ সারতে। সন্ধ্যাবেলায় কাজ সেরে এসে ছেলেদের বই নিয়ে বসাতাম, ওরা পড়ত আমি রান্না করতাম। আবার ওরই মধ্যে ওদের মাস্টারের কাছে পড়াতে পাঠাতাম। কোন কোন দিন এমন হত বাড়িতেই মাস্টার পড়াতে আসতো। আমি মাস্টারকে চা দিয়ে মেয়েকে নিয়ে কাজে চলে যেতাম। আমি কাজ করতাম আর ওরা আমার মেয়েকে নিয়ে খেলা করত। একটি বাড়িতে আমার মেয়েকে কোলে নিয়ে এক মেয়ে বসে টিভি দেখত বলে আশিসের বৌ মনে কিছু ভাবত। একদিন আমাকে মুখটা গোমড়া করে বলল, বাবা বাবা! আমার ছেলেকে ওদের কোনো দিন কোলে নিতে দেখিনি আর তোমার মেয়েকে নিয়ে এত আদর আর এত ভালবাসা! ওর কথা শুনে মনে হল, আমরা গরীব বলে আমাদের ছেলেপিলেকে কেউ ছুঁতেও পারবে না, ওর মনের এই ধারণা। ওর কথা শুনে আমার খারাপ লাগল, ভাবলাম কাজের মেয়েদের ছেলেপিলে নিয়ে এ রকম করাটা ঠিক নয়।

আর আমি যে কাজে বেরিয়েছি তাতে আমার স্বামীর মনে ভাল কি মন্দ কিছুই জাগেনি বা কিছু বলেওনি। আমার দেখে মনে হত আমি যে বাইরে কাজ করছি তাতে ওর ভালই হচ্ছে, ও খুব খুশি। মাঝে মধ্যে আমার স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেমন যেন মায়া আসত। ভাবতাম ওর হয়ত সে রকম কাজ হচ্ছে না, তাই ও ঠিকমত সংসারে পয়সা দিতে পারে না। আবার ও যখন ঘরে না থাকত তখন ভাবতাম ওর কাছে পয়সা আছে কি না দেখিত, বলে ও যেখানে পয়সা রাখত সেখানে আমি হাতড়ে দেখতাম। একটা বাক্সের মধ্যে ওর কোট ছিল, সেই কোটের সব পকেটেই টাকা। ওই টাকা দেখে আমার খুব রাগ হত, ভাবতাম ওর কাছে পয়সা থাকতে ও সংসারে ঠিকমত পয়সা কেন দেয় না। আবার এও মনে করতাম, আচ্ছা পয়সা যদি রাখে তা রাখুক, ছেলেপিলের জন্যই তো রাখে। আবার ভাবতাম সংসারে যেটা লাগবে সেটাত দিতে হবে, ওতো তাও দেয় না।

আমার কাজের পয়সা আমার হাতে একটিও থাকে না সব সংসারে খরচা হয়ে যেত। এরপর আমি খরচার ভয়ে রোজ মাটির ভাঁড়ে ওই খরচার মধ্যে থেকে দু একটা টাকা করে জমাতাম। ভাঁড়টা বেশ ভরেছিল, ভরার পর আমি দুলালকে বললাম, ভাঁড়টা ভাঙব। দুলাল আর আমি মিলে ভাঁড়টা ভেঙেছিলাম, পয়সা গুনে দেখলাম এক হাজার পনের টাকা। আমি দুলালকে বললাম, এই টাকাটা আমি মেয়ের জন্য রেখে দেব, না হলে খরচা হয়ে যাবে। আর ওর বাবা যদি দেখে তাহলে আর ও যা দিচ্ছে তাও দেবে না। পয়সাটা আমি বেশ কদিন রেখেছিলাম অনেক কষ্টে, যখন দেখলাম ওই পয়সার উপর হাত যেতে লেগেছে তখন আমি দুলালকে বললাম, পয়সাটা কিছু করার হলে করে নাও আর তা না হলে থাকবে না। তখন দুলাল মেয়ের জন্য সোনার কানের দুল এনে দিল।

দুলাল গয়না তো এনে দিল, কিন্তু এ গয়না মেয়ের পরা হবে কিনা জানি না। একে তো মেয়েটা রোগা রোগা হয়েই আছে, সব দিন কিছু না কিছু লেগেই আছে। মেয়ে আমার বেঁচে থাকুক আমি আর কিছু চাই না। এর আগে এ মেয়েকে নিয়ে এক বিপদ থেকে বেঁচেও গেছি। মেয়ে হবার পরে যখন আমি হাসপাতাল থেকে এসেছি, এসে আমি জল ঘাটাঘাটি করছি তখন মেয়ের খুব ঠান্ডা লেগে গিয়েছিল। কেননা ও তখন আমার বুকের দুধ খেত। এত ঠান্ডা লেগেছিল যে মেয়ের শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। আমি তো খুব ভয় পেয়েছিলাম। তখন রাত নটা বাজে। ভাবছি মেয়ে শ্বাস নিতে পারছে না। আমি কাউকে কিছু না বলে মেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ওর বাবাও ঘরে ছিল না। সে দিন কালীপূজোর রাত। রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম রাস্তার ধারে ষষ্ঠীর মা আর ষষ্ঠী দাঁড়িয়ে কথা বলেছে। আমাকে দেখে ষষ্ঠী বলল, এত রাতে কোথায় যাচ্ছো মেয়েকে নিয়ে? আমি বললাম, দেখনা মেয়ের আজ ক'দিন ধরে খুব ঠান্ডা লেগেছে, শরীর খারাপ। ওর বাবাও জানে, আমি বলেছি কোন কথা কানে নিচ্ছে না। ষষ্ঠী বলল, আর দুলাল? আমি বললাম, আজ দুলালও আসেনি, কেউ নেই যে তাকে সঙ্গে নিই। সেই সময় ষষ্ঠী বলল, চল আমি যাচ্ছি। এই বলে ষষ্ঠী আমার সাথে গিয়েছিল।

দুলালদের বাড়ির আসেপাশে একটি ডাক্তার ছিল। আগে গেলাম তার কাছে, গিয়ে দেখি ডাক্তার সব বন্ধ করে বাড়ি চলে গিয়েছে। আমি ষষ্ঠীকে বললাম, কি করি, চল দুলালের কাছে, দেখি ও কি করছে, না হয় ওকে নিয়েই যাব বাজারে বড় ডাক্তারের কাছে। গিয়ে দেখি ওদের পাড়ায় দুলাল পূজোতে মেতে আছে। আমি যে মেয়েকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি ও ঠিক দেখতে পাচ্ছে তবুও কাছে এসে একবারও জিজ্ঞেস করল না যে এইভাবে এখানে দাঁড়িয়ে কেন। আমি ওর কান্ডটাই

BanglaBook.org

দেখে গেলাম। তাও ষষ্ঠী একবার গিয়ে বলল যে বেবীর মেয়ের খুব শরীর খারাপ, তবুও যেন শুনেও শোনেনি, এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছিল। আমি ষষ্ঠীকে বললাম, চল স্বপন ডাক্তারের কাছে। ওখানে যেতে হলে আধ মাইল রাস্তা হাঁটতে হয়, আমরা তাই গেলাম। তখন রাত দশটা, স্বপন ডাক্তার একটু চেনাশোনা ছিল, আমার বাবাকে জানতো। স্বপন ডাক্তার আমার মেয়েকে কানে কল লাগিয়ে দেখে বলল, তুই মেয়েকে আধমরা করে নিয়ে এসেছিস, আমি রিস্ক নিতে পারব না। আবার বলল, আমি লিখে দিচ্ছি, বাজারে ডাক্তার কর্মকার আছে তার কাছে নিয়ে যা। আমার তখন মনে হচ্ছিল আমি হয়ত আর আমি নেই। ডাক্তারের কথা শুনে ওইখানেই কান্না শুরু হয়ে গেল। আমি ষষ্ঠীকে খালি বলছি, কি হবে ষষ্ঠী আমার মেয়ের। ষষ্ঠী বলল, কি হবে! ভগবানকে ডাক কিছু হবে না। স্বপন ডাক্তার নিজে কিছু পয়সা দিয়ে একটা রিক্সা ডেকে আমাকে বলেছিল, যা ডাক্তারের কাছে। আবার এও বলেছিল যে বাড়ি ফেরার সময় আমার সাথে দেখা করে যাবি। রিক্সাওয়ালা আমাদের নিয়ে সারা দুর্গাপুরের বাজার ঘুরেছিল, কোনো ডাক্তারই পাওয়া গেল না। তখন রিক্সাওয়ালা ভাবল ডাক্তার না পেলে তো খুব খারাপ হবে। তখন ওর মনে পড়ল যে একটা ডাক্তারের বাড়ি তো বাজারের মধ্যে আছে, সেখানে আমাদের নিয়ে গেল। অনেক রাত, রাত তখন এগারোটা। রিক্সাওয়ালা মিনতি করে ডাক্তারকে বললো। ডাক্তার আমার মেয়েকে দেখে বলল, ওর পিছনে পয়সা খরচা করতে পারবে? মেয়েকে এখনি হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। তখন ষষ্ঠী ডাক্তারকে বললো, ভর্তি না হলে হবে না? ডাক্তার বললো, দেখি চেষ্টা করে। ডাক্তার আমার মেয়েকে নিয়ে ভিতরে গেল। ডাক্তারের বাড়িতেই সব রকম ব্যবস্থা ছিল। একটি নার্সকে বলল, ওকে শুইয়ে দাও। আমি সব দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম। মেয়েকে শুইয়ে নাকের মধ্যে নল ঢুকিয়ে দিয়ে কি সব বের করছে, আর আমার মেয়ে খুব চিৎকার করে কাঁদছে। আমিও মেয়ের ওই অবস্থা দেখে ষষ্ঠীকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদছি। আমার অবস্থা দেখে ডাক্তারের যা পয়সা নেবার ছিল তার থেকেও কম নিল। রিক্সাওয়ালাও খুব উপকার করেছে। অত রাতে জানা নেই শোনা নেই, আর কে আমার সাথে ঘুরবে। রিক্সাওয়ালাও যা পয়সা নেবার ছিল তা নেয়নি, রিক্সাতে করে বাড়ি অব্দি ছেড়ে গিয়েছিলো। ফেরার সময় স্বপন ডাক্তারের সাথে দেখা হল না, কেন না সেই সময় উনি ডাক্তারখানা বন্ধ করে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। বাড়ি এসে দেখি হাঁড়ির মতো মুখ নিয়ে ও খেতে বসেছে। আমার মনে হল, ও হয়ত ভাবছে এত রাত অব্দি আমি দুলালের সাথে ঘুরছিলাম। তারপর ও যখন আমার হাতে ওষুধ দেখল তখন ওর মনের ধারণা বদলে গেল। পরদিন সকালে দুলাল এলো, আমার মুখে যা এসেছিল তাই বলে রাগ মিটিয়েছি।

BanglaBook.org

ও আমার একটা কথারও জবাব দেয়নি, পরে আমার কাছে অন্যায় স্বীকার করে মেয়েকে কোলে নিয়েছে। আমি মেয়েকে ছুঁতে মানা করেছিলাম তাও মানেনি, জোর করে টেনে কোলে নিয়েছে। তারপরে মেয়ের ওষুধপত্র সব ওই এনে দিত, মেয়ের দেখাশোনা সব ওই করত।

আমি যখন বাইরে কাজে যাচ্ছি একি তখন হতে পারে যে আমি রাস্তাঘাটে কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারব না। আমাকে কত লোকের সাথে কথা বলতে হবে, কেউ হয়ত রাস্তায় দেখতে পেয়ে আমাকে ডেকে কাজের কথা জিজ্ঞেস করবে কিম্বা কোনো জানাশোনা লোকে ডেকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবে — এসব আমার স্বামীর সহ্য হত না। এসব যেখানেই দেখত সেখানেই আমাকে ধরে গালাগালি দিতে আরম্ভ করত। আমি যদি তার কথার কোনো জবাব দিতে চাইতাম তাহলে সেখানেই পাথর উঠিয়ে মারতে যেত। আমি যে বাইরে লোকের ঘরে কাজে যাচ্ছি তাতে আমার স্বামীর খুব ভাল, কিন্তু বাইরে বেরিয়ে যে লোকের সাথে কথা বলতে হয় তা আর তার মনে সইত না। আমি ভাবতাম কাজ করলেও জ্বালা, কাজ না করলেও জ্বালা, তাহলে আমি কি করব? আমি আমার মনের অশান্তি থেকে অল্প কিছু সময়ের জন্য মুক্তি পেলাম যখন শুনলাম যে আমার মা এসেছে।

সেদিন আমি কাজ থেকে সন্ধ্যাবেলায় ঘরে এসে উনুন ধরাচ্ছি হঠাৎ আমার দাদার মেয়ে সোমা, একপাড়া থেকে আর এক পাড়ায় দৌড়াতে দৌড়াতে এসে বলল, পিসি পিসি, তাড়াতাড়ি চল ঠাকুমা এসেছে। আমি বললাম, তোর ঠাকুমা এসেছে তো কি হয়েছে? তোর ঠাকুমা তো কালকেই এসেছিল না? ও বলল, ওই ঠাকুমা না। আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, তাহলে কোন ঠাকুমা? ও বলল, চল না আমার ঠাকুমাকে বাবা খুঁজে খুঁজে এনেছে। সোমার এই কথা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। আমি মনে করলাম তাহলে কি সত্যি সত্যি আমার মা এসেছে নাকি! আমার মায়ের মুখটা বেশ ভালভাবেই মনে আছে। আমি সোমাকে বললাম, চলত দেখি, দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে দেখি ঘরের বারান্দায় দাদা বসে আছে। আমাকে দেখে দাদা বলল, দেখ ঘরে গিয়ে কাকে এনেছি, যাকে এতদিন বাবা খুঁজে বের করতে পারেনি তাকে আমি খুঁজে বের করেছি। আমি দেখছি দাদার ঘরের দুয়োরে পাড়ার লোকে ভীড় করে দাঁড়িয়ে মাকে দেখছে। আমাকে দেখে তারা বলল, ওই দেখ তোর মা এসেছে। কেউ বলল, তোর মা একদম তোর মত দেখতে, কেউ বলল, এবার তোর বাবার কাছে যা গিয়ে বল। মাকে দেখে আমি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম। বৌদি আমার মাথায় তেল জল

BanglaBook.org

দিয়ে তুলেছিল। আমি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বললাম দাদাকে, দাদা! তুই কেন নিয়ে এলি দাদা! বেশতো ছিলাম, আমরাতো জানতাম যে মা আর এই দুনিয়ায় নেই। আগুনতো নিভেই গেছিল, এ আগুন আবার জ্বালাবার কি দরকার!

মা আর সেই মা নেই, মা আমাকে চিনতেই পারছে না। পাড়ার এক বৌদি মাকে বলল, এই দেখুন আপনার মেয়ে। মা বলল, আমার মেয়ে কে, বেবী? আমার বড় মেয়ে তো নেই ও সব ছেড়ে চলে গেছে। মাকে দেখে মনে হচ্ছে না যে মা আর আমাদের কাছে থাকবে। পাড়ার লোকে বলল, এবার বড় ছেলে নিয়ে এসেছে, বড় ছেলের কাছে থাকুন। মা বলল, না, আমার ছোট ছেলের কাছেই ভাল, আমার ছোট ছেলে দূরে থাকে, আমি দূরেই থাকব। কি দরকার আবার এই ঝামেলা পাকানো, আমি এসেছি দুচার দিন থাকব আবার চলে যাব। দাদা জিজ্ঞাসা করল, কেন বাবার কাছে যাবে না? মা বলল, তোর বাবার কাছে তো আর এক মা আছে, সেই থাকুক আমি আবার তাদের মধ্যে ঝামেলা পাকাতে কেন যাব?

মাকে দেখে মনেই হচ্ছে না যে, তার ছেলে মেয়েকে কতদিন পরে কাছে পেয়েছে। আনন্দ, কি দুঃখ কষ্ট সে সব বলে কিছুই মনে হচ্ছে না। আমারো অতটা সে রকম লাগছে না। আমি ভাবছি কতদিন পরে মাকে ফিরে পেলাম। আমার এমন লাগছে যে বাড়িতে দূর থেকে যেমন লোকজন বেড়াতে আসে সে রকম, বরং বাড়িতে লোকজন এলে একটা কেমন, মনের মধ্যে হৈ চৈ লাগে, এ যে সে রকমও না। যাইহোক এটাই আমার কম আনন্দ? মা আসার পর মাকে দেখে আবার পুরানো কথা মনে পড়তে লাগল আমার। আমি চিন্তা করছি মায়ের কি কিছু মনে পড়ে না যে ওর ছেলে-মেয়েদের কিভাবে, কি অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেছে, ছেলে-মেয়েদের কত ছোট ছোট রেখে গেছে। যে মা বেবীর হাতে দশ পয়সা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে চলে গেছে, বেবী মায়ের পিছে ধরবে, মা যাচ্ছে তবুও বেবী রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখছিল মা যতক্ষণ আড়াল না হল বেবী ততক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। দেখছিল মা চলে যাচ্ছে, একবারো ঘুরে তাকালো না। যদি দেখত যে আমার মেয়ে এখনো দাঁড়িয়ে তাহলে কি ঘুরে আসতো না? এসে একটু জড়িয়ে ধরে আদর করে একটু চুমু খেত না? মা কি জানে যে ওর বেবী এখন বড় হয়ে তিনটে ছেলে-মেয়ের মা হয়ে গেছে।

মাকে দেখে লাগছে কতদিনের রুগি। মা বেশি কথা বলছে না। আমি দেখছি মা আগে যেমন বেশ বড় করে সিঁথিতে সিঁদুর, বেশ বড় করে কপালে সিঁদুরের টিপ পরত ঠিক তেমনি এখনো মা পরে, তবে কার জন্য। যার জন্য এসব পরে, সেতো মার কথা একবারও মনে করে না, সেওতো বেশ দিব্যি ভাল আছে। তার তো ভাল ভাবেই দিন যাচ্ছে।

আমি ভাবলাম মা আমাকে দেখে চিনতে পেরে আমাকে বুকে টেনে নেবে, কিন্তু দেখলাম চেনা দিয়েও যেন চেনে না। আমি বরং মাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, মা তুমি আমাদের ফেলে গিয়ে কি শান্তি পেয়েছিলে ? মায়ের মুখে কোনো কথা নেই। আমি আবার বললাম মাকে, তোমার মনে আছে মা? আমার হাতে দশ পয়সা দিয়ে চলে গিয়েছিলে? মা বলল, কি বলিস্ আজে বাজে কথা চুপ কর! আমাকেই মা ধমক দিল। মায়ের সে সব কথা কিছুই মনে নেই। মানুষ দুঃখ শোকে যেমন হয় ঠিক তেমন হয়ে গেছে মা। আবার মনে করছিলাম মায়ের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি, মা যে আমাদের কথা কিছুই কানে নিচ্ছে না!

মাকে একমাস পরে চলে যেতে হয়েছিল সে কিছুতে আর থাকতে রাজি হল না। আমরা মাকে বাবার কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। বাবা মাকে দেখে বলল এতদিন কোথায় ছিলে? আমার সোনার সংসার ভেঙে চুরে চলে গিয়েছিলে এখন আবার কি জন্য এলে? মা বলল, আমি থাকতে আসিনি, আমাকে বড় ছেলে জোর করে নিয়ে এল, আমি আসতাম না। বাবাকে আবার বলল, আমি আমার ছোট ছেলের কাছেই ভালই থাকি। মায়ের কিন্তু বাবার উপর এখনো রাগ আছে। মা বলল, আমি তো তোমার সংসার ভেঙে চুরে গেছি, কিন্তু তুমি এতদিন কি করলে? কোনো ছেলে মেয়েকে তো ভাল ভাবে মানুষ করতে পারলে না। পয়সা তো রোজগার কম কর না, ছোট মেয়েকে কি দেখে বিয়ে দিলে, তাকে তুমি দু পয়সা দিয়ে সাহায্যও কর না তুমি সব খেয়েই শেষ করে দাও শেষ জীবনে তোমাকে কে দেখবে? কেউ দেখবে না, আর কোলকাতাতে তুমি যেখানে যে অফিসে কাজ কর সেখান থেকে তো বেশি দূরে না। আমি যেখানে থাকি তুমি একটু খোঁজ করলেই পেয়ে যেতে কিন্তু তুমি তা করনি, আজ বড় ছেলে কি করে একবার গিয়েই আমাকে পেয়ে গেল?

মা থাকে কোলকাতাতেই। সেখানে আমার ছোট ভাই থাকে যে ভাইকে কোলে করে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। বিয়ে-টিয়ে করে তার একটি ছেলেও হয়ে গেছে মা কি এই জন্যই থাকল না? ছোট নাতির উপর কি মায়া বসে গেছে? যাবার সময় মা আমার বাড়িতেও এসেছিল। পাড়ার লোকে ভীড় করে মাকে দেখতে এসেছিল, আর বলেছিল, এই কি তোমার নিজের মা? আমি বলেছিলাম হ্যাঁ গো এই হচ্ছে আমার মা, আজ বিশ বছর পর মা আমাদের কাছে এসেছে।

মায়ের যাবার সময় আমার সাথে দেখা হয়নি, আমি বাড়িতে ছিলাম না। আমি কাজের থেকে এসে ভাবলাম মায়ের সাথে একটু দেখা করে আসি। দাদার বাড়ি গিয়ে শুনলাম মা চলে গিয়েছে। পরে আমি দাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মা কোলকাতাতে কোথায় থাকে? দাদাও ঠিক মত মায়ের ঠিকানা দিতে পারল না।

আর আমি যেতে চাইলেও ওরা কেউ নিয়ে যেতে চায় না, ওরা বলে এতগুলো ছেলে মেয়ে নিয়ে কোথায় যাবি। আমি ভাবি আমি যদি জানতাম যে মা কোথায় থাকে তাহলে কি আর কারোর খোসামোদ করতাম।

এতদিন পরে যদি বা মাকে পেলাম তাও রাখতে পারলাম না। মা যাবার কিছুদিন পরে আমার ছোট ভাই এসেছিল তার বৌকেও নিয়ে। আমি ভাইকে দেখে আমার চোখের জল আটকাতে পারলাম না। আমি নিজেই জানি না যে আমার চোখের থেকে জল কেন আসছে। আমি ভাইকে বললাম, ভাই আমাকে চিনতে পেরেছিস ভাই? ভাই বলল, চিনতে পারব না কেন এক রক্তের ভাই বোন কি আর অচেনা হয় দিদি? আমি বললাম, আমাকে আজ অব্দি কেউ দিদি বলেনি রে ভাই, তুই আর একবার আমাকে দিদি বল! ভাইয়ের চোখে জল আমাকে বুঝতে দিচ্ছে না। ভাই বলল, ঘরে চল তোর ছেলে মেয়ে কোথায়? আমি বললাম, মাতো আমাদের কাছে থাকল না। মা তোর কাছে থাকবে তুই মাকে দেখিস।

আমার ছোট ভাই দু একদিন পরে কোলকাতায় চলে গিয়েছিল। কিছুদিন পরে শুনলাম দাদা বৌ ও সব দিল্লি চলে গেছে। তাহলে আমার আর এখানে এক বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। বাবাও থাকে বাবার মতো, ঠিক মত আমার খোঁজ খবর নেয় না। কখনো কখনো দাদার বাড়ি যেতাম, এখন আর কার কাছে যাব? মার খাই, কষ্ট পাই, সুখ পাই না পাই এখানেই পড়ে থাকতে হবে। কি করব কোথায় যাব, ছেলে-মেয়ে নিয়ে যাবই বা কোথায়? মাঝে মধ্যে আমার স্বামীর মুখের দিকে তাকাতাম তো কেমন যেন মায়া লাগত, আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতাম ও যেটা চায় আমি সেটা কেন পারি না। আমি সেইভাবে চলতে কেন পারি না। ওর কথার সাথে আমার কথা যেন কোনো দিনই বনত না, সব সময় যেন খিটমিট লেগেই থাকত। আমি দেখি কত স্বামী-স্ত্রী কত মিলেমিশে আছে, তারা কত সুন্দর যেখানেই যায় এক সঙ্গে, কিন্তু আমাদের মধ্যে এরকম কেন? আমি কিছু ভেবে পাই না। অনেকে বলে আমার স্বামীর কথা, যে ও খুব ভাল, ওর মন একেবারে সাদা সিধে, ওর মনে কোনো প্যাঁচ নেই। আমিও দেখি সময় সময় সত্যি ওর মন খুব ভাল, কিন্তু কয়েক জন লোকে ওর মন খারাপ করে দেয়। ওকে লোকে যা বলে তাই ও মেনে নেয়, সেই নিয়ে আমার সাথে অশান্তি লাগিয়ে দেয়। কখনো কখনো ওর আচরণ এত কুৎসিত হয়ে যেত যে সহ্য করা যেত না। আমার খুব লজ্জা হত, অপমান লাগত, ভাবতাম আমি কি মানুষ না জানোয়ার যে আমার সাথে এরকম করে। ঠিক এই ধরনেরই আবার হয়েছিল, যেদিন দুলালদের পূজোতে আমি গিয়েছিলাম। তারপর আর আমার ওর ঘরে যেতে ইচ্ছে করল না।

BanglaBook.org

এখন আবার দুলালদের বাড়িতে পূজো হয় প্রতি বছর। আমি সব ওদের পূজোতে জোগাড় করে দিই, কোথায় ঢাক পাওয়া যায়, কোথায় বামুন পাওয়া যায়, সেই সব ওদের পূজোতে প্রতি বছর জোগাড় করে দিতাম। আলপনাও আমিই দিতাম। শুধু ওদের পূজোয় না পাড়ায় কোনো পূজো বা কারো বিয়ে সাদি হলে আলপনার জন্য, বৌ সাজানোর জন্য আমাকেই ডাকত। এইসব আমারও খুব ভাল লাগত।

সে বছর এমন হল যে দুলালদের পূজোতে আমি উপোস করে আছি, পূজোর জন্য ফল, ফুল, আসন, থালা, শঙ্খ সব নিয়ে রেডি হয়ে বসে আছি তখন বেলা দুটো বাজে। অন্য দিন আমার স্বামী দুপুরে বেশ সময়েই চলে আসে, সেদিন দেরি হয়ে যাচ্ছে, বিকেল হয়ে যাচ্ছে তবুও আসছে না। আমি ভাবছি ও এলে ওকে খেতে দিয়ে বলে তারপরে যাব। পূজোয় ওর কাজের জন্য আসতে দেরি হয়েছে, ও এল বিকেল পাঁচটার সময়। ওকে খেতে দিয়ে ওর খাওয়ার পর আমি বললাম, আমি যাচ্ছি। ও কিন্তু আগে থেকেই জানত, যে আমি ওদের পূজোতে যাব। আমি বলার পর ও বলল, কত রাত হবে আসতে? আমি বললাম, পূজো শেষ হলেই চলে আসব। ও আর কোনো কথা বলেনি। আমি চলে গেলাম। পূজোয় গিয়ে দেখছি আমার আশায় সব বসে আছে। আমি গিয়ে সব ফল টল কাটলাম, পূজোর জোগাড় করলাম, এরপর রাত তখন আটটা। যাবে পুকুর ঘাটে মাথায় ঘট নিয়ে জল ভরতে আর মাথার ঘট থাকবে দুলালের, সাথে যাবে পূজো করা বামুন আর পাড়ার কয়েকজন লোক। আর যাবে ঢাক, ঢাকের সাথে যাবে কাঁসি। এইবার ওদের সাথে মেয়ে মানুষ কেউ যায়নি, ঢাকের সাথে সাথে আমিই চলে গিয়েছিলাম। এই আমার দোষ যে মেয়ে মানুষ কেউ যায়নি, আমিই একা কেন গেলাম। আমার স্বামী রাস্তা থেকে দেখেছে যে আমি ওদের সাথে পুকুরে একাই গেছি। পূজোর মধ্যেই ও আমাকে খারাপ খারাপ গালাগাল দিয়ে তেড়ে তেড়ে মারতে এসেছে। দুলালদের পাড়ার রবির বৌ, আমি বৌদি বলতাম, রবিদা আমার দাদার বন্ধু, সেই বৌদি আমাকে টেনে তাদের ঘরে নিয়ে গেল। আমি সেই রাত থেকে জিদ ধরলাম যে ওর ঘরে আর ফিরে যাব না। রবিদার বৌ আমাকে অনেক করে বুঝিয়েছে যাতে আমি ঘরে ফিরে যাই, আমার জিদ হয়ে গেল আর আমি তার ঘরে যাব না। আমি কিন্তু সেই রাতটা ওই বৌদির ঘরেই ছিলাম। আমার স্বামী অনেক রাত অব্দি ঘোরা ফেরা করেছে, আমাকে পেলেই মারত। ও ওই বৌদিদের বাড়িতে এসেছিল রবিদার বৌ ওকে বুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। বৌদি আমাকে বুঝিয়ে ঘরে পাঠাবার চেষ্টা করেছে। আমি বললাম, আর আমি যাচ্ছি না। ওর কাছ থেকে ছেলেপিলের

banglaBook.org

লেখাপড়াও হবে না। বড় ছেলেরও পড়াশুনোয় মন নেই। ওর কাছে থেকে অনেক জ্বালা যন্ত্রণা পেয়েছি আমি আর যাচ্ছি না। গেলে আবার মারধোর আবার ঘরের দুয়োরে এসে লোকজন জড়ো হবে দাঁড়িয়ে সব মজা দেখবে, ওসব আমার আর ভাল লাগে না।

পরদিন সকাল বেলায় আমার বড় ছেলে ঘর থেকে একটা ছোট বাক্সে করে কিছু কাপড় চোপড় এনে দিল। আর আমি বড় ছেলেকে বললাম, বাবা তুই তোর বাবার কাছে থাক আমি এখন তোর দাদুর বাড়ি যাচ্ছি, দরকার হলে তুই গিয়ে মাঝে মধ্যে দেখা করে আসতে পারিস। আমি বাবার কাছে গেলাম। আমার ছেলে যে আমাকে কাপড় চোপড় এনে দিয়েছে ওর বাবা জেনে ছেলেকে মারধোর করে তাড়িয়ে দিয়েছে, বলেছে আমার কাউকে চাই না। ছেলে আমার কাঁদতে কাঁদতে এসে আমাকে বলল, আমি বললাম, ও বাবা তাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমি তো পারব না, থাক যেতে হবে না। আমি তিনটে ছেলে মেয়ে নিয়েই থাকব।

বাবা ভেবেছিল কিছুদিন পরে রাগ ঠান্ডা হয়ে গেলে তার ঘরে আমি আবার যাব, কিন্তু বাবা দেখছে আমার একটাই কথা, একটাই জিদ, আমি আর তার ঘরে যাব না বা তার সংসারও করব না। তখন বাবা বিপদে পড়ে গেল, আমাকে নিয়ে বাবার সাথে মায়ের অশান্তি হয়ে গেল, আমিতো জানি এই তিনটে ছেলে মেয়ে নিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে? আমাকে তো কিছু করতে হবে। এই ভেবে একদিন আমি ষষ্ঠীর কাছে গেলাম। ষষ্ঠী আমাকে নিয়ে একটা হাসপাতালে গেল আয়ার কাজের জন্য, ষষ্ঠীও করবে আমিও করব বলে। সেখানে সব কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল, ওরা আবার টাইম দিল দু সপ্তাহ পর থেকে আমরা কাজে লাগব। আমি ভাবছি এত নোংরা ঘাঁটা ঘাঁটি আমার দ্বারা হবে? এসব কোনো দিন করিনি। আবার ভাবছি ছেলেমেয়ের জন্য তাও করতে হবে। বাড়িতে এসে বাবাকে বললাম, আমি আলাদা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকব। বাবা বলল, ঘরের ভাড়া কোথা থেকে দিবি। ভাবলাম সত্যিই তো এখন ঘরের ভাড়া কোথা থেকে দেব? তখন আমার হাতে একটা পয়সাও ছিল না, তবুও আমি দুলালকে বললাম একটা ঘর দেখতে, এই ভেবে যে হাসপাতালে কাজ করলে পয়সাতো পাবই। এর মধ্যে একদিন বাবার সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয়ে গেল, বাবা বলল, তুমি ওর ঘরে যদি না যাও তাহলে আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও। আমি বললাম, আমি আর ওর ঘরে যাব না, এইবার আমাকে যদি ওর ঘরে যেতেই হয় তাহলে আমি আর এই দুনিয়াতে থাকব না। এরপরে বাবা আর কিছু বলে নি। দু'দিন পরে দুলাল ঘর দেখেছিল বাবার

BanglaBook.org

ওখান থেকে অল্প কিছুদূরে, সেখানে ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে গেলাম। মাঝে মাঝে বাবার কাছে গিয়ে আমি খরচা চালানোর জন্য কিছু নিয়ে আসতাম। আমি এইভাবে যেতাম বলে মায়ের সাথে বাবার অশান্তি হত। দুলাল তখনও বলেছিল তুই এখনো শঙ্করের কাছে ফিরে যা, এখনো সময় আছে, ওর কথা শুনে আমার রাগ হত, আমার জিদের সাথে সবাই হার মেনে গেছে।

আমি আলাদা ঘর ভাড়া করে আছি তারপরেও বাবা ভেবেছিল যে আমি ঘরে ফিরে যাবই। আমার পিছনে সব সময় লেগে থাকত যাতে আমি ওখানে যাই। কিন্তু আমার একই কথা যাব না, যাব না। স্বামীর ঘরে থেকে যে কত সুখ সে আমার জানা হয়ে গেছে, অনেক সুখ পেলাম, অনেক দুঃখ পেলাম, অনেক জ্বালা যন্ত্রণা, অনেক নাম বদনাম। সবই পেলাম, আমি বাবাকে বললাম, এবার আমি ছেলে মেয়ে নিয়ে একা থেকে দেখব থাকতে পারা যায় কি না, আমি একা ছেলে মেয়ে মানুষ করতে পারি কি না।

আমি তো ওর কাছে যাইনি, কিন্তু একবার বিভুদা আমার স্বামীকে নিয়ে এসেছিল। বিভুদা হয়তো বলেছিল চল তুমি আমার সঙ্গে ও আসে কি না দেখি। আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে দুয়োরে বসে আছি দেখছি বিভুদা আগে আগে, আমার স্বামী পিছে পিছে ঢুকছে। আমি বসে আছি, বিভুদা এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে বলল, ঘরে চল। আমি বিভুদাকে বললাম, না দাদা, আমি আর যাব না ও একাই ভালই থাকবে, ও ভাল থাকুক। যা বলার বিভুদাই বলল আমার স্বামীর মুখে কোনো কথা নেই, বরং পাশের এক বৌ বলল আমার স্বামীকে, কিগো জামাই বৌকে নিতে এলে নাকি? সেই সময় আমার স্বামী বলল, একি গরু ছাগল নাকি, ধরে বেঁধে নিয়ে যেতে হবে? সাথে সাথে বৌটা জবাব দিল, ও, তাহলে গরু ছাগল ঠিকমত চরছে কিনা দেখতে এসেছ। ওর এই কথা শুনে দু'জনে চলে গেল। আমি যে গেলাম না বা যাচ্ছি না সবার মুখে একই কথা, যে এখন যাচ্ছিস নাতো পরে বুঝতে পারবি।

আমি ভাবি পরে আর কি বোঝা যাবে, যাদের একেবারেই স্বামী নেই তারা কি বেঁচে নেই? তাদের কি দিন ঠিক মত যাচ্ছে না। কেউ কেউ বলে বা আমার বাবাও বলে যে, ছেলে পিলের লেখাপড়া আর হবে না। আমি বলি ঠিক আছে আমিও দেখব, ওদের লেখা পড়া হয় কি না। ভাবছি বড় ছেলের যে টুকুই লেখাপড়া হয়েছে সেতো আমারই জোরে, ছেলেমেয়েদের জন্য যা কিছুই করতে হয় সে তো আমাকেই করতে হয়। এরপর থেকে না হয় আমাকে সব দিক থেকে চিন্তা করতে হবে।

BanglaBook.org

হাসপাতালের কাজও কদিন করলাম, দেখলাম ওই ছোট ছোট বাচ্চা ছেড়ে রাতের কাজ আমার পক্ষে চলবে না। সেই কাজও আমাকে ছেড়ে দিতে হল কাজ ছেড়ে দিয়ে আবার আমাকে বাবার কাছে যেতে হল। কেন না খরচা চালানো মুশকিল হয়ে গেল বলে। ওখানে বাবা একদিন আমার সাথে আমার স্বামীকে নিয়ে খুব রাগারাগি করল আর আমাকে বলল, তুমি যদি তোমার ঘরে না যাও তাহলে তুমি এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাও, এখানে আমার চোখের সামনে থাকবে না। পরদিন ঠান্ডা মাথায় বাবাকে বললাম, তাহলে আমাকে দাদা বৌদিরা যেখানে আছে সেখানকার ঠিকানা দিন, আর আমাকে কিছু পয়সা দিন। আমি সেখানেই চলে যাব। বাবাও রাজি হয়ে গেল। বাবা, বাবার বন্ধু পতিত কাকুকে বলল। আমার ব্যাপারে পতিত কাকু তখনো আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল যাতে আমি আমার স্বামীর কাছে যাই, আমি কিছুতেই রাজি হলাম না।

পরদিন বেলা দুটোর গাড়ি ধরার ছিল। সকাল থেকেই আমার মন খারাপ ছিল বলে আমি আর ছেলে মেয়ের জামা কাপড় কিছুই পাল্টা পাল্টি করিনি, আমিও যেমন ছিলাম তেমনি স্টেশনে চলে এলাম। বাবা, পতিত কাকু আর মা ওরা আমার সাথে স্টেশনে এসেছিল, দুলালও এসেছিল। বাবা আমাকে টিকিট কেটে দিল। আমার আর তখন চোখের জল থামে না, কত রকম মায়া জাগছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আসছে। বাবাও একা হয়ে গেল, তার কাছে আর ছেলে মেয়ে বলে কেউ রইল না। একবার করে আমার স্বামীর কথাও মনে পড়ছে, তাকেও ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে, মনের মধ্যে খুব কান্না আসছে তবুও বাবা বলছে, মা কাঁদছিস কেন, তুই এখনো তার কাছে যা, আমার টিকিটের পয়সা গেছে যাক তুই তোর ঘরে ফিরে যা মা। আমি বাবার কথা অমান্য করলাম। গাড়ি আসার সময় হয়েছে। বাবা আমাকে একটা কাগজে ফরিদাবাদের ঠিকানা দিল দাদা যেখানে থাকে। আমি দুলালকে বললাম ভাল করে থেকো। ও আমার মেয়েকে কোলে নিয়ে একটু আদর করল। বাবাও মনের ভেতরে কষ্ট পাচ্ছে আমাকে দূরে চলে যেতে হচ্ছে বলে। আবার এও ভাবছি, আমি ছেলে মেয়ে মানুষ করতে পারব কিনা। আমি জানি, আমি দূরে চলে যাচ্ছি বলে বাবার খুব কষ্ট হচ্ছে, তবে কেন বাবা আমাকে একটু এইভাবে আদর করে না, মায়ের জন্য? এই ভাবতে ভাবতে কিছুক্ষণ পর গাড়ি এল। বাবাকে, মাকে, পতিত কাকুকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম, দুলালের সাথে হাত মিলিয়ে আর ছেলে-মেয়েকে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লাম, গাড়ি ছেড়ে দিল। সবাইকে হাত নাড়িয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বিদায় নিলাম।

BanglaBook.org

আমাদের এত [illegible]

সময় লেগেছে। তোমার [illegible] বলছি,

না তাই আমার হয়ে গেছে এক্ষুনি [illegible], তোমাকেও এ কষ্ট

অনুভব করতে [illegible] কিন্তু [illegible] যেমন লিখেছ [illegible]

বলতে চেয়ে আমি আমার দুঃখ দিচ্ছি [illegible] কিন্তু আমি-

[illegible] এক কথা [illegible]

[illegible] তুমি নিজে বলে দেবে

আছে, [illegible] কিন্তু তোমার [illegible]

আছে, [illegible] একটুও দিতে [illegible] হবে কি

[illegible]। এর পরে কি

হবে তা তোমারই জানা, এই সব [illegible]

আমার কি না—এই সব কিছু [illegible]

এখন আমি [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আমাকে, তেমন কোনো [illegible] পারব না।

[illegible] বলবে, তুমি [illegible]

" [illegible] হবে, [illegible] আছে" [illegible]

[illegible] কিন্তু [illegible] তোমার

[illegible] হবে, [illegible] তোমার [illegible]

[illegible] তোমাকে

হবে, [illegible] কিন্তু [illegible] তোমাকে

[illegible] তোমার [illegible]

[illegible] আছে। তোমার [illegible]

[illegible] কিন্তু [illegible], কি [illegible]

[illegible] করেছি, কিন্তু [illegible]

[illegible]

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

গাড়িতে এত ভীড় দাঁড়াবার জায়গা নেই, ছেলে পিলে নিয়ে বসব কোথায়! আমি আমার বড় ছেলেকে বললাম "তুই বোনের হাত ধরে একটু দাঁড়া, আমি দেখি কোথাও একটু জায়গা পাওয়া যায় কি না।" ছেলে মেয়েকে একধারে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি জায়গা খুঁজে কোনোরকম কাপড় চোপড়ের ব্যাগ এক কোণে রেখে ছেলে মেয়েদের ডেকে ওখানেই বসে পড়লাম। ছেলে মেয়েদের তো খুশিতে মন ভরে যাচ্ছে গাড়িতে যাচ্ছে বলে, কিন্তু আমার মন চিন্তায় ভরে আছে। ভাবছি আবার এখানেই ফিরে আসতে হবে কি না জানি না, সব কিছুতো ছেড়ে যাচ্ছি। এরপরে যে কি হবে তা ভগবানই জানে। এইসব ছেলেপিলে মানুষ করতে পারব কি না। এই সব চিন্তা করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেল। আমি ছেলে-মেয়েকে বললাম "তোমরা আমার হাঁটুর উপরে মাথা রেখে শুয়ে পড়।" ছোট ছেলে আর মেয়েতো শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু আমার বড় ছেলের চোখে ঘুম নেই। আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর বলছে "মা তুমি একটু শুয়ে পড়।" আমি বললাম "নারে বাবা চোখে ঘুম নেই, ভাবছি তোদের নিয়ে তো যাচ্ছি। ঠিকমত রাখতে পারব কি না জানি না!" আমার বড় ছেলে বলল "মা আমিও কাজ করব তুমিও করবে। তাহলে কি আমরা ছোট ভাই বোনকে মানুষ করতে পারব না। ঠিকই পারব, তুমি অত চিন্তা করবে না।" আবার বললাম "যা হবে ওখানে হবে, মামারা তো আছে। তার পরে তো আমার রাস্তা আমাকেই

দেখতে হবে, দেখি কি হয়"! আবার আমার বড় ছেলে বলল, মা ভাই বোনকে তো লেখাপড়া শেখাতে হবেই। আমার বড় ছেলের কথা শুনে আমার মনে হল ওর এখানে পড়াশুনায় মন আছে। আমার খুবই ইচ্ছে ছিল আমি ছেলেকে লেখাপড়া শেখাব, কিন্তু পারলাম না। কি করব, আমি চেষ্টাতো কম করিনি, অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছু ছেলের নিজের দোষের জন্য আর কিছু ওর বাবার দোষের জন্য হয়েছে। বাবা হয়ে কি ছেলের উপর নজর রাখতে হয় না? শুধু পয়সা খরচা করলে হয় না, তার পিছনে অনেক খাটতেও হয়। খালি আমিই চেঁচিয়ে যাব আর তুমি চুপচাপ তামাসা দেখে যাবে তা হয় না। আমি এক তরফে ছেলেকে মানুষের মত মানুষ করতে চাইছি, আর অন্য তরফে তুমি ছেলেকে চার আনা আট আনা পয়সা দিয়ে ছেলেকে মাথায় তুলছ? এই করেই তো ছেলের লেখাপড়া হল না!

এইসব ভাবতে ভাবতে রাত শেষ হয়ে গেল। সকালে এক চেকার এসেছে টিকিট চেক করতে। আমি টিকিট বের করে দেখাচ্ছি, ও বলল "এই বগিতে উঠেছ কেন?" একটা কাগজে খচখচ করে কি সব লিখে দিয়ে আবার বলল "একশ পঁচাত্তর টাকা বের কর!" আমি ভাবছি আমি তো টিকিট কেটেই গাড়িতে উঠেছি তবে কেন আবার পয়সা চাইছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ভাবছি, পয়সা চাইছে দিয়ে দিই আছে যতক্ষণ, পরে দেখা যাবে। যদি না দিই তারপরে যদি কিছু করে, তখন আমি ছেলেপিলে নিয়ে কোথায় যাব। এই মনে করে আমি পয়সা দিয়ে দিলাম। কিছু দূরে এসে আর এক চেকার এসে ওই কথাই বলছে আর পয়সা চাইছে। তখন আমার মন খারাপ হয়ে গেল। ভাবছি সব পয়সা যদি আমি গাড়িতেই দিয়ে দেব তাহলে আমি ছেলেপিলেকে খাওয়াব কি! এই সব চিন্তাতে আমার চোখে জল এসে গেছে, আমরা চোখে জল দেখে আমার ছেলেমেয়েরা সব কাঁদতে শুরু করেছে। চেকার পয়সা চেয়ে বলেছিল, "পয়সা বের করে রাখ, আমি এসে নিচ্ছি।" আমার ছেলে পিলের কান্না দেখে এক বাঙালি ভদ্রলোক আমার বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে? আমার বড় ছেলে সব কথা বলল, বলার পর ওই ভদ্রলোকটা বলল, ঠিক আছে আসুক, আমরা বলে দেব ও পয়সা আর নেবে না, তখন আমার মনে একটু সাহস হল, তারপর কোনো চেকার আসেনি। প্রায় দিল্লি এসে গেছি, ওই বাঙালি ভদ্রলোক বলল, কোথায় যাবে? সঙ্গে কেউ আছে কিনা? আমার বড় ছেলে তো সব কথারই জবাব দিতে যাচ্ছে। ভাবছি ও কিছু করবে না তো! আমার ভয় ভয় লাগছে, আর ভয়ে আমি সব ছেলেমেয়েকে কাছে টেনে নিচ্ছি। ভদ্রলোকটা নিজের জিনিস গোছাচ্ছে আর আমাকে বোঝাচ্ছে বলছে, "দেখ নতুন জায়গা, ছেলেপিলেকে সাবধানে রাখবে, ওদের কাছ ছাড়া করবে না।"

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি এসে দিল্লি স্টেশনে দাঁড়াল। বাবা যে আমাকে ঠিকানা দিয়েছে ওই কাগজটা সাবধানে হাতে নিয়ে আমি ছেলেপিলেকে নিয়ে নেমে পড়লাম। আমি একে তাকে জিজ্ঞাসা করছি যে, ফরিদাবাদের গাড়ি কোথায় বা কখন পাওয়া যাবে? একজন ফরিদাবাদ নাম শুনে বলছে, ফরিদাবাদ, কোন ফরিদাবাদ? ওর কথা শুনে আমি খুবই ভয় পেয়ে গেলাম। মনে করছি তাহলে কি বাবা আমাকে ভুল ঠিকানা দিয়েছে, এ আমি কোথায় এসে পৌঁছলাম। এবার আমি ছেলেপিলে নিয়ে কোথায় যাব। ভাবছি কুলিদের জিজ্ঞাসা করি। এক কুলিকে জিজ্ঞাসা করলাম সেও চেনো না, সে আবার আর এক কুলিকে জিজ্ঞাসা করল, সে হিন্দিতে বলল, "ফরিদাবাদ কা গাড়ি ইহাসে তো নেহি মিলেগা, উস প্ল্যাটফর্ম সে মিলেগা"। তার কথা শুনে আমি ওই ঠিকানার কাগজটা হাতে নিয়ে এক লাইন পার হয়ে আর এক লাইনে গেলাম। একে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে আমি গাড়ির আশায় দাঁড়িয়ে আছি। কিছুক্ষণ পর গাড়ি এল, বড় ছেলেকে বললাম, কাপড়ের ব্যাগটা নিতে। আমি মেয়েকে কোলে নিলাম আর ছোট ছেলের হাত ধরে গাড়িতে উঠে পড়লাম। তিন চার স্টেশন পার হয়ে গাড়ি থামল, আমি এক মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল এটাই তো ফরিদাবাদ, আমি ছেলে মেয়ে নিয়ে নেমে পড়লাম।

এবার যে জায়গায় আমার দাদা ভাই আছে সেখানে যাবার জন্য আমি একটা রিক্সাওয়ালাকে কাগজটা দেখিয়ে বললাম "এই জায়গায় যাব আমি, এখন থেকে কত দূরে ভাই?" রিক্সাওয়ালা বলল, আপনি বসুন, আমি পৌঁছে দিচ্ছি। রিক্সাওয়ালা এক হনুমান মন্দিরের সামনে আমাদের নামিয়ে দিল। ওখানে নেমে এক দোকানের পাশে ছেলেপিলেকে বসিয়ে ভাবছি এখানে তো সব হিন্দি কথা বলে, হিন্দি বলেই আমাকে জানতে হবে যে আমার দাদারা কোথায় থাকে। আমি ওই দোকানদারকে আর আরো কয়েকজনকে হিন্দিতে দাদার নাম করে জিজ্ঞাসা করলাম, এই নামে এখানে কেউ থাকে কি না। ওরা বলল এই নামে এখানে কেউ থাকে না। আমি মনে করছি, এ আমি কোথায় এলাম, তাহলে কি সত্যিই আমার এখানে কেউ নেই।

এক এক করে আমার কাছে লোকজন জড়ো হয়ে যাচ্ছে। এক হিন্দুস্থানী বৌ এসে হিন্দিতে বলল "ভয় পেয়ো না বোন, আমরাও পরদেশি, আর কেউ না থাকুক আমরা তো আছি কিছু হবে না"। তখন এক পাঞ্জাবি বৌ এসে বলল, "আমার ঘরে এসো। আমি খাবার বানাচ্ছি বাচ্চাদের খাওয়াবে।" তখন আর এক ভদ্রলোক এসে আমাকে এক ছোট পাহাড় দেখিয়ে বলল, ওই পাহাড়ে এক বাঙালি বস্তি আছে, সেখানে গিয়ে খোঁজ নিতে পার। আমি ছেলে মেয়ে নিয়ে গেলাম,

BanglaBook.org

সেখানে উঠে দেখি ছোট এক মন্দির, তার পিছে এক ছোট বস্তি। আমি ছেলে মেয়েকে মন্দিরের বারান্দায় বসিয়ে সেই বস্তিতে গেলাম। সেখানেও একে তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখছি, ওখানেও কেউ আমার দাদাদের চেনে না। মন্দিরের পাশে কয়েকজন বসে তাস খেলছিল, সেখানেও গিয়ে আমি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার দাদা আর ভাইয়ের কথা। এখানেই এক আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে হট করে উঠে বলল, যে গাড়ি চালাত? আমি বললাম, বলত ভাই তার নাম কি? ছেলেটা আমার দুই ভাইয়ের নাম ঠিকঠিক বলল, তখন আমার মনে একটু সাহস হল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তারা এখন কোথায় থাকে জানো ভাই? ছেলেটা বলল, ওরা তো এখন এখানে থাকে না, আর কোথায় থাকে তাও জানি না। তবে তোমাদের ওখানকার একজন বিমল বলে নাম, সে কিন্তু এখানেই থাকে, আর তারই কাছে তোমার ভাই ড্রাইভিং শিখেছে। সে এখন এখানে আছে। আমি বললাম একটু চল না ভাই তার ঘর দেখিয়ে দেবে। আমি তার সাথে বিমলের বাড়ি গেলাম। বিমল বাড়িতে ছিল না ও কাজে গেছিল। তার বাড়িতে তার পরিবারের কাছে ছেলে মেয়ে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া করলাম। সন্ধ্যাবেলায় বিমল এল, আমি বিমলকে বললাম দাদাও-ভাইয়ের কথা। ও বলল, ওরা এখন চক্রপুর গ্রামে থাকে। একটু থেমে আবার বলল এখান থেকে বিশ পঁচিশ টাকা গাড়ি ভাড়া। আমি বললাম, চল না আমাকে রেখে আসবে ওখানে। বিমল বলল, আমি এখন যেতে পারব না, তবে তার একটা মাসির মেয়ে তো এখানেই আছে। আমি বললাম, মাসির মেয়ে! কোন মেয়ে? ও বলল, কেন বড় বুড়ি তোর মনে নেই? আমি বললাম, চল না তার ঘরই দেখিয়ে দাও।

ভাবছি যাক, আমাদেরই একজনকে পেয়েছি। আবার ভাবছি একবার তো ওদের সাথে ঝগড়া হয়ে গেছে, জানি না গেলে কথা বলবে কি না। বিমলদার সাথে বড় বুড়ির কাছে গেলাম, গিয়ে দেখি বড় বুড়ি বারান্দায় বসে রুটি বানাচ্ছে। বিমলদা বড় বুড়িকে বলল, এই বুড়ি ঘুরে দেখ কে এসেছে। আমি ভাবছি কিছু বলবে না কি, দেখলাম ও দেখে হাসল। দেখে মনে হল না যে ও আগের কথা ঝগড়ার ব্যাপারে কিছু মনে আছে। আমাকে ডেকে বলল, "আয় দিদি, ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ঘরে আয়। তুই কি জামাইবাবুর সাথে ঝগড়া করে এসেছিস"? আমি বললাম হ্যাঁ, ওই রকমই। বড় বুড়ি জিজ্ঞসা করছে, তোকে আসতে দিল? আমি বললাম, আরে ছাড়, ও কি আমাকে আটকাতে পারবে আমি যদি আসি। অবশ্য আমি যখন আসি ও জানে না, জানলে হয় ঝামেলা করত। আমি আবার বলছি, "হ্যাঁ এবার বল দাদারা কোথায় থাকে, এখন যাওয়া যাবে কি না"? বড় বুড়ি বলল এখন কোথায়

যাবি? কাল সকালে খাওয়া দাওয়া করে আমি গিয়ে রেখে আসব। তবে ওদের কাছে কি তুই এই ছেলে পিলে নিয়ে থাকতে পারবি? আমি বললাম, কেন পারব না, আমি কি ওদের কাছে বসে বসে খাব, আমি দেখব কোনো কাজ টাজ পাওয়া যায় কি না। বড় বুড়ি বলল, কাজ তো পাবি, ওখানে অনেক বৌরা মেয়েরা কত সব কাজ করে খাচ্ছে, কত বৌরা স্বামী ছাড়াও ওখানে কাজ করে খাচ্ছে। তুই পারবি না? ঠিকই পারবি, তবে তোকে কাজ করে আলাদা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে হবে, ওদের কাছে তুই থাকবে পারবি না। এর মধ্যে বিমলদা উঠে বলছে, এবার আমি যাই। আমি বললাম বিমলকে "দাদা এখানে কোনো কাজ টাজ পাওয়া যাবে? বিমলদা বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ পাওয়া যাবে, ওখানে না পেলে এখানেই চলে আসবি। এই বলে বিমলদা চলে গেল। বড় বুড়ি আমাকে সব জিজ্ঞাসা করল কি নিয়ে অশান্তি হয়েছে যে তোকে ওখান থেকে চলে আসতে হল? আমি সব খুলে বললাম। বড় বুড়ি আবার বলছে, তুই দিদি এতগুলো ছেলেপিলে এই কাপড় চোপড় ঝোলা ঝম্পর নিয়ে এত দূরে এলি কি করে? আমার তো অবাক লাগছে? আমি বললাম, কেন আসা যায় না, মানুষ ঠিকানা নিয়ে কত কত দূরে চলে যায় জানিস।

পরদিন সকালে ছেলে-মেয়েকে ভাল করে চানটান খাওয়া দাওয়া করিয়ে নিলাম, কেন না দুদিন ভাল করে তা হয়নি। যাব যাব করতে বেলা দুটো বেজে গেল। যেখানে বাস ধরব সেখানে রিক্সায় করে আসতে হল। বড় বুড়ির বর আমাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে এল আর বাসের ড্রাইভারকে বলে দিল আমাদের চক্রপুরের মোড়ে নামিয়ে দিতে। আমরা গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে লাগলাম একটুখানি হেঁটে আসতেই দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে বৌদি আর দাদার বড় মেয়ে বাইরে হাত পা ধুচ্ছে। বড় বুড়ি বলল "ওই দেখ তোর বৌদি।" আমি কাছে যেতেই দেখছি বৌদির আগের যে চেহারা ছিল তার অর্ধেক নেই, গায়ের রঙও খারাপ হয়ে গেছে। সে ভালভাবে কথাও বলছে না। আমি বড় বুড়ির মুখের দিকে তাকাচ্ছি। বড় বুড়ি বুঝতেই পেরেছে আমি কি বলতে চাইছি, আমি বলার আগেই ও বলল, দেখ তুই যদি এদের কাছে থাকিস তাহলে তোকে কত কিছু সহ্য করে থাকতে হবে। ওরা যা বলবে তোকে সব মুখ বুঝে চুপ করে শুনে যেতে হবে। যখন কাজ পাবি তখন একটা ছোট দেখে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকবি। যত দিন কাজ না পাবি ততদিন এদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে থাকতে হবে। ওর কথা শুনে মনে করছি বুড়ি ঠিক বলেছে এত হবেই। আমি ওকে বললাম যদি এখানে কাজ না পাই। ও বলল, কেন পাবি না ঠিকই পাবি, তুই নিজেও একটু খোঁজাখুঁজি কর ঠিক পেয়ে যাবি।

BanglaBook.org

দাদাদের পাশেই থাকে আমার ভাই, আমি বড় বুড়ির সাথে গেলাম ভাইয়ের বাড়ি! আমার ভাইয়ের বৌ আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে, আমি যে অত দূর থেকে এসেছি ভালমন্দ কোনো কথা নেই। আমি এসেছি যেন মনে হচ্ছে আমার দাদা ভাইয়ের বৌদের মাথায় বড় একটা বোঝা চেপে গেছে। আমি বড় বুড়িকে বললাম, কি রে বুড়ি আমি এখানে থাকতে পারব তো? আমি যা দেখছি মনে হচ্ছে আমাকে এখন বেরিয়ে যেতে হবে। বুড়ি বলল দেখ কি হয়। পরদিন সকাল বেলায় বুড়ি বলল, দেখ কি হয়। পরদিন সকাল বেলায় বুড়ি যাবার জন্য রেডি হচ্ছে, ও চলে যাচ্ছে আমার মন তত খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তখন আমার সাথে ভালভাবে কথা বলার কেউ ছিল না। ও যাবার সময় বলে গেল, নে এখানে কাজ না পেলে আমি তো আছি? আমি ভাবলাম যাক, ওর কথা শুনে মনে হল ওর কাছে গেলে কিছু একটা ব্যবস্থা হবে কাজও পাওয়া যেতে পারে।

বুড়ি চলে যাবার পরে আমি দাদার বাড়ি এলাম। আমার মনে হচ্ছে দাদার থেকে ভাইয়ের অবস্থা একটু ভাল ও যেখানে গাড়ি চালায় সেখানে ভাইয়ের ইনকাম বেশ ভালই হয়। চাইলে ওর কাছে কিছুদিন থাকা যায় কিন্তু ওর বৌয়ের ব্যবহার ভাল না। দাদা মাত্র একটি ঘর ভাড়া নিয়ে চারটে ছেলেপিলে নিয়ে আছে। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম এই একটা ঘরে আমার ছেলে মেয়ে নিয়ে কি করে থাকি।

BanglaBook.org

এই সব চিন্তা করতে করতে দাদা আর বড় মায়ের ছেলে রতন ঘরে ঢুকল। রতনের ছোট বোন আমার মেজ ভাইয়ের স্ত্রী, রতনও দুর্গাপুরে থাকে। আমার বাবা যখন জেনে ছিল যে রতনও ওখানে যাচ্ছে কাজের জন্য, তখন বাবা রতনকে বলেছিল যে তুই যাচ্ছিস তো বেবীকে নিয়ে যা সাথে। রতন রাজি হয়েছিল। আমি রতনকে জিজ্ঞাসা করলাম রতনদা তুমি কবে এসেছে, রতনদা বলল, আমার দু-তিন দিন হয়ে গেল। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম "তোমার তো আমাকে নিয়ে আসার কথা ছিল না?" রতনদা বলল, আমি কি করব সবাইযে মানা করল। আমার দাদা এই কথা শুনে আমার ভালমন্দ খবর নেওয়ার বদলে আমাকে বকাবকি করতে লাগল। বলল, তুই কেন চলে এলি? লড়াই ঝগড়া কার ঘরে না হয়? আর এলিই যদি শঙ্করকে কেন নিয়ে এলি না? রতন ক'দিন আগে থেকেই আছে আবার তুই এর মধ্যে ছেলেপিলে নিয়ে এ ঘরে কি করে থাকবি।

আমি দাদার কথায় জবাব দিই নি, কেন না আমি জানি যে ওর কথার জবাব দিলেই আরো বেড়ে যাবে। এই কারণে আমি কিছু বলিনি, আর আমি বলিনি বলে দাদাও চুপ করে গেছে আর তখনিই দাদার জানাশোনা একটি ছেলে আমাদের

কাছে এল। দাদা বলল, এর নাম সুভাষ, আমাদের পাশেই ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। এও আমাদের দুর্গাপুরের ছেলে। দাদা সুভাষের সাথে কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমাকে বলল, আরে হ্যাঁ বেবী আমার কাছে তো আরো একটি ঘর আছে, ফালতু আমি ওই ঘরের ভাড়া দিচ্ছি। আমি ওই ঘর নিয়েছিলাম দোকান খুলব বলে। না হয় তুই ওই ঘরেই থাক যতদিন কাজ না পাচ্ছিস, আর রতনের মন চাইলে সেও থাকতে পারে। আমি চুপ করেই আছি, কিন্তু দাদার কথা শুনে আমার ভাল লাগল আর রতনকে দেখে মনে হল যে সেও রাজি। দাদাও বুঝতে পারল যে আমরা রাজি। দাদা এবার সুভাষকে বলল, তুমি তো একাই রান্নাবান্না কর, তো তুমি এক কাজ কর, তোমার রান্নার বাসনপত্র বেবীকে দাও। তোমার রান্না বেবীই করে দেবে। এখন বেবীর অবস্থা খারাপ, তোমার রান্নার ঘরটাও বেবীকে দাও। ও কাজ পেলে আস্তে আস্তে তোমার জিনিস তোমাকে দিয়ে দেবে। দাদার কথা সুভাষ মেনে নিল। ওর দেখাদেখি রতনও তৈরি হয়ে গেল, কেন না ও বোনের ঘরে আর কতদিন খাবে বলে।

দাদার ঘর থেকে যেতে যেতে পাঁচ সাত দিন হয়ে গেল। বাসনপত্র আমি সুভাষের কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এসব রাখার জন্য ঘর সাফাই করতে হবে আর এর জন্য সময় কোথায়। সারাদিন তো আমি একুঠি ওকুঠি করে বেড়াচ্ছি কাজের জন্য ছেলেপিলের খাওয়া-দাওয়ার চিন্তা লেগেই আছে। আমি যখন ঘুরে আসতাম কখনো দাদার ঘরে কখনো ভাইয়ের ঘরে খাওয়া দাওয়া করতাম। ওই ঘরে গিয়ে আমার ভাল লাগল কেন না একটা ঘরে থেকে কারো সাথে কেউ কথা বলবে না এটা কি ভাল। আমার মন হবে ভাইদের বৌয়ের সাথে কথা বলব মন না হয় বলব না।

ওই ঘরে গিয়ে আমার কাজ তো বেড়ে গেল কিন্তু আমার ছেলেপিলের খাওয়া খরচা বেশ ভালই চলে যেত। সুভাষ আর রতন বিশ বিশ টাকা করে দিত আর দাদাও পাঁচ দশ টাকা করে দিত কাউকে না জানিয়ে। আমি সকাল বেলায় সবার রান্নাবান্না করে কাজ খুঁজতে বেরিয়ে যেতাম। সব জায়গাতেই আমাকে লোকে জিজ্ঞাসা করত যে তোমার স্বামী কোথায়। যেই বলতাম আমার স্বামী আমার কাছে নেই ও দেশে থাকে, তখন আর কেউ কাজের কথা বলত না। অনেক ঘুরেছি কাজের জন্য কিছুতেই আর কেউ কাজে নিচ্ছে না, আমার স্বামী আমার কাছে নেই বলে কি করব। ভাবছি আমাকে কি সেখানেই আমার ফিরে যেতে হবে। এইভাবে আর ক'দিন চলবে। আমার দাদাও আমার জন্য অনেকই খোঁজাখুঁজি করছে কোথাও আর কিছু হচ্ছে না। একদিন দাদা বলল "তুই বাড়ি গিয়ে শঙ্করকে নিয়ে আয়"।

আমি দাদার কথা শুনে ভাবলাম, ওর কাছেই আমাকে যদি থাকতে হবে তাহলে তো আমি ওখানেই ওর কাছে থাকতাম। তাহলে আমি এত দূরই বা এসেছি কেন, আর এত কান্ডই বা হবে কেন। বৌদিও থেকে থেকে খিচ খিচ করছে, যাতে আমি আমার স্বামীর কাছে ফিরে যাই। ভাই ভাইয়ের বৌ সব আমার পিছনে উঠে পড়ে লেগেছিল, আমি কেন তাকে ছেড়ে এসেছি বলে, কেন আমি তার ঘর ছাড়া হয়েছি। ওদের কথা, আমি মরে যাই সেও ভাল কিন্তু স্বামীর ঘর ছাড়া কেন হয়েছি। ঠিক তো, কোনো বাপ ভাই কি চায় যে কোনো মেয়ে তার স্বামীর ঘর ছাড়া হোক বলে। কিন্তু আমি যে কেন ছেড়েছি এটাই তো কেউ জানতে চায় না। আমি চাই যে ছেলেপিলেকে জন্ম যখন দিয়েছি ছেলেপিলেকে মানুষও ঠিকমত করতে হবে। খালি জন্ম দিলে হয় না তার কর্মটাও করতে হবে। আর এই পরিবেশে থেকে ছেলেমেয়ে মানুষ হবে না, তার জন্য চাই একটু ভাল পরিবেশ। আর এই পরিবেশ ছেড়ে আমার স্বামী যেতে চায় না। যার জন্য আমাদের মধ্যে রোজ অশান্তি লেগেই থাকত আর সেই অশান্তি ছেলেপিলের সামনেই হত। আমি মনে করতাম এইভাবে ছেলে মেয়ে অমানুষ হয়ে যাবে। তখন আমি ভাবলাম যে আমাকে নিজে শক্ত হতে হবে, আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আমার স্বামীর ভরসায় থাকলে চলবে না। এবার আমি ভাবি আমার পিছনে যে যতই লাগুক, দেখি না কতদিন এইভাবে কাজের জন্য ঘোরা যায়। একদিন না একদিন কাজ ঠিকই পাওয়া যাবে। এত মানুষ কাজ করে এখানে আছে। আমার কি হবে না, ঠিকই হবে।

একদিন আমার ভাইয়ের বাড়িতে আমার সাথে ভাইয়ের কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। সে সময় ভাইয়ের এক বন্ধু নিতাই এসেছিল। ও সব শুনেছে। আমার এই অবস্থা, এই রকম কাজের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছি কাজ পাওয়া যাচ্ছে না। তখন ও বলল "ঠিক আছে দিদি তুমি কোনো চিন্তা কোরো না আমি দেখব তোমার কাজের জন্য"। আর দাদা তো আগে থেকেই আমার জন্য কাজ খুঁজছিল। দাদার পাশেই এক বড় কুঠি ছিল, সেখানে আমার বৌদি আমার কাজের জন্য কথা বলে এসে আমাকে একদিন নিয়ে গিয়ে কাজের ব্যাপারে সব বলে এল। তারপর আমি ওই কুঠিতে কাজে গেলাম। বেশ দু-চারদিন কাজ করতে করতে আশেপাশের লোক সব বলতে লাগল, তুই ওদের বাড়ি কাজে ঢুকেছিস, ও ঠিক মত পয়সা দেয় না, কাজের জন্য ভারি খিচখিচ করে। অনেকেই অনেক কথা বলছে তাও আমি কারোর কথা না নিয়ে আমি রোজ কাজে যাচ্ছি, ভাবছি আমাকে তো এখানে কাজের জন্য কোনো বাড়িতে কথা শুনতে হয়নি। পরে কি হবে জানি না। আর তা ছাড়া এখানে এসে এত খুঁজে খুঁজে এই প্রথম কাজ পেয়েছি আমাকে লোকের কথা শুনে চট

করে কাজ ছেড়ে দিলে হবে না। মাস গেলে ঠিকই কিছু না কিছু পাওয়া যাবে। এক সপ্তাহ হয়ে যাচ্ছে ওই কুঠিতে কাজ করা। একদিন হঠাৎ নিতাই এসে বলল, চল দিদি আমি এক বাড়িতে কাজের কথা বলে এসেছি, আমার সাথে চলো কথা বলে নেবে। আমি সেই সময় নিতাইয়ের সঙ্গে চলে গেলাম। আমি নিতাইকে আগেই জিজ্ঞাসা করেছি যে ওরা থাকার জায়গা দেবে কিনা। নিতাই বলেছে, সে কথা আমি বলেছি, তুমিও ভাল করে বলে নেবে। রাস্তাতে আমাদের কথা হচ্ছিল। এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আছি নিতাই বাইরে থেকে বেল বাজাল। সাথে সাথে মেম সাহেব বেরিয়ে এল। তখন তো দেখে মনে হয়েছিল সত্যি খুব ভাল, নিতাই কথা বলছে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করছে, তুমি সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত থাকতে পারবে? আমি বলছি, আমাকে একটু থাকার জায়গা দিলে ভাল হত, কেন না ছেলে পিলে ফেলে সারাদিন থাকা, ওরা যদি কান্নাকাটি করে। আমাকে একটু থাকার জায়গা দিলে আপনারা আমাকে সারা দিন রাতও যদি কাজ করতে বলেন আমি রাজি।

মেমসাহেবের সাথে কথা হয়ে গেল। আমি কাল থেকে সকাল আটটার সময় কাজে আসব, এই কথা হয়ে গেল। আমি চলে গেলাম। তারপর আমি আর ওই বাড়িতে বাড়িতে কাজে গেলাম না। সেই দিনই বেলা তিনটের সময় নিতাই এসে বলল দিদি তুমি আর ক'দিন দাঁড়াও, ওরা বলেছে দু চার দিন পরে তোমাকে নেবে। আমি তো শুনে অবাক হয়ে গেলাম, ভাবছি আমি এ কি করলাম, ওর কথায় হাতের কাজও ছেড়ে দিলাম। দাদা বৌদি শুনলে খুব রাগারাগি করবে। যে বাড়িতে কাজ করতাম সেই বাড়ির মেমসাহেব এসে আমাকে ওর বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেল, আর বলল, দেখ তুমি যদি আমার বাড়িতে কাজ না কর তাহলে যে কদিন কাজ করেছ আমি সেই পয়সাও দেব না। আমি ভাবলাম না দেবে তো না দেবে, কিছু না বলে চলে এলাম।

নিতাইয়ের কথা শুনে আমাকে ওই কাজও ছেড়ে দিতে হল। নিতাইয়েরই বা কি দোষ, নিতাইকে ওরা বলেছিল বলে ও আমাকে এসে বলল। দোষ তো আমার যে আমি আগে মেমসাহেবের সাথে কাজের কথা পাকা না করে আমার হাতের কাজ ছেড়ে দিলাম। এবার আমি কি করব। আমি আবার গেলাম ওই কুঠিতে, যেখানে নিতাই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। ভাবলাম বলে দেখি কি বলে, গিয়ে বাইরে থেকে বেল বাজালাম। সাথে সাথে ষোল সতের বছরের একটি ছেলে বেরিয়ে এল। আমি ওকে বললাম একটু মেমসাহেবকে ডেকে দাও না ভাই। ও গিয়ে মেমসাহেবকে ডেকে দিল। মেমসাহেব আমাকে দেখে যেন মনে হচ্ছে ওর

BanglaBook.org

কিছু একটা বিরক্ত ভাব হচ্ছে, ও এসে বলল, তুমি আবার এসেছ, আমি বলেছি না নিতাইকে দিয়ে খবর দেব? আমি বললাম. দেখুন আপনার কথা শুনে আমি আমার হাতের কাজ ছেড়ে দিলাম। এইবার আমি কি করব, কোথাও কাজ খুঁজে পাচ্ছি না। মেমসাহেব আমার কথা শুনে বলল, দাঁড়াও ভেবে দেখি কি করা যায়। এই বলে ভিতরে গিয়ে কিছু চাল আর কিছু পয়সা এনে বলল, এইগুলো নিয়ে ছেলেপিলেকে নিয়ে খাওয়া দাওয়া করো, আমি পরে আবার নিতাইকে দিয়ে বলে পাঠাব তোমার কাছে। আমি ওই চাল আর পয়সা নিয়ে নিতাইয়ের কাছে গেলাম। নিতাই ওই কুঠির পাশের কুঠিতে থাকত, ও কুঠি দেখাশুনো করতো। তখন ওর সাহেব মেমসাহেব কেউ ছিল না। আমি নিতাইয়ের কুঠিতে গিয়ে বাইরে থেকে বেল বাজালাম। সাথে সাথে নিতাই তিন তলার ছাদ থেকে বলছে কে, আমাকে দেখে ও নিচে নেমে এসে গেট খুলে দিল। আমি কিছু বলতে চাইছি ও বলতে দিচ্ছে না। আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে ভিতরে গেল। ভেতরে গিয়ে দেখি, আমার ভাইয়ের বৌ আর আমার ভাই, ওরা আমাকে দেখে হয়ত মনে করল এ আবার এখানে কেন। ভাইয়ের বৌতো আমার সাথে ভালভাবে কথাই বলে না। তাও আমি ওদের জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা কখন এলে? ওরা আমার সাথে কথাই বলছে না, নিতাই বলল, ওরা কালকে এসেছে আমি ওদের যেতে দিইনি। আমি ওদের হাবভাব দেখে ওখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরতে চাইছি, নিতাই আমার হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিচ্ছে, নিতাই যত আমাকে ওদের সামনে আটকাতে চাইছে ততই আমার ভাইয়ের রাগ হচ্ছে। কিন্তু নিতাই আমাকে না খাওয়া দাওয়া করিয়ে ছাড়ল না।

আমি চলে আসার পর ভাইয়ের সাথে নিতাইয়ের অশান্তি হয়েছে। অশান্তিটা হয়েছে আমার জন্য। আমি কেন নিতাইয়ের কাছে গেলাম। নিতাই ভাইকে বলেছিল, দেখ ওটা তোমার দিদি, ওটা আমারও দিদি। ও আজ কাজের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তোমরা ওর জন্য কোনো ব্যবস্থা করছ না। ও আমার কাছে এসেছে কাজের জন্য। ওকে পাশের কুঠিতে কাজের কথা বলেছে। ও তাই আমার কাছে এসেছে। আমার কাছে তোমরা আসতে পার আর তোমার দিদি এলে আমার কি ক্ষতি হতে পারে? এ কথা শুনে আমার ভাই আমার এক রক্তের ভাই হয়েও বলেছে যদি ও আসে তাহলে আমি তোমার সাথে বন্ধুত্ব ছেড়ে দেব। আমার ভাই আমাকে নিয়ে নিতাইকে এইভাবে কথা বলেছে। তা নিতাই আমাকে পরে জানিয়েছিল। আমি আশ্চর্য হইনি। কেন না নিতাইয়ের কাছ থেকে আসার সময় আমি বলেই এসেছিলাম, যে আমায় নিয়ে আমার ভাই ওকে কিছু না কিছু বলবেই। ভাবি আমার ভাই হয়ে যদি আমাকে খারাপ ভাবে তাহলে তো লোকে না জানি আরো কত কি বলবে।

BanglaBook.org

পরদিন আমি নিতাইয়ের কাছে আবার গিয়েছিলাম। কাজের জন্য ওরা কিছু বলে কিনা জানতে। নিতাই বলল, কি তোমাকে এখনো ঘোরাচ্ছে? তাহলে ছেলেপিলেকে খাওয়াচ্ছো কি? আর ও তো জানে আমার ভাইয়ের ব্যবহার। ও বলল দাঁড়াও আমি একবার দেখা করে আসি। এই বলে আমাকে ঘরে বসিয়ে রেখে ও গেল ওই মেমসাহেবের কাছে। আমি পরে জানলাম যে ও গিয়ে বলেছে, আপনি যদি না নেবেন তাহলে ঝাড়া জবাব কেন দিচ্ছেন না? এইভাবে বার বার ঘোরানোটা কি ঠিক হচ্ছে? মেমসাহেব ওর কথা শুনে একটুও রাগ করেনি। মেমসাহেব বলেছিল, ঠিক আছে ব্যাটা, আমি তোমাকে কাল সকালে ফোনে বলে দেব। এইভাবে আমাকে সাত থেকে দশদিন ঘুরিয়েছিল। তারপর একদিন কি ভেবেছিল জানি না মেমসাহেব নিজে গিয়েছিল নিতাইয়ের কাছে। তখন বিকেল। গিয়ে বলছে তুমি এখনি ওকে ডেকে নিয়ে এস। নিতাই হঠাৎ আমাকে গিয়ে বলল, চল এখনি মেমসাহেব তোমাকে ডাকছে। আমি গেলাম চারটে-পাঁচটার দিকে। আমাকে রাত আটটা অব্দি কাজ করিয়ে নিয়েছে। এদিকে আমি ভাবছি ছেলেপিলেকে না বলে এসেছি জানি না ওরা কাঁদছে, না কি করছে। আটটার সময় বাইরে এসে আমাকে বলল, দেখ তোমাকে আমি থাকার জন্য জায়গা দিতে পারি তবে এখন না। ক'দিন পরে তোমাকে বলব। এখন তুমি এইভাবে আসা যাওয়া করে কাজ কর। তাতেও আমার মন খারাপ হয়ে গেল, ছেলেপিলেকে ছেড়ে আসতে হবে বলে, কি করব তবুও আমাকে রাজি হতে হল।

BanglaBook.org

পরদিন সকালে আমি ছেলেপিলের রান্নাবান্না করে আটটা-নটার দিকে কাজে এসেছি। কাজ করতে করতে দেখছি এদের ঘরে কাজের লোক আছে আমাকে নিয়ে চারজন। আমার কাজ ছিল ঘরের ভিতরের কাজ। আমার কাজ দেখে ওদের খুবই ভাল লেগেছে। আমারই মত আর একটি মেয়ে কাজ করে। আমিও করি প্রথমে ও আমার সাথে ভয়ে কথা বলত না। ভাবত আমি বাঙালি নই। পরে আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম হিন্দিতে, তোমার বাড়ি কোথায়? ও বলল, কলকাতা। তখন আমি ওর সাথে বাংলায় কথা বলা শুরু করলাম। তুমি কি বাঙালি? আমার এই কথা শুনে ওকে দেখে মনে হল ও যেন আমার কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। চমকে গেল, আমি বললাম, আমিও তো বাঙালি, ভালই হল আমরা আমাদের ভাষায় কথা বলব। কিন্তু ও বাড়ির লোক কাউকে কারোর সাথে কথা বলতে দিত না। এক জায়গায় দাঁড়ানো বা বসে থাকা দেখতে পারত না। এক জায়গায় দেখলেই খিচ্‌খিচ্ করত। কথা বলতে দেখলেও রাগ করত। আমি যে ওদের বাড়ি কাজে ঢুকেছি তাতে ওই মেয়েটি খুবই খুশি হয়েছে। একদিন ও বলেছে — দেখ আমার

একদমই ভাল লাগে না। যেদিন থেকে তুমি এসেছ সেদিন থেকে আমার মনটা একটু ভাল লাগছে। কিন্তু এরা যে আবার সেসব পছন্দ করে না। এইভাবে কি করে থাকা যাবে? আমি ভাবলাম, যতই হোক আমাকে ওদের কথা মতো চলতে হবে। এখন আমি নিরুপায়। কিছু করার নেই, আমাকে যত কিছুই বলুক আমাকে থাকতেই হবে।

বেশ কদিন পরে হঠাৎ একদিন মেমসাহেব বলছে, বেবী শোনো। আমি ভাবছি এইভাবে এত জোরে কেন ডাকছে। আমি তাড়াতাড়ি কাছে গেলাম। বলল, তোমার জিনিসপত্র আর তোমার ছেলেমেয়েকে নিয়ে চলে এসো। আমি ভাবলাম হঠাৎ কেন। আমি যাব, ছেলেপিলে একটু পয়-পরিস্কার করতে হবে। জামাকাপড় কাচাকাচি করতে হবে। এইভাবে হঠাৎ বললে কি করে আসব। এই সব ভেবে আমি বললাম, দেখুন আমি আজ আসব না, দু দিন পরে আসব। এতদিন তো কষ্ট করলাম আর দুটো দিন আমাকে থাকতে দিন। এর মধ্যে ছেলেমেয়ের চুলটুল কাটাকাটি, কাপড়-চোপড় কাচাকাচি সব সেরে নেব। যেই বলেছি এসব কথা অমনি মেমসাহেব রেগে গেছে। বলছে, থাকার জায়গার জন্য আমরা যখন আপত্তি করেছিলাম তখন তোমার অসহ্য লাগছিল আর এখন আমরা থাকার জন্য জায়গা দিচ্ছি তখন তোমার আপত্তি হচ্ছে, কেন? ভাবছি আপত্তি কিছুই না, আমার তো আরো ভাল হবে। ছেলেপিলেকে এত দূরে ছেড়ে কাজে আসি। না জানি ছেলেমেয়েরা কতলোকের বকাঝকা খায়। আমি তো সারা দিনই এই বাড়িতে পড়ে থাকি। যখন ছেলেদের কাছে যাই তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দৌড়ে আসে মা-মা বলে। মা তুমি এত দেরি কর কেন মা? আমি বলি, বাবা! বলে, লোকের বাড়ির কাজ, তারা যখন বলবে যাও তখনি তো আসব বাবা। এই বলে ছেলেদের মনকে বোঝাতাম। আমার কথা শুনে ওদের মনে কতই না দুঃখ হতো।

তারপর দেখলাম মেমসাহেব খুবই রাগারাগি করছে, তখন আমি বললাম, ঠিক আছে আজই রাতে চলে আসব। মেমসাহেব বলল, আজ রাতে নয়, তুমি এক্ষুনি চলে এসো। যাও, এখনি যাও। তুমি এসে কাজ করবে যাও। আমি তার কথা শুনে চলে গেলাম ছেলেপিলেকে আনতে। কাপড়-চোপড় যা আছে সব আনতে। আমি গিয়ে দাদার কাছে দাঁড়িয়েছি। দাদা বলল, কিরে আজ এত তাড়াতাড়ি চলে এলি যে। আমি বললাম, ছেলেপিলেকে নিতে এলাম। মেমসাহেব বলেছে তুমি এক্ষুনি ছেলেপিলেকে নিয়ে এসো। দাদা বললো, যা-যা ভালই হবে যা। দাদার কথা শুনে মনে হল, আমি এখান থেকে যেতে পারলে যেন সবাই বেঁচে যায়। কাপড়-চোপড় গুছিয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম। বড় ছেলেকে আমার

দাদা অন্য এক কুঠিতে রেখেছিল। আসার সময় দাদাকে বলেছিলাম আমার বড় ছেলের একটু খোঁজখবর রাখিস, দাদা। আমি তো জানিওনা যে ও কোন কুঠিতে থাকে। তোরা রেখেছিস, তোরাই জানিস। দাদাকে এই বলে চলে এলাম। যখন এলাম রাত আটটা-নটা হবে। এসে বাইরে বেল বাজালাম। সাথে সাথে মেমসাহেব আর ওই বাঙালি মেয়েটা বেরিয়ে এল। মেমসাহেব বেরিয়ে এসে বলল, বাবা এত দেরি। যাও এখন আর কোনো কাজ করতে হবে না, গিয়ে শুয়ে পড়ো। আমি ভাবলাম, আরে ছেলেপিলে কি খাবে না খাবে সে সব কোনো কথা নেই। ভাগ্যিস আমি ছেলেমেয়ের জন্য দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে এনেছিলাম, এত রাতে রান্না করতে পারব কিনা বলে। আর রান্নার জন্য সে রকম বাসনেরও জোগাড় ছিল না।

সে দিন তো যাহোক করে গেল। পরদিন থেকে কাজের চাপ খুব বেড়ে গেল। কাজ করতে করতে আমি হিমসিম্ খেয়ে যেতাম। জানি না কেন সবাই আমার পিছনে সব সময় এটা কর ওটা কর, সব সময় কাজ কাজ করে লেগেই থাকত। আমি কিছু বলতে পারতাম না। আমাকে ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকার জায়গা দিয়েছে বলে। ছেলেপিলেকে সময়ে ঠিকমত খেতে দিতেও পারতাম না। সারাদিন কাজ করতাম, রাত এগারোটা অব্দি। তাও বলত না যে এবার যাও ছেলেমেয়েরা কি করছে, খেয়েছে কিনা দেখো গিয়ে। আমি রান্না করার ও সময় পেতাম না। আমি যত রাতেই ছেলেমেয়ের কাছে যেতাম আমি রাতেই রান্না করতাম। শুতে অনেক রাত হয়ে যেত। আবার সকাল হতে না হতেই ছটার আগেই ওরা ডেকে নিত। আমার ঘুম ছিল খুবই হালকা। একবার ডাকলেই আমার সাড়া পেত। চোখে মুখে জল না দিয়েই নিচে নেমে যেতাম। যদি একবার ডাকতে না যেতাম তাহলে বার বারই ডেকে যেত। একবার ডাকলেই তো আমি উঠে পড়তাম।

মেমসাহেবের মেয়ে ছিল। সে আবার দিল্লি অফিসে চাকরি করত। আটটার সময়ে যেত অফিসে। তার আগেই তার জন্য জল খাবার, দুপুরের খাবার বানিয়ে দিতে হত, সাথে নিয়ে যেত। এত সব রেডি চাই। সন্ধ্যা ছটার সময় আসত। তার আগে গেট খুলে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। কখন আসবে অফিসের বাস, বাস থেকে নামার সাথে সাথে ওর হাত থেকে ব্যাগ ট্যাগ যা থাকত তাড়াতাড়ি করে তার হাত থেকে নিয়ে তার সাথে সাথে বাড়িতে ঢুকতে হত। একদিন যদি গেট খুলে দাঁড়াতে দেরি হয়ে যেত তাহলে কত কথা শুনতে হত। অফিস থেকে আসার আগে ফল কেটে রাখতে হতো। ঘরে ঢোকার সাথে সাথে ফলের প্লেটটা হাতে ধরিয়ে দিতে হত, তারপর জিজ্ঞাসা করে জানতে হত, দিদি! জল না পেপসি, না সরবৎ নাকি চা।

যা বলত তা সাথে সাথে বানিয়ে দিতে হত। এরপরেও বলত, মাথাটা একটু টিপে দে, এটা করে দে, ওটা করে দে, কিছুতে ওদের কাজ শেষ হত না। এসব কিন্তু ওই কুঠির সাহেবের সহ্য হত না। তখন সাহেব গিয়ে মেমসাহেবকে বলত, দেখ ওর তো একটু আরাম নিতে ইচ্ছে করে, ওর ছেলেপিলের কাছেও যেতে হবে। সাহেবের কথা শুনে মেমসাহেবের রাগ হত। মেমসাহেব আর সাহেব দুজনে কথা বলত। আমি কিছু বুঝতে পারতাম ঠিকই কিন্তু ওদের হাবভাব দেখে কিছু বলতাম না। যদি কিছু বলি তাহলে যদি বলে তুমি এখান থেকে চলে যাও। তখন ছেলেপিলে নিয়ে আমি কোথায় যাব। দাদা ভাইয়ের এই তো ব্যবহার। ওখানেও যেতে পারব না।

কিন্তু দাদা ভাইয়ের কাছে এখন আমার না গেলেও চলবে। আবার ভাবি না গেলে চলবে না, আমার বড় ছেলেটার খোঁজখবর নিতে হলে আমাকে ওদের কাছে যেতেই হবে। একবার ভাবলাম মেমসাহেবকে বলি যে ছেলেটার সাথে দেখা করে আসি। মেমসাহেব কিছুতেই আর যেতে দেয় না। আজ না কাল, কাল না পরশু। এই করে করে দিন যায়। ছেলেটার কাছে আর যেতে পারি না। আর কোনো খোঁজখবরও পাই না। দাদার কাছেও যেতে পাই না, আমি রেশন আনতে যাব তাও আবার টাইম দিয়ে দিত। এত টাইমে আসা চাই। আর একটু দেরি হলেই বকাবকি খেতে হত। কারোর সাথে কথা বলতে দিত না। বাইরে বেরতোও দিত না। ভাবতাম এইভাবে কি করে থাকব। আমি এখানে কাউকে জানিও না, চিনিও না যে কাউকে বলব কাজের কথা। কুঠিতে তো কাজের লোক তিনচার জন, কিন্তু আর কারোর পিছনে এত লাগেনা, তাদের কাজের জন্য বকে ঠিকই কিন্তু আমাকে যতটা বলে অন্য কাউকে অতটা বলে না। আমাকে ছেলেপিলে নিয়ে থাকতে জায়গা দিয়েছে এইভেবে যে আমি আর অন্য কোথাও বেরোতে পারব না। সেইজন্য আমাকে এত খাটিয়ে নেয়।

ওরা পয়সা মাসে মাসে ঠিকই দিয়ে দিত, আর তখন আমার হাতে পয়সাও থাকত। খাওয়া-দাওয়া যেমন তেমন ঠিকই চলে যেত, কিন্তু আমার মন খুবই খারাপ লাগত বড় ছেলের জন্য। মাঝে ছাতে বসে কাঁদতাম বড় ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার খুবই ইচ্ছে ছিল। আর আজ জানি না কোথায় কার বাড়িতে কি করছে। আমি কাঁদতাম আর বাঙালি মেয়েটা আমাকে বলত। তুই বলতে পারিস না যে আমি ছেলের খোঁজ নিতে যাব। জোর করে বল। আবার বলত, তুই কি করে আছিস জানি না ছেলে ছেড়ে। ছেলে ছেড়ে যে কি করে আছি সে তোরা কি করে বুঝবি, সে একমাত্র আমিই জানি।

BanglaBook.org

একদিন আমি ওই কুঠিতে থাকতে বাজারে যাবার পথে দাদার কাছে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি ছেলে আমার বাইরে খাটের উপর বসে আছে। আমি গিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছি আর দেখলাম ছেলের হাতে পায়ে একেবারে কেমন যেন ঘা-ঘা হয়ে গেছে। ছেলে আমার হাঁটতেও পারছে না। পা থেকে রক্ত বেরচ্ছে। ও যেখানে ছিল জানি না সেখানে কতই না ওকে দিয়ে কাজ করিয়েছে কত যে জল ঘাঁটিয়েছে। ছেলের ওই অবস্থা দেখে আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। আমার কান্না এসে গেল। সাথে সাথে আমি ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। দাদা তো আমাকে দেখে খুবই বকাবকি করতে লাগল। দাদা বলল, ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দে। তুই না গেলি, ওকে ওর বাবার কাছে পাঠিয়ে দে। আর তা না হলে তোর কাছে নিয়ে রাখ। আমি বললাম, আমি যেখানে থাকি ওখানে ওরা তিনটে ছেলে নিয়ে থাকতে দেবে না। দাদা, ও তোর কাছেই এখন থাক কিছুদিন। আমি অন্য কোথাও কাজ দেখে ওখান থেকে বেরিয়ে ওকে আমার কাছেই রাখব। দাদাকে এই বলে আমি চলে এলাম। আমার আসতে দেরি হয়েছিল বলে ঘরে ঢোকার সাথে সাথে রাগে মেমসাহেব কোন কাজটা যে করতে বলবে তা ঠিক করতে পারছে না। কখনো বলছে এটা কর, কখনো বলছে ওটা কর, যেন মনে হচ্ছে মাথা এত গরম হয়ে গেছে এখনি কিছু একটা করে ফেলবে। একটু পরে জিজ্ঞাসা করল, এত দেরি হল কেন? আমি বললাম, আমি দাদার কাছে গিয়েছিলাম। আমার বড় ছেলের জন্য, ওর অবস্থা খুব খারাপ। ওকে ডাক্তার দেখিয়ে তবে এলাম। কালকে আবার যেতে হবে। ও মাঃ যখনি বলেছি কাল আবার যাব। তখন মেমসাহেব আরো রেগে গিয়ে বলল, যাও যাও রোজ যাও। কাজ করতে হবে না। তুমি খালি ঘুরেই বেড়াও। আমি ভাবছি, আমি কি খালি ঘুরেই বেড়াই। আমি কি দাদার কাছে ঘুরতে গিয়েছিলাম। আমি বাইরে বের হই না, কখন ঘুরব আর কখন বেড়াব!

মেমসাহেবের ব্যবহার আমার একদমই ভাল লাগে না। ছেলেটার সাথে দেখা করতে যাব তাও সহ্য হবে না। আর ছেলেটা যদি আসে আমার সাথে দেখা করতে তাও সহ্য হবে না। এ কি জ্বালারে বাবা। যখন ছেলে আসত আমার সাথে দেখা করতে তখন মেমসাহেব বলত, বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বল। ছেলেকে ভেতরে ঢুকতে দিত না। আবার বেশিক্ষণ কথাও বলতে দিত না। ছেলের সাথে ভালভাবে দুটো কথা বলতে পেতাম না। ছেলেরও তো ইচ্ছে করে যে মায়ের কাছে থাকব। দুটো ছেলেকে নিয়ে আছি এটাই ওদের পক্ষে খুব বেশি হয়ে গেছে। আর একটি ছেলে যে মায়ের কাছে এসে থাকবে সে ওরা চায় না। আমার কষ্ট দেখে ওই বাঙালি মেয়েটাও খুব দুঃখ করত। বলত দেখ এইভাবে তোর থাকাটা উচিৎ হবে

BanglaBook.org

না। এইভাবে ছেলে এসে এসে ঘুরে যাবে। মায়ের সাথে এসে ভালভাবে দুটো কথাও বলতে পারে না। এ কি করে সম্ভব। আমিও ভাবি এইভাবে কতদিন থাকা যাবে। ছেলে আওয়ারার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আমি তিন তালা কুঠিতে আছি। আমার মন ভীষণ খারাপ লাগত। কোনো কাজে মন লাগত না। রান্না করেও খেতে ইচ্ছে করত না। ওদের কাছে সব সময় কথা শুনতে হত।

ওদের বাড়িতে একটি কুকুর ছিল। কুকুরটার নাম ছিল ক্যাসফো। আমি ভাবতাম এদের ব্যবহারের থেকে ক্যাসফোর ব্যবহার ভাল। আমার যখন মন খারাপ করত তখন আমার পাশে এসে আমার নাক চাটত, আমার পা চাটত, গা শুঁকতো। আমি বুঝতে পারতাম ও আমার কষ্ট বুঝতে পারছে। আমি যখন ওর মাথা থেকে গা অব্দি হাত বুলিয়ে দিতাম, তখন ও আস্তে আস্তে লেজ নাড়তে নাড়তে আমার পায়ের কাছে বসে পড়ত। ওকে দেখে আমার চোখে জল এসে যেত। মাঝখানে এমন হয়েছিল, আমি খেতে দিলে খেত আর তা না হলে খেত না। আমিই ওকে বাইরে খোরাতে নিয়ে যেতাম। আর অন্য কেউ নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করত ও কিছুতেই বাইরে বেরতো না। ঠান্ডার সময় ভোর পাঁচটার সময় ক্যাসফোকে নিয়ে বাইরে বেরতে হত আর তা না হলে ও বাড়িতেই পায়খানা করে দিত। তার মধ্যে আবার এমন হয়েছিল ওকে যদি ঘরের দরজা খুলে দি ও দৌড়ে চলে যেত আমার ঘরে। আমি শুয়ে থাকতাম ও গিয়ে আমার নাক মুখ শুঁকে দেখত আমি জেগে আছি না ঘুমিয়ে আছি। যদি ঘুমিয়ে থাকতাম তাহলে ও আমার গা ঘেঁসে বসে পড়ত। আমি বুঝতে পারতাম যে ও আমাকে ডাকতে এসেছে ওকে এখন বাইরে নিয়ে যেতে হবে। রাতে কিংবা ভোরে অন্ধকারে বাইরে নিয়ে যেতাম। কেউ যদি আমার সাথে কথা বলতে চেষ্টা করত ক্যাসফো বুঝতে পেরে এমন করতো যেন মনে হত ওকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। আমি ওর সাহসে ওকে নিয়ে বাইরে বেরতাম। আর তা নাহলে অতো রাতে ফাঁকা জায়গায় আমি একা বাইরে বেরতো পারতাম না। ওরা বেশির ভাগ রাতেই ঘুরতে যেত। ওরা অনেক রাতে বাড়ি আসত ওদের আশায় আমাকে জেগে বসে থাকতে হত। ওরা রাত দুটো তিনটের সময় আসত। আমাকে গেট খুলে দিতে হত। আরো যারা কাজের লোক ছিল তারা সবাই শুয়ে পড়ত। আমাকেই বসে থাকতে হত। কোনো কোনো দিন ওই মেয়েটিও আমার সাথে বসে থাকত। ওই মেয়েটার নাম ছিল অঞ্জলি। অঞ্জলি আর যে ছেলেটি রান্না করত তার নাম ছিল ভজন। আমরা তিনজনে বেশ মিলেমিশেই ছিলাম। মাঝে মাঝে দেখতাম অঞ্জলি ভজনের সাথে কথা বলত না। ভজন আমাকে বলত এই বেবী ওকে কথা বলতে বল না রে। আমি বলতাম তোরা বুঝে নে। ওসব আমি

BanglaBook.org

কিছু জানি না। তারপর দু একদিন পরে দেখতাম দুজনে খুব কথা কাটাকাটি হচ্ছে। সে দিন বাড়িতে কেউ ছিল না। আমরাই তিনজন ছিলাম। একবার করে এ আসছে আমার কাছে নালিশ করতে। একবার ও আসছে আমার কাছে নালিশ করতে। আমি দুজনকেই বুঝিয়ে যাচ্ছি কেউ আর বুঝতে চাইছে না। শেষমেষ দুজনেই রেগে বলত। মেমসাহেব আসুক বলব, মেমসাহেবই ফয়সালা করবে।

ওদের রাগারাগি যখন শেষ হল তখন হঠাৎ একদিন ভজনের বাড়ির থেকে চিঠি এল ওর মার নাকি খুবই অসুখ। চিঠি পেয়ে পড়ে ভজন খুব কাঁদতে লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল ভজন? বল কি হয়েছে, বল ভজন। এমন কাঁদছে মেয়েদের মত। ওর কান্না দেখে আমারো চোখে জল এল। অনেক করে বলার পর ও বলল আমার মায়ের খুবই শরীর খারাপ, বাবা চিঠি লিখেছে যে যদি তোমার মাকে দেখতে চাও তাহলে দেরি না করে বাড়ি এসো। ও মেমসাহেবকে গিয়ে বলল, ওরা কিছুতেই ছাড়তে চায় না। তারপর আমি বললাম, চিঠিটা দেখা তবে বিশ্বাস করবে। ভজন চিঠি নিয়ে সাহেবকে দেখাল তবে ওকে ছেড়ে দিল। ওখানকার মেমসাহেবের থেকে সাহেবের ব্যবহার আমার কাছে একটু আলাদাই লাগত। সময় সময় মেমসাহেব খুব রেগে আমাদের উপর রেগে পড়ত। তখন সাহেব গিয়ে মেমসাহেবকে বুঝিয়ে বলত তখন ঠান্ডা হত।

পরদিন ভজন বাড়ি যাবার জন্য রেডি হয়ে গেছে। খালি পয়সা নিতে বাকি। বেলা হয়ে যাচ্ছে তবু ওরা পয়সা দিতে চাইছে না। তখন ভজন কান্নাকাটি করতে লাগল। বেলা দুটোর সময় সাহেব এসে ভজনকে বুঝিয়ে বলল কবে আসবে না আসবে এসব। ভজন বলল বাড়ি গিয়ে দেখি মায়ের অবস্থা। তারপর আমি ফোন করব। ভজন যা পয়সা পেত সাহেব তার থেকে কিছু পয়সা বেশি দিয়েছিল আর বলেছিল, তোমার আসার জন্য পয়সা তোমাকে দিয়ে দিলাম, আর তুমি যদি একমাস পরে আসো তাহলে তোমার ওই একমাসের পয়সা তুমি পেয়ে যাবে। শুনে আমাদেরও মন ভাল লাগল। আমি আর অঞ্জলি ওকে বারবার করে বলেছিলাম, দেখ ভজন তুই চলে আসিস, তুই চলে যাচ্ছিস আমাদের মন ভাল লাগছে না। ও যাচ্ছে আমার আর অঞ্জলির কি কান্না! ওকে সাহেব নিজে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে এল।

এবার খালি ওখানে আমি আর অঞ্জলি। একদিন অঞ্জলি বলল, আমিও থাকব না। আমি অঞ্জলিকে বললাম, তোরা সবাই চলে যাবি, আমিই কি একা থাকতে পারব? কিন্তু আমিই বা কোথায় যাব! আমার কে আছ এখানে, কাকে বলবো যে আমার এখানে থাকতে ভাল লাগছে না। অঞ্জলি বলল, কেন নিতাইকে

বল। যে তোকে এখানে কাজে লাগিয়েছে তাকেই বল, একবার বলেই দেখ না কি বলে। দু একদিন পরে আমি তাকেও বলে দেখেছি, সে কি আর অতটা গা লাগিয়ে চেষ্টা করে? এখন তো নিতাই বিয়ে করে তার বৌ নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে থাকে, সে কি আর এসবের দিকে ধ্যান দেবে, দেবে না। আস্তে আস্তে ধারে পাশের লোকেদের সাথে আমার আলাপ পরিচয় হয়েছিল। তাদের আমি কাজের কথা বলেছিলাম। আমি সে রকম বেরতে পারি না যে আমি নিজে কাজ খুঁজব।

এর মধ্যে একদিন মেমসাহেবের সাথে অঞ্জলি দিল্লি গেল বেড়াতে। ওকে যেখান থেকে এনেছিল সেখানে। ওখানে ওর জানা চেনা। ওর গ্রামের লোকেদের সাথে দেখা করতে। আর ওদেরই সাথে অঞ্জলি এসেছিল এখানে কাজের জন্য।

অঞ্জলিকে আনার সময় নাকি কথা হয়েছিল মাসে একবার দুদিনের জন্য এখানে পৌঁছে দিতে। অঞ্জলি যেন তার গ্রামের লোকেদের সাথে দেখা করতে পারে। সেবার গিয়ে সেই অফিসে অত লোকের সামনে মেমসাহেবকে অঞ্জলি খুব অপমান করেছিল। অপমান করেছিল এই কারণে যে মেমসাহেবের মনে কোনো মায়া মমতা নেই। ও যে পয়সা দিচ্ছে তা দিয়ে যা মনে চায় তাই করে মানুষকে খাটিয়ে নেবে। অত লোকের সামনে অনেক কথা শুনিয়েছিল। একটি কথাও নেই মেমসাহেবের মুখে, এত কথা শোনার পরেও অঞ্জলিকে ছেড়ে আসেনি, ছেড়ে আসেনি এই কারণে যে ওদের বাড়িতে কাজের লোক টেকে না। তখন যদি অঞ্জলিকে ছেড়ে আসত কাজের জন্য অসুবিধা হয়ে যেত। কিন্তু মেমসাহেবের যা ব্যবহার কে কত দিন থাকতে পারবে? আবার যখন অঞ্জলিকে ওই অফিসে ছেড়ে এসেছিল দু দিনের জন্য। তিনবারের বার আর আসেনি। আমি ভাবতেও পারিনি যে অঞ্জলি আর আসবে না। ওর মাসে মাইনে ছিল বারশো টাকা। ওর ছ'মাসের টাকা আমার কাছে রেখেছিল। কেউ জানত না যে ও আমার কাছে পয়সা রাখে। আর ও নিজেও জানত না যে ও আর এখানে আসবে না। ও বলতে পারেনি এই কারণে যে ও আগের মাসে যখন গিয়েছিল তখন অফিসে অত লোকের সামনে অতো কথা বলেছে যে অফিসের লোকে ওর জন্য আগের থেকে আলাদা জায়গায় কাজ ঠিক করে রেখেছিল। ও বুঝতেও পারেনি। ও যদি বুঝতে পারতো তাহলে ও পয়সা কাপড়-চোপড় সব কিছু নিয়েই যেত।

অঞ্জলির এ বাড়িতে কাজ করার ইচ্ছে ছিল না। আবার দিল্লি যাবারও ইচ্ছে ছিল না। ওর ইচ্ছে ছিল এ দিকেই কোথাও থাকবে। তার এক কারণ ছিল। আমরা যে কুঠিতে ছিলাম সেই কুঠির সামনে আরো এক কুঠি আছে, সেই কুঠিতে ছিল

BanglaBook.org

অফিস। আর ওই অফিসে একটি ছেলে কাজ করতো সেই ছেলেটিও ওদের গ্রামে থাকতো সেখানে অতটা কথাবার্তা হত না। এখানে এসে হঠাৎ ওদের পরিচয় হয়েছে সেই থেকে ফাঁক পেলেই ওরা কথা বলার চেষ্টা করত। ওদের মধ্যে এমন একটা ভালবাসা হয়েছিল যে, মনে হত ওরা দুজন দুজনকে ছাড়া থাকতে পারবে না। একদিন হঠাৎ সেই ছেলেটির বাড়ি থেকে চিঠি এল তাকে বাড়ি যেতেই হবে। ছেলেটির নাম রামপ্রসাদ। বাড়ি যাবার সময় অঞ্জলিকে বলে গিয়েছিল, আমার আসতে বেশি দেরি হবে না। ফিরে আসতে খুব জোর পনেরো দিনের বেশি হবে না। রামপ্রসাদ পনের দিনের কথা বলে দু মাস পরে এসেছিল। এসে দেখে কি অঞ্জলি এখানে নেই। শুনে রামপ্রসাদের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ওকে দেখে আমারও মন খারাপ হল। মাঝে মধ্যে আমার কাছে এসে ওর কথা বলে বলে কাঁদত। আমি বলতাম, তোমারইতো দোষ। তুমি যত দিনের কথা বলে গিয়েছিলে তার থেকে তুমি অনেক বেশি দেরি করে এসেছ। তবুও অঞ্জলি এখানেই থাকত। থাকতে পারল না শুধু এখানকার লোকেদের ব্যবহার ভাল না বলে। সেই কারণে ওকে চলে যেতে হয়েছিল। তার মধ্যেও তুমি যদি এখানে থাকতে তাহলে হয়তো যেত না। তবুও ভেবেছিল যে রামপ্রসাদ ঠিকই আসবে। ও নিজেও জানতে পারেনি যে তার আর এখানে আসা হবে না। আর তুমিও তোমার কথা রাখতে পারলে না।

দু সপ্তাহ পরে অঞ্জলি এসেছিল দুজন ছেলে মানুষ আর দুজন মেয়েমানুষের সাথে, ও এসেছিল আমার কাছে যে পয়সা রেখেছিল সেই পয়সা নিতে। আর কাপড়-চোপড় নিতে। আমি একবার করে ভাবতাম অঞ্জলি ঠিকই আসবে। ওর পয়সা আমার কাছে আছে। আবার ভাবতাম নাও আসতে পারে। এই ভেবে আমি ওর পয়সা মেমসাহেবের হাতে দিয়েছিলাম। আমি বাড়ির ভেতরে পয়সা বা অন্য কিছু পেলে তাড়াতাড়ি মেমসাহেবের হাতে দিয়ে দিতাম। আমার কাছে অন্যের জিনিস বা পয়সা রাখতে আমার ভয় হতো। সে কারণে আমি অঞ্জলির আসা দেরি দেখে ওর পয়সা মেমসাহেবকে দিয়ে দিয়েছিলাম। এই কারণে ওরা আমাকে খুব বিশ্বাসও করত। অঞ্জলি আমার কাছে এসে পয়সা চাইছে, মেমসাহেব বা সাহেব ওরা কেউ বাড়িতে ছিল না। আমি বললাম, দাঁড়া ওরা কেউ বাড়িতে নেই। ওরা আসুক পয়সা দিয়ে দেব। ও বলল, বেশ আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি। ওরা আসবে তারপরে যাব। তুই আমার পয়সাটা দিয়ে দে। তখন আমি বাধ্য হয়ে বললাম, তোর আসা দেরি দেখে পয়সা মেমসাহেবকে দিয়ে দিয়েছি। তখন ও আমার উপর রেগে অস্থির। আমি বললাম, দেখ তোর পয়সা তুই পেয়ে যাবি যদি এরা না দেয়

তাহলে আমি এখনি এ বাড়ির কাজ ছেড়ে দেব আর তুই যে পয়সা আমার কাছে বিশ্বাস করে রাখতে দিয়েছিস তা আমি আমার থেকে তোকে দিয়ে দেব। কিছুক্ষণ পরে ওরা এল।

মেমসাহেব তো ওকে দেখেই খুব রেগে গেছে। তবুও ওকে রাখার জন্য চেষ্টা করেছিল। ও কিছুতেই থাকল না। অঞ্জলি যাওয়ার আগে আমি ওকে বলেছিলাম, অঞ্জলি রামপ্রসাদের সাথে একটু দেখা করে যা। ও তোর জন্য কত দুঃখ করছিল, ও কত কান্নাকাটিও করছিল। আমি যখন এই কথা বলছিলাম ও তখন নিজে মুখে একটি আঙুল দিয়ে ইশারা করে আমাকে বলেছিল, এই চুপ, মানে ওর গ্রামের লোকগুলো আছে। আমি সেই সময় বলতাম না, কেননা ও যে চলে যাচ্ছে, ওর সাথে যে আর কারোর দেখা হবে না। এইজন্য আমাকে বলতে হল।

ও চলে যাচ্ছে আমার ভেতরটা ফেটে যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে একটু ডুকরে ডুকরে কাঁদি। মনে পড়ছে, ও আমার কষ্ট দেখে যে সব কথা বলে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করত। এমনভাবে এখানে আর কেউ নেই যে তার সাথে মনের কথা খুলে বলে একটু শান্তি পাব। ওর ওপর আমার খুবই মায়া-মমতা এসে গেছিল। আমি ভেবেছিলাম, এ বাড়িতে আমরা দুজনেই থাকব। সেটা আর হল কই! আমার ছেলেমেয়েও বার বার ওর কথা বলে। মা, অঞ্জলি মাসি আর আসবে না। আমার ছেলেমেয়েকে খুব ভালবাসত ও। যে খাবারটা না খেত সেই খাবারটা লুকিয়ে এনে দিত আমার ছেলেকে আর মেয়েকে। মাঝে মধ্যে আমি খুব রাগারাগি করতাম বলতাম, নারে ও সব তুই দিবি না। মেমসাহেব যদি দেখে ফেলে তাহলে আমার উপর হয়ত অবিশ্বাস করবে। হয়ত মনে করবে আমি উপরের জিনিস লুকিয়ে নিয়ে ছেলেমেয়েদের খাওয়াই। এমনিতেই ওরা ভাল চোখে দেখে না তার উপর যদি এই সব দেখে তাহলে আমার উপর আরো উঠে পড়ে লাগবে। যে জিনিসটা তোদের দেয় খেতে সেটা আমাকে দেয় না, ওরা হয়ত এটা মনে করে আমাকে দিতে হলে আমার ছেলেমেয়েকে দিতে হবে। এই কারণে তোদের দেয়, আমাকে দেয় না।

আর সেই অঞ্জলি যাবার সময় একটু জিজ্ঞাসা করল না যে তোর ছেলে-মেয়েরা কেমন আছে। বা ভাল করে থাকিস। সে সব কথাবার্তা কিছু বলল না। অঞ্জলি পয়সাটা পেল আর ওখানে দাঁড়াল না। আমি বরং বললাম, কি রে রামপ্রসাদের কথা ভুলেই গেলি। ও কিন্তু এসেছে। একটু দাঁড়া দেখবি। ও এখনি এই রাস্তা দিয়েই যাবে। ও কি কারোর কথা শুনল! পয়সা পাওয়ার সাথে সাথে চলে গেল। যাবার সময় খালি এই কথা বলে গেল যে পারলে দেখিস যদি পাঠাতে

পারিস দিল্লির অফিসে খোঁজ নিতে। তাহলেই আমার খোঁজ পেয়ে যাবে। ও যে যাচ্ছে আমি তাড়াতাড়ি করে দৌড়ে ছাতে গেলাম্ ভাবলাম যদি একবার এদিকে তাকায় তাহলে আমি হাত ইশারা করে ডাকব। ডেকে বলব, তুইতো বললি না যে আর দেখা হবে কি না। দেখলাম একবারও তাকাল না। ওদের সাথে বেশ হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে চলে গেল। ভাবছি, মানুষ কত তাড়াতাড়ি পাল্টে যেতে পারে। অঞ্জলি কিভাবে কত সুন্দর হাসি-ফুরতিতে চলে গেল।

ছাতে গেছি আর মেমসাহেব সাথে সাথে ডাকছে বেবী-বেবী করে। আমি দৌড়ে নিচে এলাম আর এটা কর, ওটা কর শুরু হয়ে গেল। তখন আমি একা। আর এত বড় কুঠির কাজ রান্নাবান্না সব সামলাতে হয়। কাজের লোক এক আসছে এক যাচ্ছে। এরপর থেকেই কাজের জন্য যাকে রাখছে সে একদুদিনের বেশি থাকছে না। এরপর আবার নিচে বেসমেন্টের কাজ শুরু হল। ওরাতো ঘরেই থাকত না, সব আমার ভরসায় ছেড়ে দিয়ে চলে যেত। ইট আসছে। বালি আসছে। সিমেন্ট আসছে। কোথায় রান্না হবে সেসব আমাকে দেখেশুনে নিতে হত। এত কাজ করেছি তবুও ওদের মন পাইনি। আবার কয়েকদিন পরে একজনকে নিয়ে এল। সে বৌটাও বাঙালি। সে কাজ ভাল করে। ও হিন্দি ভাষা একেবারেই জানত না। ও হিন্দি কথা বুঝতেও পারত না। ওকে মেমসাহেব যা বলত তা আমাকেই বুঝিয়ে দিতে হত। আবার সেই বৌটা যদি কোনো কথা বলত সেও আমাকে হিন্দিতে বলে দিতে হত। ওদের মধ্যে কোনো কথা হত আমাকেই দরকার পড়ত। এর মধ্যে ভজন এল। এসে রান্নাঘরের কাজ দেখতে লাগল। আর বাইরের ঘরের কাজ ওকে দিয়ে সব করাত। এবার আমাকে তাড়ানোর জন্য সব সময় আমার পিছনে লেগে থাকত। এমনি মুখে কিছু বলত না, কিন্তু আমার দোষ ধরার জন্য সুযোগ খুঁজত। শুধু আমাকে না আমার ছেলেমেয়েকেও জ্বালাতন করত। ওদেরও তো ইচ্ছে করে, যে বাইরে গিয়ে একটু খেলা করে। মাকেও ওরা অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পেত না। যেমন আমার মন ছটফট করত ছেলেপিলের কাছে কখন যাব বলে। তেমনিই ওদের মন ছটফট করত যে মা কখন আসবে আমাদের কাছে। ওই জন্য আমার বাচ্চারা সিঁড়িতে এসে বসে থাকত। আর ওদের তাও সহ্য হত না। ওদের সিঁড়িতে দেখে মেমসাহেব আর ওব মেয়ে এমন করত, ছেলেরা আমার ভয়ে উপরে উঠে পড়ত। দেখে আমার মনে হত এ বাড়ি ছেড়ে কখন যাব। এখান থেকে যেতে পারলে আমার ছেলেমেয়েরা একটু বাইরের হাওয়াতে খেলাধূলা করে বাঁচবে। ওই বৌটা এসব দেখে আমাকে বলত, তুমি অন্য জায়গায় কাজ দেখ। এখানে ছেলেদের নিয়ে থাকতে পারবে না।

ওই কুঠির পাশের এক কুঠিতে নিতাইয়ের বন্ধু রান্নার কাজ করত। নিতাই ওর সাথে কথা বলত বলে আমারও বেশ জানাশোনা হয়ে গেছিল। তাকেও আমি বলেছিলাম অন্য জায়গায় কাজের জন্য। যাকেই বলতাম কাজের জন্য সেই আজ না কাল করত। আমার আর সহ্য হত না। আমার আর এখানে থাকা যাবে না। ক'দিন পরে আমি মেমসাহেবকে বললাম, আমি দুদিনের ছুটি চাই। আমার ছেলে এসে বারবার ঘুরে যাচ্ছে, আমার সাথে ভালভাবে দুটো কথাও বলতে পারছে না। ওকে তো আপনারা ঢুকতেই দিচ্ছেন না। আসে কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়। ওর মামারা আর কতদিন দেখবে। ওকে আমার কাছেই রাখতে হবে আর তা না হলে ওর কোনো একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এসব চিন্তাতে আমার মন একেবারেই ভাল লাগছে না।

মেমসাহেব কিছু বলুক আর না বলুক ছুটি দিক আর না দিক আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার কাছে যা পয়সা আছে আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রায় দুমাস বসে খেয়ে অন্য জায়গায় কাজ ঠিক করতে পারব। এই ভেবে আমি বেরিয়ে গেলাম। ঘরের জিনিসপত্র কাপড়-চোপড় সব ওই কুঠিতেই ছিল। দু দিনের মধ্যে আমি বড় ছেলেকে সাথে নিয়ে ভাড়া ঘরে থাকব বলে সব ঠিক করে এলাম। যেখানে ঘর নিয়েছি সেখানে একটাও বাঙালি ছিল না। সব অন্য অন্য দেশের লোক। সেই ঘরের আবার ভাড়া এক হাজার টাকা। আমি ভেবেছি কিছু দিন তো থাকি কদিন থেকে পরে অন্য ঘর দেখে নেব। ওই ঘরের কিছু পয়সা দিয়ে আর ছেলেমেয়েকে ওই কাজের বৌদির ঘরে রেখে আমি একটা রিকশা ডেকে নিয়ে চলে গেলাম জিনিসপত্র আনতে। রিকশাওয়ালাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি গেটে ঘন্টি মারলাম। সাথে সাথে কুকুরটা বেরিয়ে ঘেউ ঘেউ করে গেটের সামনে এসে গেটের নিচ দিয়ে আমাকে দেখতে চাইছে। আমি ওর নাম ধরে ডাকলাম তবে ও আমার আওয়াজ শুনে চুপ করে গেল। একটু পরেই সাহেব বেরিয়ে এসে গেট খুলে দিল। অমনি কুকুরটা আমার পায়ের কাছে এসে খালি পা চাটছিল। আর লেজ নাড়াচ্ছিল। আবার ওর আগের পা দুটো আমার গায়ের উপর তুলে আমার জামা কাপড় দাঁতে করে টানছিল। আমার দেখে মনে হল, দুদিন আমাকে দেখেনি বলে ও হয়তো কিছু বলতে চাইছে। ওর অবস্থা দেখে আমার চোখে জল এসে গেল। ভাবছি দুদিন দেখেনি, তাই এই অবস্থা আর আমি যে একেবারেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। না জানি এর কি অবস্থা হবে। ওখান থেকে চলে আসার অনেক পরে আমি শুনেছি ওর নাকি ঝিঁকুনি রোগ হয়ে গেছিল। শুনে আমার মন খারাপ লাগল।

BanglaBook.org

আমি যে মেমসাহেবকে বলব আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি, তা বলতে আমাকে আর কষ্ট করতে হয়নি। মেমসাহেব নিজেই সাথে সাথে বেরিয়ে এসে আমাকে নিয়ে বাইরে বসল। ও বুঝতেই পেরেছিল যে আমি আর এখানে থাকব না। ও আমার ঘাড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কত করে বোঝাতে লাগল, দেখ রাগের মাথায় কি বলতে কি বলেছি ওতে রাগ কোরো না, তুমি যখনি আসবে তোমার জন্য এ বাড়ির দরজা সব সময়ের জন্য খোলা। এইভাবে বোঝাতে বসেছে, আমি ভাবছি আমার দেরি করলে চলবে না বাইরে রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। আমি মেমসাহেবকে কিছু না বলে উপরে চলে গেলাম। আমার জিনিসপত্র আনতে। আমি উপরে জিনিস গোছাচ্ছি কিছুক্ষণ পর হাঁপাতে হাঁপাতে উপরে গেছে, ওদের কোনো জিনিস আমি নিচ্ছি কি না দেখতে। আমি বুঝতেই পেরেছিলাম যে ও এইভাবে কেন এসেছে। মেমসাহেব দাঁড়িয়েছিল আমি জিনিস নিয়ে নিচে নেমে এলাম। ভাবলাম যাবার সময় একবার কুকুরটাকে দেখে যাব। এদিক ওদিক তাকালাম দেখতে পেলাম না। ওরা হয়ত বুঝতে পেরেছে কুকুরটা আমার যাওয়া দেখে হতাশ হয়ে পড়বে। সেই কারণে ওকে আগেই সরিয়ে দিয়েছে। আমি যা পয়সা পেতাম সাহেব গুনে দিল। আমি চলে এলাম।

এবার ভাড়া ঘরে আছি। ভাবছি কাজ না পেলে আমি ছেলেপিলেকে খাওয়াব কি করে, আমি ছেলেপিলেকে মানুষ করব কি করে। আমি আবার কাজের জন্য একে তাকে বলছি, আমি নিজেও এবাড়ি ও বাড়ি করে কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছি। ভাবছি মাস গেলে ঘরের ভাড়া দিতে হবে। আবার এও ভাবছি। এই ধারে পাশে কোথাও এর থেকে কম টাকায় ঘর ভাড়া পাওয়া যাবে কিনা। ভাড়া ঘরে থেকেই আমি অন্য ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছি কাজের সাথে সাথে। দেড় সপ্তাহ হয়ে যাচ্ছে কাজও পাচ্ছি না। আমি ছেলেমেয়েকে নিয়ে একাই আছি। আশেপাশের লোক সব জিজ্ঞাসা করছে, তুমি একাই এখানে থাক? তোমার স্বামী কোথায় থাকে? তুমি এখানে কত দিন হল এসেছ? তোমার স্বামী ওখানে কি করে? তুমি এখানে একা থাকতে পারবে? তোমার স্বামী কেন আসে না?

লোকের এসব কথা শুনে আমার কারো কাছে দাঁড়াতে ইচ্ছে করত না। কারো সাথে কথা বলতে মন চাইতো না। ভাবতাম আমি যদি এখনি কারো সাথে কথা বলি তাহলে এখনি আবার কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে। এইসব ভেবে আমি কারো সাথে কথাই বলতাম না। আমি ছেলেমেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে পড়তাম কাজ খুঁজতে। কয়েকঘন্টা পরে যখনি আবার ঘরে ঢুকতাম সব পাশেকার বৌগুলো এসে জিজ্ঞাসা করত, কি গো কাজ পেলে? আমার চেহারা দেখে কেউ কেউ মুখে

চুক চুক আওয়াজ করত। বলত, পেয়ে যাবে এদিক ওদিক খোঁজাখুজি করলেই পেয়ে যাবে। কারোর কথায় কান না দিয়ে আমি আমার ছেলে মেয়ের উপর কথার টাল দিতাম।

একদিন হঠাৎ সুনীল বলে একটি ছেলে, ছেলেটির ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়স হবে, ওই সুনীল যে কুঠিতে ছিলাম সে কুঠির সামনে আর একটি কুঠি ছিল সেই কুঠির গাড়ি চালাত। সেই থেকে আমাকে চিনত, আর আমাকে চিনতো বলে আমি তাকেও কাজের কথা বলেছিলাম। একদিন রাস্তায় ও আমাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি তুমি আর ও বাড়িতে কাজ কর না? আমি বললাম, দেড় সপ্তাহ হয়ে গেল ও বাড়ি ছেলে চলে এসেছি। এখনো কোনো কাজ পাইনি। ও বলল, ঠিক আছে আমি কাজের সন্ধান পেলে বলব। তার দুএকদিন পরে দুপুরবেলায় আমি ছেলেমেয়েকে খাওয়া দাওয়া করিয়ে ওদের নিয়ে শুয়েছিলাম, তখন ওই সুনীল এসে আমার কাছে বলল, কি কাজ পেলে? আমি বললাম, না গো, এখনো পাইনি। ও বলল, চলো আমার সাথে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোথায়? সুনীল বলল, চলো না কাজ করবে তো চলো। আমি নিয়ে যাচ্ছি। তুমি কথা বলে নেবে। ওর কথা শুনে তাড়াতাড়ি করে আমি সুনীলের সাথে এলাম কাজের জন্য কথা বলতে। সুনীল গেটের বাইরে থেকে বেল বাজাল সাথে সাথে এই বাড়ির সাহেব বেরিয়ে এল। সুনীল বলল, এই যে স্যার আপনি বলেছিলেন, আমি নিয়ে এসেছি। আমাকে বললেন, তুমি কি বাঙালি? আমি বললাম, হ্যাঁ, কাজের ব্যাপারে কথা হয়ে গেল। উনি বললেন, দেখ যে মেয়েটা এখন কাজ করছে তাকে আমি তাকে দি আটশ টাকা। এবার তোমার কাজ দেখব। তারপর আমি তোমার পয়সার ব্যাপারে বলব। আমি বললাম, ঠিক আছে, এখানে কটার সময় এলে ভাল হবে? উনি বললেন, তুমি সকালে যত তাড়াতাড়ি আসতে পার, কারণ আমি অনেক সকালে উঠে পড়ি। আমি বললাম, আমার আবার ছেলেপিলের জন্য গিয়ে খাবার বানাতে হবে। আমি ছটা-সাতটার দিকে আসব। এই বলে আমি চলে যাচ্ছিলাম তখন উনি বলতে যাচ্ছিলেন পয়সার ব্যাপারে। তখন সুনীল চলে যাচ্ছিল বলল, তুমি কথা বলে চলে এসো। আমি যাচ্ছি। আমি বললাম, না, না, একটু দাঁড়াও। তখন আর পয়সার ব্যাপারে কথা হল না। বললেন, কাল থেকে তুমি চলে এসো।

পরদিন সকালে আমি কাজ করতে এসেছি। দূর থেকে দেখতে পেলাম একজন পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছরের একটি বিধবা মেয়ে এসেছে কাজে। ও আমার আগেই ঢুকে পড়ল। এ বাড়ির সাহেব বাইরে গাছে জল দিচ্ছিল। আমাকে দেখে ভিতরে গিয়ে ওই মেয়েটিকে সাফ সাফ বলে কাজ থেকে সরিয়ে দিলেন। আমি

বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওই মেয়েটিও বাঙালি ছিল। ও বেরিয়ে আমাকে গালাগালি দিতে লাগল। আমি বললাম, দেখ আমি কিছু জানি না। আমি যদি জানতাম যে এখানে কেউ কাজ করছে তাহলে আমি আসতাম না। আমাকে বলে কোনো লাভ হবে না। তুমি এ বাড়ির মালিককে বল — আমি এইভাবে কাজ করতে রাজি নই। ও না বুঝে আমাকে বকতে বকতে চলে গেল। সাহেব আমাকে নিয়ে ভেতরে গেলেন সব কাজ দেখিয়ে দিলেন। কি করতে হবে, না হবে সব বলে দিলেন। সেদিন থেকে আমি নিজের মনেই রান্নাবান্না করে সব টেবিলের উপর রেখে চলে যেতাম। আমার কাজ দেখে এ বাড়ির লোকেদের অবাক লাগত। একদিন সাহেব বললেন, তুমি এতটুকু সময়ের মধ্যে এত কাজ আর এত ভাল কাজ কি করে কর? আর তুমি এত সুন্দর কাজ কোথা থেকে শিখেছ? আমি বললাম, আমার ছোট থেকেই কাজ করে অভ্যাস আছে। ঘরের কাজ আমার জানা আছে, আমার ছোট থেকেই মা নেই। মা ছিল না বলে আমার লেখাপড়াও হয়নি। বাবাও সবসময় ঘরে থাকত না।

আমি এইভাবে রোজ সকালে আসতাম আর কাজ সেরে দুপুরে বাড়ি যেতাম। মাঝে মধ্যে সাহেব আমার ব্যাপারে একটি দুটি করে কথা জিজ্ঞেস করতেন। একদিন আমার ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার ব্যাপারে জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আমিতো করাতে চাই কিন্তু সে রকম সুযোগ পাচ্ছি কই। দেখি, চেষ্টা আমি করবই ছোট ছেলের আর মেয়ের জন্য। একদিন উনি বললেন, "তোমার ছেলেকে আর মেয়েকে নিয়ে এসো, আমি এখানে বলে দেব এখানে একটা ছোট স্কুল আছে তুমি রোজ সাথে করে নিয়ে আসবে। তোমার যখন কাজ শেষ হয়ে যাবে তখন তুমি ওদের সাথে করে নিয়ে যেতে পার। "আমি রোজ ছেলেমেয়েকে নিয়ে আসতাম। ওদের স্কুলে রেখে এসে আমি আমার কাজ করতাম। ওরা স্কুল থেকে এলেই বাড়ি যাবার সময় ছেলেমেয়েকে কিছু না কিছু খেতে দিতেন।

এবার আমি ভাবছি আমার তো এই পয়সায় চলবে না। এই পয়সায় আমি ছেলেমেয়েকে খাওয়াব, না ঘরের ভাড়া দেব। আমাকে আরো অন্য জায়গায় কাজ দেখতে হবে। এসব ভেবে আমি এ বাড়ির সাহেবকে বললাম যে আর কেউ যদি কাজের কথা বলে আমাকে বলবেন। উনি বললেন, ঠিক আছে বলব, কিন্তু তুমি দেখবে না সেটা আমি দেখব। এই আশেপাশেই যদি বলে তাহলে আমি কথা বলব। কিন্তু আমি মনে করছি আমাকে তাড়াতাড়ি এ ঘর ছাড়তে হবে। এই ভেবে আমি দাদারা যেখানে থাকে তারই আশেপাশে ঘর দেখতে গেলাম। ঘর পেয়েও গেলাম।

BanglaBook.org

সেদিনই আমি ও ঘর ছেড়ে চলে গেলাম। ঘরের ভাড়া পাঁচশ টাকা, তাও আবার মলমূত্রের জন্য বাইরে যেতে হত। ভাবতাম সবাইতো আছে আমি কেন পারব না, আমিও পারব। ওখানে সবাই জানতে চেষ্টা করত। ওখানে দেখতাম কেউ আমার পক্ষে ভাল কথা বলত না। কেউ কেউ আমাকে ভাল বুদ্ধি দেবার চেষ্টা করত, কেউ কেউ আবার আমাকে দেখে লুকিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করত। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি আমার মত সকাল করে উঠে ছেলে মেয়েকে খাইয়ে রেডি করে ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে আসতাম। সবাই বলাবলি করত যে, একটা কুঠিতে কাজ করে ও কি করে চালায়। তার মধ্যে আবার ঘরের ভাড়াও দিতে হয়। কিন্তু আমি ভাবি আমার এই পয়সায় চলবে না। আমাকে আরো দু একটা ঘর দেখতে হবে। কি করব কাজ না পেলে। আমি এ বাড়িতে কাজে আসতাম, আর রোজ জিজ্ঞাসা করতাম যে, কেউ কোনো কাজের কথা বলছে কি না। আমি যখন কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতাম তখন উনি অন্য কোনো কথা বলে এড়িয়ে দিতেন। উনিও আমাকে নিয়ে খুব চিন্তা করেন। হয়ত এই ভাবেন যে এ বাড়ি বাড়ি করে কাজ করতে পারবে কি না। আবার এও চিন্তা করেন এই ভাবে ছেলেদের লেখাপড়া হবে না। একদিন হঠাৎ বললেন, "বেবী তোমার মাসে খরচা কত হয়?" সে দিন আমি আর কোনো কথা বলিনি। উনি বুঝতেই পেরেছেন যে আমি কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছি।

আমাকে সকালে তাড়াতাড়ি উঠে কিছু না খেয়েই কাজে আসতে হত। রান্নাবান্না করে ঘরে গিয়েও আমাকে আমার এইসব কাজ করতে হত। সাহেব মুখে কিছু বলতেন না কিন্তু ওনার হাবভাব দেখে বোঝা যেত যে ওনার মনে মায়া-মমতা আছে আমার জন্য। সকালে এসে দেখতাম কখনো বাসন পুঁচছে, কখনো দেখতাম ঝাঁটা নিয়ে কোথাও নোংরা আছে কিনা খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি বলতাম, এ সব করার কি দরকার? তখন উনি এদিক ওদিক করে বাহানা বানিয়ে কথায় টাল দিতেন। এখানে কাজ করতে এলে খুব ভাল থাকতাম। কেউ কিছু বলার নেই। কেমন কাজ করি না করি কেউ ঘুরেও দেখে না। আমি রোজ সকালে কাজে আসতাম আমাকে দেখে উনি খুশি হতেন। কিন্তু মুখে কিছু বলতেন না। হয়ত মনে করতেন এত ভাল মেয়ে, কি অপরাধে একে ঘর সংসার ছেড়ে এখানে একা ছেলেপিলে নিয়ে চলে আসতে হয়েছে। কিন্তু কিছু বলার সাহস পেতেন না। এই কারণে যে, আমি যদি দুঃখ পাই। আমি কিন্তু বুঝতে পারতাম যে আমাকে কিছু বলতে চাইছেন। কিছু বলতে গিয়েও বলেন না।

BanglaBook.org

এইভাবে থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বলতো বেবী তুমি এখানে কাজ ছেড়ে বাড়ি গিয়ে কি কর? আমি বললাম, বাড়ি গিয়ে আগে রান্নাবান্না করি। রান্না করে বাচ্চাদের চানটান করিয়ে খাওয়া দাওয়া করি। তারপর একটু শোয়া, বিকেলের দিকে ওদের নিয়ে একটু ঘোরাফেরা করি। আর সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যা জ্বেলে ছেলেমেয়েকে বলি, তোমরা একটু বই পড়। রাতে ছেলেমেয়েকে খাইয়ে শুইয়ে দিই। আবার সকাল হলে তাড়াতাড়ি করে এখানে ছুটে আসা এই হচ্ছে আমার সারা দিনের কাজ। আবার উনি বললেন, আচ্ছা তাহলে তুমি যে আরো কাজ খুঁজছো, কাজ করার সময়টা পাবে কোথায়? আমি বললাম, এর মধ্যেই করতে হবে। কি করব, না করলে উপায় নেই। তখন উনি বললেন, দেখ, তোমার কিছু উপকার যদি আমি করে দি। তাহলে তো তুমি আর অন্য কোথাও কাজ করবে না? আমি ওনার কথা শুনে ভাবলাম আমার জন্য এতভাবে, আমাকে এত ভালবাসে! তারপর আবার বললেন, কি হল বল, কিছু বলছ না যে? কি ভাবছ? আমি অ্যাঁ, এই কিছু না বলে চুপ হয়ে গেলাম। তখন উনি বললেন, দেখ বেবী, তুমি আমাকে সব কিছু ভাবতে পার, তুমি যদি ভাব আমার এখানে কেউ নেই, তাহলে ভুল হবে। এটা তুমি কক্ষনো ভাববে না। তুমি আমার কাছে সব কথা খুলে বলতে পার। তাতে আমার কিছু দুঃখ কষ্ট হবে না। একটু পরে আবার বললেন, দেখ আমার ছেলেরা আমাকে তাতুষ বলে, তুমিও আমাকে তাতুষই বলতে পার। সে দিন থেকে আমিও তাতুষ বলতে শুরু করলাম। আমি তাতুষ বলতাম তো উনি খুবই খুশি হতেন আর বলতেন, তুমি আমার মেয়ের মতো। তুমি এ ঘরের মেয়ে। তুমি কখনো ভাববে না যে তুমি এ ঘরের কাজের মেয়ে। আর এখানে কেউ কখনো আমাকে কাজের মেয়ে বলে মনে করে না।

তাতুষের তিনটে ছেলে, তখন আমি মাত্র একটি ছেলেকেই দেখেছিলাম, সেই তাতুষের ছোট ছেলে। সেও খুব ভাল, তার মুখে কোনো কথাই নেই। আমি যদি রান্না ঘরে রান্না করতাম তাহলে সে কোনোদিন বলত না যে আমার চা চাই, সে নিজেই চা বানিয়ে নিত। ও এমনিতেই কথা কম বলে। শুধু আমার সাথে না, সবার সাথেই। একদিন তাতুষ বললেন, আমার বড় ছেলে আসছে, মানে, তোমার বড় দাদা। তাতুষের এ রকম কথা শুনে আমার খুবই ভাল লাগত। ভাবতাম সত্যিই আমাকে খুব ভালবাসে।

দু একদিন পরে আমাকে সকালে বললেন, বেবী তুমি নাকি যে ঘরে ছিলে সে ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও ঘর ভাড়া নিয়েছে? আমি বললাম হ্যাঁ। তখন উনি বললেন, তুমি আমাকে না জানিয়ে ঘর ছেড়ে দিলে কেন? আমার মুখে কোনো কথা নেই। তাতুষ বললেন, দেখ বেবী তুমি এটা ঠিক করনি। আমি ভাবলাম সত্যিই

আমি ভুল করেছি, একবার জানানোর দরকার ছিল। আমি অন্য জায়গায় চলে গিয়েছি বলে তাতুষের দেখছি ভারি দুঃখ হয়েছে। আবার ভাবছি তাতুষ জানল কি করে? তারপরক্ষণেই বললেন, আমাকে সুনীল বলছিল। আমি ভাবলাম সুনীলই বা জানলো কি করে তাতুষ আমাকে বললেন, তুমি যেখানে ছিলে সুনীল তোমার সাথে দেখা করবে বলে গিয়েছিল। গিয়ে দেখে তুমি সেখানে নেই, পাশের লোকে বলেছে তুমি না কি এখান থেকে চলে গিয়েছ। তাতুষ দুধ আনতে গিয়েছিলো, আর সুনীল সেখানেই থাকত। তাতুষকে দেখে সুনীল বলেছে, বেবী কি আর আপনার কাছে থাকে না? তাতুষ বলেছিলেন, কেন? সুনীল তখন বলেছিল, বেবীতো আর ওখানে নেই। সেই জন্য জিজ্ঞাসা করলাম। তাতুষ আবার বললেন, চলে গেছো তাতো তুমি বলনি আমাকে। সুনীল যদি আমাকে না বলতো তাহলে তো আমি জানতাম না। তাতুষের কথা শুনে আমার খুবই খারাপ লাগল। ভাবলাম, সত্যিই আমার অন্যায় হয়েছে। কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমাকে যে আমি ডাকছিলাম তুমি কি করছিলে? আমি বললাম, ডাস্টিং করছিলাম। তাতুষ বললেন, তাহলে যাও নিজের কাজ কর। আমি ডাস্টিং করতে উপরে চলে গেলাম। ডাস্টিং করতে গিয়ে দেখলাম তিন আলমারি একেবারে শুধু বই আর বই। ভাবছি এত বই পড়ে কে রে বাবা! এর মধ্যে বাংলা বইও আছে। আমি রোজ ডাস্টিং করি আর একবার করে দু একটি বই খুলে খুলে দেখি। একদিন আমি ডাস্টিং করছিলাম আর তাতুষ এসে দেখলেন আমি বাংলা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। সে দিন আর কিছু বললেন না।

BanglaBook.org

পরদিন আমি সকালে কাজে এসে চা বানিয়ে দিতে গেছি তখন জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিছু লেখাপড়া জানো? তাতুষের কথা শুনে আমার একটু দুঃখ লাগল। আমি মুখের উপরে হাসি দেখিয়ে চলে যেতে চাইছি, তখন তাতুষ বললেন কি একেবারেই জান না? আমি বললাম, একেবারই জানি না বললে ভুল হবে, তবে না জানার মতই। তারপর তাতুষ বললেন, তাও কতটুকু? আমি বললাম, ছ সাত ক্লাস। তাতে আর কি কাজে দেবে। আমার কথায় তাতুষকে দেখে মনে হল কি যেন ভাবছে, সে দিন আর কিছু বললেন না।

পরের দিন কাজে এসেছি। আমাকে দেখে হাসছে, এমনিতেই তাতুষের মুখে সব সময় হাসি লেগেই আছে। দেখে মনে হয় মনে কোনো রাগ বা দুঃখ কিছুই নেই। কথাও বলেন খুব আস্তে। আর দেখতে ঠিক ঠাকুর রামকৃষ্ণের মত। আমি যদি ওনার দিকে তাকিয়ে কথা বলি তাহলে ইচ্ছে করে না যে ওনার কাছ থেকে সরে যাই। আর একবার যদি তাতুষের কাছে বসে যাই তাহলে লেগে গেল

একথা ওকথা নিয়ে বোঝাতে। আমি তাতুষের কাছে দাঁড়িয়ে এইসব ভাবছি আর হঠাৎ তাতুষ বললেন, আচ্ছা বেবী বলতো, তোমার কোনো লেখকের নাম মনে আছে কিনা? আমি তাতুষের মুখে দিকে তাকিয়ে হেসে ফট করে বললাম, হ্যাঁ অনেকই তো লেখক আছে বা ছিল যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজি নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার রায়। আমি যেই ওদের নাম বলেছি অমনি তাতুষ আমার মাথায় হাত রাখলেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন মনে হচ্ছে আমি ওদের নাম বলেছি বলে তাতুষের অবাক লাগল। তখন আমি বুঝতে পারিনি। কিক্ষুক্ষণ পরে তাতুষ বললেন, তোমার লেখাপড়ায় শখ আছে? আমি বললাম, শখ থেকেই বা কি হবে। দেখ না আমি তো এখনো পড়ি। তুমি কি জানো না আমার কাছে এত বই কেন? আমি যদি পড়তে পারি তুমি কেন পারবে না? তারপর আবার বললেন, তুমি একটু আমার সাথে উপরে এসো। আমাকে উপরে নিয়ে গিয়ে আলমারি থেকে একটা বই বের করে বললেন, এটা কি লেখা আছে বলতো? লেখাটা দেখে ভাবছি বলতে তো পারব ঠিকই কিন্তু আবার ভাবছি যদি ভুল হয়, আবার ভাবছি ভুল হলে বলব আমি লেখাপড়া একদমই জানি না। বইটা হাতে নিয়ে এই সব ভাবছি। তাতুষ আমার মুখের দিকে তাকিয়েই ছিলেন। আবার বললেন, কই বল? কিছু তো বল? আমি বলে ফেল্লাম, আমার মেয়েবেলা। তসলিমা নাসরিন। তখন তাতুষ বললেন, ভুল হবে, না ঠিক হবে ভাবছিলে তাই না? আমি হাসতে লাগলাম। তাতুষ বললেন, এই বইটা তুমি নিয়ে যাও বাড়িতে, সময় পেলে পড়বে।

BanglaBook.org

বইটা বাড়িতে নিয়ে এসে রোজ এক-দুপেজ করে পড়তাম। আমি পড়তাম আর আশেপাশের লোক দেখত আর নিজেরা কি সব বলাবলি করত। ওদের কথায় আমি কান দিতাম না। বইটা পড়তে আমার প্রথম দিকে একটু কষ্ট হচ্ছিল। তারপর আস্তে আস্তে ঠিক পড়তে লাগলাম। বইটা পড়তে আমার খুবই ভাল লাগত। তারপরে কয়েকদিন পরে তাতুষ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ঠিক পড়ছো বইটা নিয়ে গিয়ে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তো তাতুষ বললেন, তোমার জন্য আমি কিছু দিচ্ছি। তুমি তাকে ব্যবহার কর, তুমি মনে করবে এটাও তোমার একটা কাজ। আমি বললাম, কি জিনিস? তখন তাতুষ যে টেবিলে বসে লেখেন সেই টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটি পেন আর একটি খাতা বের করে আমাকে বললেন, এই খাতাতে তুমি লিখবে তোমার জীবন কাহিনী। যেদিন থেকে তুমি বুঝতে শিখেছ বা যতদূর তোমার মনে পড়ে। তোমার জন্মের পর থেকে যা যা মনে আছে তুমি এই খাতাতে লিখবে। বেশি না, রোজ এক পাতা করে। খাতা আর পেনটা হাতে নিয়ে চিন্তা

করছিলাম। যে কি লিখব, লিখতে পারব কি না, ভুল না ঠিক হবে তার তো কোনো ঠিক নেই। তাতুষ জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল, কি ভাবছো? আমি অ্যাঁ করে বললাম, ভাবছি লিখতে পারব কি না। তাতুষ বললেন, ঠিক পারবে, কেন পারবেনা, তুমি যে ভাবে পারবে সেইভাবেই লিখবে।

খাতা পেনটা বাড়ি নিয়ে সেদিন থেকে আমি লিখতে শুরু করলাম। রোজ এক পাতা করে। আর ওই বইটা পড়তাম। সকালে আমি কাজে আসতাম তো তাতুষ রোজ আমার লেখা নিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন। যদি বলতাম, হ্যাঁ তাহলে তাতুষ খুব খুশি হতেন আর বলতেন, তুমি যদি রোজ লেখো তাহলে তোমাকে আমি বেশি ভালবাসব। কোনো কোনো দিন লিখতে পড়তে অনেক রাত হত। আশেপাশে লোকেদের এক ঘুম হয়ে যেত, উঠে দেখত আমি জেগে। কেউ কেউ জিজ্ঞাসাও করতো, সকালে বলতো, তুমি কি এত লেখাপড়া কর? আমি বলতাম, ওঃ কিছু না। ওখানে ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু ওখানকার লোকেদের কথাবার্তা আমার একদম ভাললাগত না। তা ছাড়া ওখানে অনেক কিছু অসুবিধাও ছিল। আমার সময় সময় চিন্তা লেগেই থাকত যে এর থেকে ভাল জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে। ওখানে জলের অসুবিধা, ওখানে বাথরুমের অসুবিধা। একটাই বাথরুম আর চারটে ঘরের ভাড়াটে। সকালে কেউ যদি পেচ্ছাপ করতে ঢুকত, আর একজনকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। পায়খানার জন্য যেতে হত বাইরে। তাও আবার শান্তিতে কেউ পায়খানা করতে পারে না। পিছনে শুয়োর এসে জ্বালাতন শুরু করে। ছেলে থেকে মেয়ে থেকে বুড়োবুড়ি সব হাতে বোতলে করে জল নিয়ে বাইরে যায় পায়খানা করতে। বোতলে জল সামলাবে, না শুয়োর তাড়াবে। আমার এসব দেখে শুনে খুব খারাপ লাগত। আমি এদিকে এসে প্রথম দেখলাম যে মেয়েরাও বোতলে জল নিয়ে পায়খানায় যায়। আমাকে তাতুষ আগেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি যে বাড়িতে থাকো সেখানে কোনো বাথরুম আছে কিনা, তুমি চাইলে এখানে উপরে বাথরুম আছে এখান থেকে চানটান করে বাথরুমের কাজ সেরে যেতে পার। আমি সেদিন থেকে এখানেই বাথরুমের কাজ সেরে যেতাম। কোনো কোনো দিন বাড়ি যেতে দেরি হয়ে যেত তো বাড়ির বাড়িওলি জিজ্ঞাসা করতে চলে আসত, কেন এত দেরি হল। আবার এও বলত, কোথায় গিয়েছিলে? ওর কথা শুনে আমার খুব রাগ হত। ভাবতাম আমি কাজ করে বাড়ি আসছি আর এসেই আমাকে সব কথা শুনতে হবে, কেন? আমি কি কারোর বাঁধা না কি যে আমাকে এসব কথা শুনতে হবে? আমি রীতিমত ঘরের ভাড়া দি। আমি যেখানেই যাই, ওদের এত গায়ে লাগে কেন? কাজ থেকে এসে তো আমি লেখাপড়া নিয়ে বসে যেতাম।

তবুও কখনো কখনো সবিতার সাথে দেখা করতে যেতাম। ও আমার পুরনো বন্ধু ছিল। আমি তাদের বাড়ি যেতাম বিকেলের দিকে। একটু দেরি হয়ে গেলেই আমি যখন বাড়ি আসতাম সব আমার মুখের দিকে তাকাত। দেখে মনে হত আমি যেন কোনো দোষ করে বাড়ি ফিরেছি। আমাকে বাজার হাট করতেও যেতে হত। তো বাড়ির বুড়ি বলত, রোজ রোজ কোথায় যাস? তোর স্বামী নেই, তুই একা, তোর এত ঘোরাফেরা কিসের?

আমি মনে করি, কেন আমার স্বামী আমার সাথে নেই বলে কি আমি ঘোরাফেরা করতে পারি না? আমার স্বামী আমার কাছে থাকলেও যা না থাকলেও তাই। স্বামীর কাছে থেকেই বা আমি কি শান্তি পেয়েছি। ওর কাছে থেকেও পাড়ার লোকের কাছে আমাকে কথা শুনতে হয়েছে। সেই নিয়ে আমার স্বামী কোনো দিনও প্রতিবাদ করেনি। সব কিছু আমাকে মেনে নিতে হয়েছে চোখ মুখ বন্ধ করে, তাছাড়া আর কি করব।

আর এখন তো ছেলেপিলে নিয়ে আমি একা, এখানে তো আমাকে আরো শুনতে হবে। রাস্তা দিয়ে আমি যাওয়া আসা করতাম। ধারে পাশের লোকে বলাবলি করত যে এই মেয়েটার স্বামী এখানে থাকে না, ও একা ছেলেপিলে নিয়ে ঘর ভাড়া করে থাকে। এই কথা শুনে লোকেদের মনে আরো অন্য রকম শয়তানি জাগতো। তারা আমার সাথে কথা বলার চেষ্টা করত। জল খাওয়ার বাহানায় গিয়ে বলত, এক গ্লাস খাবার জল দেখি। আমি বুঝতে পেরে আমার ছেলেকে বলতাম, ব্যাটা এক গ্লাস জল ঢেলে দে তো। এই বলে আমি কোনো বাহানায় বাইরে বেরিয়ে যেতাম। আমি রাস্তা দিয়ে ছেলেমেয়ের হাত ধরে যেতাম। কত লোকে দেখে, কত রকম কথা বলত, শিস দিত, টোন কাটত। যা করে করুক তাতে আমার কোনো যায় আসে না, আমি আমার মত রাস্তা দিয়ে চলতাম। কত লোকে যেচে কথা বলতে আসত, আমি পাস কাটিয়ে চলে যেতাম। আমি যখন তাতুষের কাছে পৌঁছে যেতাম তিনি বলতেন, আমার বন্ধু তোমার লেখাপড়া নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন যে তোমার লেখা চলছে কিনা। শুনে আমি খুশিতে রাস্তাতে যে সব হত ভুলে যেতাম। তাতুষের কিছু বন্ধু কলকাতাতে আর দিল্লিতে ছিলেন তারা আমার পড়াশুনার ব্যাপারে খবর নিতেন। ফোনে-চিঠিতে জিজ্ঞাসা করতেন।

একদিন আমি আমার ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘরের কথা বলেছিলাম। হঠাৎ আমাদের বাড়ির মালিকের বড় ছেলে আমার দুয়োরে এসে দাঁড়াল। আমি ওকে বসতে বলেছিলাম। ব্যাস, আর উঠতেই চাইছে না। একটু করে করে কথার আর শেষ হচ্ছে না। সে এমন কথা শুরু করেছে যে সে কথার জবাব দিতে আমার লজ্জা

BanglaBook.org

পাচ্ছে। আমি বলতেও পারছি না যে, এখান থেকে উঠে যাও। আর এমন দুয়োর আটকে বসেছিল যে, বাইরে বেরব তারও উপায় নেই। পাস কেটে যেতেও পারছি না। ওর কথাতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম ও কি বলতে চায়। ওর কথা আমি শুনেও শুনছি না, আর কি করব। এবার ভাবছি এখান থেকেও তাড়াতাড়ি যেতে পারলে বাঁচি। ওর কথা শুনে বোঝা গেল যে, ওর কথা যদি আমি মেনে চলি তাহলে আমি ওর ঘরে থাকতে পারব আর যদি ওর কথা না মানি তাহলে এখানে থাকা চলবে না। ভাবলাম আমার ঘরে ব্যাটাছেলে নেই বলে কি আমাকে যে যা বলবে তাই আমাকে মেনে নিতে হবে। আমি ভাবছি কালকে অন্য কোথাও ঘর দেখব।

এদিক ওদিক ঘরের চেষ্টা করতাম আর এখানেও আমি কাজে আসতাম। একদিন আমি এখানে কাজে এসেছিলাম, সেদিন আমার ছেলেমেয়ে বাড়িতেই ছিল। আমি এখান থেকে কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরছিলাম। প্রায় বাড়ি পৌঁছে গেছি, রাস্তা থেকে আমার ছেলেমেয়ে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়াতে দৌড়াতে আমার কাছে এসে বলল, মাম্মি, মাম্মি আমাদের ঘর ভেঙে দিয়েছে তাড়াতাড়ি চল। আমি ছেলেমেয়ের কথা শুনে চমকে গেলাম। বললাম, সে কি চলতো দেখি। গিয়ে দেখি সত্যিই ঘরের জিনিসপত্র সব বাইরে এদিকে ওদিকে পড়ে আছে। আমি এসব দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবছিলাম। এবার আমি কোথায় যাব, ছেলেপিলেকে কোথায় রাখি। আর এত তাড়াতাড়ি ঘরই বা কোথায় পাব। ছেলে-মেয়েকে কাছে করে নিয়ে কাঁদছি।

BanglaBook.org

শুধু আমারই ঘর ভাঙেনি ধারে পাশে আরো যে ঘর ছিল তাদেরও ঘর ভেঙেছে। কিন্তু দেখছি তাদের ঘরে বড় ছেলে স্বামী বা আরো সব আছে, আর আমার যে এখানে সব থেকেও কেউ নেই। আমার ঘরের জিনিসপত্র সব বাইরে যেমন তেমন পড়েছিল, আরো যাদের ভেঙেছে তাদের জিনিসপত্র সব সাথে সাথে তাদের ঘরের লোক ঠিক করে ঘর দেখে চলেও গিয়েছে। মাত্র কয়েকজন আমার অবস্থা দেখে যায়নি। তারা আমার ছেলেমেয়েকে খুব ভালবাসে, আমি কাঁদছিলাম। ভাবছিলাম এই সময়ে আমার পাশে দাঁড়াবার আমার নিজের কেউ নেই। পাশেই একটু গিয়েই ওখানে দাদাভাই থাকত। ওরা জানত যে আমি এখানে থাকি। ওরা শুনেও ছিল যে এখানকার ঘর সব ভেঙে ফেলেছে। তবুও একবার কেউ খোঁজ খবর নিল না। ভাবলাম এই সময়ে যদি আমার মা থাকত তাহলে দেখত আমি এখন কি হালে আছি। জানি না আমার কপালে আর কত কষ্ট আছে আরো কত দুঃখ ভোগ করতে হবে। সেদিন আর কোথাও ঘর খোঁজাখুঁজি হল না। রাতে

সাতটা-আটটার দিকে ভোলাদা আমার কাছে এসেছিল, সে মুসলিম ছিল। আর পাশেই থাকত। সে আমার দাদা ভাইকে জানত। আমাদেরই দেশের লোক ছিল সে। আমার বাবাকেও জানত। তারও ঘর ভেঙেছিল। সে আমার ছেলেপিলেকে খুব ভালবাসত। ভোলাদা বলল, এইভাবে রাতে তুমি ছেলেপিলে নিয়ে একা কি করে থাকবে? ভোলাদা এই ভেবে সে রাতে আমার ছেলেপিলের কাছেই ছিল। তখন ওই খোলা ময়লা জায়গাতে রাতে শিশিরের মধ্যেই ছেলেপিলে নিয়ে আমাদের থাকতে হয়েছিল। রাতে কি আর ঘুম আসে? সকাল হল ভোলাদা বলল, তুমি যে কুঠিতে কাজ কর সেই সাহেবকে গিয়ে বল। তখন আমি ভাবলাম সত্যিইতো তাতুষ তো প্রথমে বলেছিলেন যে, সে রকম বুঝলে তোমাকে আমি থাকার জন্য জায়গা দিতে পারি। তাহলে এই সময় গিয়ে একবার বলেই দেখি না। আমি ভোলাদাকে বললাম, ভোলাদা তুমিই গিয়ে একবার বল, আমার বলতে সাহস হচ্ছে না। ভোলাদা বলল, চল দেখি কি বলে। আমি ভোলাদাকে নিয়ে এলাম। ভোলাদা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, আমি ভেতরে গিয়ে দেখি তাতুষ খবরের কাগজ পড়ছেন। আমাকে দেখেই বললেন, বেবী কি হয়েছে আজ তোমার? রোজতো তোমাকে এরকম দেখি না, তোমার চোখ মুখ শুকনো শুকনো লাগছে কেন? আমি বললাম, আমার ঘরের পর দিয়ে বুলডোজার চালিয়ে দিয়েছে। সারারাত আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে বাইরে শিশিরের মধ্যে পড়েছিলাম। এ কথার বলার পর আবার বললাম, আমার সাথে একজন এসেছে আমারই জানাশোনা সে আপনার সাথে কথা বলতে চায়। তাতুষ আমার কথা শুনে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এসে ভোলাদার সাথে কথা বলে আমার কাছে এসে বললেন, তুমি রাতেই কেন চলে আসনি? তুমি ছেলেমেয়ে নিয়ে বাইরে কেন থাকতে গেলে? তোমাকে রাতেই চলে আসতে হত। ঠিক আছে, তো তুমি এখানে কখন আসছো? আমি বললাম, আপনি যখনি বলবেন। তাতুষ বললেন, এখনি আসতে পারবে? আমি রাজি হয়ে গেলাম। ঘরে গিয়ে রিক্সা ডেকে সব জিনিসপত্র গুছিয়ে রিক্সাতে তুলে আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে এলাম। রাস্তায় ভাবছিলাম তাতুষ তো আমার এক কথাতেই রাজি হয়ে গেল পরে কি হবে জানি না।

তাতুষ ছাতে উপরের ঘর খালি করে দিলেন। আমি জিনিসপত্র সব ঘরে তুলে ঘর গুছিয়ে রান্নার জোগাড় করতে লাগলাম। তাতুষ উপরে এসে দেখলেন আমি রান্না করছি, তাতুষ দেখে হাসলেন বললেন, তুমি আজ রান্না না করলেও পারতে, ঘরে কত খাবার পড়ে আছে। আমি বললাম তাতে কি হয়েছে থাকুক না, দাদারা খাবে। তাতুষ বললেন, রাতে একটাইম গিয়ে গরম রুটি বানিয়ে খাওয়াতে

পারবে? এখানে দু টাইম রুটি বানাবার জন্য কেউ ছিল না, তাই তুমি যে খাবার একটাইম বানিয়ে রেখে যেতে সেই খাবারই আমাকে দু টাইম খেতে হত। এখন তো তুমি এসে গেছো আমাকে দু টাইম গরম খাবার খাওয়াতে পারবে।

এরপর থেকে নিজের ঘর ভেবে সব কাজ রান্নাবান্না আমিই সব দেখে শুনে করতাম। তাতুষ দেখে কখনো কখনো বলতেন, বেবী তুমি কত কাজ করতে পার। সারাদিন কাজ করেই যাচ্ছো, একটু বোসো, আমার কাছে। আমি যদি বসতাম তো জিজ্ঞাসা করতেন, ছেলেমেয়ে জল খাবার খেয়েছে কিনা। যদি বলতাম এখনো দিইনি তাহলে বলতেন, যাও যাও উপরে আগে ওদের খাইয়ে এসো। ওদের খাইয়ে এসে তুমি নিজে জলখাবার খাও। যাও যাও শিগগিরি যাও, এত বেলা হয়ে গেল এখনো ছেলেপিলেকে জল খাবার দাওনি? আবার বলতেন, নিচে থেকে দুধ নিয়ে ছেলেমেয়েদের দাও। এখানে আমার আসার পর থেকে রোজ আমার ছেলেমেয়েদের আধ কিলো করে দুধ খাওয়াত।

তাতুষ একদিন বললেন, দেখ বেবী এই বাড়িতে অনেকেই মেয়ে কাজ করে গেছে, কিন্তু তোমার মত মেয়ে আমি কখনো পাইনি। আবার বললেন, দেখ তুমি কখনো ভাববে না যে এটা আমার কাজের বাড়ি বা অন্য কারোর ঘর, তুমি সব সময় নিজের ঘর বলে মনে করবে। আমার মেয়ে নেই, তোমাকেই আমার মেয়ে মনে করি। আমি ভাবলাম এটা কি আর বলতে হবে। সেটা তো আমিই জানি যে এখানে এসে আমি কত খুশি হয়েছি। এখানে আমি কোনদিন কষ্ট পাইনি। যদি কোনো সময় শরীর খারাপ হয়েছে, তাতুষের মন আগেই খারাপ হয়ে বসে থাকে, আমার আগে আগে কাজ করতে চাইতেন তাতুষ। শরীর খারাপ দেখলে বলতেন, তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে যাও। পাশেই ডাক্তার আছে সেখানেই আমাকে পাঠিয়ে দিতেন। ডাক্তার আমাকে দেখে খচখচ করে ওষুধ লিখে দিত। আমি প্রেসক্রিপশন এনে তাতুষের হাতে দিতাম, প্রেসক্রিপশন নিয়ে আমাকে তাড়াতাড়ি ওষুধ এনে দিতেন। শুধু ওষুধ এনে দিয়েই নয়, আবার নিজেই টাইমে টাইমে ওষুধ একটার পর একটা বের করে দিতেন। আমি ওষুধ না খেলে তিনি জোর করে খাইয়ে দিতেন। আমার ছেলেমেয়েদের কিছু হলে নিজেই তাড়াতাড়ি গিয়ে ওষুধ এনে দিতেন। আমি কোথাও এমন দেখিনি, কাজের লোকেদের এত ভাল ভাবে নিজের মত করে রাখতে। আমাকে কোনো জিনিসের কষ্ট দেন না, তেল সাবান খাওয়া দাওয়া কাপড়-চোপড় কোনো জিনিসের অভাব আমাকে বুঝতে দেন না। আমি অনেক অনেক বাড়িতে কাজ করেছি কিন্তু এ বাড়ির লোকেদের মত ব্যবহার আমি

BanglaBook.org

কোথাও পাইনি। মনে হত যেন এ বাড়ির সব কিছুই আমি। আমি আগে কখনো ভাবিনি যে এত ভাল ঘর, এত ভাল মানুষ কখনো আমার কপালে জুটবে।

এ বাড়িতে এসে আমি খুবই সুখে আছি, কিন্তু তার মধ্যেও আমার মন একটু খারাপ। খারাপ লাগত আমার বড় ছেলের জন্য। আজ দু মাস হতে যাচ্ছে তার খবর আমি পাইনি। মাঝে মধ্যে মন খারাপ করে বসে থাকতাম। তাতুষ বুঝতে পেরে একদিন হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বেবী তোমার বড় ছেলে কোথায় থাকে? তুমি সেখানে তার কাছে গিয়ে দেখা কর না কেন? এইভাবে দু'তিনবার জিজ্ঞাসা করা হয়ে যাচ্ছে। আমার মুখে কোনো কথা নেই। অনেক পরে আমি মাথা নিচু করে বললাম, আমি তার ঠিকানাই জানি না, সে কোথায় থাকে। আমার কথা শুনে তাতুষ চমকে উঠলেন। বললেন, সে কি বেবী! তোমার ছেলে কোথায় থাকে তুমি জান না? আমি বললাম, যারা নিয়ে গিয়েছে তারা আমার পাশেই থাকত। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করেছি, তারা বলে দেয় কোথায় থাকে, কিন্তু যে বাড়িতে থাকে তার নাম্বার ঠিক মত জানে না। ওরা যে নাম্বার দিয়েছে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। গিয়ে ঘুরে এসেছি, একবার নয় কয়েকবার। তবে শুনেছি সেই বাড়ির মালিকের নাকি এখানেই কোথাও ওষুধের দোকান আছে। আমি তাদের দোকানও জানি না। একজনকে জিজ্ঞাসা করেছি, কেউ আর সঠিক খবর দেয় না। তাতুষ আমার কথা শুনে মনে হল তাতুষ খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। বললেন, এখানে তো ওষুধের অনেক দোকান। সেদিন তাতুষ আর কোনো কথা না বলে চুপ করে থেকে গেলেন। পরদিন সকাল বেলায় আমাকে ডেকে বললেন, ছেলেকে যখন ওরা নিয়ে যাচ্ছিল তখন তুমি তাদের কাছে সব কিছু জেনে শুনে ঠিকানা নিয়ে তবে কেন ছাড়োনি? এইভাবে কত কিছু হতে পারে তা জান? আমি তাতুষের কথা শুনে চুপ করেছিলাম। পরক্ষণেই তাতুষ বেরিয়ে গেলেম আমাকে কোন কিছু না বলে। ঘন্টা তিনেক পরে এসে দেখছি ফোন করছেন। আমি রান্না ঘরে রান্না করছিলাম। দেখছি ফোনে কার সাথে কথা বলতে বলতে আমাকে ডাকলেন, বেবী, বেবী, শোনো। আমি ভাবলাম এইভাবে আমাকে ডাকছেন কেন। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে সামনে দাঁড়ালাম। তাতুষ ফোনে কথা বলেই যাচ্ছিলেন। কথা বলতে বলতে আমাকে বললেন, নাও কথা বল। আমি বললাম, কে, কার সাথে কথা বলব? তাতুষ বললেন, কথা বল না দেখ কে? আমি ফোনটা কানে নিয়েছি। কে যেন হ্যালো হ্যালো করেই যাচ্ছিল। আমি তার আওয়াজ চিনতে পারছিলাম না। আমি ফোন ছেড়ে দিয়ে তাতুষকে বললাম, কে কথা বলছে? তাতুষ বললেন, আরে তোমার ছেলেকে তুমি চিনতে পারছ না! আমি চমকে গিয়ে বললাম, অ্যাঁ আমার বাবু! ফোনটা আবার

BanglaBook.org

কানে নিয়ে বললাম, ব্যাটা, ব্যাটা আমি তোর মা বলছি। ছেলে বলল, মা, মা, বেবী? আমি বললাম, হ্যাঁ ব্যাটা, আমি তোর মা, কেমন আছিস ব্যাটা? ও বলল, মা মা আমি খুব ভাল আছি মা। এখন আমি এখানে ভাল আছি। ছেলের কথা শুনে ভাল লাগলো। ছেলে আমার এখন বড় হচ্ছে, ওর গলার আওয়াজও বদলে গেছে। এই দুমাসে কতটা বদলে গেছে কিন্তু তাকে দেখতে ইচ্ছে করল। তাতুষ বুঝতেই পেরেছে। বললেন, কি ছেলের সঙ্গে দেখা করতে যাবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। একটু দেখলে মনটা আরো আমার ভাল লাগত। তাতুষ বললেন, তো কবে যাবে বল? আমি বললাম, আপনি যেদিন নিয়ে যাবেন।

কয়েকদিন পরে ছেলের সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখলাম ছেলে আমার বাইরের গাছে জল দিচ্ছে। ছেলেকে দেখে আমার মনে হল না যে ছেলে আমার ভাল আছে। আমি ভাবলাম এই বয়সে কি এখন এদের কাজ করার সময়। কিন্তু কি করব? ছেলে এসে তাড়াতাড়ি প্রণাম করল। ওর ভাই বোনকে দেখে খুব আনন্দ হল। ওর কাছ থেকে যখন চলে আসছি তখন ওর মন খারাপ হয়ে গেল। আমারও তখন মনে হল, না ওকে আর ও বাড়িতে রাখব না, যা হবে আমার কাছেই রাখব। তাতুষও বুঝতে পেরে আমাকে বলতেন। মাঝে মধ্যে ছেলের কাছে ফোনটোন করে খবর টবর জান সে কেমন থাকে না থাকে। আমি ছেলের কাছে ফোন করতাম। ও খালি জানতে চাইতো, আমি কোথায় আছি। ঘরের নাম্বার কত। আমি বলতে চাইতাম না। কেন না যদি আমার এখানে চলে আসে কাউকে না বলে, তাহলে কি ভাববে। তাতুষকেও দেখেছি কথায় কথায় বলতেন যে আমরা কোনো দিন ওই বয়সের ছেলে রাখিনি। তাতুষের কথা শুনে আমার একটু খারাপ লাগত। আমার মনে হত তাহলে কি তাতুষ আমার ছেলেকে বিশ্বাস করতে পারে না। তাতুষ একবারো কেন বলে না যে, তোমার ছেলেকে কয়েকদিনের জন্য নিয়ে এসো। তাতুষ আমাকে বা আমার আরো দুটো ছেলেমেয়ে আছে তাদের তো কোনো দিন কম ভালবাসা দেয় না, আমার খালি ওই ছেলেটাই কি তাতুষের পক্ষে খুব বেশি হয়ে যাবে। আমি কিছু বুঝতে পারতাম না, আর কিছু বলতেও পারতাম না।

থাকতে থাকতে তাতুষই একদিন বললেন, তোমার বড় ছেলেকে কালী পুজোতে কয়েকদিনের জন্য নিয়ে আসবে। শুনে আমার খুব ভাল লাগল। আবার বললেন, ওর জন্য এদিকেই কোথাও কাজ দেখ, যেন রোজ তোমার সাথে দেখা হয়। আমাকেও এ বললেন, জান বেবী বাচ্চাদের দিয়ে কাজ করানো আইন থেকে মানা আছে। ওকে সেখান থেকে ছাড়িয়ে আনা যাক। ওর জন্য এমন বাড়ির কাজ

BanglaBook.org

দেখ যেন সে সেখানে থেকে অন্য কোনো কাজ বা লেখাপড়া শিখতে পারে। সেই ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে, কিন্তু তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে কি এখানে থাকা যাবে? যাবে না। তখন আমি বললাম, আপনিতো বলেছিলেন তুমি আমার কাছ থেকে অন্য কোথাও দু একঘন্টার কাজ করতে পার? তাহলে সেটা করলে হয় না। তাতুষ বললেন, কি হবে বেবী অত ছোটাছুটি করা, আমার দেখে ভাল লাগবে না। তুমি এক জায়গা থেকে কাজ করে আসবে আবার এখানে এসে খাটাখাটনি এতে শরীর কি ভাল থাকবে? কি দরকার এ সব, এতেই চালিয়ে নাও না।

তাতুষের এ সব কথা শুনে আমার খুব মায়া লাগত। ভাবতাম এইভাবে এসব কথা বলে আমার বাবা-মাও কোনো দিন আমাকে বোঝায়নি। তাতুষ যে ভাবে আমার সাথে কথা বলেন আমি ভাবি সত্যি আগের জীবনে তিনি আমার বাবা-ই ছিলেন, আর তা না হলে আমার জন্য এত মায়া করবেন কেন। একটু পরে তাতুষ আবার বললেন, তোমাকে আমি যে লেখাপড়ার কাজ দিয়েছি তুমি সেই কাজ কর। তুমি যে সময়টুকু অন্য কোথাও কাজে যাবে সেই সময়টা তুমি পড় লেখ। দেখবে একদিন তোমার এই কাজে দেবে। কি দরকার, বেবী এতেই চালিয়ে নাও না। আর তা ছাড়া তুমি এও ভাব, তুমি যে লিখছ আমার বন্ধুরা তোমাকে কত উৎসাহ দিচ্ছেন। ওরা সব সময় বলেন তুমি লিখে যাও লেখা বন্ধ কোরোনা। আর তারা যদি শোনে যে তুমি আরো কোথাও কাজে যাচ্ছো তাহলে কি ভাববেন, আমাকে খারাপ ভাববেন না!

BanglaBook.org

কয়েকদিন পরে তাতুষ আমাকে ডেকে বললেন, বেবী তুমি তোমার ছেলেকে ওখান থেকে নিয়ে এসো। এইভাবে অন্যের ঘরে কাজ করলে ওর জীবনটাই খারাপ হয়ে যাবে। এটা ঠিক না। এইভাবে ঘরের কাজে লেগে থাকবে। এটা ভাল না, তাতুষ এও বললেন, আমি একজন মাস্টার হয়ে একটা ছেলের জীবন এইভাবে নষ্ট হয়ে যাবে তা আমি চাই না বেবী। তোমার ছেলেকে আজই নিয়ে এসো।

আমি সেই দিনই গিয়ে ছেলেকে নিয়ে এলাম। তাতুষ আমার ছেলের জন্য এমন জায়গা খুঁজছেন যেন সেখান থেকে অন্য কোনো কাজ বা লেখাপড়া শিখতে পারে। কিন্তু এ রকম জায়গা বা ঘর পাওয়া খুবই মুস্কিল। এবার তিনটে ছেলেই আমার কাছে, কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগত। ভাবতাম তাতুষ আর আমার জন্য কত করবেন, খাওয়া পড়া সবই তার কাছে, তখন আমি ফয়সালা করলাম যে আমার বড় ছেলে যতদিন এখানে থাকবে ততদিন একটু হিসেবে চলবো। ঠিক করলাম আমি যেমন আগে রান্না করতাম সেই ভাবেই আমি রান্না করব। তাতুষ

বুঝতে পেরে গেছিল যে আমি খাওয়া দাওয়ার দিকে একটু অন্য রকম হয়ে গেছি। তখন তাতুষ বলতেন, তুমি আমার সামনে খাও, কোনো কোনো দিন নিজেই খাবার প্লেটে রেখে দিয়ে বলতেন, তুমি এখনি খেয়ে নাও। আমাকে এনারা এত ভালবাসে! মাঝে মাঝে ভাবতাম আমার এত সুখ কোথায় ছিল। তাতুষ আমাকে বলতেন, বেবী তোমাকে আমি মাইনে মনে করে পয়সা দিই না। তুমি কোনো সময় মনে করো না যে, আমি তোমাকে সেই হিসেবে পয়সা দি। তুমি খালি এটাই মনে করবে যে তোমাকে আমি পকেট খরচা দি।

আমার পকেট খরচা আরো বেড়ে গেল যখন অর্জুনদার দুই বন্ধু এখানে থাকতে লাগল। অর্জুনদার বন্ধুরাও খুব ভাল। তারাও আমাকে খুব ভালবাসে। আমার ছেলেমেয়ের সাথেও ডেকে ডেকে কথা বলে। তাদের মধ্যে একজনের নাম শুভদা। আর একজনের নাম রমন, অর্জুনদার চেয়ে আমার তাদেরই ভাল লাগে। কেন না যদি কিছু দরকার হয় তাহলে তারা আমাকে গিয়ে বলে। চা চায় বা জল চায়, খাবার দাবার দরকার হলে ফট করে গিয়ে বলে। আর অর্জুনদার কিছু দরকার হলেও বলে না। ব্যাস, গিয়ে শুয়ে পড়ে। আমি নিজে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতাম, দাদা! কিছু দরকার? খালি মাথা নাড়িয়ে কখনো বলে হ্যাঁ, কখনো না। আর তার বন্ধুদের সে সব নেই। একদম নিজের মত ভাবে আমিও তাদের নিজের বলেই মনে করি। ওদের মধ্যে সুখদীপ দা একটু কথা কম বলে। আমার ওকে দেখে মনে হয় যে ও হয়তো লজ্জা বোধ করছে। আর রমনদা সে রকম নয়, ও সব সময় নিজের মনে করে আমাকে অনেক কিছু শিখিয়ে দিত। অনেক কিছু রান্নাও তার কাছে শেখা। রমনদা আমার ছেলেমেয়ের ব্যাপারেও বলত। ও বলত, দেখ বেবী ওদের এখন বদমাইশি করার সময়। ওরা এখন বাচ্ছা। তোমাকে সাবধানে রাখতে হবে ওদের, পড়াশুনার ব্যাপারে তোমাকে নজর রাখতে হবে। ওদের সব সময় খেলতে দেবে না। তাহলে ওদের পড়াশুনা নষ্ট হয়ে যাবে। রমনদা আগে ভাবত আমার তিনটেই ছেলে, মেয়ে নেই। আমার মেয়েকেও ভেবেছিল আমার ছেলে। তারপর দেখে আস্তে আস্তে আমার মেয়ের খেলাধূলা অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে, মাঝে মধ্যে দেখে মেয়েদের জামাকাপড়, আবার একবার আমার মেয়েকে পুতুল নিয়ে খেলতে দেখেছে তখন রমনদার ভুল ভাঙল। পুতুল নিয়ে খেলতে দেখে তাতুষকে জিজ্ঞাসা করল, বেবীর কি এটা ছেলে না মেয়ে? দেখছি পুতুল নিয়ে খেলছে। তাতুষ বললেন, কেন তুমি জান না? বেবীর তো এটা মেয়ে, রমনদা হেসে বলল, তাই নাকি? আমি তো ভেবেছিলাম এটাও ছেলে।

BanglaBook.org

রমনদা আর সুখদীপদা এখানে আসায় ঘরে একটু হৈ চৈ লেগে থাকত, কিন্তু কিছুদিনের জন্য তাড়াতাড়ি ওরা নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল। এর মধ্যে আমার বড় ছেলে আমার কাছ থেকে চলে গিয়েছিল। কেন না ওকে এমন ঘরে তাতুষ দিয়েছিলেন সেখানকার সাহেব ভরসা দিয়েছিলেন লেখাপড়ার জন্য। আমার ছেলে আর মেয়েও দেরিতে আসত। কেন না এখন তাতুষ ওদের বড় সরকারি স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। অর্জুনদা, রমনদা, সুখদীপদা অফিস থেকে এসেই শুয়ে পড়ত। এইভাবে ঘর ফাঁকা ফাঁকা দেখে তাতুষ একদিন আমাকে বললেন, তুমি রোজ বিকেলের দিকে ছেলেমেয়ে নিয়ে একটু পার্কে যেতে পার। তোমারো মন ভাল লাগবে আর ছেলেমেয়েরও খেলাধূলা হবে। আমি তাতুষের কথা মেনে রোজ বিকেলে ছেলেমেয়ে নিয়ে পার্কে যেতাম। পার্কে গিয়ে দেখতাম অনেক বাঙালি মেয়ে আসে। তারা যাদের বাড়ির কাজ করে তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘুরতে আসে। আমাকে দেখে অনেকেই কথা বলতে আসে। জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি বাঙালি? তোমার বাড়ি কোথায়? তুমি কি এখানে একাই থাক? তোমার স্বামী কোথায় থাকে? তোমার স্বামী তোমার কাছে থাকে না? আবার কয়েকজন ব্যাটা ছেলেও কথা বলতে চায়। তাদের মধ্যে বাঙালিও ছিল। ওরা আমার সাথে কথা বলার সুযোগ না পেলে আমার ছেলেমেয়েদের ডেকে ডেকে কথা বলত। কেউ যদি নিজে থেকে কথা বলতে আসে তাহলে কি কথা না বলে পারা যায়! তবুও এরকম লোকেদের সাথে কথা খুব কমই বলতাম। কেন না আমি তো জানতাম যে ওরা কি জানতে চায় বা কি বলতে চায়। আমাকে তাতুষ আগে থেকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে তুমি বাইরে কিন্তু অচেনা মানুষের সাথে বেশি একটা কথা বলবে না। তাতুষ ঠিকই বলেন, মানুষের সাথে বেশি কথা বলা ঠিক না, সেটা আমিও জানি বা দেখি যে ওরা কথা বলতে বলতে সব কিছু আমার কাছে জিজ্ঞাসা করে। সেই কথার জবাব দিতে আমার একদমই ইচ্ছে করে না। পুরনো কথা মনে আনতে আমার আর ভাল লাগে না। এই দেখে শুনে আমার বাইরে বেরতে ইচ্ছে করে না। তবুও যেতে হত ছেলেমেয়ের জন্য।

একদিন একটি মেয়ে একটি বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে পার্কে এসেছে। মেয়েটিকে বেশ কয়েকদিন ধরেই দেখছি। তার সাথে কাউকে কথা বলতে দেখতাম না। ও সেই বাচ্চাটিকে যেমন নিয়ে আসত তেমনি খেলাধূলা করিয়ে চলে যেত। ও যখন আসত তখন কয়েকটি ছেলে ওকে দেখে হাসত। ও কারোর দিকে তাকাত না। মেয়েটিকে দেখতে ঠিক নেপালিদের মতো। ওকে দেখতাম সেই বাচ্চাটির সাথে

বাংলা ভাষায় কথা বলতে। তখনি আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ও হয়ত বাঙালি। মেয়েটিকে দেখে আমার খুব মায়া হত। ভাবতাম এত বড় মেয়েকে একা বাইরে কেন কাজের জন্য আসতে হয়েছে। বয়স কুড়ি বাইশ হবে। বিয়ে ঠিকই হয়নি। আমি নিজে মেয়েটিকে ডেকে বললাম, শোনো। মেয়েটি বেশ হাসিমুখে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমি ওর হাত ধরে টেনে বললাম, বসো। ও বসল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি বাঙালি? ও বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তোমার নাম কি? ও বলল আমার নাম সুনীতি। এইভাবে ও রোজ আসে আমিও যাই। পার্কে আসা যাওয়া করতে করতে মেয়েটির সাথে মেলামেশা হয়ে গেল। কোনো কোনো দিন আমি না গেলে ওর মন খারাপ হত। আবার ও না এলে আমার মন খারাপ হত। ছোট থেকে ওর মা-বাবা কেউ ছিল না। এক বছর বয়সেই ওর বাবা মারা যায়, ওর যেদিন জন্ম হয় সেদিন ওর মা মারা যায়। ও, ওর মামার বাড়ি দিদিমার কাছে বড় হয়। ছোট থেকে মা না থাকার যে কত কষ্ট সে আমি জানি। ও যেদিন বাড়ি চলে গেল তার আগের দিনও এসেছিল পার্কে। যেদিন ও চলে গেল সে দিন ওর যাওয়ার কথা ছিল না। আমাকে বলেছিল, তোমার ঠিকানা কাল আমাকে লিখে এনে দিও। আমার ঠিকানা কাল তোমাকে এনে দেব। পরদিন আমি আমার ঠিকানা লিখে নিয়ে গেছি, দেখলাম ও আর এল না। আমি তখনও ভাবিনি যে ও বাড়ি চলে গেছে। দেখলাম তারপরদিনও এল না। দুদিন পরে দেখলাম যে বাচ্চাটিকে ও নিয়ে আসত সেই বাচ্চাটিকে নিয়ে ওর মা এসেছে। তখনি ভাবলাম ও চলে গেছে। ভাবলাম ও হয়ত দেখা করার সুযোগ পায়নি। কি করবে যাদের কাছে থাকত তাদের কথামত তো চলতে হবে।

সুনীতি চলে যাবার পর আর আমার পার্কে যেতে ইচ্ছে করতো না। আমি পার্কে আর যেতাম না। তবে সেই সময়টুকু ঘরে বসে বই নিয়ে পড়তাম বা লিখতাম। আমি যে আমার খাতায় যতটুকু লিখেছিলাম সেটা তাতুষ ফটোকপি করে তার বন্ধুর কাছে কোলকাতা পাঠিয়েছিলেন। হঠাৎ একদিন তাতুষ বললেন, বেবী তোমার চিঠি এসেছে। আমি শুনে অবাক হয়ে তাতুষের দিকে তাকিয়েছিলাম। বললাম, আমার চিঠি? আমাকে চিঠি দেবার তো কেউ নেই। তাতুষ বললেন, আমার বন্ধু কোলকাতা থেকে পাঠিয়েছেন। আমি বললাম পড়ে শোনান, দেখি কি লিখেছেন। তাতুষ বললেন, বসো বলছি, চিঠিটা হল যে —

আদরের বেবী —

তোমার ডায়েরী পড়ে কত যে ভাল লাগল আমি প্রকাশ করতে পারছি না।

তুমি কি করে এত ভাল লিখতে শিখলে? এটা একটু বুঝিয়ে আমায় লিখবে। চমৎকার লেখা, তোমার তাতুষ সত্যিসত্যিই একটা হিরে খুঁজে বের করেছেন। আমি খুবই লজ্জিত যে তোমাকে বাংলায় লিখতে পারছি না। আমি তোমার তাতুষের চেয়ে এক বছরের বড়। এই বয়সে তোমাকে চিঠি লিখবার জন্য বাংলা লেখা শিখতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু এটা সম্ভব হচ্ছে না। তুমি কিছু বই পড় আর তাতুষের কাছ থেকে বাংলা অভিধান নিয়ে রোজ নাড়াচাড়া কর। তোমার কাহিনী জানবার খুবই ইচ্ছে করছে। এখানে যে আমার বন্ধু-বান্ধবরা তোমার ডায়েরি পড়েছেন তারা সবাই বলেছেন কি চমৎকার লেখা। আমার একজন বন্ধু বললেন যে, তোমার লেখাটা উনি কোনো ম্যাগাজিনে ছাপানোর ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু তার আগে তোমায় তোমার কাহিনীটাকে কোনো একটা পর্যায়ে আনতে হবে। আশাকরি তুমি লেখা কোনো দিন ছাড়বে না। তোমাকে ভগবান যে লিখতে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এই কথাটা কোনো দিন যেন ভুলো না। এখানেই শেষ করি। আমার আশীর্বাদ রইল। চিঠিটা শুনে আমার অবাক লাগল। আমি কি এমন লিখেছি যে ওনাদের এত ভাল লেগেছে। আমি বুঝতে পারছি না কেন ভাল লেগেছে। আমার হাতের লেখাও ভাল না, আমার লেখাতে যে কত ভুল আছে তার ঠিক নেই। তবুও ওনাদের ভাল লেগেছে। ভাল লাগার তো কথা নয়। আমি তাতুষকে জিজ্ঞাসা করলাম, এর মধ্যে এত ভাল লাগার কারণ কি? তাতুষ বললেন, ও তুমি বুঝবে না। আমি বললাম, সত্যিই আমি বুঝি না, বোঝার ক্ষমতা আমাকে তো ভগবান দেয়নি। আমি বুঝতে তো চাই। তাতুষ বললেন, এ সব নিয়ে তোমাকে এখন মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি তোমার কাজ করে যাও। শুধু লেখ আর পড়। তাহলেই আপনিই সব মাথায় ঢুকে যাবে।

তাতুষের বলাতে কি হবে। আমাকে ঘরের আরো তো সব দেখতে হবে। ঘরে অর্জুনদা, রমনদা আর সুখদীপ দাতো ছিলই আবার ওদের বন্ধু, সমিতদা, রাহুলদা, রজতদাও আসাযাওয়া করত। ওরা সবাই আমাকে ভালবাসত। ওরাও কোনো সময় মনে করে না যে এ বাড়ির এটা কাজের মেয়ে। তাতুষ আমার সাথে যেমন ব্যবহার করেন তেমনিই সবাই আমার সাথে ঐ রকমই ব্যবহার করে। ওদের খেয়াল রাখব, না লেখাপড়া করব। একদিন ভুলে তাতুষের কথা মেনে দিনের বেলায় তাতুষের কাছে বসে আমার লেখাপড়া নিয়ে কথা বলছিলাম, তখন এক কান্ড ঘটে গেছে। সেদিন কাজ সেরে বাড়ি ফিরে এসে রমনদার খুবই খিদে পেয়েছিল। ও তাড়াতাড়ি ঘরে এসে হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসল। আমি প্লেট উল্টো

BanglaBook.org

করে রেখেছিলাম। প্লেটে নোংরা পড়বে বা মাছিটাছি বসবে বলে। সেই সময় রমনদা খিদের চোটে কোনো কিছু না দেখেই ওই প্লেটের সাইডে সব তরকারি সাজিয়েছে খাবে বলে। ওর মধ্যে যে একটা তরকারি ছিল সে হল একটু গাঢ় ঝোল মত। সব তরকারি নেওয়া সারা হয়েছে, এরপর নিচ্ছে রুটি। এবার রুটিতে করে যখন তরকারি নিতে যাবে তখন দেখছে তরকারির ঝোল কেন যেন নিচে গড়িয়ে যাচ্ছে। ও অবাক হয়ে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়। পরে লক্ষ্য করে দেখল যে উল্টো প্লেটে খেতে বসেছে। খাবার টেবিলে বসে নিজের মনেই কি সব বকবক করছে আর খুব হাসছে। আমি তাতুষকে জিজ্ঞাসা করলাম, রমনদা কার সাথে কথা বলে হাসছে। তাতুষ বললেন, আর কে আছে ঘরে? আমি বললাম, কই ও ঘরে আর তো কেউ নেই! আমি সাথে সাথে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল দাদা? ওকিছু বলছে না খালি হেসেই যাচ্ছে আবার বললাম, কি হল বলবে তো, নাকি হেসেই যাবে। ও হাসতে হাসতে বলল, বেবী দেখ, আমি কি ভাবে খাবার খাচ্ছি! তখন আমিও দেখে হাসলাম। আমার হাসি আর থামে না। আমি তাতুষের কাছে হাসতে হাসতে গিয়ে বললাম, আজ রমনদার এত খিদে পেয়েছিল, প্লেটের দিকে তাকাবারও সময় পায়নি। উল্টো প্লেটে খাবার নিয়ে ফেলেছে। শুনে তাতুষেরও হাসি। তাতুষ আমাদের মত হাসে না। তাতুষ হাসে তাতুষের নিজের মত। আস্তে আস্তে ওদের হাসি থেমে গেছে, কিন্তু আমার হাসি থামছে না। তাতুষ বললেন, বেবী তুমি কি হেসেই যাবে? খালি হাসলেই হবে? ক'দিন হয়ে গেল আমার বন্ধুর চিঠি এসে পড়ে আছে। তোমাকে চিঠির জবাব দিতে হবে না? তুমি চিঠি লেখ। আমি বললাম, চিঠি! ও চিঠি ফিঠি আমার দ্বারা লেখা হবে না। তাতুষ বললেন, কেন হবে না? তুমি যে ভাবে পারবে সেই ভাবেই তুমি লেখ। ওই লিখতে লিখতেই সব হবে।

ভাবলাম কোনো দিন কাউকে চিঠি লিখিনি, যদি লিখেছিও তো অন্যের জন্য, যেমন তেমন। কি ভাবে, কি লিখব আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না। ভুল হবে, না ঠিক হবে তারতো কোনো ঠিক নেই। আমি তাতুষকে জিজ্ঞাসা করলাম। আমি তাহলে ওনাকে কি বলে লিখব? তাতুষ বললেন, সেটা তুমি ভেবে দেখ, ও কিন্তু আমার চেয়ে এক বছরের বড়। আমি বললাম, তাহলে আমি জ্যেঠু বলে লিখব। তাতুষ বললেন, যা তোমার ইচ্ছে তুমি সেইভাবে লেখ। আমি জ্যেঠু বলেই আমার চিঠি লিখলাম। আমি চিঠি লেখার মাথামুন্ডু কিছুই জানি না। কিন্তু আমি যে ভাবে পেরেছি সেই ভাবেই লিখেছি। সেই চিঠির উত্তর জ্যেঠু আমাকে দিয়েছেন, চিঠিটা হল এই যে —

BanglaBook.org

আদরের বেবী, তোমার চিঠি অনেকদিন আগেই পেয়েছি, কি লিখব ভাবতে ভাবতে সময় কেটে গেল। চারপাঁচদিন আগে এখানে বই বাজারে গিয়েছিলাম। সেখানে বাংলা বই দেখে ইচ্ছে হচ্ছিল যে সারা বাজারটা উঠিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিই। লোকেরা মাছের মত বই কিনছিল। আর আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। তোমার লেখা দ্বিতীয় খন্ড পুরো হল জেনে খুবই আনন্দ হচ্ছে। তুমি এটা একদম সঠিক লিখেছ যে তোমার লেখা নিয়ে তাতুষ আর আমি খুবই চিন্তিত। চিন্তার কারণটা হল, কি করে তোমার বইটা ছাপা যায়। আশাপূর্ণা দেবীর 'পাখির খাঁচা, খাঁচার পাখি' কেমন লাগছে? তাতুষ তোমায় নিশ্চয়ই বলেছেন যে আশাপূর্ণ দেবী ঘরের সব কাজকর্ম সেরে যখন বাড়ির সবাই শুয়ে পড়ত তখন চুপি চুপি লিখতেন। তিনি কেবল বাংলাই পড়েছেন আর বাড়ির বাইরেও বেশি বেরননি। আমি আর তাতুষ দুজনেই আশাপূর্ণা দেবীর লেখাপড়ার জগতের বেশি খবর রাখি। কিন্তু লেখার সময় ওর কড়ে আঙুলের মতনও লিখবার ক্ষমতা নেই। তুমি দ্বিতীয় আশাপূর্ণা দেবী হতে পার। এই কথাটা মনে বারবার আসে। তৃতীয় খণ্ডটা কতটা এগোল? আমার ভালবাসা নিও। — তোমার জ্যেঠু।

এই ভাবে উনি আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। শুধু জ্যেঠুই নয়, আরো কয়েকজনও ছিলেন, দিল্লিতে থাকেন তাতুষের আর জ্যেঠুর বন্ধু রমেশবাবু, আমি যা যা লিখতাম তাতুষ সে সব দিল্লিতে বন্ধুর কাছে ফোনে সব শুনাতেন। একদিন তাতুষ বললেন, দেখ আমার বন্ধু বলেছেন তোমার লেখা খুব-খুব-খুব ভাল। এনি ফ্রাংকের ডায়েরির মত। আমি তাতুষকে জিজ্ঞাসা করলাম, এনি ফ্রাংক? তাতুষ এনি ফ্রাংকের ব্যাপারে বললেন, আর একটি পত্রিকা বের করে ওর ডায়েরির কিছু অংশ পড়ে আমাকে শুনালেন। শুনে ওই মেয়েটার উপর আমার খুব মায়া হল।

জ্যেঠুর কাছে একজন মহিলা আসে। সে আমার বয়সী। সে একটি স্কুলে চাকরি করে। তার নাম শর্মিলা। সেও আমাকে লেখার জন্য উৎসাহ দেয়। সে যখন আমাকে চিঠি লেখে। আমি ভাবি শর্মিলাদি আমাকে এত ভালবাসে! ও আমাকে চিঠি লেখে, যেভাবে স্নেহ দেয় এইভাবে আমি কারোর কাছে পাইনি। আমি ভাবতাম সত্যি করেই এতদিন পরে একটি বান্ধবী পেয়েছি। কিন্তু তাকে এখনো চোখে দেখিনি। তার চিঠি পড়ে বারবারই ইচ্ছে করে তার সাথে আলাপ করি, তার সাথে হাসি, তার সাথে খেলি, তার সাথে কত কি করতে ইচ্ছে করছে। আমার মন চাইছে যে ওকে বলি, শর্মিলাদি, কবে আমাদের দুজনের দেখা হবে জানি না। শর্মিলাদি তোমাকে যে কি বলে ধন্যবাদ জানাব।

BanglaBook.org

একদিন হঠাৎ ঘরের কাজ করতে করতে একটি আলমারির জিনিসপত্র পোঁছাপুঁছি করতে গিয়ে দেখি কতগুলো ফটো রাখার অ্যালবাম। আমি খুলে দেখতে গিয়ে দেখি অর্জুনদার সব বন্ধু-বান্ধবদের ফটো, তার মধ্যে দেখি জ্যেঠুর ও ফটো। জ্যেঠুর পাশে আছে শর্মিলাদি আর এক পাশে আছে অর্জুনদা। ওই ফটো আরো এক রকম করে তোলা হয়েছে। সেই ফটোতে আছে জ্যেঠু, জ্যেঠুর পাশে শর্মিলাদি আর এক পাশে সুখদীপ দা। ব্যাস, ওই দেখেছি, শর্মিলাদি যখন আমাকে চিঠি পাঠাত তখন চিঠির সাথে আরো কয়েকটি জিনিসও পাঠাত। আমি যে তাকে চিঠি লিখে পাঠাব তার ব্যবস্থা করেই পাঠাত। সাদা পেপার কেটে পাঠিয়ে দিত কত সুন্দর নকশা করে। শর্মিলাদিও একজন লেখিকা। সেও অনেক কিছু লেখে। এই কয়েক মাস হল তার লেখা একটি বইও বেরিয়েছে। আবার দেখেছি কাহানিও লেখে। সেই কাহানি পত্রিকাতে ছাপে। আমি ভাবতাম, সে একজন শিক্ষিতা। আমাদের মত মেয়েদের কি আর ওদের সাথে তুলনা চলে। আবার ভাবতাম চিঠিতে যতটা কথাবার্তা চায় হয়তো চোখে দেখলে বা দেখা হলে অতটা কথাবার্তা নাও হতে পারে। আবার ভাবতাম এর থেকে বেশিও হতে পারে। চিঠিতে আমার ছেলেমেয়েদের খোঁজখবর সব নেয়।

জ্যেঠুর আরো একজন পরিচিত লেখক ছিলেন আনন্দ বাবু। উনিও আমাকে জ্যেঠু এবং তাতুষের মত উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি আমার প্রথম খন্ড পড়েছিলেন জ্যেঠুর বাড়িতে। উনি পড়ে আমাকে এই চিঠি লিখেছিলেন — আপনার লেখাটা মোটামুটি দেখলাম আমার বন্ধুর বাড়িতে। ভাল লেগেছে। নিজের জীবনের বিভিন্ন স্মরণীয় ঘটনাগুলিকে মনে করলেও স্বাভাবিক ভাবে লেখার মাধ্যমে তুলে ধরা অনেকের পক্ষেই হয়ত কষ্টসাধ্য। আপনার সুন্দর প্রচেষ্টাকে বন্ধ করবেন না। বরং আরো লিখতে থাকুন। অনুশীলন ও প্রচেষ্টায় হয়ত আপনার কলমের মধ্যে দিয়েই কোন সময় অসাধারণ কিছু বেরিয়ে আসবে। মেয়েদের অত্যাচার, অসুবিধা, দুর্দশা, আর্থিক কষ্টের উপরেও চিন্তা করুন ও লিখে রাখার চেষ্টা করুন।

আমার শুভকামনা রইল।

এই চিঠির সাথে ওনার একটি লেখাও আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন পড়ার জন্য। আমি লেখাটা পড়ে কিছু বুঝেছি। কিছু বুঝিনি, কিন্তু পড়তে আমার ভাল লেগেছে। আমি পড়েছি, পড়ে তাতুষকে বুঝিয়ে দেবার জন্য বলেছি। তিনি বুঝিয়েছেন, তবুও কিছু কিছু মাথায় ঢুকেছে, কিছু ঢোকেনি। এই এতগুলো লোকে আমাকে উৎসাহ দিচ্ছেন। সাহস দিচ্ছেন লেখার জন্য। আমি ভাবি লিখতে পারব কিনা।

BanglaBook.org

এর মধ্যে একদিন সকালবেলায় আমার বাবা এসে হাজির। আমি রান্না ঘরে ছিলাম। জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি কে যেন একজন সাইকেল থেকে নেমে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। আমি দেখেছি কিন্তু প্রথমে ঠিকমত চিনতে পারিনি। তারপরে দেখলাম ঘন্টি মারল। আমি অনেক পরে বাইরে বেরিয়েছিলাম। বাবা আমাকে দেখে বলল, কেমন আছিস মা। আমি বললাম, বাবু আপনার শরীরের অবস্থা এমন কেন হল? বাবা বলল, কই কিছু হয়নি তো। ছেলেমেয়ে কোথায়, কেমন আছে? আমি বললাম, ভাল আছে। সব ভাল আছে। ছেলেমেয়ে স্কুলে গেছে। আমি ভিতরে দৌড়ে গিয়ে তাতুষকে বললাম, আমার বাবা এসেছে। তাতুষ বললেন, ঘরে ডাকো। বসতে বল, রান্নাবান্না কর। তোমার বাবাকে খাওয়া-দাওয়া করাও। বাবাকে ডেকে আমার ঘরে বসালাম। বললাম, চা বানাব? বাবা বলল, না থাক। এত গরমে চা! আমি তাড়াতাড়ি এক গ্লাস সরবৎ বানিয়ে দিলাম। সরবৎ হাতে নিয়ে বলল, তুই একটু নে মা। আমি বললাম, না বাবু, আমি এখনি চা খেলাম। মা কেমন আছে?

বাবা বলল, ভাল আছে তবে তোর কথা তোর মা বারবার বলে। আমি ভাবলাম, বলবেই তো, দু বছর হতে যাচ্ছে দেখা নেই। এখন দূরে আছি সেই কারণে। আবার যদি সেখানে গিয়ে আমার থাকাটা একটু বেশি হয়ে যায় দু-একদিন তাহলে আবার ওই শুরু হবে অশান্তি। তবে আর আমি কষ্ট ভোগ করতে রাজি নই। কেন না এখন আমি এখানে এসে অনেক কিছু বুঝে গেছি। পুরুষ হোক বা নারী হোক সবাই নিজের পেটের চিন্তা নিজেরাই করে নিতে পারে। খেটে খাওয়ার মধ্যে কিছুই তফাৎ নেই। এই জিনিসটা যদি আমি এর আগে বুঝতে পারতাম তাহলে হয়ত অনেক আগেই সেই রকম ব্যবস্থা করতাম। তাহলে হয়ত এত কষ্ট আমাকে ভোগ করতে হত না।

বাবার সাথে, কথাবার্তা হতে হতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম কলকাতার খরব কি? আমার ভাই কেমন আছে? মা কেমন আছে? বাবা বলল, মা, তোর মা, কেন তুই শুনিসনি বুঝি! আমার মুখের দিকে বাবা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। হয়ত ভাবল যদি বলি তাহলে হয়ত কান্নাকাটি করবে, সত্যি কথা বলব কিনা? আবার হয়ত ভাবছে বলে ফেলাই ভাল, কেননা ও এখনো ভাবছে আমার মা বেঁচে আছে। যদি না বলি তাহলে ভুল হবে। এইসব ভাবছে হয়ত বাবা। আমি বাবাকে চুপ করা দেখে আরো একবার বাবু বলে ডেকে উঠলাম। বাবা চমকে গেল। দেখলাম বাবার চোখে জল ছলছল করছে। তখনি আমার মনে জেগে উঠল মা হয়ত নেই। আমি বলে ফেললাম, কি হল বাবু. মায়ের শরীর খারাপ? বাবার যেন কথাটা বলতে ভেতর থেকে দম আটকে আসছে। অনেক কষ্টে বলল, তোর মা তো আজ ছ মাস

BanglaBook.org

হয়ে গেল দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। তোর মা নেই। কেন তোর দাদা গিয়েছিল তোকে বলেনি? আমি বললাম, না তো। আমাকে কেউ বলেনি। কিছুক্ষণ বাবার সামনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলাম, কি করব। কিছু করার নেই। একবার শুনেছিলাম মা হাসপাতালে ভর্তি আছে। আমার মনে হয় মা আমার সেই সময়ই চলে গেছে। কিন্তু তারপর আর কিছু শুনতে পাইনি। সবাই সব খবর পায় কিন্তু আমাকে কেউ কিছু বলে না। দাদা বৌদি ভাই বেশি দূরে থাকে না। রিক্সাতে গেলে দশ টাকা ভাড়া নেবে। তাও একবারটি এসে কেউ বলে না। মাঝখানে কয়েকবার আমি গিয়েছিলাম। তাও ওরা কেউ বলেনি। আমি সব সময় মনে করতাম এবার যেমন করেই হোক আমি মায়ের কাছে যাবই। এতদিন এই ভেবে আসছি আর আজ শুনলাম মা আমার একেবারের মত আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। শুনেছিলাম মা যখন হাসপাতালে ভর্তি ছিল আমার ভাই বাবার কাছে এসেছিল। বাবাকে নিয়ে যাবার জন্য বলেও ছিল, বাবা যায়নি। বাবা যাবে কেন, তার তো আর যাবার কোনো দরকার নেই। তার কিসের অভাব। বাবার যাওয়া উচিৎ ছিল। বাবা জানতো যে এবার আর মা বাঁচবে না, তবুও বাবা যায়নি। ভাইকে আমার একাই ঘুরে চলে যেতে হয়েছিল। আমি ভাবলাম বাবা ভুল করেছে। শেষ দেখার মত একবার গিয়ে দেখে আসতে পারত, গেল না। মায়ের সৎকারের কাজ। ভাইকে একাই সারতে হয়েছিল। দাদারাও অনেক পরে শুনেছিল আর আমি তো এই শুনলাম।

বাবা বলল, তোর বড় ছেলে কোথায় থাকে? আমি বললাম আমার বড় ছেলে আমার পাশেই থাকে। বাবা বলল, চলতো একটু দেখে আসি। আমি বাবাকে আমার বড়ছেলের কাছে নিয়ে গেলাম। বেল বাজাবার সাথে সাথে আমার ছেলে বেরিয়ে এল। এসে বলল, আরে দাদু! আমার বাবু কেমন আছে? বাবা বলল, তোমার বাবু ভাল আছে দাদা। আমি আসতে বললাম, এল না ভাই। আমার ছেলেকে দেখে বাবার চোখে জল ছল ছল করছে। বাবা বলল, ভাই তোমরা আরো বড় হও। কেমন পরিবেশে ছিলে! আজ দেখে যে আমার কত আনন্দ হচ্ছে। বাবা আমাকে বলল, তোর আর কষ্ট হবে না মা। তোর ছেলে বড় হচ্ছে। দেখিস তোর এই ছেলেই সুখ দেবে তুই এখন কষ্ট কর। পরে ছেলের কাছেই শান্তি পাবি মা। আমার ছেলেকে বাবা বলল, দাদুভাই, ভাল করে থেকো। বাবা আমার ছেলের সাথে কথা বলে আবার আমার সাথেই চলে এল। বাবা চলে যাচ্ছে। তাতুষ বললেন, আপনি যান। বেবীর জন্য একদম চিন্তা করবেন না। বাবা বলল, আপনার মত লোকের কাছে যখন আছে তখন আর চিন্তার কিছু নেই। চিন্তা করতাম, আর করব না, কারণ আমি দেখে গেলাম ও খুব ভাল আছে।

BanglaBook.org

বাবা চলে গেল। আমি কিছু লেখাপড়া করছি শুনে বাবার খুব আনন্দ হয়েছে। আগে আমার কোনো খোঁজখবর কিছুই নিত না, আর এখন বাবা প্রায়ই ফোন করে আমার খোঁজখবর নেয়। আর বার বারই জিজ্ঞাসা করে যে আমার লেখা কত দূর এগোল, শেষ হল কিনা। এখন বাবা বারবার ফোনে বলে, "একবার আয় মা। এসে না হয় আবার চলে যাবি। আমার যেতে ইচ্ছে করে না।

বাবা চলে যাবার পর বেশ কিছুদিন আমার মন খুবই খারাপ ছিল। খুব চিন্তা করতাম। মা মারা গেল চোখেও দেখতে পেলাম না। আমার চিন্তা বাবার শরীর আগে থেকে অনেক খারাপ হয়ে গেছে। এর মধ্যে আর এক চিন্তা কয়েকদিন হল জ্যেঠুর আর শর্মিলাদির চিঠি এসে পড়ে আছে। জবাব দেওয়া হয়নি। জবাব দিলে ওদের ভাল লাগবে। আমারো মন ভাল থাকবে। এই ভেবে একদিন আমি ওদের সব চিঠি নিয়ে বসে পড়লাম। ভাবলাম জবাব দেবার আগে একবার সব চিঠি পড়ে নেওয়া ভাল। আমি আগে জ্যেঠুর চিঠি পড়তে শুরু করলাম।

তাতুষ তোমাকে ঠিকই বলে অভিধান দেখতে। আমিও সেই কথাই বললাম। চিঠি লিখতে গেলে ভুল হবেই। সেই বলে কি চিঠি লিখবে না? বার বার জিজ্ঞাসা করাটা কিন্তু বদ অভ্যাস নয়, জিজ্ঞাসা করেই লিখতে পার। তোমার কাহিনী কি মাঝখানে তোমার তাতুষের মত শুয়ে পড়েছে? নববর্ষে খুব লিখবে আর মল্লেশ্বরীর মত মোটাসোটা হবে এই কামনা করি। তোমার লেখা পড়ে আমার খুব ভাল লাগে আর ভাবি অন্যদেরও ভাল লাগবে। আমার বন্ধু আনন্দ নিজের এই লেখা আমাকে দিয়েছেন তোমাকে পাঠিয়ে দেব বলে। তোমার লেখা নিয়ে তোমার তাতুষ আর তোমার জ্যেঠু দুজনেরই চিন্তা-ভাবনার শেষ নেই। সবচেয়ে আনন্দের কথা যে, তোমার আগের মত আর লিখতে কষ্ট হচ্ছে না। আশাপূর্ণা দেবীর নতুন বই পড়ছে? তোমার হাতের লেখা আমাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছে। এবার তোমার হাতে লেখা কষ্ট দেওয়া তো পরের কথা মনকে খুবই আনন্দিত করেছে। পড়তে পড়তে একবারো বকতে ইচ্ছে করেনি বরং বার বার সাবাস "বহুত আচ্ছা" বলতে ইচ্ছে করছে। ভুলের কথা ভাবতে গেলে একলাইনও লেখা যায় না। ভুলের কথা না ভেবেই লিখতে হবে। পরে নিজের লেখা নিজেকেই শুধরে নিতে হবে। তারপর যারা লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাদের দেখিয়ে আরো শুধরে নেওয়ার পালা আসে। লিখতে বসলেই লেখা যায় এই অভিজ্ঞতা তোমার নিশ্চয়ই হয়েছে। তাতুষ তোমাকে ঠিকই বলে যে ভুল হোক, তবুও লেখ।

জ্যেঠুর যত চিঠি আসে তত আমার মনে হয় আমি লিখব আরো লিখব।

BanglaBook.org

শর্মিলাদি আমায় হিন্দিতে চিঠি লিখত। ওর চিঠি শুনে আমার খুবই ভাল লাগত। ও চিঠি লেখে অন্য রকম। ভাবতাম ওদের ঘরে তো কাজের মেয়ে থাকতে পারে। তাদেরও সাথে এই রকমই ব্যবহার করে। যে রকম আমার সাথে করে। আমি যে কাজের মেয়ে ও ভাবে না। ও ঠিক যেমন একটি বান্ধবীকে চিঠি লেখে সেইভাবে আমাকেও চিঠি লেখে। তাতুষ ওর চিঠি পড়ে শুনাতেন। শুনে আমি আমার ভাষায় লিখে নিতাম। যখন আমার মন খারাপ লাগত তখন এই চিঠি আমার মনে আনন্দ দিত।

বেবী একবার চিন্তা করে দেখ তোমার বাবা যেমন ভাবছ তেমন কেন? তার কারণটা কি। একবার চিন্তা করে দেখ ওদের ব্যাপারে, যাদের তুমি মাপ করতে পারবে না ঠিকই। তাদের নিয়ে একটু ভেবে দেখ। যাদের ভাল লাগে না বেবী, তাদেরও মাপ করা যায়। আর তাকেই বলে ভাল। যদি তুমি এখানে আসো তবে আমরা খুব সাজব আর খুব নাচব। তোমার সাজতে ভাল লাগে কি না? আমাকে তো কখনো কখনো ভাল লাগে। তুমি আমার জন্য সাজবে, আমি তোমার জন্য সাজব। আমি তুমি যখন দুজন দুজনের সাথে দেখা হবে তখন আমরা খুব হাসব। যদি হাসির কথা নাও হয় তবুও হাসব। বেবী তোমার কি ওই সময় অবাক লাগে না, যখন তোমার লেখা পড়ে কেউ বলে খুব ভাল লিখেছ? আর তুমি মনে ভাব তোমার জীবন কি কঠিন কষ্টে ছিল বা লেখার পর এত সুন্দর কি করে হল?

এটা আমার খুব ভাল লেগেছে যে শর্মিলাদি আমার সাজগোজের খোঁজ নিয়েছে। আমার সাজাগোজা কোনোদিনই ভাল লাগে না। কত মেয়েদের কত বৌদের দেখি কোথাও ঘুরতে যাবার ধুম উঠলেই সব সিন্দুরের কৌটো নিয়ে, পাউডারের কৌটো নিয়ে, আয়না চিরুনি আরো কত কি নিয়ে বসে যায় সাজতে। আবার দেখি একবার শাড়ি পরলে আরো একজন বান্ধবীকে ডেকে বলে, এই দেখত পরা ঠিক হয়েছে কিনা? সে যদি একবার অন্য রকম কিছু বলে, আঁ দাঁড়া, তাহলে শাড়িটা আবার দশবার করে খোলে আর পরে। কোনো কোনো বৌদেরও দেখি আবার তাদের স্বামীদের জিজ্ঞাসা করে। বলে, কিগো কোন শাড়িটা পরলে ভাল লাগবে? স্বামীরা যদি বলে, তুমি এই শাড়িটা পরো। তোমাকে এই শাড়িটা পরলে খুব ভাল দেখাবে। তাহলে মেয়েরা একগাল হাসি নিয়ে চলল শাড়িটা পরতে। শাড়ি পরে স্বামীর সামনে এসে দাঁড়ায়। মনে ভাবে আরো একবার বলুক যে, তোমাকে কত সুন্দর লাগছে দেখতে। শুধু তাই নয়, এও ভাবে যে লোকেও বলুক দেখ দেখ কত সুন্দর দেখাচ্ছে। মেয়েরা শাড়ি গয়নাকে এত ভালবাসে।

আমার দেখে অবাক লাগে মেয়েরা এতই লালচে? এত লোভী। আবার দেখি ঠোঁটে মুখে একগাদা রঙ লাগিয়ে চললো স্বামীদের সাথে বা কোনো ছেলের সাথে ঘুরতে। এই জিনিসগুলো মেয়েরা এত কেন পছন্দ করে। এসব আমার একদমই ভাল লাগে না। ছোটবেলায় মনে পড়ে আমার দিদি আমাকে ধরে বেঁধে চুল বেঁধে দিত। চুল আঁচড়ে দিত। ছোট সময় বান্ধবীদের সাথে যদি কোথাও বেড়াতে যেতাম বান্ধবীরাই আমাকে অনেক করে বলে আমাকে সাজগোজ করাত। বিয়ের পরেও আমার কোনো শখ নেই। যদি কোথাও যাওয়ার হত কোন রকম চুলটা আচঁড়ে একটু সিঁথিতে সিন্দুর দিয়ে চলেযেতাম। তবুও পাড়ার লোকেদের দেখে হিংসা হত। এখন আবার যদি আমাকে ওরা দেখে এখন আরো জ্বলবে হিংসায়। আগে শাড়ি পড়তাম এখন স্যুট শালোয়ার পরি। যদি ওরা দেখে তাহলে ওদের মনে কত কি যে জাগবে। একে ওকে ডেকে সব কানে কানে ফুসুর ফাসুর লাগিয়ে দেবে।

আমি এখানে সেই ছোট ছোট সব জিনিসগুলোর থেকে বেঁচে আছি। ওই কানে কানে ফুসুর ফুসুর হিংসা এখানে ওসব নেই। আমি সত্যিই এখানে খুব ভাল আছি। তাতুষের ছেলেরা বিদেশ থেকে বাড়ি এলেই আমার জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসত। আবার মাম্পা, মানে অর্জুনদার মাও এখানে এলেই আমার জন্য কিছু নিয়ে আসত। আমি ভাবতাম এরা যতটা আমাকে ভালবাসে, আমি রাখতে পারব কি না এদের ভালবাসা। কে বলে কেউ কাউকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না। অনেককেই দেখেছি বা শুনেছি সব বলে আমি একে ছাড়া বাঁচব না, ওকে ছাড়া বাঁচব না? কিন্তু দেখি তারাই সব দিব্যি বেঁচে আছে, ও সব মুখের কথা। যখনকার কথা তখনি, তার পরক্ষণেই সব ঠিক হয়ে যায়। আমিও ভেবেছিলাম যে আমি আমার বন্ধুদের ছেড়ে থাকতে পারব না। বেশ আছি, বরং সব ছেড়ে ভালই আছি। প্রথম প্রথম সব ছেড়ে এসে ক'দিন খুব মন খারাপ করত, তারপর আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে গেল। ভাবলাম আমার ছেলেপিলে আছে তাদের আমাকে মানুষ করতে হবে। ছেলেপিলের দিকে তাকিয়ে মনকে শক্ত করে নিতে হল। এখন আমি ভাবি এখানে আমার কাছে যেন তারা কেউ না আসে। আমি আমার ছেলেমেয়েকে নিয়ে একা বেশ ভালই আছি। অনেক সুখে আছি। অনেক শান্তিতে আছি। তাতুষের কাছে। আর আমিও যেতে চাই না তাদের কাছে। আমার ছেলেমেয়ে এখন পড়াশুনা করছে। এখন আর ছেলেমেয়েরা আগের মত জ্বালাতন করে না। ফালতু ঘোরাঘুরিও কম করে। এখন ওদের কথাবার্তা আগের থেকে অনেক ভাল হয়েছে। কয়েকদিন আগে রাত আটটা-নটার দিকে আমি আমার ছেলেমেয়ের সাথে ছাতে বসে কথা বলছিলাম। হঠাৎ আমার মেয়ে বলল, মা তুমি কোনো দিন স্কুলে গেছ? আমি ওর মুখের দিকে

BanglaBook.org

তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবছি, এতটুকু মেয়ে আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করছে। আমি তাকে কি উত্তর দেব। আমি কিছু বলার আগেই ও আবার বলল, মা তুমি একটি ছড়া বলতো। আমার কি অতো মনে আছে। তবুও যতটুকু মনে আছে বললাম। ও খিল খিল করে হেসে বলল, এত বড় মা আর স্কুলের কবিতা বলছে! ওর কথা শুনে হাসিও আসছে আবার দুঃখও পাচ্ছে। ভাবলাম এই কথাতেই আবার ছেলেমেয়েরা হাসছে, আর যদি দেখে মা পেপার নিয়ে বসে আছে তাহলেও তো আরো কত হাসবে। কেন না এর আগে কোনদিন ওরা আমাকে পেপার পড়তে দেখেনি। তাও আবার ইংরাজি পেপার।

আমি এখন রোজ সকালে খবরের কাগজ দেখি। আমি খবরের কাগজের মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারি না। কেন না আমি ইংরেজি জানি না। তবু ছবি দেখে তাতুষকে জিজ্ঞাসা করি। তাতুষ বললেন, ছবির নিচে বড় বড় করে লেখা আছে পড়ে দেখ। আমি একটা একটা করে অক্ষর বলে যেতাম আর তাতুষ হু হু করতেন। পুরোটা যখন বলা শেষ হয়ে যেত তখন তাতুষ পুরো উচ্চারণটা বলে দিতেন তার মানেটা ও বলে দিতেন। আমি বার বার তাতুষকে জিজ্ঞাসা করি বলে তাতুষ মাঝে মাঝে বিরক্ত হতেন। তাতুষের প্রিয় পেপার দি হিন্দু পড়তে বাধা পড়ছে। হয়ত সেই কারণে তাতুষ বলতেন, বেবী যাও, তোমার ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাবে না? আমি বলতাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ পাঠাব। টাইম আছে। তাতুষ আবার বলতেন, কখন পাঠাবে দেরি হবে না। যাও। সত্যি সত্যি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি টাইম হয়ে গেছে। আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে পড়লাম। আর তা ছাড়া খালি ছেলে মেয়েকে স্কুলে পাঠানোতেই কাজ শেষ হয় না ঘরে আরো কাজ আছে। অর্জুনদা উঠলে তার জন্য খাবার বানাতে হত। অর্জুনদা গরম রুটি ছাড়া ঠান্ডা রুটি খায় না। গরম গরম বানিয়ে দিতে হয়। অর্জুনদা একটু ভাল মন্দ খেতে ভালবাসে। একটু চিকেন-টিকেন হলে বিরিয়ানী!, পোলাও, কাবাব আলু পরঠা, পুদিনা পরঠা এসব বেশি পছন্দ করে। সাথে একটু সুপ হলে ভাল হয়। টমেটো সুপ, চিকেন সুপ, পিঁয়াজ সুপ যে কোনো সুপ হলেই হয়। এখন তাকেই জিজ্ঞাসা করে খাবার বানাতে হয়। আর আমারও ভাল লাগে খাবার দাবার বানিয়ে লোকজনকে খাওয়াতে। আমি যখন আমার স্বামীর কাছে ছিলাম তখনও ঘরে কিছু বানালেই আশেপাশের লোককেও খাওয়াতাম। এই নিয়ে আমার স্বামী খুব রাগারাগি করত।

আমারে যত ভাল লাগত রান্নার বই দেখে দেখে রকম রকম জিনিস বানিয়ে লোকজনকে খাওয়াতে অতটাই আমার ভাল লাগত লেখাপড়া করতে। উপন্যাস,

কাহানি, কবিতা পড়তে, পেপার দেখতে। পেপার দেখতে দেখতে আমার নেশার মত হয়ে গিয়েছিল। পেপারে দেশ-বিদেশের খবর জানতে পেতাম। রোজ সকালে পেপার কখন আসবে বলে বাইরে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

সেদিন সকালে আমার উঠতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। নিচে এসে দেখি তাতুষ নিজেই পেপার এনে পড়ছেন। আমি তাড়াতাড়ি রান্না ঘরে গিয়ে চা বানিয়ে নিয়ে এলাম। তাতুষকে চা দিয়ে আমি একটি পেপার উঠিয়ে পেপারের ফোটো দেখছি। তাতুষ বললেন, তোমার চা কই, চা নিয়ে এসো। আমি চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তাতুষ বললেন, দাঁড়িয়ে কেন, বসো।

আমি চেয়ারে বসে টেবিলে চায়ের গ্লাস রেখে খবরের কাগজ দেখছি। হঠাৎ তাতুষ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বেবী! তুমি আমাদের কাছে এসেছ মানে এ বাড়িতে এসেছ এক বছরের মতো হলো। তুমি নিজে বুঝে দেখ বা আমাকে বল এখানে এসে তোমার কেমন লাগছে? তোমার কি কি ভাল লাগছে? আর তুমি এখানে এসে কি কি শিখেছ? এই বলে তাতুষ পেপার পড়তে লাগলেন। চায়ের গ্লাসটা হাতে নিয়ে বেবী ভাবছে এটা কি বলার কথা। কথার কোনো জবাব না দিয়ে জানালার ধারে গিয়ে আকাশের দিকে তাকাতে বেবীর মায়ের কথা মনে পড়ল। বেবীর মা তো চেয়েছিল যে ছেলেপিলে লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হোক, কিন্তু সেটা আর হল কই। মা তো একেবারেই লেখাপড়া কিছুই জানত না। কিন্তু লেখাপড়া কি জিনিস সেটা ঠিক জানত। যার জন্য যত দিন বেবীদের মা বেবীদের কাছে ছিল ততদিন ছেলেমেয়েদের পিছনে পড়া পড়া নিয়ে সব সময় লেগে থাকত। মা যদি আজ বেঁচে থাকত। শুনত বা দেখত যে ওর বেবী এখনো লেখাপড়া করতে চায় বা করছে। তাহলে আজ তার মা কতই না খুশি হত। বেবী আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন তার মায়ের সাথে কথা বলতে চাইছে। মা তুমি একটিবার এসে দেখে যাও মা। আমি এখনো লেখাপড়া করতে চাই মা। আমার ছেলেমেয়েকে আমি লেখাপড়া শিখিয়ে ভাল করে বড় করতে চাই মা। তোমার আশীর্বাদ যেন আমার ছেলেমেয়ের মাথায় থাকে মা, বেবী এসব কথা তার মায়ের সঙ্গে বলছে আর বেবীর চোখ থেকে জল গড়িয়ে বুকে পড়ছে। বুক থেকে মাটিতে পড়ছে।

বেবীর গ্লাসে চা জুড়িয়ে ঠান্ডা জল হয়ে গেল। ইতিমধ্যে বেবীর কানে যেন কার পায়ের আওয়াজ পৌঁছাল। বেবী চমকে গেল। বেবী ঘুরে তাকাল। দেখে অর্জুনদা শুয়ে থেকে উঠে পড়েছে। অর্ধেক সিঁড়ি থেকেই অর্জুনদা বলল, তোমরা

BanglaBook.org

চা খাচ্ছ আর আমার চা কই? বেবী রান্না ঘরে চা বানাতে যাচ্ছিল তখন গেটের কাছে এসে কে যেন বেল বাজাল। বেবী গিয়ে দেখে একটি ছেলে একটি প্যাকেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেবীকে বলল, এটা তোমাদের। পিওন ভুল করে আমাদের ঘরে দিয়ে গেছে। বেবী প্যাকেটটা নিয়ে এসে তাতুষকে দিল। তাতুষ দেখে বললেন, এটাতো তোমার, নিয়ে যাও। গিয়ে দেখ, এতে কি আছে। বেবী রান্না ঘরে অর্জুনদার জন্য চায়ের জল বসিয়ে প্যাকেট খুলল, প্যাকেটে একটি পত্রিকা ছিল। বেবী পত্রিকাটা উল্টে পাল্টে দেখে বেবীর নিজের নাম। অবাক হয়ে আবার দেখে, সত্যিই তো লেখা, আলো আঁধারি, বেবী হালদার। তখন বেবীর মন কি যে হচ্ছে, খুশিতে উথাল-পাথাল। পত্রিকার নাম দেখতে দেখতে জ্যেঠুর কথা মনে এল। যে জ্যেঠু ঠিকই বলেন। আশাপূর্ণা দেবী সারাদিন ঘরের কাজ সেরে রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ত তখন ও লেখাপড়া করত। জ্যেঠু ঠিকই বলেন, ঘরের কাজ করেও লেখাপড়া হয়। এই সব ভাবছিল বেবী। হঠাৎ বেবী দেখে চায়ের জল ফুটে ফুটে অনেক কমে গেছে। তাড়াতাড়ি অর্জুনদাকে চা বানিয়ে দিয়ে পত্রিকা নিয়ে ছেলেমেয়ের কাছে গেল উপরে। বেবী নিচে থেকে ডাকতে ডাকতে যাচ্ছে, বলছে দেখ দেখ একটা জিনিস। ছেলেমেয়ে দুজনেই দৌড়ে এসেছে। বেবী ওদের বলল, বলত এটা কি লেখা আছে? বেবীর মেয়ে একটা একটা করে অক্ষর বলল, বেবী হালদার, মা, তোমার নাম বইয়ে? ছেলেমেয়েরা দুজনেই হাসছে। ওদের হাসি দেখে বেবীর মন আরো খুশিতে ভরে যাচ্ছে। ছেলেমেয়েকে দুপাশে নিয়ে আদর করতে লাগল। ছেলেমেয়েকে আদর করতে করতে বেবীর কি যেন হঠাৎ মনে পড়ল। ছেলেমেয়েকে বলল, এই ছাড় ছাড় আমি এখনি আসছি। বেবী নিচে আসতে আসতে মনে করছে, আমি কি বোকা। আমি পত্রিকায় নাম দেখে সব কিছুই ভুলে গেছি। বেবী তাড়াতাড়ি তাতুষের কাছে এসে তাতুষের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। তাতুষ বেবীর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল।

BanglaBook.org